# বঙ্গ ভাষাব্যাকরণ।

শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী
প্রণীত।

কলিকাতা,

২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৫।

মূল্য ৸০ আনা।

# বিজ্ঞাপন।

---

এই "বঙ্গভাষা ব্যাকরণ" নামে একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রচারিত হইল। এপর্য্যন্ত যত ব্যাকরণ হইয়াছে, তাহার একখানিও সর্ব্বাঙ্গ পুষ্কল নহে; অবশ্য সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হওয়াও সহজ নহে, তাহাতে এখানিও যে, সর্ব্বাঙ্গ পুষ্কল হইবে কোন মতেই এমত ভরসা বা আশা করা যায় না। অনেকে মনে করিয়া থাকেন বঙ্গভাষার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইবার সময় অদ্যাপি হয় নাই। কিন্তু অধুনা ভাষা যাদৃশী অবস্থায় দণ্ডায়িত; তাহাতে ব্যাকরণের পুষ্কলতা হওয়া অবশ্যই বিধেয়। ভাষা নিতান্ত অপ্রাচীন নহে,যে নিত্য নূতন নূতন বাক্য সৃষ্টি হইতেছে ও তন্নিবন্ধন নূতন নূতন নিয়ম করিতে হইবে। বঙ্গভাষা নব্যই হউক আর প্রাচীনই হউক, ইহা প্রথম অবস্থা হইতে ব্যাকরণ নিয়মে নিয়মিত; কেননা সংস্কৃত ও প্রাকৃতাদি ভাষা হইতে যখন ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, তখন ইহার মূলভিত্তিপাতন যে, ব্যাকরণ উপকরণ সম্বলিত; ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারাযায়; যে, সেই সকল নিয়ম আমরা অদ্যাপি বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণরূপে আনয়ন ও গ্রহণ করিতে পারি নাই। এই কারণেই ব্যাকরণ সকল অপুষ্কল রহিয়াছে। ইহাতে এমত বলিতেছি না, যে এপর্য্যন্ত যত ব্যাকরণ হইয়াছে,তাহাতে প্রকৃত নিয়মাদি আনীত ও গৃহীত হয় নাই। যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এমত অনেক বিষয় আছে, যে অদ্যাপি তাহাতে দৃকপাতও হয় নাই। যাহা হউক এই বঙ্গভাষাব্যাকরণে, প্রথম সূত্র হইতে সকল বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা ও মীমাংসা করিতে

বিশিষ্টরূপ, যত্ন করা হইয়াছে। বাক্যের অন্তর্গত পদ সকলের বিন্যাস ও অন্বয়ের বিশুদ্ধ মীমাংসা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। বাক্যস্থ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া পদের বিষয়ে শিক্ষার্থীদিগের বুৎপত্তি লাভের জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করা গিয়াছে। বিশেষ্য—বিশেষ্যপদ, ক্রিয়া—ক্রিয়াপদ, ও ক্রিয়ার সহিত বিশেষ্যের অন্বয় (কারকত্ব) প্রভৃতি, বিষয় বিশদ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কারকাধিকার বিচার বা পদান্বয় পদ্ধতি নামক প্রস্তাবে কারকের মূলতত্ত্ব, এবং অন্যান্য ব্যাকরণে যে সকল পদের কেবল শব্দ বিশেষ যোগ জন্য বিভক্তি দানে কারকত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে, ও যে সকল পদের 'হৃতগঞ্জ' ভাবে মীমাংসা করা হইয়াছে সে সকল বিষয় অতি পরিস্ফুটরূপে নিরূপিত হইয়াছে। বচনা প্রকরণে পদ বিন্যাসের প্রকৃত নিয়ম ও তাহার মৌলিকতত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। আর অন্যান্য ব্যাকরণে যে যে বিষয়ের নিয়মাদি না থাকায় অভিব্যক্তির উপায় নাই, ইহাতে যে সকল বিষয়কে লক্ষণাদির দ্বারা অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অধুনা বঙ্গভাষায়, বহু চিহ্ন বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তদ্বিষয়ক শিক্ষার জন্য চিহ্নবিষয়ক একটী প্রকরণও প্রস্তাবিত হইয়াছে। ছন্দঃ অলঙ্কার দিবার ইচ্ছা ছিলনা; কিন্তু কয়েকজন সহৃদয় বন্ধুর অনুরোধে ছন্দঃ ও অলঙ্কার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। অত্যন্ত বিস্তার আশঙ্কায় ছন্দের নিয়মাদি না লিখিয়া কেবল ছন্দের নাম ও তাহার এক একটী উদাহরণ ও কয়েকটী অলঙ্কার মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। আর কৃদন্ত, সমাস, তদ্ধিত প্রভৃতি ব্যাকরণের সাধারণবিষয়গুলি যথেষ্ট ও সুস্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এবং পরিশিষ্টে পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ, বিশেষ্য,

বিশেষণ, সর্ব্বনাম ও অব্যয় প্রভৃতি পদকে পদান্তরে পরিবর্ত্তন প্রণালীও প্রদর্শিত হইয়াছে।

উল্লিখিতবিষয়সমস্ত; সংস্কৃতব্যাকরণ—মুগ্ধবোধ, সিদ্ধান্ত কৌমুদী, ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণ কৌমুদী অবলম্বন করিয়া মীমাংসিত হইয়াছে। কিন্তু যে সকল বিষয়ের সংস্কৃতানুযায়ী সিদ্ধান্ত করিলে বঙ্গভাষায় অসংগত বা বিশৃঙ্খল বোধ হয়, সে সকল বিষয়ে বঙ্গভাষার প্রকৃতি অনুসারে, সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে। ফলতঃ বঙ্গভাষা শিক্ষার্থীদিগের ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। সে যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক হইলেই কৃতার্থ হই।

এত যত্ন ও এত পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে বলিয়া, ইহা যে ভ্রমপরিশূন্য হইয়াছে, এমত মনে করিতে পারি না। তাহাতে যদি কোন সহৃদয় পাঠক কোন ভ্রম প্রদর্শন করিয়া, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাহইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব এবং অন্য সংস্করণে তাহা সংশোধন করিয়া দিব।

অতঃপর সাধারণ সমীপে প্রার্থনা এই যে, অনেক বাঙ্গলা ব্যাকরণ হইয়াছে বলিয়া, এখানিকে একেবারে পরিহার না করেন; আদ্যোপান্ত একবার পাঠ করিয়া দেখেন। তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম, যত্ন ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

---

# শুদ্ধি পত্র।

| পৃঃ | পঃ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৭৪ | ১ | পঞ্চম | চতুর্থ |
| ৮০ | ৫ | পদার্থ | দানার্থ, আদেশার্থ |
| ৮৪ | ৫ | বিশেষত্ব | বিশেষ্যত্ব |
| ৮৬ | ২২ | কারণ | কারক |
| ৮৯ | ৩ | ত্রাস | ত্রাণ |
| ৯৩ | ৭ | ব্যাপ্তাধিকরণ | ব্যাপ্ত্যাধিকরণ |
| ৯৬ | ১০ | ভাব | ভাবে |
| ,, | ১১ | কে | কেবল |
| ,, | ১২ | অত | অতএব |
| ১০৬ | ২৫ | যোগে বলিতে | যোগে |
| ১০৭ | ১ | ষষ্ঠি | ষষ্টি |
| ১১২ | ২ | সম্বদ্ধ | সম্বন্ধ |
| ১১০ | ৩ | তেত্বর্থ | হেত্বর্থ |
| ১৫০ | ১৫ | শু, | শুনা, |
| ১৫২ | ৬ | ব্যক্তা | বক্তা |
| ১৫৩ | ১০ | বলাবলি য়াছে | চলাচলিয়াছে |
| ১৫৪ | ১৮ | উহা | উহার |
| ১৭৮ | ৩ | মোলিক | মৌলিক |
| ১৯৫ | ২২ | বূঝিতেঁ | বুঝিতে |
| ,, | ১০ | ঋকারান্ত | ঋকারান্ত |
| ২৫২ | ২৪ | আকারান্ত | অকারন্ত |

| পৃঃ | পঃ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৩১৭ | ১ | প্রথমতঃ | প্রথমতঃ |
| ৩১৮ | ৪ | কার্য্য | কার্য্য |
| ঐ | ৬ | যাই | চাই |
| ৩১৯ | ২১ | মাররাছে | মারিয়াছে |
| ৩২৩ | ১০ | লক্ষণ | লক্ষ্মণ |
| ৩৩২ | ২ | যথা | কথা |
| ৩৩২ | ২ | যগা | যথা |
| ঐ | ১৬ | তাহার | তাহার |
| ৩৩২ | ২১ | মা | না |
| ৩৩৩ | ১০ | আবর | আবার |
| ৩৫০ | ২১ | মর্তি | মূর্ত্তি |
| ৩৫২ | ২২ | সহদোদী | সহোদর |
| ৩৫৭ | ২৫ | হাসিয়া মৃদু | হাসিয়া মৃদু মৃদু |
| ৩৬২ | ১৯ | স্বরস্বরী | স্বরস্বতী |

---

# ব্যাকরণ আরম্ভ।


বর্ণ বিবেক প্রকরণ ... ... ... ১

বর্ণ, সন্ধি, ণত্ব, ও ষত্ববিধি ... ...

শব্দতত্ত্ব প্রকরণ ... ... ... ২৪

প্রকৃতি, বিশেষ্য ও পদ পুরুষ, লিঙ্গ, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, অব্যয়, বিভক্তি ও বচন, শব্দরূপ, কারক, কারকাধিকার বিচার ... ... ...

ধাতু ও ক্রিয়া প্রকরণ ... ... ... ১২৭

ধাতুমালা, বাঙ্গালা ধাতু, কৃৎপ্রত্যয়, ও ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য, আখ্যাত বিভক্তি ও ক্রিয়া ও ক্রিয়ার ভাব কাল প্রকৃতি, পুরুষ, বাচ্য। ধাতু রূপ ...

শব্দ সাধন ও শব্দযোজন প্রকরণ ... ... ১৯৪

কৃদন্ত বিভাগ ণিজন্ত, সনন্ত, যঙন্ত, নাম ধাতু, কৃদন্ত বাচ্যভাব বাচ্য, কর্ত্তৃ বাচ্য, কর্ম্মবাচ্য প্রত্যয়, সমাসযোগ, সমাস, তদ্ধিত। ... ... ...

চিহ্ন প্রকরণ ... ... ... ২৮১

পূর্ত্তি, দীর্ঘিকা, আরতি, বিরতি, বিভক্তি ও স্থিতি, জিজ্ঞাসা, ধ্বতি, উদ্ধৃতি, বন্ধনী ও দ্বিরুক্তি, সাঙ্কেতিক প্রয়োগ। ... ... ... ...

রচনা প্রকরণ ... ... ... ২৯৪

যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, পদবিন্যাস, রচনা

পদ্য প্রকরণ ... ... ...

ছন্দঃ, যতি, অলঙ্কার। ... ...

পরিশিষ্ট ... ... ... ... ৭৫

পদপরিবর্ত্তন ও পদ্যান্বয় ... ...

# বঙ্গ ভাষাব্যা

১। যে শাস্ত্র শিক্ষা করিলে বাঙ্গালা ভাষা পরিশুদ্ধরূপে লিখন, কথন ও অধ্যয়ন করিতে পারা যায় তাহাকে বঙ্গভাষাব্যাকরণ কহে।

২। ব্যাকরণ শিক্ষা করিলে বর্ণ, প্রকৃতি, প্রত্যয়, শব্দ যোজন, শব্দ ব্যুৎপাদন, পদ ও পদার্থ প্রভৃতি ভাষা সম্বন্ধীয় তাবৎ বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয় এবং তদ্দ্বারা ভাষায় সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে।

৩। বঙ্গভাষাব্যাকরণ সাত ভাগে বিভক্ত; বর্ণবিবেকপ্রকরণ, শব্দতত্ত্বপ্রকরণ, ধাতু ও ক্রিয়া প্রকরণ, শব্দযোজন ও শব্দসাধন প্রকরণ, চিহ্ন-প্রকরণ, রচনাপ্রকরণ, ও পদ্যপ্রকরণ।

## বর্ণবিবেকপ্রকরণ।

৪। বর্ণ—যাহাদ্বারা ভাষা বর্ণিত বা বিস্তৃত ও পরিস্ফুট হয় তাহার নাম বর্ণ; বর্ণ দুইপ্রকার স্বর-বর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।

৫। স্বর—যাহা ইচ্ছামাত্রে কণ্ঠনালী হইতে ধ্বনিত হয় তাহাকে স্বর কহে।

৬। স্বরবর্ণ—ধ্বনিত স্বরের পরিজ্ঞান জন্য যে চিহ্ন বা অঙ্কপাত করা যায় তাহাকে স্বরবর্ণ কহে।

স্বর তের প্রকার, সুতরাং স্বরবর্ণ তেরটী, যথা

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ,

এই স্বর ধ্বনিভেদে দুই প্রকার, হ্রস্ব ও দীর্ঘ।

৭। যে স্বর অল্পক্ষণ মাত্র ধ্বনিত বা স্থায়ী হয়, তাহা হ্রস্ব বা লঘুস্বর, হ্রস্বস্বর পাঁচটী; যথাঃ—

অ, ই, উ, ঋ, ঌ,

৮। যে স্বর অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া ধ্বনিত হয়, তাহাকে গুরু বা দীর্ঘস্বর কহে। (১) দীর্ঘস্বর আটটী। যথাঃ—

আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও ঔ।

৯। ব্যঞ্জন—যাহা জিহ্বা, কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গের স্পর্শ-সংঘাতে উচ্চারিত হয় তাহাকে ব্যঞ্জন কহে।

১০। ব্যঞ্জনের পরিচয় বা বোধের জন্য যে আকৃতি আলিখিত হয় তাহাকে ব্যঞ্জন বর্ণ কহে।

১১। কেবল স্বরবর্ণে না হইয়া এই বর্ণ দ্বারা ভাষা পরিস্ফুট বা পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম ব্যঞ্জন বর্ণ হইয়াছে। বৈয়াকরণিকেরা ইহাকে

---

(১) হ্রস্ব দীর্ঘ উভয় স্বরই অতি ঘনরূপে উপরি উপরি, লিপ্ত ভাবে শব্দিত হইলে তাহাকে প্লুত কহে। এই প্লুত ধ্বনি, দূরাহ্বান, গান ও রোদনে হইয়া থাকে। যথা—ওহে...এএএ হরি...ইইইই গোপা... আআআল ইত্যাদি।

হল, যা হস্ বর্ণ বলিয়া থাকেন। মুগ্ধবোধকার বোপদেব ব্যঞ্জন বর্ণের প্রথমে 'হ' ও শেষে 'স' লিখিয়া আদ্যন্ত বর্ণানুসারে ইহার নাম 'হস্ বর্ণ' রাখিয়াছেন; এ নিমিত্ত যে শব্দের শেষ বর্ণ ব্যঞ্জন তাহাকে 'হসন্ত' শব্দ বলিয়াছেন এবং তদনুসারে বঙ্গ ভাষায় ব্যঞ্জনান্ত শব্দের নাম হসন্তশব্দ হইয়াছে; অতএব ইহার ব্যঞ্জন নামটী সার্থক এবং হল্ ও হস্, এই দুই নাম সংজ্ঞা মাত্র।

১২। ব্যঞ্জন বর্ণ (৩৯) ঊনচল্লিশটী,। যথা—

ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ড়, ঢ, ঢ়, ণ ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, য়, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ং, ঃ, ँ।

১৩। এই ঊনচল্লিশ হল বর্ণের মধ্যে ড ঢ ও য এই তিনটী বর্ণ অবস্থা বিশেষে ড় ঢ় ও য় এই তিন রূপে উচ্চারিত হয়।

১৪। ড, ঢ ও য, অসংযুক্ত রূপে শব্দের মধ্যস্থ হইলে, ড়, ঢ়, ও য়, এর উচ্চারণ হয়, অন্য সর্ব্বত্রই 'ড ঢ, ও য' এর উচ্চারণ হয়; যথা—

জড়, মূঢ়, দয়া, ইত্যাদি অন্যত্র ডমরু, ঢাক, যাত যূষ, যোগ, ইত্যাদি।

কিন্তু যখন ঐ বর্ণত্রয় আদ্যবর্ণ হইয়াও সমাসে

শব্দের মধ্যস্থ হয় তখন ড় ঢ় ও য় এর উচ্চারণ হইবে না। যথা—

হংস ডিম্ব, জয়ঢাক, মনোযোগ ইত্যাদি।

১৫। আর সন্ধীভূত 'ড' যুক্ত হইলে ড় এর উচ্চারণ হয়। যথা—

ষড়্ধা, ষড়্বিংশ, ষড়্জন্মা ইত্যাদি।

১৬। যুজ্ ধাতুর 'য' ও যূষ শব্দের 'য' মধ্যস্থ হইলেও 'য়' হয় না। যথা—

যূষ—পীযূষ, যুক্ত-প্রযুক্ত, নিযুক্ত ইত্যাদি।

১৭। আ, নি, বি, ও প্র, এই চারি উপসর্গের পরে যুজ্ ধাতু সম্বন্ধীয় 'যো' 'য়ো' হয়। যথা—

আয়োজন, নিয়োগ, বিয়োগ, প্রয়োজন ইত্যাদি অন্যত্র উপযোগ, সংযোগ, সুযোগ ইত্যাদি।

১৮। ং, ঃ, ঁ এই তিনটী বর্ণ স্বর কি অন্য কোন ব্যঞ্জন বর্ণের যোগ বহন করে না অর্থাৎ উহারা স্বর বা ব্যঞ্জন, কোন বর্ণের সহিত যুক্ত হয়না, বলিয়া ইহাদিগকে অযোগবাহ বর্ণ বলে। এতদনুসারে অপর সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণের সাধারণ নাম যোগবাহ হইতে পারে।

১৯। যোগবাহ বর্ণ গুলির মধ্যে ক হইতে ম পর্য্যন্ত ২৭টীকে স্পর্শ বর্ণ বলে, কেন না উচ্চারণ সময়ে ইহাদের যে যে বর্ণ যে যে স্থান হইতে উচ্চারিত, তাহার দুই দুইটী স্থানের পরস্পর স্পর্শ

সংঘাতে উচ্চারিত হয়। জিহ্বামূল ও কণ্ঠ, তালু ও জিহ্বা, দন্ত ও জিহ্বা, মূর্দ্ধা ও বিপর্য্যস্ত জিহ্বা এবং ওষ্ঠ ও অধর এই পাঁচটী স্থান যুগ্মের পরস্পর সংস্পর্শন দ্বারা উহাদিগের উচ্চারণ হয়।

২০। য, য়, ব, র, ল এই পাঁচটীকে অন্তস্থ বর্ণ বলে। ইহারা স্বরবর্ণ ও হল বর্ণের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ উভয় বর্ণের প্রকৃতি সম্পন্ন। কেননা ই, উ, ঋ, ৯, এই চারিটী স্বরবর্ণের স্থানে য, ব, র, ল এই চারি বর্ণ হইয়া থাকে এবং ইহাদের প্রকৃত উচ্চারণেও স্বরত্ব ও হলত্ব প্রতীত হয়। যথা—

য=ইঅ, ব=উঅ ইত্যাদি।

২১। আর উচ্চারণে উষ্ণ শ্বাস নিঃসৃত হয় বলিয়া শ, ষ, স, হ এই চারিটীকে উষ্ম বর্ণ বলে।

২২। স্বর ও হল উভয় বর্ণেরই বাগিন্দ্রিয়ের যে যে স্থান হইতে উচ্চারণ হয় তদনুসারেও ইহাদের শ্রেণী বিভাগ হইয়া থাকে। যথা—

২৩। কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত অ, আ, এ, ঐ, ও, ঔ, হ কে কণ্ঠ্যবর্ণ কহে।

২৪। জিহ্বামূল হইতে উচ্চারিত ক, খ, গ, ঘ, ঙ জিহ্বামূলীয় বর্ণ।

২৫। তালূচ্চারিত ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, এ, ঐ, য, শ, তালব্য বর্ণ।

২৬। মূর্দ্ধা হইতে অর্থাৎ মস্তক হইতে উচ্চা-

রিত ঋ ৠ, ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ়, ণ, ষ, র, মূর্দ্ধন্যবর্ণ।

২৭। দন্তোচ্চারিত ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স, ৯, ৱ, (অন্তস্থ) দন্ত্যবর্ণ।

২৮। ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত উ, ঊ, ও, ঔ, প, ফ, ব, ভ, ম, ব, (অন্তস্থ) ওষ্ঠ্যবর্ণ।

২৯। এ ঐ, এই দুই বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ অথচ তালুরও কিঞ্চিৎ আশ্রয় আছে বলিয়া এই দুইটীকে কণ্ঠ্যতালব্য, এবং ও ঔ এই দুইটী বর্ণও প্রকৃতরূপে কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত, অথচ ওষ্ঠ সংকোচ দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত হয় বলিয়া এই দুইটীকে কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ বলে। এইরূপ অন্তস্থ (ব=উ অ) দন্ত ও অধর দ্বারা সম্পূর্ণ উচ্চারিত হওয়াতে দন্ত্যৌষ্ঠ্য বর্ণ।

৩০। ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ইহারা ক্রমশঃ জিহ্বা-মূল, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ও ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়া পশ্চাৎ আবার নাসিকার আশ্রয় গ্রহণ করি-তেছে বলিয়া ইহাদের অন্য একটী নাম অনুনাসিক হইয়াছে। আর ং অনুস্বার ও ঁ চন্দ্র বিন্দুরও অনুনাসিকত্ব আছে।

৩১। ং, ঃ অনুস্বার ও বিসর্গ আশ্রয় স্থানীয় অর্থাৎ উহাদের পূর্ব্বস্থিত স্বরবর্ণের উচ্চারণ স্থানই উহাদের উচ্চারণস্থান; কেন না পূর্ব্বে স্বরবর্ণ না থাকিলে এই দুইটী বর্ণের উচ্চারণ হয় না। এজন্য

এই দুইটীকেই অনুস্বার বলা যাইতে পারে। কিন্তু একবিন্দু বর্ণের নাম অনুস্বর, এবং বিশেষ বোধের জন্য দ্বিবিন্দু বর্ণের নাম অনুস্বার না হইয়া বিসর্গ হইয়াছে। যথা—

হবিঃ ও অন্তঃ এবং হিং ও বং ; এখানে বিসর্গ দুইটী ও অনুস্বর দুইটীর পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর, ই ও অ হওয়াতে উহাদের উচ্চারণ স্থান তালু ও কণ্ঠ। অতএব এই বিসর্গ ও অনুস্বার দুই দুইটী তালব্য ও কণ্ঠ্য বর্ণ।

৩২। 'ঃ,' বিসর্গ প্রকৃত পক্ষে উষ্ম বর্ণ 'হ' র সদৃশ হওয়াতে উহা কণ্ঠ্যবর্ণ এবং 'ং' অনুস্বার জিহ্বামূলীয় বর্ণ 'ঙ' র সদৃশ হওয়াতে উহা জিহ্বামূলীয় বর্ণ হইতে পারে, কিন্তু অযোগবাহত্বহেতু, কণ্ঠ্য ও জিহ্বামূলীয় না হইয়া আশ্রয় স্থানীয়ই হইয়াছে।

৩৩। সাতাইশটী স্পর্শ বর্ণের মধ্যে প্রথম পাঁচটী ক, খ, গ, ঘ, ঙ, কে কবর্গ, দ্বিতীয় পাঁচটী চ, ছ, জ, ঝ, ঞ কে চবর্গ, তৃতীয় সাতটী ট, ঠ, ড, ঢ, ঢ় ড় ণ কে টবর্গ, চতুর্থ পাঁচটী ত, থ, দ, ধ, ন কে তবর্গ ও শেষের পাঁচটী প, ফ, ব, ভ, ম, কে পবর্গ বলে। অতএব এই সাতাইশটীর প্রত্যেক বর্ণই বর্গীয় বর্ণ।

৩৪। প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ এবং য য় র ল ব কে কোমল বা অল্প প্রাণ বর্ণ

আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে এবং উষ্ম বর্ণকে কঠিন বা মহাপ্রাণ বর্ণ কহে।

৩৫। ব্যঞ্জন স্বরযোগে পরিস্ফুট হইলে বচন স্ফূর্ত্তি হয় সেই বাক্ স্ফূরণ লিখিয়া জানাইতে হল বর্ণে স্বরবর্ণ যোগ করিতে হয়। স্বরবর্ণ সকল যখন হল্ বর্ণে যোগ করিতে হয় তখন স্বরের আকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যথা —

শুদ্ধ স্বরাকৃতি অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, এ ঐ, ও ঔ।

যুক্তস্বরাকৃতি ০ া ি ী ু ূ ৃ ৄ ৢ ে ৈ ে া ে ৌ

৩৬। কেবল 'অ' যোগের কোন ভিন্ন আকার নাই এবং 'ঌ'রও কোন পরিবর্ত্তন নাই। ই এ ঐ এই তিনটী বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের পরে যুক্ত হইয়া পূর্ব্বে লিখিত হয়। আর ও ঔ বর্ণ দুইটী উভয় পার্শ্বে সংলগ্ন থাকে। ফলতঃ হলে স্বরযোগ হইলে তাহা পরেই থাকে, পূর্ব্বে থাকে না। যথা—

ক্+অ=ক ম্+আ=মা, ল্+ই=লি, চ্+ঈ=চী ত্+উ=তু, প্+ঊ=পূ ব্+ঋ=বৃ, ক্+ৠ=কৄ, ক্+ঌ=কৢ, শ্+এ=শে ব্+ঐ=বৈ, স্+ও=সো, দ্+ঔ=দৌ ইত্যাদি।

৩৭। হল্ বর্ণে কোন স্বরবর্ণ যুক্ত না থাকিলে তাহার নিম্নে ( ্ ) এই চিহ্ন দেওয়া থাকে, ইহা-

দ্বারা সেটী স্বরবিহীন ব্যঞ্জন বর্ণ বুঝিতে হইবে। এবং যে শব্দের শেষের বর্ণে ঐ চিহ্ন থাকিবে সে শব্দটী হসন্ত শব্দ বুঝিতে হইবে। যথা—

বাক্, মহত্, রাজন্ ইত্যাদি। আর যে বর্ণে ( ্ ) এচিহ্ন নাই ও অন্য কোন স্বরচিহ্নও নাই তাহা 'অ' কারান্ত বর্ণ; যথা লবণ, নয়ন, ভোজন, পূত ইত্যাদি।

৩৮। স্বরযোগে পৃথক্‌ভূত না হইয়া একের অধিক হল্‌বর্ণ একত্র মিলিত হইয়া একটী বর্ণরূপে লিখিত হইলে তাহাকে সংযুক্ত বা যুক্তাক্ষর কহে। যুক্তাক্ষরের বর্ণগুলি পরপর নিম্নবর্ত্তী হয়। যথা।

ক্+ত=ক্ত, ত+ম্+য=ত্ম্য, ক্+র=ক্র, ষ্+প্+র=ষ্প্র, ত+র=ত্র, র্+ত=র্ত্ত ইত্যাদি—

'র' কোন বর্ণের অন্তে যুক্ত হইলে '্র' এই আকার হইয়া, নিম্নস্থ হয়, আর আদিতে যুক্ত হইলে ( র্ ) এই আকার হইয়া উপরে যায় 'র্' ইহাকে রেফ কহে।

৩৯। রেফাক্রান্ত বর্ণের দ্বিত্ব হয় বিকল্পে। বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ রেফযুক্ত হইয়া দ্বিত্ব হইলে তাহার পূর্ব্বটী প্রথম বর্ণ, এবং চতুর্থ বর্ণ রেফ যুক্ত হইয়া দ্বিত্ব হইলে তাহার পূর্ব্বটী তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা—

র্+ছ=র্চ্ছ, র্+ধ=র্দ্ধ, র্+থ=র্ত্থ ইত্যাদি।

৪০। যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব স্বর লঘু হইলেও গুরু উচ্চারিত হইবে। যথা—

ক্ষুদ্র, বিপ্র, পত্র ইহাদের উচ্চারণ ক্ষুদ্‌র, বিপ্‌র, পত্‌র এই প্রকারে না হইয়া ক্ষুদ্‌দ্র, বিপ্‌প্র, পত্তত্র থাকিলে যে মত উচ্চারণ হয় সেই মত হইবে॥

বর্ণযোজনা।

প্‌+উ+র্‌+ব্‌+ব্‌+অ=পূর্ব্ব, স্‌+থ্‌+অ=স্থ, চ্‌+অ+ক্‌+র্‌+অ=চক্র, অ+ধ্‌+ই+ষ্‌+ঠ্‌+আ+ন্‌+অ=অধিষ্ঠান, চ্‌+ই+ন্‌+ত + আ+ন্‌+ব্‌+ই+ত্‌+আ=চিন্তান্বিতা ইত্যাদি।

৪১। এইরূপে সংযোজিত বর্ণ সমূহে গঠিত শব্দ বা পদের অন্তর্গত এক একটী স্বরযুক্ত অংশকে মাত্রা কহে। মাত্রা বা স্বরাংশ শুদ্ধ একটী স্বরে বা একটী স্বরবর্ণবিশিষ্টহলবর্ণে, অথবা উভয় পার্শ্বের দুইটী হলবর্ণবিশিষ্টস্বরবর্ণে নির্দ্দিষ্ট হইয়া-থাকে যথা—

ভবৎ, পারিতোষিক,রুষ্ট ইহাদের মাত্রানির্দ্দেশ, ভ, বৎ, পা, রি, তো, ষি, ক, রু, ষ্ট, ইত্যাদি।

৪২। এইরূপে যে শব্দে একটী মাত্র, মাত্রা বা স্বরাংশ থাকে তাহাকে একমাত্র, বা একস্বর শব্দ কহে। যথা—

ইৎ, সৎ, কিম্, হে, ও ইত্যাদি।

৪৩। যে শব্দে দুইটীমাত্রা থাকে তাহাকে দ্বিমাত্র বা দ্বিস্বর শব্দ কহে। যথা—

ভবৎ, ইদম্, অ-সৎ তি-নি উ-হা ইত্যাদি।

৪৪। এইমত ত্রিমাত্র, চতুর্মাত্র প্রভৃতি শব্দ আছে কিন্তু এই ব্যাকরণে একাধিক মাত্রাবিশিষ্ট শব্দ, বহুমাত্র বা বহুস্বর শব্দ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

৪৫। (অ ও আ) (ই ও ঈ) (উ ও ঊ) এবং (ঋ ও ৠ) এই চারিটী স্বরযুগ্মের অন্তর্গত দুই দুইটী স্বরকে সজাতীয় বা সমান স্বর কহে।

৪৬। অবর্ণ বলিলে অ, আ, ইবর্ণ বলিলে ই, ঈ, উবর্ণ বলিলে উ, ঊ, এবং ঋবর্ণ বলিলে ঋ, ৠ, বুঝিতে হইবে।

৪৭। কোন বর্ণ বা শব্দের স্থানে তদন্যথায়, অন্য বর্ণ বা শব্দের আবির্ভাবকে আদেশ কহে।

৪৮। ই, উ, ঋ এবং ঌ বর্ণ স্থানে যথাক্রমে এ, ও, অর্ এবং অল্ আদেশকে গুণ কহে।

৪৯। অ, ই, উ, ঋ, এ, ও ইহাদের স্থানে যথাক্রমে আ, ঐ, ঔ, আর, ঐ, ঔ আদেশকে বৃদ্ধি কহে।

৫০। শব্দের পুর্ব্ব বর্ণকে আদিম এবং শেষ বর্ণকে অন্তিম বা অন্ত্যবর্ণ কহে।

৫১। অন্ত্যবর্ণের পুর্ব্ববর্ণকে উপান্তিম বা উপান্ত্য বর্ণ কহে।

৫২। অন্ত্য স্বরকে অথবা অন্ত্য ব্যঞ্জন বর্ণ

সহিত উপান্ত্য স্বরকে অন্ত্য স্বরাদি বর্ণ বা পর-ভাগ কহে। যথা—

দয়া, হরি, ও লঘু ইহাদের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণ ক্রমে আ, ই, ও উ; আর রাজন্ পথিন্, ও মহৎ ইহাদের পরভাগ ক্রমে অন্, ইন্ ও অৎ পরিত্যাগ করিলে রাজ্, পথ্ ও মহ্ থাকে।

---

# বর্ণবিবেকপ্রকরণ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### সন্ধি বিধি।

৫৩। দুইটী বর্ণ পরস্পর সন্নিহিত হইলে মিলিয়া বা পৃথক্ থাকিয়া অন্যপ্রকার হওয়াকে সন্ধি কহে। সন্ধি দুই প্রকার; স্বরসন্ধি ও হল্ সন্ধি।

৫৪। এই সন্ধি মূল শব্দে ও মূল শব্দে এবং মূল প্রকৃতি ও প্রত্যয়ে হইয়া থাকে। কিন্তু সন্ধি যোগ্য বর্ণ সন্নিহিত হইলেই যে সন্ধি হইবে এমত নহে। সন্ধি করা না করা বক্তা বা লেখকের ইচ্ছাধীন।

৫৫। বাঙ্গালা শব্দে বা বাঙ্গালা প্রকৃতি প্রত্যয়ে অথবা বাক্যান্তর্গত পদের পরস্পর সন্ধি হইবে না; কিন্তু বাক্যের মধ্যে অবলম্বন, আশ্রয়,

উত্থান, উত্তোলনাদি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদের সহিত, "কর্" ধাতু নিষ্পন্ন যৌগিক ক্রিয়া ও তাহার কারকপদের সন্ধি হইয়া থাকে। যথা—

তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন, রাম, মুষ্ট্যাঘাত করিল, ইত্যাদি।

---

## স্বর সন্ধি।

৫৬। সন্নিহিত স্বরবর্ণ দ্বয়ের মিলনকে স্বরসন্ধি কহে।

৫৭। সমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পর স্বর পূর্ব্ব স্বরের সহিত মিলিয়া দীর্ঘ হয় ও পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

অপর + অপর = অপরাপর, প্রতি + ইত = প্রতীত, প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা, ধরণী + ঈশ্বর = ধরণীশ্বর, অনু + উক্ত = অনূক্ত, তরু + ঊর্দ্ধ = তরূর্দ্ধ, পিতৃ + ঋণ = পিতৄণ ইত্যাদি।

৫৮। অবর্ণের পর ইবর্ণ, উবর্ণ, ও ঋ বর্ণ থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী অবর্ণের সহ ইবর্ণাদির গুণ হইয়া পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

নৃপ + ইন্দ্র = নৃপেন্দ্র, মহা + ঈশ = মহেশ, চন্দ্র + উদয় = চন্দ্রোদয়, হিম + ঋতু = হিমর্ত্তু, মহা + ঋষি = মহর্ষি, ইত্যাদি।

৫৯। তৃতীয়া তৎপুরুষ ঘটিত (ঋত) শব্দ পরে থাকিলে পূর্ব্ব অবর্ণের সহ তাহার বৃদ্ধি হয় এবং পূর্ব্ব হলে যুক্ত হয়। যথা—

শীত + ঋত = শীতার্ত্ত, ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত্ত, ভয় + ঋত = ভয়ার্ত্ত ইত্যাদি।

৬০। 'প্র' শব্দের পর ঊঢ় ও ঊঢ়ি, 'অক্ষ' শব্দের পর ঊহিনী 'স্ব' শব্দের পর ঈর এবং দশ ও ঋণ শব্দের পর 'ঋণ' শব্দ থাকিলে পূর্ব্ব শব্দের অবর্ণের সহিত পর শব্দের উবর্ণাদির বৃদ্ধি হইয়া পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

প্র + ঊঢ় বা ঊঢ়ি = প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়ি, অক্ষ + ঊহিনী = অক্ষৌহিণী, স্ব + ঈর = স্বৈর দশ + ঋণ = দশার্ণ ঋণ + ঋণ = ঋণার্ণ।

৬১। অবর্ণের পর এ বা ও থাকিলে অবর্ণের সহ তাহাদের বৃদ্ধি এবং ঐ বা ঔ থাকিলে অবর্ণের লোপ হইয়া পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। আর এক ও এব শব্দ থাকিলে উভয় কার্য্যই হয়। যথা—

হিত + এষী = হিতৈষী, মহা + ওষধি = মহৌষধি, গত + ঔৎসুক্য = গতৌৎসুক্য, জন + এক = জনৈক বা জনেক, অদ্য + এব = অদ্যৈব বা অদ্যেব ইত্যাদি।

৬২। ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ইবর্ণের স্থানে 'য' উবর্ণের স্থানে 'ব' এবং ঋবর্ণের স্থানে 'র' হয় ও পরের স্বরবর্ণ তাহাতে যুক্ত হয়। যথা—

ত্রি + অম্বক = ত্র্যম্বক, পরি + অন্ত = পর্য্যন্ত, দারু + আসন = দার্ব্বাসন, পিতৃ + আলয় = পিত্রালয় ইত্যাদি।

৬৩। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 'এ, ও, ঐ, ঔ'

ইহাদের স্থানে যথাক্রমে অয়্, অব্, আয়্, আব্ হয় ও তাহাতে পরস্পর যুক্ত হয়। যথা—

নে+অন্=নয়ন্, ভো+অন=ভবন, নৈ+অক= নায়ক, পৌ+অক=পাবক, নৈ+ইন্=নায়িন্ ইত্যাদি।

৬৪। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে গো শব্দের ওকার স্থানে অকারান্ত অব আদেশ হয়। যথা—

গো+ইন্দ্র=গবেন্দ্র, গো+ঈষণা=গবেষণা, গো+ অক্ষ=গবাক্ষ ইত্যাদি।

---

## ব্যঞ্জন সন্ধি।

৬৫। ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জন সন্ধি কহে।

৬৬। বর্গীয় তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ, য র ল ব হ কিম্বা স্বরবর্ণ পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তাহার তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা—

ষট্+ধা=ষড়্ধা, তৎ+ভিন্ন=তদ্ভিন্ন, বাক্+জাল= বাগ্জাল, প্রাক্+উক্ত=প্রাগুক্ত, ষট্+আনন=ষড়ানন, উৎ+আহরণ=উদাহরণ, অপ্+জাত=অব্জাত, ইত্যাদি।

৬৭। তবর্গ ও চবর্গ সন্নিহিত হইলে তবর্গ স্থানে চবর্গ হয় এবং টবর্গ পরে, তস্থানে ট হয়। যথা—

উৎ+চারণ=উচ্চারণ, উৎ+জ্বল=উজ্জ্বল, যাচ্+না= যাচ্ঞা, রাজ্+নী=রাজ্ঞী, উৎ+ডীন=উড্ডীন, তদ্+ ঢক্কা=তড্ঢক্কা ইত্যাদি।

৬৮। তয়ের পরস্থিত শ স্থানে ছ ও হ স্থানে ধ হয়। যথা—

উৎ+শিখা=উচ্ছিখা, উৎ+হার=উদ্ধার ইত্যাদি।

৬৯। ম্ ও ন্র স্থানে অন্তঃস্থ ও উষ্ম বর্ণ পরে ং অনুস্বার হয় এবং বর্গীয় বর্ণ পরেতে সেই বর্গের পঞ্চমবর্ণ ও কখন বা অনুস্বার ং হয়। যথা—

দন্+শন=দংশন, সম্+শোধন=সংশোধন, সম্+যোগ=সংযোগ, সম্+লগ্ন=সংলগ্ন, সম্+গত=সঙ্গত বা সংগত, সম্+জীবন=সঞ্জীবন, সম্+জ্ঞা=সংজ্ঞা, শাম্+তি=শান্তি ইত্যাদি।

৭০। ল পরে থাকিলে ত ও ন স্থানে ল, হয়। যথা—

উৎ+লাস=উল্লাস, তৎ+লীন=তল্লীন, বিদ্বান্+লোক=বিদ্বাল্লোঁক (১) ইত্যাদি।

৭১। ষয়ের পরস্থিত ত ও থর স্থানে ট ও ঠ হয়। যথা—

ষষ্+থ=ষষ্ঠ, ষষ্+তি=ষষ্টি, তুষ্+ত=তুষ্ট ইত্যাদি।

৭২। বর্গের পঞ্চমবর্ণ পরেতে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তাহার পঞ্চমবর্ণ হয়। যথা—

তৎ+নিমিত্ত=তন্নিমিত্ত, তৎ+ময়=তন্ময়, বাক্+নিষ্ঠা=বাঙ্নিষ্ঠা, ষট্+মস্তক=ষণ্মস্তক ইত্যাদি।

---

(১) নর স্থানে জাত ল সানুনাসিক হওয়াতে "ল" উচ্চারিত হইয়াছে। পরন্তু নস্থানে ল হওয়ার উদাহরণ ব্যাকরণ ভিন্ন এ পর্য্যন্ত কোন সাহিত্য গ্রন্থে দৃষ্ট হয় নাই।

৭৩। উৎ শব্দের পর স্থা ও স্তম্ভ সম্বন্ধীয় 'স' য়ের লোপ হয়। যথা—

উৎ+স্থান=উত্থান, উৎ+স্থিত=উত্থিত, উৎ+স্তম্ভ=উত্তম্ভ ইত্যাদি।

৭৪। স্বরবর্ণের পরস্থিত ছয়ের দ্বিত্ব হয়। যথা

অনু+ছেদ=অনুচ্ছেদ,তরু+ছায়া=তরুচ্ছায়া ইত্যাদি।

৭৫। হল বর্ণ পরে থাকিলে, দিব্ শব্দের স্থানে 'দ্যু' এবং বিদ্বস্ শব্দের স্‌য়ের স্থানে 'ত্' হয়। যথা—

দিব+নিবাস=দ্যুনিবাস, বিদ্বস+সমাজ=বিদ্বৎসমাজ বিদ্বস্+গণ=বিদ্বগণ ইত্যাদি।

৭৬। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে দ্ ও ধ্য়ের স্থানে 'ত্' এবং চ্ ও জ্‌য়ের স্থানে 'ক্' হয়। যথা—

বিপদ্+পাত=বিপৎপাত, ক্ষুধ+পিপাসা=ক্ষুৎপিপাসা স্রজ্+বৎ=স্রগ্বৎ, প্রাচ্+তন=প্রাক্তন ইত্যাদি।

---

## বিসর্গ সন্ধি।

৭৭। পদের অন্তস্থিত স ও র বিসর্গ ঃ হয়। যথা—

ইতস্=ইতঃ, পয়স্=পয়ঃ, মনস্=মনঃ, যশস্=যশঃ, এইরূপ তেজঃ ওজঃ, ততঃ, অতঃ, কুতঃ ইত্যাদির বিসর্গ সজাত আর প্রাতঃ, অন্তঃ, পুনঃ, নিঃ, দুঃ, অহঃ, প্রাদুঃ, স্বঃ ইত্যাদির বিসর্গ 'র্' জাত। এবং শব্দের ইকার ও উকারের

পরস্থিত 'স' জাত বিসর্গ ও ঋকারান্ত শব্দের সম্বোধন পদের বিসর্গ 'র' জাত বিসর্গ বলিয়া গণ্য। যথা—হবিস্=হবিঃ, চক্ষুস্=চক্ষুঃ, হে পিতঃ ইত্যাদি।

৭৮। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ পরে থাকিলে ঃ বিসর্গের স্থানে 'স' হয় এবং চ বা ছয়ের যোগ হইলে সয়ের স্থানে 'শ' হয়। যথা—

মনঃ+কাম=মনস্কাম, বাচঃ+পতি=বাচস্পতি, শিরঃ+ছেদ= শিরশ্ছেদ, নিঃ+চিন্ত=নিশ্চিন্ত, দুঃ+কর=দুষ্কর, নিঃ+পাপ=নিষ্পাপ, ধনুঃ+টংকার=ধনুষ্টঙ্কার= ইত্যাদি।

৭৯। অকার, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, ও পঞ্চম বর্ণ এবং য, ব, র, ল, হ পরে থাকিলে অকার ও তৎপরস্থিত স জাত বিসর্গ, এই দুই বর্ণের স্থানে 'ও' হয় এবং পরের অকারের লোপ হয়। যথা—

ততঃ+অধিক=ততোধিক, সরঃ+বর=সরোবর, মনঃ+গত=মনোগত, অহঃ+রাত্র=অহোরাত্র (১) অকুতঃ+ভয়=অকুতোভয় ইত্যাদি।

৮০। 'অ' ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ পরেতে অকারের পরস্থিত সজাত বিসর্গের লোপ হয়। যথা—

অতঃ+এব=অতএব, (২) কুতঃ+আগত=কুতআগত

---

(১) কেবল রাত্রি ও রূপ শব্দ পরে 'অহঃ' শব্দের রজাত বিসর্গের স্থানে 'ও' কার হয় 'র' হয় না। অন্য বর্ণ পরে র হয়। যথা অহঃ+নিশ =অহর্নিশ, অহঃ+রজনী=অহা রজনী ইত্যাদি।

(২) সন্ধি বিধানানুসারে কোন বর্ণের লোপ হইলে তাহার পরে অন্য

৮১। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, ও পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল ব হ পরে থাকিলে 'র' জাত বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যথা—

প্রাতঃ+উত্থান=প্রাতরুত্থান, অন্তঃ+গত=অন্তর্গত, পুনঃ+জীবন=পুনর্জ্জীবন, নিঃ+নীত=নির্ণীত, অন্তঃ+যামী=অন্তর্যামী, চক্ষুঃ+উন্মিলিত=চক্ষুরুন্মিলিত ইত্যাদি।

৮২। 'র' পরে 'র'য়ের লোপ হয় ও পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা—

নিঃ+রোগ=নীরোগ, অন্তঃ+রাম=অন্তারাম, চক্ষুঃ+রোগ=চক্ষূরোগ, নিঃ+রস=নীরস ইত্যাদি।

৮৩। ত ও থ যুক্ত 'স' পরে থাকিলে কখন কখন বিসর্গের লোপ হয়। যথা—

অন্তঃ+স্থ=অন্তস্থ, অন্তঃস্থ, দুঃ+স্তর=দুস্তর, দুঃস্তর দুঃ+স্থ=দুস্থ, দুঃস্থ ইত্যাদি।

---

# বর্ণ বিবেক প্রকরণ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### ণত্ব ও ষত্ববিধি।

৮৪। ঋ, র, ষ এই তিন বর্ণের পরস্থিত 'ন' (দন্ত্য) পদ মধ্যবর্ত্তী হইলে 'ণ' (মূর্দ্ধন্য) হয়। যথা—

তৃণ, ঊর্ণা, বিষ্ণু ইত্যাদি।

---

সন্ধি কার্য্য হয় না। অতঃ+এব=অতএব এস্থলে আবার সন্ধি হইয়া অতৈব হইতে পারিত কিন্তু তাহা হইবে না।

৮৫। ঋ, র, ও ষ, এই তিন বর্ণের কোন বর্ণ ও তাহার পরের 'ন' এই উভয় বর্ণের মধ্যে স্বর-বর্ণ কবর্গীয় বা পবর্গীয় বর্ণ বা য,ব, হ এবং বিসর্গও অনুস্বার, এই সকল বর্ণের যে কয় বর্ণ ব্যবধান থাকুক না কেন তথাপি ঐ 'ন' (দন্ত্য) 'ণ' (মূর্দ্ধন্য) হইবে। যথা—

কৃপণ, নির্ম্মাণ, রামায়ণ, শোষণ, নির্য্যাণ ইত্যাদি।

অন্য বর্ণ ব্যবধানে হইবে না। যথা রটনা, রচনা, তর্জ্জন মার্জ্জনা, ক্রোধন ইত্যাদি।

৮৬। তবর্গ দন্ত্য বর্ণ বলিয়া ইহার উপরে দন্ত্য 'স' ও 'ন' থাকিবে। কোন মতে ইহার অন্যথা হইবে না। যথা—

চিরন্তন, স্নান, রন্ধন, স্নেহ ইত্যাদি স্থলে ণত্ব ও ষত্ব বিধি খাটিবে না।

৮৭। আর টবর্গ মূর্দ্ধন্য বর্ণ বলিয়া ইহার উপরে মূর্দ্ধন্য 'ষ' ও 'ণ' থাকিবে। কোন মতে তাহার অন্যথা হইবে না। যথা—

অষ্টম, কষ্ট, ষষ্ঠ, উষ্ণ, বিষ্ণু ইত্যাদি। ইহাতেও ণত্ব ও ষত্ব বিধি খাটিবে না।

৮৮। বঙ্গ ভাষায় বিধি বিহিত হইলেও ক্রিয়ার 'ন' মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—

করেন, করিবেন, ঘুষিবেন ইত্যাদি।

৮৯। পূর্ব্ব পদস্থ, ঋ, র, ও ষয়ের পর স্ত্রীলিঙ্গ

ঈকার যুক্ত দন্ত্য 'ন' এবং পান শব্দের 'ন' বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—

হরিভাবিণী, হরিভাবিনী, যুষপাণ যুষপান, ইত্যাদি।

পূর্ব্ব পদের রয়ের পর হায়ন ও অয়ন শব্দের 'ন' মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—

রামায়ণ, ত্রিহায়ণ, অগ্রহায়ণ, পরায়ণ ইত্যাদি।

৯১। দুর্, ভিন্ন র বিশিষ্ট, উপসর্গের পর নম্, নহ্, নী, নুদ্, নু প্রভৃতি নকারাদি ধাতুর দন্ত্য 'ন' মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—

পরীণাহ, পরিণাম, পরিণয়, নির্ণীত, প্রণোদিত প্রণব ইত্যাদি। অন্যত্র দুর্নাম, দুর্নীতি ইত্যাদি।

৯২। ধা, হন্, ও পত্ ধাতু নিস্পন্নপদ পরেতে 'প্র'য়ের পর 'নি' এই উপসর্গের 'ন'মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—

প্রণিধান, প্রণিপাত প্রণিঘাত ইত্যাদি।

৯৩। মূর্দ্ধন্য 'ণ'য়ের অব্যবহিত পরবর্ত্তী দন্ত্য 'ন' মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—

ষট্+নগর=ষণ্ণগর, ষট্+নবতি=ষণ্ণবতি, বিষণ্+ন =বিষণ্ণ ইত্যাদি।

৯৪। কতক গুলি স্বাভাবিক মূর্দ্ধন্য ণ বিশিষ্ট শব্দ। যথা—

বেণু, বীণা, বণ, বাণী, ঘুণ, ক্বণ, নিক্বণ, কাণ, ক্বাণ, গুণ, শণ, শোণিত, শোণ, কণা, উৎকুণ, মৎকুণ ক্বাকিণী, কিঙ্কিণী কোণ, কুণপ, গণিকা, গোণী, ফণ, ফণা, কঙ্কণ, টঙ্কণ,

গৌণ, পণ, আপণ বিপণী, পাণি, কফোণি, বেণী, চিক্কণ, উল্বণ, মণি, মণ, লবণ, বণিক, অণু, পণব।

---

## ষত্ববিধি।

৯৫। ক্ ও র্ য়েরপর এবং অবর্ণ ভিন্ন স্বরবর্ণের পর প্রত্যয়ের বা কৃত স (দন্ত্য) 'ষ' (মূর্দ্ধণ্য) হয়। কেবল সাৎপ্রত্যয়ের 'স' ষত্ব হয় না। যথা—

বুভুক্ষা, জিগীষা, উপচিকীর্ষা, মুমূর্ষু, চরণেষু, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি।

## প্রকৃতির (স) মূর্দ্ধন্য।

৯৬। নি, বি, অধি, অনু ও প্রতি উপসর্গের পর স্থা ধাতুর 'স' মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—

নিষ্ঠা, বিষ্ঠা, অধিষ্ঠান, অনুষ্ঠিত, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

নি ও বি পূর্ব্বক সদ্ ধাতুর 'স' 'ষ' হয়। যথা নিষাদ বিষাদ বিষণ্ণ ইত্যাদি।

নি ও প্রতি পূর্ব্বক সিধ্ ধাতুর ষত্ব হয়। যথা নিষেধ, প্রতিষিদ্ধ ইত্যাদি।

নি, অভি ও পরি পূর্ব্বক সিচ্ ধাতুর ষত্ব হয়। যথা পরিষিক্ত, অভিষেক, নিষেচন ইত্যাদি।

নি ও পরি পূর্ব্বক সিব্ ধাতুর এবং বি ও উপ পূর্ব্বক স্তম্ভ্ ধাতুর ষত্ব হয়। যথা পরিষেবিত, নিষেবন, বিষ্টব্ধ, উপষ্টম্ভ ইত্যাদি।

অভি পূর্ব্বক লস্ ধাতুর ষত্ব হয়। যথা অভিলাষ।

দুর্ ও সুপূর্ব্বক অসংযুক্ত স্বপ্ ধাতুর ষত্ব হয়। যথা দুঃষুপ্তি, সুষুপ্তি ইত্যাদি। অন্যত্র দুঃস্বপ্ন, সুস্বপ্ন।

৯৭। পিতৃ ও মাতৃ শব্দের পর স্বসৃ শব্দের এবং বি ও সু পুর্ব্বক সম শব্দের ষত্ব হয়। যথা—

পিতৃষসা বিষম সুষমা ইত্যাদি।

৯৮। ভুমি, কু, গো ও অঙ্গু শব্দের পর 'স্থ' শব্দের ষত্ব হয়। যথা—

ভূমিষ্ঠ, কুষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠ গোষ্ঠ ইত্যাদি।

৯৯। শাস্ ধাতুর আকার-ইকার হইলে তাহার 'স্' 'ষ' হয়। যথা—শাস+য=শিষ্য।

১০০। ইহা ব্যতীত কতকগুলি নিয়মিত ও অনিয়মিত মূর্দ্ধন্য ষ কার বিশিষ্ট শব্দ ও ধাতু আছে, তদুৎপন্ন শব্দাবলী ষ কার বিশিষ্ট। যথা—

প্রথমতঃ নিয়মিত পক্ষে তোষ, তুষ, ভূষণ, কলুষ গণ্ডুষ, ওষধি, ঈষৎ পোষণ, তৃষা পুরুষ, পেষণ পুষ্য শোষ, শোষণ, মহিষ, মূষিক, বিষ, নিমিষ, মেষ, বৃষ, শ্লেষ, যোষিদ্ যোষা, ইষু, উষা, অম্বরীষ, অলম্বুষ, ঘোষ, পরিবেষণ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ অনিয়মিতপক্ষে—কষায়, কল্মষ, ভাষা, ভাষিত, নিকষ, ইত্যাদি।

নিয়মিত অর্থাৎ অবর্ণ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরস্থিত, এবং অনিয়মিত অর্থাৎ নিয়মবহির্ভূত—অবর্ণের পরস্থিত মূর্দ্ধন্য ষকার বিশিষ্ট স্বাভাবিক শব্দ।

---

# শব্দতত্ত্বপ্রকরণ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

১০১। শব্দ—অর্থ সমন্বিত একএকটী বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছকে শব্দ (১) কহে। যথা—

রাম, তরু, লতা, ই, ও, মনুষ্য, কীট, ধাতু ইত্যাদি।

১০২। প্রকৃতি—ধাতু ও মূল শব্দকে প্রকৃতি কহে। যথা—ভূ—গো ইত্যাদি।

১০৩। মূল শব্দ—প্রাচীন কালের অর্থ বিশেষে নির্দ্দিষ্ট অসাধিত শব্দকে মূল শব্দ কহে। যথা—

গো, বৃক্ষ পশু কীট ইত্যাদি।

---

(১) শব্দ সকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; রূঢ়, যৌগিক ও যোগরূঢ়। রূঢ় শব্দ—প্রাচীন কালের সংকেতানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট অর্থে প্রচলিত শব্দকে রূঢ়শব্দ কহে। ইহার সহিত প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থের কোন সম্পর্ক নাই। যথা গো, অশ্ব, কীট, লতা,মণ্ডপ ইত্যাদি। এখানে 'মণ্ডপ' শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থের কোন সম্পর্ক নাই।

যৌগিক শব্দ—প্রকৃতি ও প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ ও তদর্থে প্রচলিত শব্দকে যৌগিক শব্দ কহে। যথা—দান, ভোজন, পাচক, কর্ত্তা, ভোক্তা, ভুক্ত ইত্যাদি।

আর যোগরূঢ়—যৌগিক শব্দ রূঢ়ার্থে অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়ের সাধারণ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট অর্থে একটী পদার্থকে বুঝাইলে তাহাকে যোগরূঢ় শব্দ কহে। যথা পঙ্কজ, হস্তী, পক্ষী ইত্যাদি। এখানে পঙ্কজ শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়ের সাধারণ অর্থ পঙ্ক জাত মাত্র পদার্থকে না বুঝাইয়া এক পদ্মকে বুঝাইবাতে যোগরূঢ় হইল।

১০৪। ধাতু—ক্রিয়ার মূলকে ধাতু কহে। যথা—

ভূ, কম্, গম্, স্থা, শী, ব্রজ্, গদ্, যজ্ ইত্যাদি।

১০৫। প্রকৃতির উত্তর নির্দ্দিষ্ট অর্থে যাহা নিবেশিত করা যায় তাহার নাম প্রত্যয়। যথা—

ই, আয়ন, অন, তি, তা, ত, অক ইত্যাদি।

১০৬। প্রকৃতি ও প্রত্যয় দ্বারা সাধিত শব্দকে প্রাকৃতিক বা যৌগিক শব্দ কহে। যথাঃ—

গো+য=গব্য, নৌ+ইক–নাবিক, ভূ+অন=ভবন ইত্যাদি।

১০৭। বাক্যের অন্তর্গত অর্থ বিশিষ্ট বিভক্তি যুক্ত ও অন্বিত এক একটী বর্ণ বা বর্ণ গুচ্ছকে পদ কহে। যথা—

"শিশুরা পুস্তক পড়িতেছে," এ বাক্যের অন্তর্গত "শিশুরা" "পুস্তক ' ও "পড়িতেছে" এই তিনটী বর্ণপুঞ্জ-পদ, কেননা ইহাতে বিভক্তি আছে ও পরস্পর অন্বিত।

আর "গো, মেষ, মহিষ, বস্ত্র, অলঙ্কার" ইত্যাদি কেবল শব্দ মাত্র উল্লেখ করিলে পদ না হইয়া নাম মাত্র হইবে, কেননা এগুলিতে অন্বয়ানুসারে বিভক্তি প্রযুক্ত হয় নাই।

১০৮। পদ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—

শাব্দিক পদ ও ক্রিয়াপদ।

১০৯। বাক্যে যে সমস্ত শব্দ পদরূপে উক্ত হয় তাহাদিগকে শাব্দিক পদ কহে। শাব্দিক পদ চারি প্রকার; বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম ও

অব্যয়। ক্রিয়াপদের বিষয় ক্রিয়া প্রকরণে বর্ণিত হইবে।

---

## বিশেষ্য শব্দ বা পদ।

১১০। বিশেষ্য—যাহাকে বিশেষ করিতে পারাযায়, তাহাকে বিশেষ্য অর্থাৎ পদার্থ কহে, এবং তদ্বোধক শব্দকে বিশেষ্য পদ কহে।

১১১। বিশেষ্য বা পদার্থ তিনভাগে বিভক্ত; দ্রব্য-পদার্থ, গুণ-পদার্থ ও ক্রিয়া-পদার্থ। এই তিন প্রকার পদার্থবোধক শব্দ ছয়ভাগে বিভক্ত; দ্রব্য বাচক, সাধারণ বাচক, সমষ্টিবাচক, ব্যক্তি বা ব্যষ্টি বাচক, গুণবাচক ও ক্রিয়া বাচক।

১১২। যাহার মধ্যে সংখ্যা নাই ও যাহার উল্লেখ করিলে তন্মাত্র বোধক হয় তাহাকে দ্রব্য বাচক বিশেষ্য পদ কহে। যথা—

জল, মৃত্তিকা, বায়ু, স্বর্ণ, প্রস্তর, অঙ্গার, কাষ্ঠ, সময় ইত্যাদি। এই শব্দ সকলের কাহারই দ্বিতীয় নাই অর্থাৎ সকলেই একাবয়বী।

১১৩। যে দ্রব্য পদার্থের একাদিক্রমে বহু-সংখ্যা আছে এবং যাহার একটী উল্লেখ করিলে তৎজাতীয় সাধারণকে বোধ হয় তাহাকে সাধারণ সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য পদ বলে। যথা—

নগর, প্রাণী, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ গো,

মেঘ, ফল, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি। এই সকল পদার্থের প্রত্যেকেরই বহু অবয়ব আছে। পূর্ব্বমত একাবয়বী নহে।

১১৪। যে শব্দের উল্লেখ করিলে একেবারে কতকগুলি পদার্থের সমষ্টিকে বোধ হয় তাহাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য পদ কহে। যথা—

সভা, বিদ্যালয়, অক্ষৌহিণী, বালাকা বরূথিনী ইত্যাদি।

এই সমষ্টি বাচক বিশেষ্য পদের কোন পদ স্থল বিশেষে বিশেষে সাধারণ বাচকও হইয়াথাকে। যেমন 'সভা' বলিলে অনেকগুলি লোক ও দ্রব্য সমন্বিত স্থানকে বুঝাইবে তখন উহা সমষ্টিবাচক হইবে, 'আর সভাতে গমন করিয়াছে' 'বলিলে' সভা একটী স্থান বুঝাইল তখন উহাকে সাধারণ বাচক বলিতে হইবে।

১১৫। যে শব্দদ্বারা সাধারণ পদার্থ মধ্য হইতে একটীকে বাছিয়া লইতে পারাযায় তাহাকে ব্যষ্টি বা ব্যক্তি বাচক বিশেষ্য পদ বলে। যথা—

রাম, কৃষ্ণ, গোপাল, যমুনা, গঙ্গা, জন্, মেরি, মথা, মথুরা, শান্তিপুর ইত্যাদি।

১১৬। গুণপদার্থবোধক শব্দকে গুণবাচক বিশেষ্যপদ কহে। যথা—

গুণ, দোষ, বর্ণ, আকৃতি, সংখ্যা, ধর্ম্ম, ভদ্রতা, সৌজন্য, সমূহ, গণ, ইত্যাদি।

১১৭। আর ব্যাপার বা কার্য্যমাত্র বোধক শব্দকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ কহে। যথা—

ভোজন, শয়ন, গমন, খাওয়া, দেখা, বলা, শোনা, চলা, ইত্যাদি।

১১৮। বিশেষ্যপদের কারক, বচন, লিঙ্গ ও পুরুষ আছে। অন্বয়কালে তাহা উল্লেখ্য।

---

## পুরুষ।

১১৯। বিশেষ্য বা পদার্থের ব্যক্তিকে (১) পুরুষ কহে। ব্যক্তি অনুসারে পুরুষ ত্রিবিধ; প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ ও তৃতীয় পুরুষ।

১২০। যখন বিশেষ্য সাধারণের মধ্যে যে বিশেষ্যটী নিজের কথা বার্ত্তা বা অবস্থাদি নিজে প্রকাশ করে তখন সেই বিশেষ্য ব্যক্তিকে প্রথম পুরুষ কহে অর্থাৎ যখন কোন পদার্থ অস্মদর্থক

---

(১) যাহাদ্বারা ব্যক্ত হয় তাহাকে ব্যক্তি কহে; ব্যক্তি অর্থাৎ ব্যক্ত-কারী পদ। পৃথিবীতে সমস্ত বিশেষ্য পদই এক প্রকার পুরুষ; অবস্থা বিশেষদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হয়। যেমন—রাম কহিল—'আমি বলি নাই' এখানে "আমি" পদদ্বারা নিজে কথক 'রাম' এই বিশেষ্য ব্যক্ত হইতেছে বলিয়া 'আমি' প্রথম পুরুষ, হরি কহিল—রাম? 'তুমি ইহা করিয়াছ' এখানে 'তুমি' পদদ্বারা হরির সম্মুখীন 'রাম' এই বিশেষ্য ব্যক্ত হওয়াতে 'তুমি' দ্বিতীয় পুরুষ, আর 'রাম কহিল, এখানে 'রাম' নিজের কথা নিজে না বলাতে, ও কাহার সম্মুখীন না হওয়াতে এক 'রাম' পদার্থটী আপন অভিধেয় শব্দদ্বারা ব্যক্ত হওয়াতে 'রাম'পদ তৃতীয় পুরুষ হইল. এখন দেখা যাইতেছে যে, এক 'রাম' বস্তুটী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত হইবাতে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ হইতেছে, অতএব ব্যক্তি অনুসারে পুরুষ হইয়া থাকে নতুবা যাবতীয় পদার্থ বোধক পদই এক পুরুষ।

শব্দদ্বারা ব্যক্ত হয় তখন তাহা প্রথম পুরুষ হয়। অস্মদর্থক শব্দ যথা—

আমি, আমার, মোর আপনি ইত্যাদি।

১২১। যখন কোন বিশেষ্য সম্মুখীন যে বিশেষ্যসহ আলাপ করে বা যাহার প্রতি আদেশাদি প্রচার করে তখন সেই সম্মুখীন বিশেষ্য ব্যক্তিকে দ্বিতীয় পুরুষ কহে অর্থাৎ যখন পদার্থটী যুষ্মদর্থক শব্দদ্বারা ব্যক্ত হয় তখন তাহা দ্বিতীয় পুরুষ হয়। যুষ্মদর্থক শব্দ যথা—

তুই, তুমি, আপনি ভবৎ ইত্যাদি।

১২২। আর এই দুই প্রকারে ব্যক্ত বিশেষ্য ব্যতীত যাবতীয় বিশেষ্যপদ অপর বা তৃতীয় পুরুষ অর্থাৎ যখন বিশেষ্য বা পদার্থ স্ব স্ব অভিধেয় শব্দ দ্বারা বা অন্য কোন সর্ব্বনামদ্বারা ব্যক্ত হয় তখন তাহাই অপর বা তৃতীয় পুরুষ হয়। যথা—

সে, যাহা, তাহা, উহা, রাম, হরি, জল, বায়ু, মৃত্তিকা, শস্য ইত্যাদি।

---

## লিঙ্গ।

১২৩। পদের আশ্রয়ীভূত পদার্থের প্রকৃতির পরিচায়ক ধর্ম্ম বা ভাববিশেষকে লিঙ্গ কহে। লিঙ্গ তিন প্রকার; যথা—

পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীব বা নপুংসক লিঙ্গ।

১২৪। পুংলিঙ্গ—যে শব্দে তদাশ্রিত পদার্থের পুরুষ প্রকৃতির পরিচয় পাওয়াযায় তাহাকে পুংলিঙ্গ শব্দ কহে। ইহা দুই প্রকার; স্বাভাবিক ও আভিধানিক।

১২৫। যে সকল শব্দদ্বারা কেবল পুরুষজাতিকে বুঝায়, তাহারা স্বভাবিক পুংলিঙ্গ শব্দ। যথাঃ—

মানব, ব্রাহ্মণ,বালক, মৃগ, হংস, হস্তী,ষণ্ড, ব্যাঘ্র ইত্যাদি।

১২৬। আর যে সকল শব্দ পুরাণ বা কবিপ্রসিদ্ধি অনুসারে অভিধানে পুরুষ জাতি বলিয়া ধৃত হইয়াছে সে গুলিকে আভিধানিক পুংলিঙ্গ কহে। যথা—

অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সমুদ্র,বরুণ,বৃক্ষ,সহকারইত্যাদি।

১২৭। যে শব্দে তদাশ্রিত পদার্থের স্ত্রী প্রকৃতির পরিচয় পায় তাহা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; বঙ্গভাষায় ইহা দুইভাগে বিভক্ত স্বাভাবিক ও আভিধানিক স্ত্রীলিঙ্গ।

১২৮। যে শব্দে কেবল স্ত্রীজাতিকে বুঝাইয়া দেয় তাহাকে স্বাভাবিক স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যথা—

রমণী, যোষিদ্, মৃগী, হস্তিনী, কুক্কুটী, বনিতা, বালিকা, দুহিতা, দারা, কলত্র (১) ইত্যাদি।

---

(১) দার ও কলত্র শব্দের অর্থ স্ত্রী। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ঐ দুই শব্দ পুং ও ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া ধৃত হইয়াছে; বাঙ্গালা ভাষায় ঐ দুইটাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ধরিলে কোন হানি হইতেছে না, এজন্য স্ত্রীলিঙ্গ মধ্যে ধৃত হইল।

১২৯। আর যে সকল শব্দ পুরাণ বা কবি প্রসিদ্ধি অনুসারে অভিধানে স্ত্রী জাতি বলিয়া উল্লিখিত সেগুলি আভিধানিক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। যথাঃ—

নদী, রাত্রি, শ্রেণী, গঙ্গা, যমুনা, লতা, বিদ্যুৎ, ঘটী, কবরী ইত্যাদি।

১৩০। ইহাব্যতীত যে সকল শব্দ ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে সে গুলিকে বৈয়াকরনিক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ কহে। যথা—

দয়া, কথা. গতি, মতি, মীমাংসা, বুভুক্ষা, রচনা, ঘটনা, ভদ্রতা ইত্যাদি। এই তিন প্রকার স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বোধের জন্য নিম্নে কয়েকটী সংকেত প্রদত্ত হইতেছে।

১৩১। যে শব্দে স্ত্রীজাতীয় প্রাণী, স্ত্রীদেবতা, নক্ষত্রের নাম, রাত্রি, লতা, পৃথিবী, আকাঙ্ক্ষা, শ্রেণী নদী, শিরা জ্যোৎস্না, বুদ্ধি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি পদার্থ বুঝায় তৎসমস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ।

১৩২। প্রত্যয় জাত নহে; এমত যে হসন্ত দ্ বা ত্ কারান্ত শব্দ, তাহা প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ। যথা

বিপদ্, শরৎ, সম্বিৎ, ক্ষুৎ, সম্পদ্, মৃত্, ইত্যাদি।

১৩৩। কৃদন্তের 'আ' প্রত্যয়, 'সন্'যুক্ত 'আ' প্রত্যয় 'অন' যুক্ত 'আ' প্রত্যয়, তি ও যা প্রত্যয় এবং তদ্ধিতের 'তা' প্রত্যয় করিয়া যে সকল শব্দ ব্যুৎপাদিত হয় তৎসমুদয় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। যথা—

কথা, লজ্জা, জিজ্ঞাসা. বেদনা, গতি, বিদ্যা, ক্রিয়া, নম্রতা নিপুণতা ইত্যাদি।

১৩৪। ঈ, ও ঊ কারান্ত ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে যে সকল প্রত্যয়ের কিছুই থাকে না এমত প্রত্যয় সিদ্ধ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ,। যথা—

শ্রী, হ্রী, ভ্রূ ইত্যাদি।

১৩৫। ঈকারান্ত ফল, নগর, দেশ ও জলাশয় বাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—

আমলকী, হরিতকী, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, উজ্জয়িনী, বাপী, দীর্ঘী, ইত্যাদি।

১৩৬। স্ত্রীবিধায়ক 'আ', ও 'ঈ' প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—

পতিতা, বালা, পাচিকা, যুবতী, হরিণী, সুকেশী, হংসী ইত্যাদি।

১৩৭। আর মক্ষিকা, পুত্তিকা, পিপীলিকা, সেনা, চমূ, তিথি, দিক্, বীণা, বাক্ ইত্যাদি কতক-গুলি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

১৩৮। ক্লীবলিঙ্গ শব্দ (১)—উক্ত কয়েক প্রকারে

---

(১) বঙ্গভাষায় ক্লীবলিঙ্গ শব্দের ব্যবহার না রাখা কাহার কাহার মত, ক্লীবলিঙ্গ না থাকিলে শব্দের লিঙ্গ বুঝিবার পক্ষে অনেকটা সহজ হইয়া আইসে। কেননা স্ত্রীলিঙ্গ ছাড়া সমস্তই পুংলিঙ্গ একথা সহজ বটে; কিন্তু পিতা, পুত্র, শিক্ষক, রাজা, ভৃত্য, প্রভৃতি পুরুষ বাচক শব্দ গুলি পুংলিঙ্গ, আর, জল, ফল, প্রস্তর, লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতি সামান্য নির্জীব জড়দ্রব্যবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ, আবার গমন, শয়ন, ভোজন, শোওয়া,

নির্দ্দিষ্ট পুংলিঙ্গ, ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব্যতীত যাবতীয় বিশেষ্য শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

১৩৯। আর স্ত্রীলিঙ্গ সম্ভব প্রত্যয় ব্যতীত ভাববাচ্যপ্রত্যয়সিদ্ধ যাবতীয় শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। যথা

ধাতু, তাম্র, প্রস্তর, জল, থাল, মন, যশঃ, গুণ, দোষ, গমন, শয়ন, ভোজন, দেখা, লওয়া, আলয়, কর্ম্মন্, ধাম, নাম, হবিঃ চক্ষুঃ ইত্যাদি।

---

# শব্দ প্রকরণ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### স্ত্রীবিধায়ক প্রত্যয়।

১৪০। স্ত্রীবিধায়ক প্রত্যয় শব্দ মাত্রের উপর হইতে পারে না, কোন্ শব্দের হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। কেননা যে, সে, শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইবে না। প্রশ্ন হইল, তরুশব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কি? তরুশব্দের স্ত্রীলিঙ্গ নাই। অতএব কোন্

---

খাওয়া, দেখা, প্রভৃতি ক্রিয়াবাচকবিশেষ্য শব্দ গুলিও পুংলিঙ্গ; ইহা ভাবিলে ঐ অনায়াস বোধটী বড়বিষম হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে যাঁহারা এরূপ ক্লীবলিঙ্গ অস্বীকার করেন, তাঁহারাই আবার মহান্ধনী, মহতীকীর্ত্তি, মহৎ বল এরূপ তিন লিঙ্গেরই প্রয়োগ ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাস্তবিক এইরূপ তিন লিঙ্গের প্রভেদ না থাকিলে ঐ প্রকার লিঙ্গ জ্ঞান বড় বিসদৃশ হয়।

শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ আছে, কাহার নাই, ছাত্রগণকে তাহা জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক, এজন্য নিম্নে কয়টী কথা লিখিত হইল।

১৪১। প্রাণীবাচক শব্দের উভয় লিঙ্গ আছে। তাহা পুংলিঙ্গ হইতে স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পারে। কেমনা তত্তৎশব্দের স্ত্রীজাতি আছে।

১৪২। কতকগুলি নাম বাচক শব্দের পত্নী বুঝাইতে স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পারে।

১৪৩। কতকগুলি পুং লিঙ্গ শব্দ আছে। তাহারা ভাষায় কখন কখন অকারণে স্ত্রীলিঙ্গ আকারে ব্যবহৃত হয়; অথচ সে সমস্ত স্ত্রীবোধক নহে। যেমন নগর বা নগরী, মণ্ডল বা মণ্ডলী কবর বা কবরী, স্থল বা স্থলী ইত্যাদি।

১৪৪। যে সকল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পারে তাহাদের উত্তর স্ত্রীবিধায়ক প্রত্যয়ও হইতে পারে। আর যে শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ নাই তাহাদের উত্তর উক্ত প্রত্যয় হইতে পারে না।

১৪৫। আর বিশেষণ শব্দের উত্তর স্ত্রীবিধায়ক প্রত্যয় হইতে পারে।

---

## সাধারণ নিয়ম।

১৪৬। 'ঈ' প্রত্যয় পরেতে সূর্য্য, অগস্ত্য,

পুষ্য ও মৎস্য শব্দের 'য' এবং তদ্ধিতের 'য' প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা—

সূর্য্য+ঈ=সূরী, মৎস্য+ঈ=মৎসী।

১৪৭। 'ঈ' প্রত্যয় পরে অকারান্ত শব্দের অন্ত্য অকার এবং অন্‌ভাগান্ত শব্দের উপান্ত্য 'অ'কারের লোপ হয়। যথা—

হংস+ঈ=হংসী, নামন্+ঈ=নাম্নী ইত্যাদি।

১৪৮। 'ঈ' প্রত্যয় পরেতে শ্বন্ শব্দের 'ব', বন্ প্রত্যয়ের 'ব' ও বন্‌ভাগান্ত শব্দের বয়ের স্থানে উ হয় এবং 'ন'য়ের স্থানে কখন কখন 'ত্' হয়। যথা—

যুবন্ + ঈ = যূনী বা যুবতী ইত্যাদি।

---

## প্রত্যয়।

১৪৯। জাতি বাচক অকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় হয়। যথা—

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, মৎস্য+ঈ=মৎসী, মৃগ+ঈ=মৃগী, ঘোটক+ঈ=ঘোটকী, হংস+ঈ=হংসী ইত্যাদি।

১৫০। অজ, চটক, বড়ব, কোকিল, অশ্ব, বরট, মুষিক, ক্রুঞ্চ, শূদ্র, দ্বিজ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই কয় জাতি বাচক অকারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে আকারান্ত হয়। যথা—

অজ—অজা, চটক—চটকা, শূদ্র শূদ্রা, ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়া দ্বিজ—দ্বিজা ইত্যাদি।

১৫১। আর পুত্তিকা,মক্ষিকা,পিপীলিকা,প্রভৃতি নিত্য আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ, ইহাদের পুংলিঙ্গ নাই।

১৫২। ব্রহ্মন্, রুদ্র, ভব, সর্ব্ব, মৃড়, ইন্দ্র, ও বরুণ শব্দের উত্তর পত্নী অর্থে 'আনী' প্রত্যয় হয় ও ব্রহ্মন্ শব্দের 'ন্'য়ের লোপ হয়। যথা—

ব্রহ্মার পত্নী ব্রহ্মাণী, এইরূপ রুদ্রাণী, ইন্দ্রাণী, সর্ব্বাণী ইত্যাদি।

১৫৩। উপাধ্যায়, মাতুল, আচার্য্য, আর্য্য, ক্ষত্রিয় ও সূর্য্য, এই কয় শব্দের মধ্যে প্রথম তিনটী শব্দের পত্নী অর্থে আনী, আ, ও ঈ প্রত্যয় এবং শেষের তিন শব্দের পত্নী অর্থে 'ঈ' ও জাতীয়ার্থে আনী ও আ প্রত্যয় হয়। কিন্তু দেবতা বুঝাইলে সূর্য্য শব্দের উত্তর পত্নী অর্থে আনী ও আ হয়। যথা—

মাতুলের পত্নী=মাতুলানী, মাতুলী, মাতুলা ক্ষত্রিয়ের পত্নী=ক্ষত্রিয়ী, আর ক্ষত্রিয় জাতীয়াস্ত্রী=ক্ষত্রিয়ানী,ক্ষত্রিয়া, সূর্য্যের মানব পত্নী সূর্য্য সূরী, আর সূর্য্যদেবের দেবী পত্নী সূর্য্যানী সূর্য্যা ইত্যাদি।

১৫৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির কতকগুলি পত্নী অর্থের 'ঈ' ও কতকগুলি অর্থ বিশেষে আনী-প্রত্যয় হইয়া স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা;—

| পত্নী অর্থে | | অর্থবিশেষে | |
|---|---|---|---|
| নর | নারী | ভ্রষ্ট যব | যবানী |
| কামুক | কামুকী | যবনের লিপি | যবনানী |

| পত্নী অর্থে | | অর্থ বিশেষে | |
|---|---|---|---|
| পতি | পত্নী | হিমসমূহ | হিমানী |
| মনু | মনায়ী, মনাবী, | বৃহৎ অরণ্য | অরণ্যানী |
| অগ্নি | অগ্নায়ী | সেনাপতি | সেনানী |

১৫৫। তিপ্রত্যয়ান্ত ভিন্ন যাবতীয় ইকারান্ত নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ কখন ঈকারান্ত হয়। যথা

রজনী, রজনি, পদ্ধতি পদ্ধতী, শ্রেণী, শ্রেণি, ভূমী, ভূমি ইত্যাদি।

১৫৬। তনু প্রভৃতি কতকগুলি উকারান্ত স্ত্রী-লিঙ্গ শব্দ কখন ঊকারান্তও হয়। কিন্তু 'য' উপান্তে থাকে এমত উকারান্ত শব্দ আর রজ্জু, হনু ও কঙ্কু শব্দ নিষিদ্ধ। যথাঃ—

তনু, তনূ চঞ্চু, চঞ্চূ অলাবু, অলাবূ ইত্যাদি। নিষিদ্ধ যথা অধ্বর্য্যু হনু, রজ্জু ইত্যাদি।

১৫৭। নিম্ন লিখিত শব্দ গুলি, নিম্নলিখিত প্রকারে স্ত্রী লিঙ্গ হয়। যথা—

| পুং | স্ত্রী | পুং | স্ত্রী |
|---|---|---|---|
| কমল | কমলী, কমলা | নীল | নীলী নীলা |
| শোণ | শোণী | গোণ | গোণী |
| ঘট | ঘটী | স্থল | স্থলী |
| মণ্ডল | মণ্ডলী | চণ্ড | চণ্ডী, চণ্ডা |
| কুণ্ড | কুণ্ডী, | কল্যাণ | কল্যাণী |
| কুশ | কুশী, কুশা | ইত্যাদি। | |

১৫৮। নিষ্ঠুর ও বরভাগান্ত শব্দ ভিন্ন অধি-

ক্ষাংশ 'অ যুক্ত 'র' কারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ঈকারান্ত হয়। যথা—

পুর পুরী, কবর কবরী, কিশোর কিশোরী, সুন্দর সুন্দরী, কুমার কুমারী, গৌর গৌরী ইত্যাদি। অন্যত্র নিষ্ঠুরা অবরা প্রবরা ইত্যাদি।

১৫৯। 'অন্' ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় হয় এবং অনের পূর্ব্বস্থ 'হ'য়ের স্থানে "ঘ" হয় (১) যথা

শ্বন্=শুনী, যুবা যূনী, যুবতী, রাজন্,=রাজ্ঞী, সুদামন্, সুদাম্নী, বৃত্রহন্ বৃত্রঘ্নী, ইত্যাদি।

১৬০। মন্ ভাগান্ত শব্দ 'ন্' লোপের পর আকারান্ত হইয়া স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা—

সীমন্ সীমা, মহিমন্ মহিমা, নীলিমন্, নীলিমা লঘিমন্ লঘিমা, গরিমন্ গরিমা, ইত্যাদি।

১৬১। বিশেষণ শব্দের লিঙ্গ নাই। কিন্তু যখন স্ত্রীলিঙ্গ পদের বিশেষণ হয় তখন তৎস্বরূপত্ব প্রাপ্তি জন্য তাহার রূপান্তর হইয়া থাকে, কোন্ শব্দের কিরূপ রূপান্তর তাহা লিখিত হইতেছে।

১৬২। অকারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে আকারান্ত হয় (এই নিয়মটী সামান্য; অকারান্ত

---

(১) অন্ ভাগান্ত শব্দ "ম" কি 'ব' সংযুক্ত হইলে 'ন' লুপ্ত হইয়া আকারান্ত হইবে। যথা কুকর্ম্মন্ কুকর্ম্মা। কিন্তু শ্বন্ শব্দের নহে।

শব্দের বৈশেষ্যানুসারে বিশেষ বিধি আছে)।

যথা—

সর্ব্ব সর্ব্বা, প্রবল, প্রবলা, সরল সরলা, শিক্ষিত শিক্ষিতা, (ত প্রত্যয়ান্ত শব্দ মাত্রই এইমত) কান্ত, কান্তা, ইত্যাদি।

১৬৩। 'ঈয়' ভাগান্ত ও আছে অর্থে প্রত্যয়ান্ত শব্দ ভিন্ন যাবতীয় তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত অকারান্ত ও ইকারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে 'ঈ' কারান্ত হয়। যথা—

জামদগ্ন্য জামদগ্নী, গার্গ্য গার্গী, ভাগিনেয় ভাগিনেয়ী, রাণ্য রাণী, (১) অষ্টম অষ্টমী, বৈষ্ণব বৈষ্ণবী, শারীরিক শারীরিকী, দ্রৌণি দ্রৌণী, চতুষ্টয় চতুষ্টয়ী, ইত্যাদি। অন্যত্র দেশীয় দেশীয়া, মুখর মুখরা, পঙ্কিল পঙ্কিলা, মলিন মলিনা, ইত্যাদি। (অর্থাৎ ঈয় প্রত্যয়ান্ত ও আছে অর্থে প্রত্যয়ান্ত অকারান্ত শব্দ 'আ' কারান্ত হইবে।)

১৬৪। উৎপন্ন অর্থে প্রত্যয়ের মধ্যে কেবল 'তন' প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর 'ঈ' প্রত্যয় হয়। যথা—

পুরাতন পুরাতনী, সনাতন সনাতনী, অদ্যতন অদ্যতনী, ইত্যাদি অন্যত্র প্রথম প্রথমা, মধ্যম মধ্যমা, ইত্যাদি।

---

(১) রাণ্য—রণে নিপুণ এই অর্থে 'রণ' শব্দের উত্তর 'য' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ; বোধ হয় তজ্জন্য রজঃ পুত রাজাদিগের উপাধি, 'রান্না' শব্দ; রাণ্য শব্দের অপভ্রংশ। রাণ্য অর্থাৎ রণ পণ্ডিত, তাহার পত্নী 'রাণী, অথবা রণপণ্ডিতা এই অর্থ হইবে কেন না ক্ষত্রিয় রাজমহিষীরা রণপণ্ডিতাছিল বলিয়া তাহারা 'রাণী' পদবাচ্য।

১৬৫। অচ্, ময়, দৃশ, চর, কর, সর ভাগান্ত এবং কৃদন্ত 'বর' প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ 'ঈ' প্রত্যয় হয়। যথা—

প্রাচ্ প্রাচী, মৃণ্ময় মৃণ্ময়ী, তাদৃশ তাদৃশী, কিঙ্কর কিঙ্করী, কর্ম্মকর কর্ম্মকরী, পুরঃসর পুরঃসরী, ঈশ্বর ঈশ্বরী, ইত্যাদি।

৬৬। বহুব্রীহি সমস্ত অঙ্গ বাচক অকারান্ত শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' ও 'আ' প্রত্যয় হয়। যথা—

সুমুখ-সুমুখী, সুমুখা, বিম্বৌষ্ঠ—বিম্বৌষ্ঠী, বিম্বৌষ্ঠা, সুস্তন—সুস্তনী, সুস্তনা, পীতাম্বর—পীতাম্বরী (১) ইত্যাদি।

১৬৭। দুইয়ের অধিক স্বর বিশিষ্ট (২) অঙ্গ বাচক বিশেষণ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে 'আ'কারান্ত হইবে। কেবল উদর ও নাসিকা 'ঈ'কারান্ত হইবে। যথা—

---

(১) অম্বর শব্দের অর্থ—বস্ত্র। কিন্তু পীতাম্বর নীলাম্বর দিগম্বর বহুব্রীহি সমস্ত শব্দ তিনটীর 'অম্বর' শব্দের নিত্য অধিকার বশতঃ অঙ্গ বাচিত্ব আছে। তাহাতে ঐ তিনটী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ 'ঈ'কারান্ত হইবে। পীতাম্বরী ও দিগম্বরী শ্যামা এবং নীলাম্বরী রাধা কে বুঝাইলে হইবে অন্যকে বুঝাইলে হইবে না। কিন্তু বসন বস্ত্র পক্ষে 'আ' প্রত্যয়। যথা বিবসনা বিবস্ত্রা ইত্যাদি—

(২) নেত্র, খুর, গণ্ড, তুণ্ড, মুণ্ড, গল, গুলফ গ্রীবা, জিহ্বা, মস্ত, পক্ষ্ম পুচ্ছ, ভুজ, ও ক্রোড় এই অঙ্গ বাচক শব্দ গুলি দ্বিস্বর বিশিষ্ট হইয়াও আকারান্ত হইবে। যথা দশভুজা, ত্রিনেত্রা, ছিন্নমস্তা ইত্যাদি।

সুলোচনা, ত্রিনয়না, সরলহৃদয়া, স্থূলোদরী—খর্ব্ব-নাসিকী, বিম্বাধরা ইত্যাদি।

১৬৮। **অক ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'আ' প্রত্যয় হয় এবং অকের 'অ' য়ের স্থানে 'ই' হয়। যথাঃ—**

নায়ক নায়িকা, পাচিক পাচিকা, পরিচারক পরিচারিকা ইত্যাদি। কিন্তু নর্ত্তক, রজক ও খনক শব্দ ঈকারান্ত হইবে। যেমন নর্ত্তকী, রজকী, খনকী।

১৬৯। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত অকারান্ত বিশেষণ শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গে ঈকারান্ত হয়। যথা—

| পুং | স্ত্রী | পুং | স্ত্রী |
|---|---|---|---|
| কৃপণ | কৃপণী, কৃপণা | বিকট | বিকটী, বিকটা |
| সাধারণ | সাধারণী | সহায় | সহায়ী সহায়া |
| বিশাল | বিশালী | তরুণ | তরুণী |
| কাল | কালী, কালা | | |

১৭০। উপান্তে সংযুক্ত বর্ণ না থাকে এমত উকারান্ত গুণবাচক শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় হয় অনিত্য। মৃদু—মৃদ্বী, মৃদু, সাধু—সাধ্বী, সাধু, তনু-তন্বী, তনু ইত্যাদি। অন্যত্র পাণ্ডু—পাণ্ডু।

১৭১। গুণবাচক ঋকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় হয়। যথা দাতৃ দাত্রী বিধাতৃ বিধাত্রী নেতৃ নেত্রী, কর্তৃ, কর্ত্রী, নিয়ন্তৃ নিয়ন্ত্রী ইত্যাদি।

১৭২। ইন্‌ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় হয়। যথা জ্ঞানিন্ জ্ঞানিনী, স্থায়িনী, অনুগামিন্ অনুগামিনী হিতৈষিন্ হিতৈষিণী ইত্যাদি।

১৭৩। 'অৎ' ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় হয়। সন্ধি কার্য্য হয় না। যথা গুণবৎ গুণবতী, সৎ, সতী, বুদ্ধিমৎ বুদ্ধিমতী, মহৎ মহতী ইত্যাদি।

১৭৪। অস্ ভাগান্ত গুণবাচক শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় হয়। যথা বিদ্বস্ বিদুষী, প্রেয়স্ প্রেয়সী, গরীয়স্ গরীয়সী ইত্যাদি।

কিন্তু সমাস করা 'অস্' ভাগান্ত শব্দের হইবে না। যথা অন্যমনস্ অন্যমনা হইবে।

১৭৫। নিম্নলিখিত গুণবাচক শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা—

| শব্দ | একার্থ | অন্যার্থ |
|---|---|---|
| পতিমৎ | সেনা—পতিমতী, | সভর্ত্তৃকা—পতিবত্নী |
| অন্তর্ব্বত্ | ভূমি—অন্তর্ব্বতা | গর্ভিনী—অন্তর্ব্বত্নী |
| অশিশু | রমণী—অশিশ্বী | শালা—অশিশু |
| অসিত | কৃষ্ণা—অসিতা | অবৃদ্ধা—অসিক্লী |
| পলিত | পক্ককেশী—পলিতা | বৃদ্ধা—পিলক্লী |
| শ্বেত | নাম্নী—শ্বেতা | শ্বেতাবর্ণা শ্বেনী |
| রোহিত | " রোহিতা | রোহিতবর্ণা রোহিণী |
| লোহিত | " লোহিতা | লোহিতবর্ণা লোহিনী |

১৭৬। অনুভাগান্ত সংখ্যাবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে 'ন'য়ের লোপ হইয়া আকারান্ত হয়। যথা—পঞ্চ পঞ্চা, অষ্ট অষ্টা ইত্যাদি।

১৭৭। বাম, শফ, সহ, সংহিত শব্দের ও উপমান বাচক শব্দের পরস্থিত বহুব্রীহি সমস্ত উরু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে দীর্ঘ উকারান্ত হয়। যথা বাম অর্থাৎ মনোহর উরু যে স্ত্রীর সে বামোরূ, রম্ভারন্যায় উরু যে স্ত্রীর সে রম্ভোরূ ইত্যাদি।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### বিশেষণ।

১৭৮। যে পদ অন্য কোন পদকে গুণ বা অবস্থাদি দ্বারা তজ্জাতীয় সাধারণ হইতে বিশেষ করে তাহাকে বিশেষণ পদ বলে। যথা—

সুশীল বালক, জ্ঞানী লোক, উত্তম পুস্তক, সুন্দর পুরুষ ইত্যাদি। এখানে সুশীল পদ বালককে সুশীলতা গুণে, জ্ঞানী, লোককে জ্ঞান গুণে, উত্তম পদ পুস্তককে শ্রেষ্ঠতা গুণে সুন্দর পদ পুরুষকে সৌন্দর্য্য গুণে স্ব স্ব জাতীয় সাধারণ হইতে বিশেষ করিতেছে বলিয়া সুশীল, জ্ঞানী, উত্তম ও সুন্দর পদ বিশেষণ হইল।

১৭৯। বিশেষণ তিন প্রকার; কারক বা

বিশেষ্য পদের বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ ও বিশেষণের বিশেষণ।

১৮০। যে বিশেষণ পদ গুণাদি দ্বারা বিশেষ্য পদকে বিশেষ করে তাহাকে কারকীয় বিশেষণ কহে।

১৮১। বিশেষণ পদের বিশেষ্যের ন্যায় কারকাদি নাই। কিন্তু যখন যে লিঙ্গের বিশেষণ হয় তখন বিশেষণ পদটী সে লিঙ্গের ভাব ধারণ করে, এজন্য তৎকালে বিশেষণের লিঙ্গ স্বীকার করা যায়। যথা—

মহান্ ধনী, মহতী কীর্ত্তি, ও মহৎ বল ইত্যাদি। এখানে এক বিশেষণ 'মহৎ' শব্দ পুং, স্ত্রী, ও ক্লীব এই তিন লিঙ্গের বিশেষণ হওয়াতে মহান্, মহতী ও মহৎ তিনরূপ হইয়াছে।

১৮২। আবার যখন বিশেষণ পদ তাহার বিশেষ করণীয় পদকে অপ্রকাশিত রাখিয়া স্বয়ং তাহার স্থানীয় হয় তখন বিশেষণ পদের কারকাদি হইয়া থাকে। যথা—

"দুঃখীদিগকে ধন দান কর" এখানে দুঃখীদিগকে অর্থাৎ দুঃখী লোকদিগকে বুঝাইতেছে, লোকশব্দ অপ্রকাশিত থাকাতে "দুঃখী" পদে উক্ত বিভক্তি যোগে কারক, বচন, লিঙ্গ ও পুরুষ হইয়াছে।

১৮৩। যে বিশেষণ পদ বিশেষকরণীয় পদকে

জাতি সাধারণ হইতে কেবল বিশেষ করে মাত্র, সে বিশেষণ বিশেষ্যের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয়। যথা—

নির্দ্ধন পুরুষের মান নাই, শঠ লোককে কেহ বিশ্বাস করে না। এখানে 'নির্দ্ধন ও শঠ' এই বিশেষণ পদ দুইটী স্ব স্ব বিশেষ্য পদকে কেবল বিশেষ করাতে পূর্ব্ববর্ত্তি হইয়াছে।

১৮৪। যে বিশেষণ পদ বিধেয় ভাব ধারণ করে অর্থাৎ তৎপরবর্ত্তি ক্রিয়ার ব্যাপার আশ্রয় করিয়া বিশেষ্যের গুণাদি প্রকাশ করে সে বিশেষণ বিশেষ্য পদের পরবর্ত্তী হয়। যথা—

"যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক ছিলেন" এস্থলে ধার্ম্মিক বিশেষণ পদটী পরবর্ত্তী "ছিলেন" ক্রিয়ার ব্যাপার আশ্রয় করাতে বিশেষ করণীয় "যুধিষ্ঠির" পদের পরবর্ত্তী হইয়াছে; কেননা "যুধিষ্ঠির কিছিলেন" ধার্ম্মিক ছিলেন ইহাতে ছিলেন ক্রিয়ার থাকা ব্যাপার আশ্রয় সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে এবং পর ক্রিয়ার ব্যাপার আশ্রয় করাতে "ধার্ম্মিক" পদদ্বারা যুধিষ্ঠির খ্যাত্যাপন্ন হইতেছে। ফলতঃ যে বিশেষণ বিধেয় ভাব ধারণ করে অর্থাৎ যাহাদ্বারা বিশেষ্য পদ খ্যাত্যাপন্ন হয় সেই বিশেষণই বিশেষ্যের পরবর্ত্তী হয়।

আর ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির কখন মিথ্যা কথা কহেন না। এস্থানে ধার্ম্মিক পদটী কেবল বিশেষ করিতেছে মাত্র। ক্রিয়ার ব্যাপার আশ্রয় করিতেছে না অর্থাৎ এখানে ধার্ম্মিক বিশেষণ পদ দ্বারা উহার বিশেষ্য পদটী উপাহিত হইতেছে না বলিয়া পূর্ব্ব বর্ত্তী হইয়াছে। এইরূপ সে অতি

মূর্খ ছিল, বাটীটী অতি সুন্দর বটে; গোপাল ধনী হইবে, পুত্রটীকে মূর্খ করিয়াছে ইত্যাদি।

১৮৫। যে পদ দ্বারা বিশেষ্য পদ সকল উপাহিত অর্থাৎ খ্যাত্যাপন্ন হয় তাহাকে উপাধায়ক বা ঔপাধিক পদ কহে। ঔপাধিক পদ তিন প্রকার; বিধেয়, বিকৃত ও বিধেয় ভাবাপন্ন বা বিধেয় ভাবী।

১৮৬। বিধেয়—যখন কোন পদার্থকে অন্য পদার্থ বলিয়া বিধান করা যায় তখন ঐ বিহিত পদার্থকে প্রথমোক্ত পদার্থের বিধেয় পদ এবং প্রথম পদার্থকে উদ্দেশ্য কহে। যথা—

জ্ঞানই মনুষ্যের চক্ষুঃ, বিদ্যা অমূল্যধন ইত্যাদি এখানে জ্ঞানকে চক্ষুঃ বলিয়া ও বিদ্যাকে ধন বলিয়া বিধান বা বিশেষ করা যাইতেছে, এজন্য চক্ষুঃ ও ধন; জ্ঞান ও বিদ্যা প দের বিধেয় এবং জ্ঞান ও বিদ্যা উদ্দেশ্য পদ।

১৮৭। বিকৃত—যে পদ কোন পদার্থকে অন্য প্রকার করিয়া প্রকাশিত হয় তাহাকে বিকৃত পদ কহে এবং যাহাকে বিকৃত করে তাহাকে প্রকৃত কহে। যথা—

কাষ্ঠ নৌকা হইতেছে, স্বর্ণকে বলয় করিতেছে, দুগ্ধকে দধি করিতেছে ইত্যাদি। এস্থলে নৌকা, বলয় ও দধি ক্রমশঃ কাষ্ঠ, স্বর্ণ ও দুগ্ধকে অন্য প্রকার করিয়া প্রকাশিত হইতেছে, এজন্য নৌকা, বলয় ও দধি কাষ্ঠাদির বিকৃত পদ।

এই বিধেয় ও বিকৃত পদদ্বারা স্ব স্ব উদ্দেশ্য ও প্রকৃত পদ একরূপ বিশিষ্ট হইতেছে। অতএব বিধেয় ও বিকৃত পদও একরূপ বিশেষণ পদ, কেবল বিশেষ্যপদ বলিয়া যাহা কিছু প্রভেদ মাত্র। এই নিমিত্ত বিধেয় ও বিকৃত পদের বিষয় বিশেষণ প্রস্তাবে লিখিত হইল। ফলতঃ বিধেয় ও বিকৃত পদকে বিধেয় ও বিকৃত বিশেষণ বলাই উচিত।

১৮৮। আর বিধেয় ভাবাপন্ন বা বিধেয় ভাবী—যে বিশেষণ পদ বিধেয় ভাবে বিশেষ্য পদের পরবর্ত্তী হয় তাহাকে বিধেয় ভাবাপন্ন বিশেষণ কহে। যেমন পুত্রটী মূর্খ হইয়াছে তিনি অতি পুন্যবান্ ছিলেন, গোপাল পণ্ডিত হইয়াছে ইত্যাদি। এখানে মূর্খ, পুন্যবান্ ও পণ্ডিত পদ স্ব স্ব—পূর্ব্ববর্ত্তী কারক পদের বিধেয় ভাবী বিশেষণ।

১৮৯। বিশেষ্যের পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী রূপে ব্যবহৃত বিশেষণ পদ সকল চারিভাগে বিভক্ত; যথা—

সামান্য বিশেষণ, সংখ্যাবাচক বিশেষণ, পূরণবাচক বিশেষণ, ও সর্ব্বনামী বিশেষণ।

১৯০। যাহাদ্বারা কেবল মাত্র বিশেষ করা যায় তাহাকে সামান্য বিশেষণ কহে। যথা—

সুশীল বালক, পুন্যবান্ মনুষ্য, বুদ্ধিমান্ ছাত্র ইত্যাদি।

১৯১। সংখ্যা বাচক বিশেষণ—যে বিশেষণ দ্বারা বিশেষ্যের সংখ্যা অবধারিত হয় তাহাকে সংখ্যা-বাচক বিশেষণ কহে। যথা

দশ জন, চারিদিক্, পাঁচটী বাটী ছাত্র তিনটী ইত্যাদি।

১৯২। যাহাদ্বারা বিশেষ্য পদ কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার স্থানীয় হয় তাহার নাম পুরণবাচী বিশেষণ। যথা—

পঞ্চম ভ্রাতা, বিংশ অধ্যায়, তেশরা মাঘ, তৃতীয় দিবস ইত্যাদি।

১৯৩। বিশেষণীয় সর্ব্বনাম শব্দ বিশেষণ আছেই তদ্ভিন্ন, যখন ব্যক্তিগত সর্ব্বনাম শব্দ বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে বা পরে নির্দ্দেশক ভাবে তাহার সহিত অন্বিত হয় তখন তাহাকেও সর্ব্বনামী বিশেষণ কহে। যথা

এই লোক সেই চোর, কোন্ জন, ইতর ব্যক্তি, পূর্ব্ব-দিক্ ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত ঈষৎ, পৃথক্ ও জলবৎ প্রভৃতি কত গুলি অব্যয় বিশেষণ শব্দ আছে তাহা সামান্য বিশেষণ শব্দের ন্যায়, কেবল অব্যয় জন্য সে গুলির লিঙ্গ ঘটিত কোন পরি-বর্ত্তন হয় না মাত্র।

এই সমস্ত বিশেষণের পদান্বয় কালে অন্বয়িত্ব প্রকাশ করা আবশ্যক অর্থাৎ যে পদের বিশেষণ হয় তাহার কারক উল্লেখ করিয়া বিশেষণের উল্লেখ করিতে হয় এবং বিশেষণ পদটীর পরিচয় দিতে হয়। যথা 'দশজন আসিয়াছে' এখানে 'দশ' পদটী কর্ত্তৃকারকের সংখ্যাবাচক বিশেষণ, ইহা বলিতে হইবে। কেবল 'বিশেষ্যের বিশেষণ' এমত বলিলে পদ নির্ণয় মাত্র হইল, পদান্বয় করা হইল না।

১৯৪। বিশেষণ পদ সকল কখন কখন বিশেষ্য পদ সহ কর্ম্মধারয় সমাস দ্বারা একপদ হইয়া ব্যব-হৃত হয়। যথা—

গুণিজন, সাধুভার্য্যা, মহাপুরুষ ইত্যাদি একপদ গুলি, পৃথক হইলে গুণী জন, সাধ্বী ভার্য্যা, মহান্ পুরুষ হয়। এইরূপ "ধাতুপাত্র, হৃদয়কপাট," পৃথক হইলে ধাতুনির্ম্মিত পাত্র, হৃদয় রূপ কপাট হয়।

এমত স্থলে মধ্যপদ লোপী, বা রূপক কর্ম্মধারয় সমাসে একপদ না হইলে মধ্যপদ যুক্ত থাকিয়া অব্যবহিত পরবর্ত্তী পদের বিশ্লিষ্ট বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াথাকে। কিন্তু প্রায় এইরূপ দেখিতে পাওয়াযায়, যে, সমাসে একপদও হয় নাই এবং মধ্যপদও যুক্ত নাই; কেবল তাহাতে 'র' বা 'এর' এই বিভক্তি সূচক বর্ণ মাত্র যুক্ত হইয়া থাকে। যথা—

| মধ্যপদলুপ্ত সমস্ত পদ | মধ্যপদযুক্ত অসমস্ত পদ | মধ্যপদ শূন্য অসমস্ত পদ |
|---|---|---|
| ধাতু পাত্র, | ধাতুনির্ম্মিত, পাত্র, | ধাতুর পাত্র |
| স্বর্ণালঙ্কার | স্বর্ণনির্ম্মিত, অলঙ্কার | স্বর্ণের অলঙ্কার |
| সুখার্ণব, | সুখরূপ অর্ণব, | সুখের অর্ণব |
| শোক ঝড়, | শোকরূপ ঝড়, | শোকের ঝড় |

ইত্যাদি।

এখানে ধাতুপাত্র, ধাতুনির্ম্মিত পাত্র, ও ধাতুর পাত্র, এই তিন প্রকার ব্যবহারের মধ্যে প্রথম প্রকার পদ সমস্ত, দ্বিতীয় প্রকার, অসমস্ত তাহার 'ধাতুনির্ম্মিত' পদটী পাত্রের বিশেষণ, ও তৃতীয় প্রকারও অসমস্ত,—তাহার "ধাতুর" পদটাও পাত্রের বিশেষণ হইতেছে; কেন না "ধাতুর" বলিতে ধাতুতে গড়ান এইমত অর্থ বুঝা যাইতেছে। এইরূপ 'সুখের' বলিতে সুখপূর্ণ বা সুখরূপ, 'স্বর্ণের' বলিতে স্বর্ণে গড়ান, ও 'শোকের' বলিতে শোকরূপ অর্থ প্রতীতি হই-

তেছে। পরন্তু রামের পুস্তক, বৃক্ষের শাখা, মনুষ্যের মস্তক বলিলে যেমন পরপদে পূর্ব্বপদের স্বত্ব সম্বন্ধ উপলব্ধি হয়, পূর্ব্বোক্ত শোকের ঝড়, ধাতুর পাত্র বলিলে তেমন স্বত্ব সম্বন্ধ প্রতীত হয় না। অতএব এই 'র' বা 'এর' কে সম্বন্ধার্থক ষষ্ঠী বিভক্তি না বলিয়া বিশেষণার্থ প্রত্যয় বিশেষ বলাই সংগত এবং ঐ পদগুলিও বিশেষণ পদ।

১৯৫। পাপ, পুণ্য, অলস, কপট, অতিশয় প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ, উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা "এ পাপ সংসারে সুখ নাই" এখানে 'পাপ' বিশেষণ। আর "যেমন পাপ তেমন 'সাজা' বা শরীর পাপে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে" এখানে 'পাপ' বিশেষ্য পদ।

১৯৬। নীলপীতাদি বর্ণবাচক শব্দ, কটু তিক্ত প্রভৃতি রস বাচক শব্দ সকল এবং পূর্ব্ব, উত্তর, দক্ষিণ, পর প্রভৃতি সর্ব্বনাম শব্দগুলিও উভয়ধর্ম্মী, অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণ ভাবাপন্ন।

---

## বিশেষণীয় বিশেষণ।

১৯৭। যে বিশেষণ পদ বিশেষণের গুণাদি প্রকাশ করে তাহাকে বিশেষণের বিশেষণ কহে। যথা।—

অত্যন্ত মূর্খ, একান্ত নম্র, অধিক কঠিন, অতিশয় মন্দ ইত্যাদি।

বিশেষণের বিশেষণ, বিশেষণের পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হয়।

কদাচিৎ কথিত ভাষায় দুই একটী বিশেষণীয় বিশেষণ বিশেষণের পরবর্ত্তী হয়। যথা—

ন্যায়রত্ন পণ্ডিত বড় কি না? পথটী সোজা অতিশয়, ইত্যাদি।

---

## ক্রিয়া বিশেষণ।

১৯৮। যে পদ ক্রিয়াপদকে বিশেষ করে তাহাকে ক্রিয়া বিশেষণ কহে। বাঙ্গালাভাষার বিশেষণ পদে কোন বিভক্তি প্রযুক্ত হয় না, সুতরাং ক্রিয়া বিশেষণের ও কোন বিভক্তি নাই। যথা—

সবিনয় নিবেদন করিতেছে, নিরন্তর হাসিতেছে, সবিস্তর কহিলেন, অত্যন্ত মারিয়াছে, বেগে চলিতেছে (১) ইত্যাদি। এখানে সবিনয়, নিরন্তর, সবিস্তর, অত্যন্ত ও বেগে এই পাঁচটী স্ব স্ব পরবর্ত্তী ক্রিয়াপদকে বিশেষ করাতে ক্রিয়া বিশেষণ হইল।

১৯৯। প্রকারার্থ শব্দ বিশিষ্ট ক্রিয়া বিশেষণের প্রকারার্থ শব্দ অপ্রকাশিত থাকিলে কখন

---

(১) 'বেগে চলিতেছে' এই উদাহরণে 'বেগে' এই ক্রিয়া বিশেষণে বিভক্তি হইয়াছে, অনেকে ভাবিতে পারেন; কিন্তু উহাতে যে 'এ'কার যুক্ত আছে ঐ 'এ'কারটী বিভক্তি নহে; কারণ 'বেগ' শব্দটী বিশেষ্য শব্দ, সুতরাং 'বেগ' পদ বিশেষণ হইতেই পারে না, উহার উত্তর সহিত বা বিশিষ্ট অর্থে 'এ' এই তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া 'বেগে' পদ বিশেষণ হইয়াছে। 'বেগে' অর্থাৎ 'বেগ বিশিষ্ট বা 'বেগ সহিত' এইমত অর্থ হইয়া 'বেগে' শব্দ বিশেষণ হইয়াছে। বাস্তবিক উহা বিভক্ত্যন্ত নহে, প্রত্যয়ান্ত, এই বিষয় রচনা প্রকরণে সবিশেষ মীমাংসিত হইবে।

কখন তাহার স্থানে 'করিয়া' এই পদ যোগ হইয়া থাকে। যথা—

"ভালরূপে" যাইতেছি" এস্থলে 'ভাল করিয়া' যাইতেছে প্রয়োগ হইয়া থাকে। "উত্তমরূপে বা উত্তম করিয়া বল" ইত্যাদি।

২০০। ঈষৎ ও সদৃশ অর্থ হইলে ক্রিয়া বিশেষণ শব্দের দ্বিত্ব হয়। যথা—

মৃদু মৃদু হাসিতেছে, অর্থাৎ ঈষৎ মৃদু হাসিতেছে মন্দ মন্দ যাইতেছে অর্থাৎ মন্দবৎ যাইতেছে ইত্যাদি।

২০১। বীপ্সার্থ প্রত্যয়ান্ত অব্যয় ক্রিয়া বিশেষণের বীপ্সার্থ প্রত্যয়টী প্রযুক্ত না থাকিলে অকারান্ত মূলশব্দটী 'এ' কারান্ত হইয়া অব্যয়রূপে দ্বিরুক্ত হয় এবং অন্যস্বরান্ত মূল শব্দের কেবল দ্বিত্ব হয়। যথা—

ক্রমশঃ বা ক্রমে ক্রমে আসিবে "এইরূপ অল্পশঃ পদের স্থলে অল্পে অল্পে, ভূরিশঃ পদের স্থলে "ভূরি ভূরি" হইবে ইত্যাদি।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে ক্রিয়া বিশেষণে বিভক্তি নাই; কিন্তু বিধি অনুসারে উহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় বঙ্গভাষায় বিশেষণে বিভক্তি অসিদ্ধ বলিয়া তাহা বলা হয় নাই; সমাসে তাহার পরিচয় হইবে। এবং কারক বিশেষণে তাহার কারকের তুল্য বিভক্তি পাইবার বিধি আছে। কিন্তু তাহা প্রযুক্ত হয় না। বিশেষ্য প্রকাশ না থাকিলে যে, সেই বিভক্তি পায়, তাহা ১৮২ সূত্রে প্রদর্শিত আছে।

## সর্ব্বনাম।

২০২। সর্ব্ব—সমুদয়, নাম—বিশেষ্য পদ।

যে সকল শব্দ সমুদায় বিশেষ্য পদের স্থানীয় হইয়া বাক্যে ব্যবহৃত হয় সেই শব্দগুলিকে সর্ব্বনাম শব্দ কহে। যথা—

যদ্, তদ্, সে কে, যুষ্মদ্ কিম্, অস্মদ্ আমি, তুমি ইত্যাদি। সর্ব্বনাম শব্দ দুই প্রকারে প্রচলিত; সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সর্ব্বনাম।

২০৩। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত সর্ব্বনাম শব্দগুলি মূল আকারে ব্যবহৃত না হইয়া ভিন্নাকারে ব্যবহৃত হয়, সেই ভিন্নাকৃতি সর্ব্বনাম শব্দকে বাঙ্গালা সর্ব্বনাম বলে। কিন্তু যখন সর্ব্বনাম শব্দের অন্য শব্দের সহিত সমাস হয়, তখন তাহা মূল আকারেই ব্যবহৃত হয়। যেমন—তৎকৃত, মৎকৃত, এতদ্ব্যতীত ইত্যাদি।

বঙ্গভাষায় সর্ব্বনাম যে আকারে ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

| সংস্কৃত সর্ব্বনাম | বঙ্গভাষায় যে আকারে ব্যবহৃত | | | |
|---|---|---|---|---|
| | প্রথমার একবচনান্ত | | অন্যবিভক্তিতে | |
| | সম্ভ্রান্ত | অসম্ভ্রান্ত | সম্ভ্রান্ত | অসম্ভ্রান্ত |
| অস্মদ্ | আমি | মুই | আমা | মো |
| যুষ্মদ্ | তুমি | তুই | তোমা | তো |

| সর্ব্বনাম | সম্ভ্রান্ত | অসম্ভ্রান্ত | সম্ভ্রান্ত | অসম্ভ্রান্ত |
|---|---|---|---|---|
| তদ্ | তিনি, | সে, | তাঁহা, | তাহা, তা |
| যদ্ | যিনি, | যে, | যাঁহা, | যাহা, যা |
| অদস্ | উনি, | ও,ঐ | উহাঁ | উহা, ও, ঐ |
| এতদ্ ইদম্ | ইনি, | এই,এ, | ইহাঁ | ইহা, এ |
| কিম্ | কোন্, | কে,—কি | কাঁহা, | কাহা, কা, |
| ভবৎ | আপনি, | | আপনা | |
| সর্ব্ব | সব | সব | সব | সব |
| অন্য | আর বা আন, | | | |

উপরি লিখিত তিনটী স্তম্ভের প্রথমে মূল সংস্কৃত সর্ব্বনাম, দ্বিতীয় স্তম্ভে যে সব পদ লিখিত হইয়াছে সে গুলি প্রথমার একবচনান্ত সম্ভ্রান্ত ও অসম্ভ্রান্ত বাঙ্গালা সর্ব্বনাম। এবং তৃতীয় স্তম্ভে দুই শ্রেণীতে যে সব শব্দ লিখিত, সেগুলি অন্য বিভক্তি পাইবার সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত বাঙ্গালা সর্ব্বনাম শব্দ। ফলতঃ তৃতীয় স্তম্ভের আকার গুলিই প্রকৃত সর্ব্বনাম শব্দের আকার।

২০৪। এতদ্ভিন্ন, ইতর, উভ, উভয়, পর, অপর, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব প্রভৃতি সর্ব্বনাম গুলির কোন পরিবর্ত্তন নাই। কেবল অন্য শব্দ 'আর' এইরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। অপরন্তু নিজ ও স্বয়ং এই শব্দ দুইটীকে সার্ব্বনামিক শব্দ বলিলেও চলে কেননা ঐ দুইটী শব্দ সর্ব্বনাম শব্দের ন্যায় সকলের স্থানেই ব্যবহৃত হয়। যেমন স্বয়ং করিয়াছে স্বয়ং করিতেছে স্বয়ং করিব ইত্যাদি।

২০৫। সর্ব্বনাম শব্দের নিজের লিঙ্গ বচনাদি নাই যখন যে শব্দের স্থানে নিবেশিত হয় তাহার অনু- সারে সর্ব্বনামের লিঙ্গ বচনাদি হইয়া থাকে। লিঙ্গ জন্য সর্ব্বনামের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সর্ব্ব লিঙ্গে সমাকারে ব্যবহৃত হয়।

---

## সর্ব্বনাম ব্যবহার।

২০৬। অস্মদ্ শব্দ—যখন কোন বস্তু বা ব্যক্তি স্বয়ং কোন কার্য্য ঘটনার কিম্বা কথা কহিবার বিষয় উল্লেখ করিবে তখন সেই বিশেষ্য পদের স্থানে অস্মদ শব্দ নিবিষ্ট হইবে। যথা—

রাম কহিলেন "আমার জন্ম কেবল দুঃখ ভোগের জন্য হইয়াছিল।"

২০৭। যুষ্মদ্ শব্দের ব্যবহার—পরস্পর অভি- মুখীন হইয়া যাহার সহিত আলাপ করা যায় কিম্বা যাহার প্রতি কোন রূপ আদেশাদি প্রচার করা যায় সেই সম্মুখস্থ বস্তু বা ব্যক্তি বোধক শব্দের স্থানে যুষ্মদ্ শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—

হে শিশুগণ! তোমরা সর্ব্বদা মন দিয়া লেখা পড়া করিবে। যুষ্মদ শব্দের স্থলে "ভবৎ" শব্দও ব্যবহৃত হয়।

২০৮। তদ্ শব্দ—উক্তির পশ্চাৎ উক্তি অর্থাৎ একবার কোন বিশেষ্যের উল্লেখ করিয়া পরে

আবার তাহার উল্লেখ করিবার স্থানে তদ্ শব্দের প্রয়োগ হয়। দৃষ্ট পদার্থের অদৃশ্য কালেও তদ্ শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—

রাম অদ্য বিদ্যালয়ে যাইবে না, তাহার পীড়া হইয়াছে ইত্যাদি।

২০৯। যদ্ ও কিম্ শব্দ.—কোন অনির্দ্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তির উল্লেখের সময়ে যদ্ বা কিম্ শব্দ ব্যবহৃত হয়। এবং প্রস্তাবের মধ্যে যে কোনরূপে যদ্ শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহার পরে তদ্ শব্দ প্রয়োগ করিতেই হইবে। এজন্য যদ্ ও তদ্ এই দুইটীকে সম্বন্ধ সর্ব্বনাম বলে। যথা—

যিনি তোমায় সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি তোমাকে আহার দিবেন, এ কথা কে বলিল। কিন্তু যদ্ শব্দ কোন বিশেষ্য বা অন্য কোন সর্ব্বনাম সহ প্রযুক্ত হইলে নির্দ্দেশক হয় যে লোক, এই যে ব্যক্তি ইত্যাদি।

২১০। ইদম্ এতদ্ ও অদস্ শব্দ—অঙ্গুলি নির্দ্দেশ্য পদার্থ বা ব্যক্তির স্থলে ইদম্, এতদ্ ও অদস্ শব্দ ব্যবহৃত হয়। নৈকট্যে ইদম্ ও এতদ্ এবং অপেক্ষাকৃত দূরতায় অদস্ শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা—

এই লোক, এই বালক, ঐ দ্রব্য, অমুক লোক ইত্যাদি।

২১১। যেমন ভাষায় মূল সর্ব্বনাম শব্দ গুলি পরিবর্ত্তিত আকারে ব্যবহৃত হয় সেইরূপ সর্ব্বনাম ও তাহার পরস্থিত কাল ও স্থান বাচক শব্দ এত-

উভয়ে মিলিত ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যথা—

| সর্ব্বনাম সম্বলিত কাল ও স্থান বাচক শব্দ | তাহার পরিবর্ত্তন |
| --- | --- |
| যৎক্ষণ বা যেক্ষণ | যথন |
| এতৎক্ষণ বা এক্ষণ | এখন |
| তৎক্ষণ বা সেইক্ষণ | তখন |
| কোন্ ক্ষণ | কখন্ |
| তৎস্থান বা সে স্থান | সেখান বা সেথা |
| যৎ স্থান বা যে স্থান | যেখান, যেথা |
| এতৎ স্থান বা এস্থান | এখান, এথা |
| ঐ বা ও স্থান | ওখান |
| কোন্ স্থান | কোথা,কোন থান ইত্যাদি। |

এই সর্ব্বনাম সম্বলিত বিশেষ্য—যথন, তখন, এখান প্রভৃতি শব্দ সকলকে অনেকে পদান্বয় কালে সর্ব্ব নাম বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা নহে এ গুলিকে বিশেষ্য পদ বলিয়া অন্বয় করাই বিধেয়।

২১২। এই মত যেমন, তেমন, কেমন প্রভৃতি পদগুলিও সর্ব্বনাম নহে। বিশেষণ স্বরূপ অব্যয়শব্দ।

২১৩। যুষ্মদ্, অস্মদ্, ভবৎ, যদ্, তদ্, এত্, ইদম্, অদস্, কিম্ শব্দকে ব্যক্তিগত সর্ব্বনাম বলে। এগুলি সকল ব্যক্তিতে ও সকল লিঙ্গে সম-ভাবে ব্যবহৃত হয়।

২১৪। আর ইতর, উভ, উভয়, অপর, পর,

প্রভৃতি শব্দ গুলিকে বিশেষণীয় সর্ব্বনাম বলে। ইহারা যখন যে লিঙ্গ শব্দের পূর্ব্বে বসে, তখন সেই শব্দের অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা—

অপরা দিক্; পূর্ব্বা রাত্রি; ইতর মনুষ্য ইত্যাদি।

---

## অব্যয় শব্দ।

২১৫। যে সকল শব্দ, ধাতু ও শব্দ প্রকৃতির ভাবান্তর বা বাক্যের সংযোগবিয়োগ প্রভৃতি ভাব সাধন করে, তাহাদিগকে অব্যয় শব্দ কহে। অব্যয়ে কখন বিভক্তি যোগ হয় না। যথা—

শীঘ্র, অপি, ও, এবং, অকস্মাৎ, অথ, অতএব, যথা, নতুবা, কি, কিম্বা, অথবা ইত্যাদি।

কিন্তু কখন কখন কোন কোন কৃত অব্যয় শব্দে বিভক্তি যোগ হইয়া থাকে। যেমন ;—তথা, যথা প্রভৃতি অব্যয় শব্দ অধিকরণীয় ভাবে প্রযুক্ত হইলে যথায় তথায় ইত্যাদি হয়।

২১৬। প্রধানতঃ অব্যয় শব্দ সকল তিন ভাগে বিভক্ত ; মূল অব্যয়, নিষ্পাদিত বা কৃত অব্যয়, ও পরিবর্ত্তিত অব্যয়।

২১৭। মূল অব্যয়,—যে সকল শব্দ সংস্কৃত ভাষায় যে আকারে ও যে অর্থে ব্যবহৃত আছে বঙ্গভাষাতেও সেই আকারে ও তদর্থে প্রযুক্ত হয় সেই সমস্তই মূল অব্যয় শব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ যথা—

এবং, অকস্মাৎ, পুনঃ, অধস্, তিরস্, পুরস্ অন্তঃ, স্বঃ, প্রাতঃ, নতু, অথবা ইত্যাদি।

২১৮। নিষ্পাদিত অব্যয়,—যে সকল অব্যয়, শব্দবিশেষে প্রত্যয় বিশেষ করিয়া ব্যুৎপাদিত, তাহাদিগকে কৃত বা নিষ্পাদিত অব্যয় কহে। যথা—

ইতঃ, ততঃ, জলবৎ, ধূলীসাৎ, অধুনা, কদাচিৎ, দ্বিধা, দ্বৈধ, চতুর্দ্ধা, কথং, যথা, তথা, অন্যথা সর্ব্বথা ইত্যাদি।

২১৯। পরিবর্ত্তিত অব্যয়—যে অব্যয় শব্দগুলি মূল বা কৃত অব্যয় হইতে অপভ্রষ্ট হইয়া কিম্বা তাহার অর্থ স্বরূপে প্রকারান্তর হইয়া বঙ্গ ভাষাতেও অব্যয় রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে তৎ সমস্তই পরিবর্ত্তিত অব্যয়। যথা—

কেমন, যেমন, ও, আর, আরো, তবে, তবু, তবুও নয়ত, কি ইত্যাদি।

কিন্তু অব্যয় শব্দে তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া যে সকল পদ সিদ্ধ হয়, সে সকল শব্দ অনব্যয় হইয়াথাকে। যথা—অকস্মাৎ + ইক = আকস্মিক, সমন্তাৎ হইতে সামন্ত পুনঃ পুনঃ হইতে পৌনঃপুন্য অধুনা হইতে আধুনিক বা অধুনাতন ইত্যাদি।

২২০। ঐ ত্রিবিধ অব্যয় শব্দ আবার, নানা অর্থে প্রযুক্ত হইয়া নানার্থক অব্যয় হইয়াছে, ক্রমশঃ তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

২২১। কতকগুলি অব্যয় বিশেষ্য ভাবাপন্ন,

সে সকল প্রায়ই অধিকরণীয় পদরূপে ব্যবহৃত। যথা—

যদা, সর্ব্বদা, প্রথমতঃ অদ্য, অত্র, কুত্র, কদাচিৎ যথা, অধুনা ইত্যাদি।

২২২। কতকগুলি বিশেষণার্থক,—ইহাদের মধ্যে কতকগুলি কারক পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—

পৃথক্, ঈষৎ, জলবৎ, ইত্যাদি।

অপর কতকগুলি ক্রিয়া বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত; যথা হঠাৎ, অকস্মাৎ তৎক্ষণাৎ, পুনঃ পুনঃ শীঘ্র, আস্তে আস্তে, ক্রমে ক্রমে, ক্রমশঃ, অবধি ইত্যাদি।

২২৩। কতকগুলি সংযোজক অব্যয়—এই অব্যয় শব্দ দ্বারা, পদ ও বাক্য সকল পরস্পর অন্বিত হয়। ইহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত; সমযোজক, ভিন্নার্থ যোজক, বিয়োজক, হেত্বর্থ যোজক ও তাৎপর্য্যার্থ যোজক।

২২৪। সমযোজক অব্যয়—যে অব্যয় শব্দ বাক্যের অন্তর্গত থাকিয়া, তাহার নিজ পূর্ব্ববর্ত্তী পদ বা বাক্যের সহিত পরাস্থিত দূরবর্ত্তী পদের বিভক্তি, পদ, বা বাক্যের যোগ সাধন করে এবং তাহার নিজ পরস্থিত পদ বা বাক্যের সহিত পূর্ব্বস্থিত দূরবর্ত্তী পদাদির যোগ সাধন করে, তাহার নাম সমযোজক অব্যয় যথা—

ও, এবং, অপি, আর, ইত্যাদি

২২৫। ভিন্নার্থ যোজক অব্যয়—যে অব্যয় শব্দের পর বাক্য দ্বারা পূর্ব্ব বাক্যের ন্যূনতা, পার্থক্য বৈশেষ্য বা বৈপরীত্য প্রকাশ পায় তাহাকে ভিন্নার্থ যোজক কহে। যথা—

কিন্তু, পরন্তু, নতুবা, অধিকন্তু, বরং, প্রত্যুত, তথাপি, বরঞ্চ, বিশেষতঃ ইত্যাদি।

২২৬। বিয়োজক—যে অব্যয় শব্দ দুই বা তদধিক পদ বা বাক্যের মধ্যে একটীর দৃঢ়তাদ্বারা অপরের বৈয়র্থ সাধন করে তাহাকে বিয়োজক অব্যয় শব্দ কহে। যথা—

বা, অথবা, কি, কিম্বা, না, কিঞ্চ ইত্যাদি।

৩২৭। হেত্বর্থ যোজক—যে অব্যয় শব্দের পূর্ব্ব বাক্য ও পর বাক্যে পরস্পর কার্য্য কারণ সম্বন্ধ থাকে তাহাকে হেত্বর্থ যোজক শব্দ কহে। যথা—

অতএব, কারণ, কেননা, সুতরাং, অগত্যা ইত্যাদি।

২২৮। তাৎপর্য্যার্থ যোজক—যে অব্যয় শব্দের পরবাক্য পূর্ব্ববাক্যের ভাব বা তাৎপর্য্য প্রকাশক হয় তাহাকে তাৎপর্য্যার্থ যোজক শব্দ কহে। যথ—

ফলতঃ, বস্তুতঃ, বস্তুতস্ত, বাস্তবিক অর্থাৎ ইত্যাদি।

২২৯। অনির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশার্থ অব্যয়—ইহা একার্থক নহে, ইহার মধ্যে দুই প্রকার অব্যয় শব্দ আছে। অনির্দ্দেশক ও নির্দ্দেশক।

অনির্দ্দেশক বা অনির্দ্দেশার্থ অব্যয়—যে অব্যয়

শব্দ দ্বারা বাক্যের ভাব অনির্দ্দিষ্ট থাকে তাহাকে অনির্দ্দেশার্থ অব্যয় কহে। যথা যদি,যদিস্যাৎ, যদিও, যেমন, যবে ইত্যাদি 'যদর্থ' অব্যয় শব্দ অনির্দ্দেশক।

আর নির্দ্দেশক বা নির্দ্দেশার্থ অব্যয়—যে অব্যয় শব্দদ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী অনির্দ্দিষ্ট বাক্যের উদ্দেশ্য ফলের দৃঢ়তর রূপে নির্দ্দেশ করে তাহাকে নির্দ্দেশার্থ অব্যয় কহে। যথা

তবে, তবু, তেমন প্রভৃতি তদর্থ অব্যয় শব্দ নির্দ্দেশক।

এই উভয় প্রকার অব্যয় শব্দকে কেহ কেহ আশংসার্থ অব্যয় বলেন।

২৩০। সম্বুদ্ধ্যর্থ অব্যয়,—যে অব্যয় শব্দ দ্বারা ভিন্নাভিমুখীন বস্তু বা ব্যক্তিকে স্বাভিমুখীন করা যায় তাহাকে সম্বুদ্ধ্যর্থ অব্যয় শব্দ কহে। যথা—

হে, ওহে, ওরে, রে, অয়ি, অয়ে, ওলো, হেলা, লো, গো, ইত্যাদি।

২৩১। আক্ষেপার্থাদি অব্যয়—যে অব্যয় শব্দ দ্বারা, বাক্যের, অক্ষেপ, হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময়, শোক, বিরক্তি, বা জিজ্ঞাসা ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ পায়, তাহাকে আক্ষেপার্থাদি অব্যয় শব্দ কহে। যথা—

হায়, হায় হায়, উঃ উহু, হিহি, ছি, ওকি, কি, ছিছি, ইস্ উস্, হুঁ, আহা, অহো, অহহ ইত্যাদি।

২৩২। অনুকৃত অব্যয় শব্দ—প্রাণী বা অপ্রাণী হইতে উৎপন্ন নানাবিধ অব্যক্ত শব্দকে যে সমস্ত

নির্দ্দিষ্ট শব্দের আকারে প্রকাশ করা যায় সেই নির্দ্দিষ্ট শব্দ সকলকে অনুকৃত অব্যয় শব্দ বলে। অনুকৃত শব্দ প্রায়ই ক্রিয়া বিশেষণ রূপে, বাক্যে ব্যবহৃত হয়। কখন বা কর্ম্মপদরূপেও প্রযুক্ত হয়। যথা—

ভ্রমর গুণ গুণ করিয়া উড়িতেছে, বিড়াল মেউ মিউ ডাকিতেছে, বাতাস সোঁ সোঁ বহিতেছে ইত্যাদি।

এখানে গুণ গুণ, মেউ মেউ, সোঁ সোঁ ক্রিয়া বিশেষণরূপে এবং ভ্রমর গুণ গুণ করিতেছে, বাতাস সোঁ সোঁ করিতেছে, বিড়াল মেউমেউ করিতেছে ইত্যাদি স্থলে উক্ত অনুকৃত শব্দ গুলি কর্ম্ম পদরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুকৃত শব্দ যথা—গুণ্ গুণ্ সোঁ সোঁ, ভোঁ, ভোঁ, পটাপট, ঢং ঢং, টুং টাং, ঠন্ঠন, দাউ দাউ, ধূ ধূ, খা খা, ঝণৎ, ডিমি ডিমি, ডমক, ধেই, তাধেই ইত্যাদি।

২৩৩। বাক্যালঙ্কার অব্যয় শব্দ—যে সকল শব্দ, বাক্যের মূঢ়তা বা অল্পতা নিবারণের জন্য শব্দের বিকৃত প্রতিধ্বনি রূপে ব্যবহৃত হয় সে গুলিকে বাক্যালঙ্কার অব্যয় বলে। যথা—

কাপড়, চোপড়, জল, টল, ঘটী টটী, ইত্যাদি স্থলে চোপড় টল, টটী, ইত্যাদি শব্দ গুলি বাক্যালঙ্কার অব্যয় শব্দ।

২৩৪। উপসর্গ—প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য। যে সকল শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে প্রকৃতির অর্থাৎ ধাতুর অর্থের ভাবান্তর সম্পাদন করে তাহাকে উপসর্গ কহে। উপসর্গ ২০ টী যথা—

প্র, পরা, অপ, অব, অনু, অধি, অপি, অভি, প্রতি, অতি,

পরি, নি, বি, উপ, আ, সম্, দুর্, নির্, উৎ, ও সু। এই সকল উপসর্গ দ্বারা প্রকৃতির অর্থের কোন স্থলে, সমতা, কোথাও ন্যূনতা কোথাও আধিক্য, কোনস্থলে বৈপরীত্য কোথাও, অন্যথা, কোথাও বা সর্ব্বতোভাব প্রতিপাদন করে। যথা—

| যে উপসর্গ | যে ধাতুর | যে পদ | যে অর্থ |
|---|---|---|---|
| প্র, উৎ | ভূ | প্রভব, উদ্ভব | সমতা |
| নি, (নিজন্ত) | বৃ | নিবারণ | ,, |
| সু | পণ্ড | সুপণ্ডিত | আধিক্য |
| প্র, উৎ | স্থা, | প্রস্থান, উত্থান | অন্যথা |
| প্রতি | গম্ | প্রতিগমন | বৈপরীত্য |
| ,, | আ-গম্, | প্রত্যাগমন | ,, |
| পরি, সম্ | তুষ্ | পরিতোষ, সন্তোষ, | সর্ব্বতোভাব |
| আ, | রঞ্জ্ | আরক্ত | ন্যূনতা |

ইত্যাদি।

২৩৫। উপসর্গ সকল ধাতুর পূর্ব্বে থাকিয়া ধাতু নিষ্পন্ন পদের যেরূপ অর্থান্তর করে, শব্দ প্রকৃতির সেরূপ অর্থান্তর করে না, যখন শব্দের পূর্ব্বে থাকে তখন এক একটী উপসর্গ এক একটী অর্থ বিশিষ্ট ভিন্ন শব্দের ন্যায় হইয়া সমাসার্থ প্রতিপাদন করে। উপসর্গ সকল কোনস্থলে সদৃশ, কোনস্থলে পশ্চাৎ, কোথাও পর্য্যন্ত, কোথাও সমীপ, কোথাও বিপরীত ইত্যাদি শব্দ বৎ ব্যবহৃত হয় যথা—

পশ্চাৎ পরোক্ষ,

সমীপ প্রত্যক্ষ অনুকূল, ইত্যাদি

| | | | |
|---|---|---|---|
| সদৃশ | প্রতিমূর্ত্তি, | অনুরূপ, | উপবন, ইত্যাদি |
| পৌনঃ পুন্য | প্রতিদিন | প্রতিগৃহ | ইত্যাদি |
| পর্য্যন্ত | আকর্ণ, | আজানু | ইত্যাদি |
| মন্দ | দুর্ব্বুদ্ধি | ইত্যাদি | |

ইত্যাকার নানাবিধ শব্দবৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২৩৬। এতদ্ব্যতীত অপর কতকগুলি অব্যয় শব্দ আছে সেগুলি উপসর্গ নহে অথচ উপসর্গের ন্যায় ধাতুর পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয় এবং স্ব স্ব অর্থ দ্বারা অর্থান্তর করে সে গুলিকে ঔপপদিক অব্যয় কহে। যথা—

| ঔপপদিক অব্যয়শব্দ | তাহার অর্থ | ধাতু | ধাওনিষ্পন্ন পদ |
|---|---|---|---|
| আবিস্ | প্রকাশ | কৃ, | আবিষ্কার |
| অলম্ | বৃথা | ,, | অলঙ্কার |
| তুষ্ণীম্ | স্তব্ধতা | ভূ | তুষ্ণীম্ভাব |
| তিরস্ | গোপন | কৃ | তিরস্কার |
| ,, | ,, | ধা | তিরোধান |
| চমৎ | আশ্চর্য্য | কৃ | চমৎকার |
| শনৈঃ | অল্পে অল্পে | চর | শনৈশ্চর |

ইত্যাদি।

ইহাদের কেবল বিশেষ্য পদগুলি লিখিত হইল আবিষ্কৃত, অলঙ্কৃত, তিরোহিত প্রভৃতি বিশেষণ পদ হইতে পারে। এইরূপ চীৎ, থুৎ শ্রৎ বহিস্, পুরস্, ফুৎ, অস্তম্, অবশ্যম্ প্রভৃতি অনেক ঔপপদিক অব্যয় শব্দ আছে।

## বিভক্তি যোগে শব্দের আকার পরিবর্ত্তন।

২৩৭। শব্দ সকল মধ্যে ঋকারান্ত শব্দ ও হলন্ত শব্দ বাক্যে মূল আকারে ব্যবহৃত হয় না এবং তাহাতে বিভক্তিরও যোগ হয় না। বাক্যে এই সকল শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইয়া প্রযুক্ত হইবার সময়ে তাহাদের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হয়। কোন্ শব্দ কোন্ লিঙ্গে কিরূপ পরিবর্ত্তিত আকারে ব্যবহৃত হয় নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহারের নিয়ম স্ত্রীলিঙ্গ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট থাকাতে এখানে লিখিত হইল না। যথা—

| শব্দ | পুংলিঙ্গের ব্যবহার | ক্লীবলিঙ্গ বা অন্য শব্দের সহ সমাসের ব্যবহার |
|---|---|---|
| বিধাতৃ | বিধাতা | বিধাতৃ, ঋকারান্ত শব্দ এইরূপ |
| রাজন্ | রাজা | রাজ অন্ ভাগান্ত ,, ,, |
| গুণবৎ | গুণবান্ | গুণবৎ অৎ ,, ,, ,, |
| জ্ঞানিন্ | জ্ঞানী | জ্ঞানি ইন্ ,, ,, ,, |
| শ্রেয়স্ | শ্রেয়ান্ | শ্রেয়ঃ ঈয়স্ ,, ,, ,, |
| পয়স্ | —— | পয়ঃ অস্ ,, ক্লীব ,, ,, |
| ষষ্ | ষট্ | ষট্ ষকারান্ত ,, ,, ,, |
| অন্যমনস্ | অন্যমনা | অন্যমনঃ অস্ ,, ,, ,, |
| বিদ্বস্ | বিদ্বান্ | বিদ্বৎ বস্ ,, ,, ,, |
| বণিজ্ | বণিক্ | বণিক্ জ্ কারান্ত ,, ,, |
| বাচ | -- | বাক্ চ ,, ,, ,, |

| শব্দ | পুংলিঙ্গের ব্যবহার | ক্লীবলিঙ্গ বা অন্য শব্দের সহ সমাসের ব্যবহার |
|---|---|---|
| দিশ্ | — | দিক্ শ্ ,, ,, ,, |
| পঞ্চন্ | পঞ্চ | পঞ্চ সংখ্যাবাচকঅন্ ,, ,, |
| পথিন্ | পন্থা | পথি ইহার ,, ,, ,, |
| সখি | সখা | সখি ,, ,, ,, ,, |
| হবিস্ | | হবিঃ ইস্ ,, ,, ,, |
| চক্ষুস্ | | চক্ষুঃ উস্ ,, ,, ,, |
| সম্রাজ্ | সম্রাট্ | সম্রাট্ রাজ্ ,, ,, ,, |
| | | ইত্যাদি |

ইহাদের মধ্যে পয়স্, হবিস্ চক্ষুস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া পুংলিঙ্গের স্তম্ভে লিখিত হয় নাই। এবং বাচ্ ও দিশ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ তথাপি ক্লীবলিঙ্গ স্তম্ভে লিখিবার কারণ এই যে যখন অন্য শব্দের যোগে সমাস হইবে তখন ঐরূপ আকারে সমাস হইবে। পরন্তু চ্ ও শ্ কারান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ হইলে ঐরূপ ক্ কারান্ত হইবে। এবং ইস্ ও উস্ ভাগান্ত পুংলিঙ্গ হইলেও ঐরূপ বিসর্গান্ত হইবে।

২৩৮। ঐ সকল শব্দের ব্যবহারের যে সমস্ত আকার লিখিত হইল সে সকল প্রথমার একবচনান্ত অন্য বিভক্তিও ঐ আকারে যুক্ত হইবে। যথা—

গুণবান্ গুণবান্কে, গুণবানের ইত্যাদি।

২৩৯। ঐ সকল শব্দ যখন অন্যশব্দের পূর্ব্বে থাকিয়া সমাস হইবে তখন তৃতীয় স্তম্ভের আকারে সমাস হইবে।

## বিভক্তি।

২৪০। যদ্দ্বারা প্রকৃতি অর্থাৎ শব্দ ও ধাতু সকল কারক, বচন, কাল ও পুরুষের বিশেষ রূপ ভজনা-করে তাহাকে বিভক্তি কহে। বিভক্তি—কয়েকটী বর্ণমালা মাত্র। বিভক্তি দ্বিবিধ; শাব্দ বিভক্তি ও আখ্যাত বিভক্তি।

২৪১। শাব্দ বিভক্তি—যে বর্ণমালা দ্বারা শব্দ সকল ভিন্ন ভিন্ন কারক, বচনে, বিভক্ত হয়, তাহার নাম শাব্দ বিভক্তি।

২৪২। আখ্যাত বিভক্তি—যে বর্ণমালাদ্বারা ধাতু সকল ভিন্ন ভিন্ন কাল ও ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ভজনা করিয়া ক্রিয়ারূপধারণকরে, তাহাকে আখ্যাত বিভক্তি কহে। ইঁহার বিশেষ বিবরণক্রিয়া প্রকরণে লিখিত হইবে।

---

## বচন।

২৪৩। বচন অর্থাৎ বাচক। যাহাদ্বারা একের উদ্বোধ হয় তাহাকে একবচন ও যাহাতে অনেকের প্রতীতি হয় তাহাকে বহুবচন কহে। বঙ্গ ভাষায় দ্বিবচন নাই। দ্বিবচন বোধের জন্য "দ্বি' এই সংখ্যা বাচক শব্দ তাহার সহিত বিশেষণরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে।

২৪৪। বিভক্তি সাতটী; কিন্তু বঙ্গভাষায় ছয়টী বিভক্তি কারক পদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিভক্তি যথা—

প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, ও সপ্তমী; ইহার চতুর্থী বিভক্তিটীর বড় একটা ব্যবহার নাই (১)। কোন্ বিভক্তির কোন্ বচনে কয়টী করিয়া 'বর্ণমালা' নির্দ্দিষ্ট আছে নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

| বিভক্তি | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| প্রথমা | | রা |
| দ্বিতীয়া | কে, রে, য়, এ, | দিগকে, দিগেরে |
| তৃতীয়া, | দ্বারা, দিয়া, তে, কর্ত্তৃক, এ, য়, | দিগদ্বারা, দেরদ্বারা, ইত্যাদি। |
| চতুর্থী | কে | দিগকে (২) |
| পঞ্চমী, | হইতে, অপেক্ষা, | দিগ হইতে দের হইতে ইত্যাদি। |
| ষষ্ঠী | 'র' | দিগের, দের, |
| সপ্তমী, | এ,য়, তে, | দিগেতে, দিগে। |

এই সমস্ত বিভক্তির, মধ্যে "এ, য়, তে" এই তিনটী

(১) চতুর্থী বিভক্তি 'কে' বাঙ্গলার লিখিতসাধুভাষায় ব্যবহার নাই। কিন্তু বাঙ্গালার দক্ষিণ-পশ্চিমদেশীয় (রাঢ়ের) লোকে নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি ব্যবহার করিয়া থাকে। যথা ধানকে গিয়াছে, জলকে গিয়াছে ইত্যাদি। এখানে ধানকে ধানের নিমিত্তে ও জলকে জলের নিমিত্ত অর্থ বুঝাইতেছে। কিন্তু অন্য প্রদেশে উহার ব্যবহার নাই।

(২) বঙ্গভাষায় সম্প্রদান কারক পরিত্যক্ত হওয়াতে চতুর্থীও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

করণ ও অধিকরণ কারকে এবং এ, য়, এদুইটী কর্ম্ম কারকেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে; তথায় বিভক্তি দেখিয়া, অন্বয় নির্ণয় হয় না। এবং করিয়া, ও হইয়া, পদ তৃতীয়ার স্থলে ও থেকে, চেয়ে, কর্ত্তে, পদ পঞ্চমীর স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব এগুলিও বিভক্তি স্বরূপ।

২৪৫। ঐ সমস্ত বিভক্তি ব্যতীত প্রতি, উপরি, উপর, এই তিনটী অব্যয় শব্দও বিভক্তির স্থানীয় হইয়া ব্যবহৃত হয়।

২৪৬। প্রথমার এক বচনে বিভক্ত সূচক কোন বর্ণ নাই, কেবল প্রয়োগ মাত্র বিবেচনা করিতে হইবে শব্দের পরিবর্ত্তিত আকারই প্রথমার একবচনের প্রাপ্তি চিহ্ন স্বরূপ। যেমন—

'পিতৃ' শব্দ প্রথমার একবচনে পিতা, তদ-'তাঁহা শব্দ প্রথমার এক বচনে 'তিনি" গুণবৎ শব্দ প্রথমার একবচনে 'গুণবান্' এইরূপ পরিবর্ত্তিত আকারই বিভক্তিপ্রাপ্তিপরিচায়ক।

২৪৭। বিভক্তির 'ত' ও 'র' পরেতে অকারান্ত ও হলন্ত শব্দের অন্তে 'এ'কার যুক্ত হয়। এবং 'য়' এই বিভক্তিটী কেবল আকারান্ত শব্দে প্রযুক্ত হয়।

২৪৮। সংখ্যা বাচক শব্দে, ও সংখ্যা বাচক শব্দ যাহার বিশেষণ হয়, তাহাতে সর্ব্বদা বিভক্তির এক বচন প্রয়োগ হইবে। এবং গণ, সমূহ, মণ্ডল, সকল প্রভৃতি বহুত্ব বোধক শব্দও বিভক্তির এক বচনান্ত হইবে। যথা—

পাঁচের, সাতের, দশ জনের, বালকগণকে, ব্রাহ্মণমণ্ডলীর, ইত্যাদি। কিন্তু পদান্বয় কালে এগুলিকে বহুবচন বলিতে হইবে। গণ, সমূহ, শ্রেণী, রাজি, মালা আবলী, মণ্ডল, মণ্ডলী, গুলি, প্রভৃতি এই বহু বোধক গুণ বাচক বিশেষ্য পদ গুলি বাক্যে দুই প্রকারে ব্যবহৃত হয়, যথা বিভক্তিস্বরূপে ও বিশেষ্যরূপে।

যখন বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয় তখন উহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষ্যপদের প্রাধান্য থাকে ও তাহারই কারকাদি কথিত হয়, উক্ত শব্দের বিশেষ্যত্বাদি বর্জ্জিত হয়। যথা বালিকাগণকে, ব্রাহ্মণমণ্ডলীর, এখানে গণ ও মণ্ডলীশব্দ বিভক্তি স্বরূপ হইল আর যখন বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইবে তখন পূর্ব্ব পদের প্রাধান্য থাকিবে না উক্ত শব্দের প্রাধান্য থাকিবে ও উহারই কারক লিঙ্গাদি কথিত হইবে। যথা পুষ্পমঞ্জরী প্রস্ফুটিত হইয়াছে পণ্যবিথিকা হইতে বস্ত্র আন, পুষ্পমালা গাঁথ ইত্যাদি। এখানে মঞ্জরী, বিথিকা ও মালা শব্দ প্রধান ও ইহাদেরই কারক লিঙ্গাদি কথিত হইবে পূর্ব্বপদের কিছুই কথিত হইবে না।

২৪৯। এক কালে এক পদে দুইটী বিভক্তির যোগ হয় না কিন্তু কখন শব্দের উত্তর "দ্বারা" পরে 'র' বা 'এর'; "দিয়া" পরে, 'কে'; করিয়া, পরে এ, র, তে, আগম হয়। যথা—

যষ্টিরদ্বারা, আমাকে দিয়া, হস্তে করিয়া ইত্যাদি। এখানে ঐ 'র' 'কে' ও 'এ' আগত বর্ণ বিভক্তি নহে। উহা ব্যবহারিক প্রয়োগ মাত্র।

এখানে শব্দ সকলের বিভক্তি যোগে শব্দরূপ প্রদর্শন করা গেল। যথা—

## শব্দরূপ।

### লোক শব্দ।

| বিভক্তি | | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|---|
| প্রথমা | | লোক | লোকেরা |
| দ্বিতীয়া | | লোককে | লোকদিগকে |
| তৃতীয়া | { | লোকদ্বারা বা | লোকদিগদ্বারা বা |
| | | লোক কর্ত্তৃক | লোকদিগ কর্ত্তৃক |
| পঞ্চমী | { | লোক হইতে বা | লোকদিগ হইতে |
| | | লোকাপেক্ষা | লোকদিগঅপেক্ষা |
| ষষ্ঠী | | লোকের | লোকদিগের বা দের |
| সপ্তমী | | লোকে লোকেতে | লোকদিগে বা লোকদিগেতে (১) |
| সম্বোধনে | | লোক | লোকেরা |

### "অস্মদ"—"আমা" শব্দ

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রথমা | | আমি | আমরা |
| দ্বিতীয়া | { | আমাকে আমারে | আমাদিকে বা |
| | | আমায় | আমাদিগেরে |
| তৃতীয়া | { | আমাদ্বারা | আমাদিগদ্বারা |
| | | আমা কর্ত্তৃক | আমাদিগ কর্ত্তৃক |
| পঞ্চমী | { | আমা হইতে | আমাদিগহইতে |
| | | আমা অপেক্ষা | আমাদিগঅপেক্ষা |

---

(১) অকারান্ত শব্দের সপ্তমীর বহুবচনে 'এষু' এবং আকারান্ত শব্দের "সু" বিভক্তি হয়। এটী সংস্কৃত বিভক্তি—যথা চরণেষু, কমলেষু, মহাশয়াসু ইত্যাদি।

| | | |
|---|---|---|
| ষষ্ঠী | আমার | আমাদিগের বা দের |
| সপ্তমী | আমায় | আমাদিগেতে |
| | আমাতে | আমাদিগে |

২৫০। "আমা" শব্দের প্রথমার এক বচনে 'আ'র স্থানে'ই' ও বহু বচনে'আ'র স্থানে 'অ' হইয়া থাকে। আর প্রথমার এক বচনে সম্ভ্রমার্থে যাহা, তাহা, উহা, ইহা, শব্দের 'আ'র স্থানে 'ই' ও 'হ'য়ের স্থানে 'ন' হয় অন্যান্য বিভক্তিতে সম্ভ্রমার্থে ঐ সকল শব্দের প্রথম বর্ণে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয় যথা—

যাহা—যিনি, যাঁহারা, তাহা—তিনি, তাঁহাকে, ইহা—ইনি ইহাঁতে উহা—উনি উহাঁদ্বারা, ইত্যাদি। আর কিম্ শব্দের সম্ভ্রমার্থে অন্যান্য বিভক্তিতে প্রথম বর্ণে ঁ চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়।

২৫১। অন্যান্য সমুদায় শব্দের রূপ করিতে হইলে বিভক্তি যোগ কালে যে শব্দের যে আকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই আকারেই বিভক্তি যুক্ত হইয়া শব্দ রূপ হইবে। যেমন—

"পিতৃ" শব্দের 'পিতা' শব্দরূপে, জ্ঞানিন্ শব্দের "জ্ঞানী" শব্দরূপে শব্দরূপ হইবে। যথা পিতাকে পিতার, জ্ঞানীদিগের জ্ঞানীকে ইত্যাদি।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### কারক।

কারক লিখিবার পূর্ব্বে ক্রিয়ার বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক বোধে এখানে ক্রিয়ার লক্ষণাদি লিখিত হইল।

২৫২। ক্রিয়া—যে পদে হওয়া, করা, খাওয়া, গমন, শয়ন, দর্শন, শুনা নিরীক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপার বা কার্য্য সমাধানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকে ক্রিয়া পদ কহে। যথা—

দেখিতেছে, শুইয়াছে, খাওয়াইল, শুনিয়াছে, করিবে ইত্যাদি।

২৫৩। আর গমন, হওয়া, দেখা, বলা, খাওয়া শ্রবণ, প্রভৃতি শুদ্ধ ব্যাপার বা কার্য্যমাত্র বোধক শব্দকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ কহে। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য দুই প্রকার; মূল ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও বাঙ্গলা ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য।

২৫৪। মূল ধাতুতে অ, অন, তি প্রভৃতি ভাব বাচ্যে প্রত্যয় সিদ্ধ শব্দ সকল মূল ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য যথা——

ত্যাগ, শয়ন, গমন, গতি, স্থিতি, উত্থান, পতন ইত্যাদি।

২৫৫। আর ঐ সকল মূল ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের অর্থ স্বরূপ বাঙ্গালা ধাতুতে ভাব বাচ্যে আ, ওয়া, ইবা, অন, ওন প্রত্যয়ে সিদ্ধ শব্দ সকলকে বাঙ্গলা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ কহে। যথা—

হ+ওয়া=হওয়া, যা+ওন=যাওন এইমত দেখা, দেখন, শুণন, শোনা খাওয়া ইত্যাদি।

২৫৬। কারক—ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় অর্থাৎ যোগ সম্বন্ধ আছে তাহাকে কারক কহে। বাঙ্গালা ভাষায় ছয়টী কারক আছে। যথা—

কর্ত্তা কর্ম্ম, সম্বন্ধ, করণ, অপাদান ও অধিকরণ। ইহারা স্ব স্ব প্রাপ্য বিভক্তিযুক্ত হইলে তত্তৎপদ বা তত্তৎ কারক হয়।

---

## কর্ত্তৃকারক।

২৫৭। যে পদার্থ ক্রিয়ার সম্পাদক হয় অর্থাৎ যে পদার্থ হওয়া, করা, গমন, ভোজন, দর্শন প্রভৃতি ব্যাপার সম্পন্ন করে অথবা যে পদার্থে ক্রিয়ার ব্যাপার বা কার্য্যটী আশ্রিত বা বদ্ধ হয় সেই কর্ত্তা, তৎ পরিচায়ক পদকে কর্ত্তৃপদ বা কর্ত্তৃকারক কহে। কর্ত্তৃ পদে প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা—

রাম খাইতেছে, চন্দ্র উঠিয়াছে, হরি গমন করিতেছে ইত্যাদি। এখানে, রাম, চন্দ্র, ও হরি কর্ত্তা কারক কেন না, রাম খাওয়া কার্য্য, চন্দ্র উঠা ব্যাপার ও হরি যাওয়া কার্য্য সমাধান করা পরিচয় দিতেছে।

কর্ত্তাকারকের নিত্য বিভক্তি, প্রথমা, কিন্তু অবস্থা বিশেষে তাহাতে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তিও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

২৫৮। যে স্থলে ব্যাপার সম্পাদনে, কর্ত্তা ইচ্ছা

না থাকিলেও কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছে ক্রিয়া-দ্বারা এমত ভাব প্রকাশ করে তথায় কর্ত্তা কারকে দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তি পায়। যথা—

তাহাকে যাইতে হইবে, আমার করিতে হইবে, তথায় আমি বা আমার না গেলে নয়, আমি বা আমাকে না থাইলে নহে ইত্যাদি।

২৫৯। যে ক্রিয়ায় ব্যাপারের নিত্যতা আছে কিম্বা যে ক্রিয়ার কার্য্যে কর্ত্তার নিত্য সম্বন্ধ প্রতীত হয় সেই ক্রিয়ার কর্ত্তায় কখন সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যথা—

গোরুতে ঘাস খায়, বালকে রোদন করে, মূষিকে কাপড় কাটিয়াছে, ব্যাঘ্রে দৌরাত্ম্য করিতেছে, পিপীলিকায় কামড়াইয়াছে, লোকে তাহাকে ভাল বাসিত, কারিকরে গড়েছে ইত্যাদি। এথানে প্রথম দুই বাক্যের কর্ত্তায় ক্রিয়ার নিত্যতা থাকাতে ও পরের বাক্য গুলির কর্ত্তায় কার্য্যের নিত্য সম্বন্ধ থাকাতে সপ্তমী হইয়াছে। নিত্যতা ভিন্ন অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তায় সপ্তমী হইবে না।

২৬০। কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়ার কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয় ও কর্ম্মে প্রথমা হয়। যথা—

মাতাকর্ত্তৃক শিশু পালিত হয়, রাজাকর্ত্তৃক রাজ্য শাসিত হইতেছে, অধ্যাপক কর্ত্তৃক ছাত্র শিক্ষিত হইয়াছে ইত্যাদি। এখানে বাক্যত্রয়ের ক্রিয়া তিনটী কর্ম্মবাচ্য হওয়াতে মাতা, রাজা, ও অধ্যাপক কর্ত্তৃপদে তৃতীয়া হইয়াছে।

২৬১। কর্ম্ম বাচ্য প্রত্যয় সিদ্ধ বিশেষণ পদের

পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ত্তৃ পদে কখন কখন তৃতীয়ার স্থলে ষষ্ঠী হয়। যথা—

রামকর্ত্তৃক রাবণ বধ্য, বা রামের বধ্য রাবণ বা রাবণ রামের বধ্য। পিতা পুত্রের পূজ্য, গুরু শিষ্যের মান্য,পূজনীয় ইত্যাদি।

কিন্তু ঐ বিশেষণ পদ যদি কর্ম্মের নিজ পরবর্ত্তী হয় তাহা হইলে কর্ত্তায় তৃতীয়াই থাকিবে ষষ্ঠী হইবে না। যথা—রাম কর্ত্তৃক রাবণ বধ্য, এ স্থলে 'রামের রাবণ বধ্য" এ প্রয়োগ হইবেনা।

---

## কর্ম্ম কারক।

২৬২। কর্ত্তার ক্রিয়া যাহাকে ব্যাপে, অর্থাৎ ক্রিয়ার ব্যাপার যে পদার্থকে লইয়া কর্ত্তার আশ্রিত হয় তাহাকে কর্ম্ম কারক কহে। ফলতঃ ক্রিয়া কর্ত্তার আশ্রিত ও কর্ম্ম ক্রিয়ার আশ্রিত হয়। কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—

রামকে ডাকিতেছে,তাহাকে আনয়ন কর, ব্রাহ্মণকে মারিয়াছে ইত্যাদি। এখানে রামাদি কর্ম্ম, আর রামকে প্রভৃতি কর্ম্মপদ বা কর্ম্মকারক। কর্ম্মের দ্বিতীয়া বিভক্তি কোন কোন স্থলে প্রযুক্ত থাকে এবং কোন কোন স্থলে তাহার লোপ হইয়া যায়।

যে স্থলে কর্ম্ম পদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা হয় কিম্বা কর্ম্ম পদটী মানবজাতীয় নাম বাচক শব্দ হয়, অথবা সর্ব্ব নাম শব্দ হয় তাহাতে প্রায়ই বিভক্তি থাকে। যথা পক্ষীকে ধরিয়াছে

সীতাকে দেখিতেছে, তাহাকে আহ্বান করিলে, রামকে প্রহার করিয়াছে, ঈশ্বরকে স্মরণ করিতেছে ইত্যাদি।

আর যেখানে স্মরণার্থ প্রহারার্থ ও আহ্বানার্থ ভিন্ন এক কর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মপদ অপ্রাণী বাচক হয় তাহাতে প্রায়ই বিভক্তির লোপ হয়। যথা রাম, কথা শুনিতেছে, চন্দ্র দেখিতে, অন্ন খাইয়াছে, দুগ্ধ পান করিল ইত্যাদি।

২৬৩। কিন্তু যখন কোনপদ বিশেষণ, কি বিকৃত কিম্বা বিধেয় ভাবে কর্ম্মের পরবর্ত্তী হয় তখন সে কর্ম্মে বিভক্তির লোপ হইবে না। যথা—

রাম চন্দ্র দেখিতেছে—রাম চন্দ্রকে ছোট দেখিতেছে, স্বর্ণকে কুণ্ডল করিতেছে, সাধুরা অর্থকে অপদর্থ জ্ঞান করেন ইত্যাদি।

২৬৪। কর্ম্ম দুই প্রকার, নিবৃত্ত কর্ম্ম ও বিকৃত কর্ম্ম; কর্ত্তার ক্রিয়াদ্বারা যাহা এক আকারে প্রকাশিত হইয়া নিবৃত্ত হয় তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম কহে। যথা—

বালক চন্দ্র দেখিতেছে, কুম্ভকার ঘট করিতেছে, ইত্যাদি। এখানে চন্দ্র ও ঘট দেখিতেছে ও করিতেছে ক্রিয়া দ্বারা প্রকাশিত হইয়া তদাকারেই নিবৃত্তি পাইয়াছে বলিয়া চন্দ্র ও ঘট নিবৃত্ত কর্ম্ম হইল।

২৬৫। আর যে কর্ম্ম কর্ত্তার ক্রিয়া দ্বারা এক আকারে প্রকাশিত হইয়া অন্যাকারে নিবৃত্ত হয় তাহাকে বিকৃত কর্ম্ম কহে। যথা—

কাষ্ঠ পুড়াইতেছে, কাষ্ঠকে যষ্ঠি করিতেছে, স্বর্ণকে বলয় করিতেছে জলকে বাষ্প করিতেছে ইত্যাদি। এখানে পুড়াইতেছে ক্রিয়াদ্বারা কাষ্ঠ প্রকাশিত হইয়া ভস্মাকারে নিবৃত্তি

পাইতেছে, এইরূপে স্বর্ণ, কাষ্ঠ, জল, করিতেছে ক্রিয়াদ্বারা প্রকাশিত হইয়া বলয়, যষ্ঠি, ও বাষ্প আকারে নিবৃত্তি পাইতেছে বলিয়া ইহারা বিকৃত কর্ম্ম। অর্থাৎ কর্ম্মপদের বিকৃত বিশেষণ।

২৬৬। কোন কোন ক্রিয়ার দুইটী করিয়া কর্ম্ম থাকে ঐ রূপ ক্রিয়াকে দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া কহে। দ্বি-কর্ম্মক ক্রিয়ার যে দুইটী কর্ম্ম থাকে তাহার একটীকে মুখ্য কর্ম্ম ও অপরটীকে গৌণ কর্ম্ম কহে। মুখ্য-প্রধান; গৌণ-অপ্রধান; যে কর্ম্মটী ক্রিয়ার প্রধান রূপে অবলম্ব্য হয় অর্থাৎ বিভক্তি যোগ ব্যতীতও যাহাতে ক্রিয়ার কর্ম্মত্ব প্রতীত হয় তাহাকে মুখ্য কর্ম্ম বলে, আর বিভক্তি যোগব্যতীত যাহাতে ক্রিয়ার কর্ম্মত্ব প্রতীত হয় না অর্থাৎ বিভক্তি যোগদ্বারাই যাহাকে ক্রিয়ার কর্ম্ম বলিয়া অনুভুত হয় তাহাকে গৌণ কর্ম্ম বলে, এজন্য মুখ্য কর্ম্মের বিভক্তির লোপ ও গৌণ কর্ম্মে বিভক্তির যোগ হইয়া থাকে। ফলতঃ বিভক্তি যোগ দ্বারাই উহার কর্ম্মত্ব অনুভুত হয় বলিয়া উহা গৌণ নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা—

আমি রামকে পুস্তক দিতেছি, গুরু শিষ্যকে নীতি শিখা-ইতেছেন ইত্যাদি। এখানে পুস্তক ও নীতি মুখ্য কর্ম্ম আর রামকেও শিষ্যকে গৌণ কর্ম্ম, কেন না বিভক্তি না থাকিলে ঐ দুই পদের কর্ম্মত্বই প্রতীত হয় না যথা "আমি রাম পুস্তক দিতেছি" এখানে 'রাম' পদের কোন কারকত্বই প্রতীত হই-তেছেনা, কে, বিভক্তিতে উহার কর্ম্মত্ব প্রতীত হইতেছে।

২৬৮। স্মরণার্থ ও আহ্বানার্থ ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক হইলে তাহার মুখ্য কর্ম্মে কখন বিভক্তি থাকে। যথা—

ঈশ্বরকে স্মরণ করাইতেছে, আমাকে রামের আহ্বান করাইতেছে।

২৬৯। জিজ্ঞাসার্থ, কথনার্থ, পদার্থ ও লিখনার্থ ক্রিয়া এবং সকর্ম্মক ধাতুর নিজন্তার্থ ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক। দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার মুখ্য কর্ম্ম অনুক্ত হইলেও গৌণ কর্ম্মে বিভক্তি থাকে। এবং গৌণকর্ম্মে কখন কখন ষষ্ঠি বিভক্তি হয়। যথা—

রামকে কহিল, মধুকে দিল, তাহাকে লিখিয়াছে এবং ছেলেদের পড়াও, ব্রহ্মাণদের বস্ত্র দেও ইত্যাদি। এখানে রামকে মধুকে ও তাহাকে গৌণকর্ম্মে বিভক্তি হইয়াছে আর ছেলেদের ও ব্রাহ্মণদের গৌণে ষষ্ঠী হইয়াছে।

২৭০। স্মরণ, সম্বোধন, সৃজন, শাসন, আবিষ্কার, রোধ, রক্ষা, উল্লেখ ও প্রস্তাব ইত্যাদি অর্থের ধাতুর ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য সহিত বাঙ্গালা 'কর্' ধাতুর যোগে যে যৌগিক ক্রিয়া হয় তাহার কর্ম্ম কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি ও হয়। যথা—

ঈশ্বর জগত বা জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, ও মনুষ্যকে বা মনুষ্যের পালন করিতেছেন, লক্ষ্মণ উর্ম্মিলার উল্লেখ করিলেন না, রাম দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেছেন ইত্যাদি। এই বাক্য গুলির কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে।

কিন্তু এই সকল ধাতু ঘটিত কর্ত্তৃবাচ্যের বিশেষণ পদের

পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মপদ নিত্য ষষ্ঠ্যন্ত হয়। যথা ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, বিশ্বের পালক তিনি ধনের রক্ষক ইত্যাদি।

২৭১। ব্যাপ্তি বুঝাইলে সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ক্রিয়ার যোগে কাল ও পথবাচক শব্দের কর্ম্ম সংজ্ঞা হয়। যথা—

কতক্ষণ ভাত খাইতেছে বা কতক্ষণ ধরিয়া খাইতেছে দুই ঘণ্টা বৃষ্টি হইয়াছে, পাঁচ ক্রোশ গমন করিয়াছে। এখানে কতক্ষণ, ঘণ্টা ও ক্রোশ কর্ম্ম কারক। কিন্তু এই সকল প্রকৃতরূপে হইয়াছে, খাইতেছে ও গমন করিয়াছে এই সকল ক্রিয়ার কর্ম্ম নহে, "ব্যাপিয়া" এই সকর্ম্মক উহ্য অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম্ম হইয়াছে।

২৭২। কিন্তু ব্যাপ্তি না বুঝাইলে কর্ম্ম কারক হইবে না অর্থানুসারে অন্বয় হইবে। যথা—

"রাম এখান হইতে সাতদিন গিয়াছে" এখানে 'সাতদিন' পদ কর্ম্ম নহে, কেননা "সাতদিন" গত হইল রাম এখান হইতে গিয়াছে অর্থ বুঝাইতেছে, সুতরাং 'সাতদিন' 'গতহইল' এই উহ্য ক্রিয়ার কর্তৃপদ হইতেছে।

২৭২। জানা ও মানা ক্রিয়ার কর্ম্ম পদেও কখন কখন ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—

যে আমাদের চিনে বা জানে, সে আমাদের মানে। এখানে 'আমাদের' পদ কর্ম্ম কারক।

২৭৩। কখন কখন সকর্ম্মক বা দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম, একটী পদ না হইয়া একটী সম্পূর্ণ বাক্যই কর্ম্ম কারক স্থানীয় হয়। যথা—

দেখিলাম নিমন্ত্রিতগণণ সকলেই আসিয়াছে। এখানে 'নিমন্ত্রিতগণ সকলেই আসিয়াছে' এই পূর্ণ বাক্যটীই 'দেখিলাম' ক্রিয়ার কর্ম্ম স্থানীয়।

২৭৪। এইরূপ সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম ভূত বাক্যের অন্তর্গত সমাপিকা ক্রিয়া যদি ক্রিয়া ঘটিত বিশেষণে পরিণত হয় তাহা হইলে তাহার কর্ত্তৃপদ কর্ম্ম কারক হইয়া দ্বিতীয়ান্ত হয়। যথা—

"দুর্ম্মুখ দ্বার দেশে আসিয়াছে" শ্রবণ করিয়া ইত্যাদি ইহার স্থলে "দুর্ম্মুখকে দ্বার দেশে আগত" শ্রবণ করিয়া—ইত্যাদি এমত বাক্য হইবে, কেন না ঐ কর্ম্ম স্থানীয় বাক্যের অন্তর্গত সমাপিকা ক্রিয়া "আসিয়াছে" "আগত" এই বিশেষণ পদে পরিণত হইয়াছে।

২৭৫। আর যদি কর্ম্ম স্থানীয় বাক্যের অন্তর্গত সমাপিকা ক্রিয়াটী ক্রিয়া বাচক বিশেষ্যে পরিণত হয় তবে কর্ত্তৃকারক সম্বন্ধ ও ক্রিয়া বাচক বিশেষ্যটী কর্ম্ম কারক হইয়া যায়। যথা—

"দুর্ম্মুখের দ্বার দেশে আগমন শ্রবণ করিয়া ইত্যাদি" এই রূপ হইবে।

---

## সম্বন্ধ কারক।

২৭৬। যে কোন বস্তু বা ব্যক্তি বা ঘটনা বোধক বিশেষ্যের উপর যাহার স্বত্ব, স্বামিত্ব বা অধিকার আছে তাহাকে সম্বন্ধ কারক কহে। আর যাহার

**উপর অধিকার বা স্বত্ব থাকে তাহাকে সম্বন্ধ পদ কহে, সম্বন্ধ পদ অন্যান্য কারক হইয়া থাকে। সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা—**

হস্তীর শুণ্ড, রামের রাজ্য, আমার পুস্তক, গোপালের বস্ত্র বালকের ভোজন, ঈশ্বরের সৃষ্টি, ঠাকুরের দর্শন ইত্যাদি। এখানে হস্তীর, রামের, আমার, গোপালের, বালকের, ঈশ্বরের ঠাকুরের পদ গুলি সম্বন্ধকারক, আর শুণ্ডাদি অধিকৃত পদ গুলি উহাদের সহিত সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ পাঁচ প্রকার; যথা স্বত্ব সম্বন্ধ, কর্ম্ম সম্বন্ধ কর্ত্তৃ সম্বন্ধ ও হেতু সম্বন্ধ বা বিশেষণ সম্বন্ধ। ইহার মধ্যে প্রথম তিন প্রকার—প্রকৃত সম্বন্ধ কারক ও সে সকল পদ পূর্ব্বে থাকিয়া সমস্ত হইলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। আর হেতু বা বিশেষণ সম্বন্ধ পদ বিশেষণ স্বরূপ ( ১৯৪ সূত্র দেখ ) ও সে সকল পদের সমাস হইলে কর্ম্ম ধারয় সমাস হয়। সম্বন্ধ যথা—তাহার পুস্তক, বৃক্ষের ফল, রাজার দর্শন, অন্নের ভোজন, আমার শয়ন ইত্যাদি প্রকৃত সম্বন্ধ আর ভ্রাতৃ জন্য বা ভ্রাতার শোক, বিশ্রাম জনিত বা বিশ্রামের সুখ, স্বর্ণনির্ম্মিত বা স্বর্ণের অলঙ্কার, শোক রূপ বা শোকের ঝড় ইত্যাদি স্থলে "ভ্রাতার বিশ্রামের, স্বর্ণের ও শোকের" পদ গুলি প্রকৃত সম্বন্ধ কারক নহে; বিশেষণ সাধক হেতু, জন্য নির্ম্মিত রূপাদি শব্দের লোপে ষষ্ঠী হইয়াছে। অতএব উক্ত পদ গুলিকে বিশেষণ পদ বলাই কর্ত্তব্য; অন্ততঃ বিশেষণ সম্বন্ধ কহা কর্ত্তব্য।

২৭৭। **বিশেষ্য, বিশেষ্য স্থানীয় বিশেষণ, সর্ব্বনাম বা অব্যয় পদ সম্বন্ধ কারকের সম্বন্ধ পদ হইতে**

পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ বিশেষণ পদ কখনই সম্বন্ধ হইবে না। যথা--

রাজার রাজ্য আছে, আমার ইহা নাই, পর্ব্বতের অধঃ, বিশ্বের বিধাতা, ধনের অধিকারী ইত্যাদি। এখানে প্রথম কয়টী সম্বদ্ধ পদে সর্ব্বনাম অব্যয় হইলে বিশেষত্ব আছে। আর বিধাতা ও অধিকারী বিশেষণ হইয়া বিশেষ্য ধর্ম্মী হইতেছে, এজন্য সম্বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমার প্রীত, বা তাহার সন্তুষ্ট এমত কখনই হইবে না কেন না সন্তুষ্ট ও প্রীত পদ দুইটী বিশুদ্ধ বিশেষণ।

আর "তাহার সহবাস" এখানে সম্বদ্ধ পদ "সহবাস" হইতে প্রস্তুত বিশেষণ-সহবাসী পদের সহিত সম্বন্ধ হয়। এরূপ বিশেষ্য ধর্ম্মী যে সকল বিশেষণ শব্দ অর্থাৎ বিশেষ্য যাহার অন্তর্ভূত আছে তাহার সহিত সম্বন্ধ হয়। যথা তাহার সহবাসী, আমার সঙ্গী অর্থাৎ অমুক আমার সঙ্গী লোক, এখানে লোক-পদই সম্বদ্ধ, সঙ্গী বলাতে লোক পদ তাহার অন্তর্ভূত থাকি-তেছে। ইত্যাদি।

২৭৮। সকর্ম্মক বা অকর্ম্ম ক্রিয়া যদি ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য রূপে পরিণত হয় তবে তাহার কর্ত্তা ও কর্ম্ম পদ সম্বন্ধ কারক হইয়া যায়। যথা—

গোপাল খাইতেছে গোপালের খাওয়া, অন্ন ভোজন করিতেছে অন্নের ভোজন, ঠাকুরের দর্শন ইত্যাদি। কিন্তু গৌণ কর্ম্ম সম্বন্ধ কারক হয় না। যথা তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ফল নাই।

২৭৯। আর সকর্ম্মক ক্রিয়ার বিশেষ্য ভাব

হইলে তাহার কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়ই সম্বন্ধে পরিণত হয় বটে, কিন্তু নিকটবর্ত্তী উভয় পদে ষষ্ঠী বিভক্তি রাখা উচিত নহে। কর্ম্ম স্থানীয় সম্বন্ধ পদের ষষ্ঠীর লোপ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে) করিলে শ্রুতি মধুর হয়। যথা—

আমি অন্ন ভোজন করিতেছি, এবাক্যের ক্রিয়ার বিশেষ্য ভাব হইলে "আমার অন্নের ভোজন এই রূপ হয়, এ স্থানে "আমার অন্ন ভোজন" বলিলে সুন্দর হয়।

২৮০। সকর্ম্মক বা অকর্ম্মক ক্রিয়ার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যটী যদি মূল ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য না হইয়া বাঙ্গালা ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য হয় তাহা হইলে তাহার কর্ত্ত স্থানে যে সম্বন্ধ কারক, তাহাতে কখন কখন প্রথমা বিভক্তি এবং কর্ম্ম স্থানে যে সম্বন্ধ কারক হয় তাহাতে কখন কখন দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—

আমার বা আমি যাওয়ার পরে তিনি আসিবেন এবং মিত্রকে দেখাতে সুখী হইয়াছি। এ স্থলে বাঙ্গালা ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য যাওয়া ও দেখা শব্দের যোগে "আমি ও মিত্রকে" পদ সম্বন্ধ কারক হইয়াও প্রথমান্ত ও দ্বিতীয়ান্ত হইয়াছে। কিন্তু মূল ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য হইলে ষষ্ঠী বিভক্তিই থাকিবে। যেমন "আমার গমনের, মিত্রের দর্শনে" এই মত হইবে।

২৮১। অর্হ বা বাঙ্গালা অর্শ ধাতুর যোগে কখন কখন সম্বন্ধে দ্বিতীয়া হয়। যথা—

ইঁহা তাহার অর্শে বা ইহা তাহাকে অর্শে, এ সম্পত্তি

আমার বা আমাকে অর্শিয়াছে, পরে তোমার বা তোমাকে অর্শিবে। ইত্যাদি।

২৮২। নির্দ্ধার—জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার উৎকর্ষ ও অপকর্ষদ্বারা জাতি সাধারণ হইতে বা সজাতীয় হইতে পৃথক করাকে নির্দ্ধার কহে। নির্দ্ধার হইলে সাধারণ বাচক পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়,এই ষষ্ঠ্যন্ত পদকে নির্দ্ধারার্থ সম্বন্ধ কহে। যথা—

মনুষ্যের অধম চণ্ডাল, মনুষ্য সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ, দেবগণের প্রধান ইন্দ্র, (১) ইত্যাদি।

২৮৩। প্রয়োজনার্থ শব্দ সম্বদ্ধ পদ হইলে তাহার সম্বন্ধ কারকে কখন কখন সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—

অর্থে প্রয়োজন নাই, বিদ্যায় আবশ্যক আছে ইত্যাদি। এখানে অর্থে প্রয়োজন অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজন।

কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারকের সম্বন্ধ কারকের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকায় কর্ত্তা, কর্ম্ম ও সম্বন্ধ কারক প্রথমে লিখিত হইয়াছে।

---

## করণ কারক।

২৮৪। যাহাদ্বারা ক্রিয়া সাধিত হয় তাহাকে করণকারণ কহে। করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। করণ দুই প্রকার; সাধন করণ ও হেতুকরণ।

---

(১) নির্দ্ধার হইলে কখন কখন পঞ্চমীও হয়। যথা সকল প্রাণী হইতে মনুষ্য প্রধান, ইত্যাদি। ইহা নির্দ্ধারার্থ অপাদান।

২৮৫। যাহাদ্বারা ক্রিয়ার ব্যাপার নিষ্পাদিত হয় তাহার নাম সাধন করণ। যথা—

দাত্রে ছেদন করিতেছে, যষ্টিদ্বারা মারিতেছে, করাত দিয়া কাঠ চিরিতেছে ইত্যাদি। এখানে দাত্র, যষ্টি, ও করাত পদার্থ, ছেদন, মারা ও চিরা কার্য্য নিষ্পত্তির প্রধানতম কারণ হওয়াতে সাধন করণ হইল। আর দাত্রে, যষ্টিদ্বারা ও করাত দিয়া, করণ পদ বা করণ কারক হইল।

আর যে পদ কার্য্য সাধনের হেতু হয় তাহাকে হেতুকরণ কহে। যথা লজ্জায় কথা কহিতেছে না, তিরস্কার করাতে লজ্জা হইয়াছে ইত্যাদি। এখানে লজ্জা ও তিরস্কার করা কথা না কহার ও লজ্জা হওয়ার হেতু হওয়াতে ঐ দুইপদ হেতুকরণ হইল।

২৮৬। করণ কারকে কখন পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—ইহা আমা হইতে হইবে না ইত্যাদি।

২৮৭। আনয়ন, বহন, গ্রহণ প্রভৃতি অর্থে ক্রিয়ার সাধন করণে কখন কখন 'করিয়া' এই পদ বিভক্তি স্বরূপ হইয়াথাকে। যথা—

নৌকা করিয়া আসিয়াছে, হাতে করিয়া লইল, মাতায় করিয়া আনিয়াছে, ইত্যাদি। সংস্কৃত করণক শব্দের অপভ্রংশে "করিয়া" পদ রচিত। যেমন নৌকাকরণক আসিয়াছে ইত্যাদি।

২৮৮। হেতুকরণে কখন কখন 'হইয়া' এইপদ তৃতীয়া বিভক্তি স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—

বৃষ্টি হইয়া বা হওয়ায় পথে কাদা হইয়াছে, কণ্ঠরোধ হইয়া বা হওয়াতে কথা কহিতে পারিলেন না ইত্যাদি।

২৮৯। ক্রীড়া, সংকেত বা নির্দ্দেশ ও প্রহারার্থ ক্রিয়ার করণে কখন কখন বিভক্তির লোপ হয়। যথা—

পাশা খেলিতেছে, যষ্টি প্রহার করিয়াছে, লাঠি মারিতেছে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, আখি ঠারিয়া ইত্যাদি।

২৯০। প্রহারার্থক্রিয়া বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের এবং ক্রীড়ার্থ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য-যোগে কখন কখন করণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—

যষ্টির প্রহার, যষ্টির প্রহারকরিল, তাসের খেলা, অক্ষের ক্রীড়া ইত্যাদি।

২৯১। কোন নির্দ্দিষ্ট কালে যদি কোন কর্ম্মের ফল লাভ ঘটনা হয় তাহা হইলে ঐ কাল বাচক পদের করণ সংজ্ঞা হইয়া তৃতীয়ান্ত হয় যথা—

তিনি এক বৎসরে ব্যাকরণ পড়িয়া ফেলিয়াছেন, দুই দিনে একার্য্যটী শেষ করিয়াছেন"ইত্যাদি। এখানে বৎসরে ও দিনে তৃতীয়ান্ত করণপদ।

১৯২। পরিচায়ক পদের করণ সংজ্ঞা হইয়া তৃতীয়ান্ত হয় যথা—

তিনি নামে কৃষ্ণধন, জাতিতে ব্রাহ্মণ, গোত্রে কাশ্যপ, ধর্ম্মে হিন্দু ইত্যাদি। এখানে, নামে, জাতিতে, গোত্রে, ও ধর্ম্মে করণ কারক। কেন না তিনি নামে, গোত্রে, জাতিতে ও ধর্ম্ম দ্বারা পরিচিত।

## অপাদান কারক।

১৯৩। ভয়, উৎপত্তি অন্তর্দ্ধান, চলন, নিবৃত্তি, নিন্দা, পরাজয়, গ্রহণ, নিবারণ ও ত্রাস (১)এই দশবিধ ব্যাপার বোধক ক্রিয়া যাহা হইতে ঘটে তাহাকে অপাদান কারক কহে। অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—

সর্প হইতে ভয় করিতেছে, চিনি হইতে মিশ্রি হয়, এখান হইতে প্রস্থান করে, ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, গো হইতে শস্য রক্ষা করিতেছে, শস্য হইতে গোরুকে নিবারণ করিতেছে, এখান হইতে লুকাইয়াছে ইত্যাদি।

২৯৪। আরম্ভ, বাহির, অন্তর ও পৃথক্ অর্থের শব্দ যোগে অপাদান সংজ্ঞা হইয়া পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—

নবনীত হইতে ঘৃত পৃথক্, এখান হইতে কৃষ্ণনগর পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী, এখন হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত, গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছে, পিতার মৃত্যু হইতে পাঁচদিন পরে বাটী আসিয়াছে (২) ইত্যাদি।

---

(১) চলন নিবৃত্তি গ্রহণ ত্রাণ—নানা অর্থে সূচিত হয়। যথা, চলন—গমন উত্থান, পতন, নিক্ষেপ, চ্যুতি পলায়ন আদি অর্থে সূচিত। গ্রহণ—লওয়া, আকর্ষণ আনয়ন, চয়ন, উৎপাটন প্রাপ্তি অর্থে সূচিত। নিবৃত্তি—নিবৃত্তি, বিরাম, বৈমুখ্যঅর্থে সূচিত। ত্রাণ—উদ্ধার, মোচন, নিষ্কৃতি রক্ষা অর্থে সূচিত হয়।

(২) এরূপ স্থলে কখন ষষ্ঠীও হয়। যথা পিতার মৃত্যুর পাঁচদিন পরে বাটী আসিয়াছে।

২৯৫। জাতি, গুণ, ও কার্য্যের দ্বারা যে পদার্থ হইতে কোন পদার্থের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিধান করা যায় তাহা অপাদান হইয়া পঞ্চম্যন্ত হয়। যথা—

চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, মেষ অপেক্ষা মহিষ বৃহৎ গোপাল আমা অপেক্ষা ছোট, ইত্যাদি এইরূপ পঞ্চম্যন্ত পদকে তারতম্যার্থ অপাদান কহে। এইরূপ পদে কখন কখন ষষ্ঠীও হয়। যথা—

মহিষ মেষের বড়, হরি রামের কনিষ্ঠ ইত্যাদি।

২৯৬। নিবৃত্ত্যর্থক অপাদানে কখন কখন সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—

পাঠে ক্ষান্ত, ক্রীড়ায় বিরত, আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ, ইত্যাদি।

২৯৭। অপাদানার্থ ঐ দশ বিধ ব্যাপারের মধ্যে কোন কোন ব্যাপার বাচক বিশেষ্যের সহিত "কর" ধাতুর যোগে ক্রিয়া হইলে তাহার অপাদানে কখন কখন ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—

সর্পকে ভয় করিতেছে, ব্যাঘ্রের ভয় করে না, বৃক্ষের পুষ্প চয়ন করিতেছে ইত্যাদি।

---

## অধিকরণ কারক।

২৯৮। ক্রিয়ার অধিকৃত বিষয়কে অর্থাৎ ক্রিয়ার অধিকার যাহার উপরে বা যাহাতে বর্ত্তে কি ঘটে

তাহাকে অধিকরণ কারক কহে। অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—

জলাশয়ে স্নান করিতেছে, রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়াছিল, কাহার অনুপস্থিতে নিন্দাকরিওনা ইত্যাদি। এখানে জলাশয়ে,রাত্রিতে ও অনুপস্থিতে অধিকরণ পদ আর জলাশয় আদি অধিকরণ বস্তু।

অধিকরণ তিন প্রকার, কালাধিকরণ, ভাবাধিকরণ ও আধারাধিকরণ।

২৯৯। ক্রিয়ার অধিকৃত কালকে অর্থাৎ যে সময়ে ক্রিয়ার কার্য্য ঘটনা হয়, তাহাকে কালাধিকরণ কহে। যথা—

রাত্রিতে নক্ষত্র উঠে, বৈশাখ মাসে গ্রীষ্ম হয়, বর্ষায় বৃষ্টি হয় ইত্যাদি। এখানে রাত্রিতে, বৈশাখ মাসে ও বর্ষায় কালাধিকরণ কারক। কালাধিকরণের একদেশ ও সাকল্য ব্যাপ্তি ভেদে প্রকার ভেদ আছে। যথা রবিবারে বাটী আসিয়াছে এখানে রবিবারের কোন সময়ে আসিয়াছে অর্থ হওয়াতে একদেশ কালে ঘটনা, আর রাত্রিতে অন্ধকার হয়, এখানে সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া অন্ধকার হয় অর্থ হওয়াতে সাকল্য কাল ব্যাপ্তি হইল।

---

## ভাবাধিকরণ।

৩০০। যখন কোন বিশেষ্য পদ সাবস্থ হয় তখন তাহার সেই অবস্থাপন্নের ভাবে অর্থাৎ অবস্থাপন্ন হইলে, অর্থ বুঝাইলে ভাবাধিকরণ হয়, এবং সেই সাবস্থ পরিচায়কপদে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—

পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের কোন বিষয়ে অধিকার নাই। এখানে পিতা বর্ত্তমান—অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থাপন্ন, এই সাবস্থ পরিচায়ক পদ বর্ত্তমান শব্দে অধিকরণের বিভক্তি দ্বারা "ভাবে" অর্থাৎ হইলে অর্থ হওয়াতে "পিতাবর্ত্তমানে" পদ ভাবাধিকরণ হইল। কেননা পিতা বর্ত্তমানে অর্থাৎ বর্ত্তমান ভাবে অর্থাৎ বর্ত্তমান হইলে কি থাকিলে অর্থ বুঝাইবাতে ভাবাধিকরণ।

সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ্য পদ ও সাবস্থ বোধক বিশেষণ উভয় পদেই সপ্তমী হয়। বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ্য পদে ষষ্টী ও যে পদে সাবস্থ হয় তাহাতে সপ্তমী হয়। এই ভাবাধিকরণ দুই প্রকারে চলতি; একপ্রকার—বিশেষণ পদে সপ্তমী বিভক্তি দ্বারা ভাবে অর্থাৎ হইলে অর্থ বুঝাইলে হয়। দ্বিতীয় প্রকার তদ্ধিতের ত্ব বা তা প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য পদে, সপ্তমী বিভক্তি দ্বারা "ভাবে" অর্থাৎ থাকিতে অর্থ বুঝাইবে তাহাতে "হইলে" অর্থ বুঝাইবে না। যথা—

১। পিতৃ বর্ত্তমানে পুত্রের স্বত্ব নাই, কাহার অনুপস্থিতে নিন্দা করিবে না, পিতার অনুপস্থিতে পুত্রের অধিকার।

২। জ্বর সত্ত্বে কুইনাইন দিয়াছে, আর আর নানা দর্শনীয় সত্ত্বে ঐ অংশ লইয়া আন্দোলন করিতেছ কেন? দন্তের অস্তিত্বে বা স্থায়িত্বে কি সত্ত্বে কেহ দন্তের আদর করে না ইত্যাদি। (১) এই প্রকার ভিন্ন উদাহরণ প্রায় নাই। এবং সকল ভাবাধিকরণ পদ অবস্থা ব্যঞ্জক সুতরাং ভাবাধিকরণকে

(১) কেহ কেহ "তিনি সূর্য্যোদয়ে ইহা করিবেন" বাক্যে সূর্য্যোদয়ে ভাবাধিকরণ বলেন কিন্তু ওটী কালাধিকরণ, প্রভাতে করিবেন বলিলে যাহা বুঝায় সূর্য্যোদয়ে করিবেন বলিলেও তাহা বুঝায় কেননা সূর্য্যোদয় বা অরুণোদয় শব্দ প্রভাতের নামান্তর মাত্র। সুতরাং উহা প্রকৃষ্ট উদাহরণ নহে।

কালাধিকরণের প্রকার বিশেষ বলিলে চলিতে পারে। কেবল ভাবাধিকরণের উদাহৃতের মধ্যে কোন শব্দে কাল বাচিত্ব না থাকায় কালাধিকরণ বলা যায় না।

৩০১। ক্রিয়ার অধিকৃত স্থানকে অর্থাৎ যে স্থানে ক্রিয়ার কার্য্য ঘটনা হয় তাহাকে আধার অধিকরণ কহে। ইহা চারি প্রকার; ১ সামীপ্যাধিকরণ, ২ একদেশাধিকরণ, ৩ ব্যাপ্ত্যাধিকরণ, ৪ বিষয়াধিকরণ।

৩০২। সামীপ্যাধার—নিকটবর্ত্তী স্থান আধার হইলে সামীপ্যাধিকরণ হয়। যথা—

যমুনায় বাস করিতেছে, এখানে যমুনায় অর্থ যমুনা সমীপস্থ স্থানে বুঝাইবাতে "যমুনায়" সামীপ্যাধিকরণ হইল। কিন্তু "নাবিকেরা যমুনায় বাস করিতেছে" অত্র সামীপ্যাধার হয় না কেন না নাবিকেরা জলের উপরেই বাস করে। আবার সমীপে বলিতে সমীপস্থ কোন স্থানে বুঝায় অতএব সামীপ্যাধারকে একদেশ আধারের অন্তর্নিবিষ্ট করিলেই চলিতে পারে।

৩০৩। একদেশ—যে অধিকরণ পদে সহজেই সমস্ত না বুঝাইয়া একাংশের আধারত্ব প্রতীতি হয় তাহাকে একদেশাধার কহে। যথা—

আমার বাটীতে পুস্তক আছে, গোপাল শান্তিপুরে থাকে, ইত্যাদি। এখানে বাটীতে শান্তিপুরে বলিতে উহাদের এক স্থানে বুঝাইবাতে একদেশাধিকরণ হইল।

৩০৪। ব্যাপ্তি—যে অধিকরণ পদে তাহার সম্পূর্ণ

স্থান ব্যাপিয়া কার্য্য ঘটনার প্রতীতি হয় তাহাকে ব্যাপ্ত্যাধার কহে। যথা—

সর্ষপে তৈল আছে, ইক্ষুতে রস আছে, মস্তকে কেশ ও গাত্রে লোম হইয়াছে ইত্যাদি। এখানে সর্ষপে ইক্ষুতে, মস্তকে ও গাত্রে বলিতে উহাদের একাংশের প্রতীতি না হইয়া সম্পূর্ণ স্থান ব্যাপিয়া তৈলাদির অবস্থানের জ্ঞান হইবাতে ব্যাপ্ত্যধিকরণ হইল।

৩০৫। বিষয়াধিকরণ—যেখানে কোন কার্য্য বা ঘটনা ক্রিয়ার আধার হয় তথায় বিষয়াধিকরণ হয়। যথা—

শিল্পে নৈপুণ্য আছে, কার্য্যে দক্ষ, সন্তরণে অক্ষম, ভোজনে পটু ইত্যাদি। এখানে শিল্প, কার্য্য, সন্তরণ, ভোজন এই চারি প্রকার ব্যাপার ক্রিয়ার আধার হওয়াতে বিষয়াধিকরণ হইল।

ফলতঃ সামীপ্য, এক দেশ, ব্যাপ্তি ও বিষয় এই চারি প্রকার আধারই এক ব্যাপ্তি অধিকরণের অন্তর্গত। কেন না সামীপ্য—সমীপস্থ স্থানের এক দেশ ব্যাপ্তি, এক দেশ—আধারের কিয়দংশ ব্যাপ্তি, ব্যাপ্তি—আধারের সমুদায় স্থান ব্যাপ্তি, বিষয়-কার্য্য বা ব্যাপার ব্যাপ্তি মাত্র বুঝাইতেছে। কেবল বিশেষ বিশেষ নাম করণ মাত্র।

৩০৬। দিন, দিবস, ক্ষণ, দণ্ড, বাটী, নগর, প্রভৃতি কতক গুলি কাল ও আধার বাচক শব্দের অধিকরণে কখন কখন বিভক্তির লোপ হয়। যথা—

কথন আসিবে, বাটী গিয়াছে, ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছে, কৃষ্ণনগর যাইব ইত্যাদি।

৩০৭। **অঙ্কনার্থ ক্রিয়ার অধিকরণে প্রায়ই বিভক্তির লোপ হয়।** যথা—

পট আঁকিতেছে, পত্র লিখিয়াছে, কাগজ লিখিতেছে, গোরু দাগিতেছে ইত্যাদি।

৩০৮। **অঙ্কনার্থ বিশেষণ শব্দের যোগে আধার অধিকরণে কখন কখন ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।** যথা—

পত্রের বা পত্রে লিখিত সংবাদ; পটের চিত্রিত পুত্তলিকা ইত্যাদি।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### কারকাধিকার বিচার বা পদান্বয় পদ্ধতি।

কারক প্রস্তাবে প্রথমে কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারক লিখিত হইয়া তৎপরেই সম্বন্ধ কারক লিখিত হইয়াছে অনেকে সম্বন্ধ কারক করণাদি কারকের অগ্রে লিখা অন্যায় বিবেচনা করিতে পারেন। কিন্তু বিবেচনা করিলে অগ্রে লিখাই ভাল, কেননা কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারকের সহিত সম্বন্ধের বিশেষ সম্পর্ক আছে। কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারক যে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত, তাহার বিশেষ্য ভাব হইলে কর্ত্তা ও কর্ম্ম সম্বন্ধ কারকে পরিণত হয় আর করণ অপাদান ও অধিকরণের তাহা হয় না। কেবল বিভক্ত্যন্তর হয় মাত্র। এজন্য সম্বন্ধকে করণাদির পূর্ব্বে লিখা হইয়াছে।

পরন্তু কারকের নিয়মানুসারে সম্বন্ধকে কারক বলা যায় না,

কেননা সম্বন্ধের অন্যান্য কারকের ন্যায় ক্রিয়ার সাক্ষাৎ অন্বয় নাই পরম্পরা সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে অন্বয় উপলব্ধি হয়। যাহা হউক বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে কারক বলিলে সুবিধা ব্যতীত অসুবিধা নাই।

বিশেষতঃ সম্বন্ধ বিশেষ্য পদেরই হয়, অন্য পদের হয় না। পদান্বয়ে বিশেষ্যের কারক, বচন, লিঙ্গ ও পুরুষ বলিতে হয়, সম্বন্ধ পদেরও লিঙ্গাদি সকল বলা হয় কেবল কারক বলা হয় না এমত অবস্থায় সম্বন্ধকে কারক বলাই বিধেয়।

কারক তত্ত্বে আরও এক কথা এই যে, ক্রিয়ার অন্বয়ে যদি কারক হয় তবে ক্রিয়ার ব্যতিক্রমে অর্থাৎ তাহার বিশেষ্যভাবে তদন্বিত কারকেরও অন্যথা হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা কেবল কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারকেরই হয়, অন্য কারকের হয় না। অতএব কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারকেরই প্রকৃত কারকত্ব।

---

## সম্বোধন।

৩০৯। কোনরূপে নাতিদূরবর্ত্তী সচল বা অচল ব্যক্তিকে স্বাভিমুখীন করণ জন্য আহ্বান করাকে সম্বোধন কহে। এই সম্বোধন কখন কোন অব্যয় শব্দ দ্বারা সূচিত হয়, কখন বা অব্যয় শব্দ লুপ্ত রাখিয়া প্রকাশ করিতে হয়। যথা—

হে শিশুগণ! অয়ি জননি! রাম! তুমি ত্বরায় গমন কর ইত্যাদি। এখানে শেষ বাক্যে "রাম" অব্যয়াভাবে সম্বোধন হইয়াছে।

সম্বুদ্ধ পদে কর্ত্তৃ কারকের ন্যায় প্রথমা হয়। সম্বুদ্ধ পদে

কোন কারক নাই। কেহ কেহ প্রথমান্ত হয় বলিয়া সম্বোধন পদের কর্তৃকারকত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তাহা ভ্রম, বরং সম্বুদ্ধ পদটী কর্ম্ম কারক হইতে পারে। কারণ যাহাকে সম্বোধন করা হয় সেই সম্বুদ্ধ।

ফলতঃ সম্বুদ্ধ পদ পরবর্ত্তী বাক্যস্থিত কারক পদের উদ্দেশ্য স্বরূপ হয়। কেননা সকল সম্বুদ্ধ পদেই যুষ্মদ শব্দ আরোপ করিয়া পরবর্ত্তী বাক্য কথিত হয়। যথা হে শিশু! তুমি কখন মিথ্যা কহিওনা। হে শিশুগণ! তোমরা মনদিয়া লেখা পড়া করিবে ইত্যাদি। এইরূপে যে কোন শব্দ সম্বুদ্ধ হউক না কেন তাহাতে যুষ্মদ শব্দ আরোপ করিয়া পরবর্ত্তী বাক্য হইবে।

৩১০। সম্বুদ্ধ পদ তৃতীয় পুরুষ ব্যঞ্জক হইয়া তাহা দ্বিতীয় পুরুষ হয়। যথা—

হে শিশুগণ! কখন পর দ্রব্য গ্রহণ করিওনা। এখানে "গ্রহণ করিওনা" ক্রিয়ার কর্ত্তা দ্বিতীয় পুরুষ—"তোমরা" এই পদ। ইহাতে সম্বুদ্ধ পদটী কর্তৃকারকের উদ্দেশ্য স্বরূপ। হে শিশুগণ! তোমাদেরদ্বারা সমাজের উন্নতি হইবে" এখানে সম্বুদ্ধ পদটী "তোমাদেরদ্বারা" এই করণ কারকের উদ্দেশ্য স্বরূপ হইতেছে।

৩১১। কিন্তু যখন সম্বোধন করিয়া সম্বুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি কোন কিছু না বলা যাইবে অর্থাৎ অন্য বিষয় কথিত হইবে তখন তাহা কেবল সম্বোধন পদ মাত্র হইবে। যথা—

"বৎস! সীতা যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী তদ্বিষয়ে আমার অনুমাত্র সংশয় নাই" এস্থলে "বৎস" পদ বিশুদ্ধ সম্বোধন

মাত্র, পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই ; এখানেই উহাকে কর্ম্ম পদ বলা যাইতে পারে, কেননা লক্ষ্মণ কেবল সম্বুদ্ধ হইলেন।

আবার, "রাম হা প্রেয়সি! বলিয়া নানাবিধ খেদ ও পরিতাপ করিয়া কহিতে লাগিলেন" এস্থলে "হা প্রেয়সি" পদ এবাক্যের সম্বোধন পদ নহে কর্ম্ম কারক ; কেননা "বলিয়া" এই অসমাপিকা ক্রিয়ার অবলম্ব্য হইয়াছে। উহা প্রকৃত সম্বোধন নহে ; পূর্ব্বকৃত সম্বোধনের উল্লেখ মাত্র হইতেছে।

৩১২। সম্বুদ্ধ পদে প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হইয়াও এক বচনে তাহার কিঞ্চিৎ রূপান্তর হয়। বহুবচনে কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা—

হে বন্ধো! হে বন্ধুরা! ইত্যাদি।

এইরূপ সম্বোধনের একবচনে কোন্ শব্দের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে ক্রমশঃ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

৩১৩। অকারান্ত শব্দের সম্বোধনে কোন পরিবর্ত্তন নাই যথা—

হে বালক! হে ব্রাহ্মণ! ইত্যাদি।

৩১৪। আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, ও হ্রস্ব 'ই' কারান্ত পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সম্বোধনে 'এ'কারান্ত হয়। যথা—

হে গঙ্গে! হে হরে! হে মতে! ইত্যাদি।

৩১৫। হ্রস্ব উকারান্ত শব্দ 'ও'কারান্ত হয়। যথা—

হে বন্ধো! হে গুরো! ইত্যাদি।

৩১৬। ঋকারান্ত শব্দের উভয় লিঙ্গে 'ঋ'র স্থানে 'অঃ' হয়। যথা—

পিতৃ শব্দ হে পিতঃ! মাতৃ শব্দ হে মাতঃ! ইত্যাদি।

৩১৭। দীর্ঘ ঈকারান্ত ও ঊকারান্ত শব্দের পুং-লিঙ্গে সমান থাকে এবং স্ত্রীলিঙ্গে হ্রস্ব হয়। যথা—

| পুংলিঙ্গ | স্ত্রীলিঙ্গ |
| --- | --- |
| হে সুধী! | হে জননি! |
| হে সুভ্রূ! | হে বধু! ইত্যাদি। |

৩১৮। ইন্ ও অন্ ভাগান্ত শব্দ যেমন তেমনই থাকে। যথা—

হে গুণিন্! হে রাজন্! ইত্যাদি।

৩১৯। অৎ ও অস্ ভাগান্ত শব্দ পুংলিঙ্গে অন্ ভাগান্ত হয়। যথা—

হে শ্রীমন্! হে ভগবন্! বিদ্বস্—হে বিদ্বন্! গরীয়স্—হে গরীয়ন্! ইত্যাদি। কিন্তু বস্ ও ঈয়স্ ভাগান্ত শব্দই এইরূপ হইবে। অন্য অস্ ভাগান্ত শব্দের হইবে না।

সম্বোধনে শব্দ সকলের এইরূপে যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা সংস্কৃত শব্দেরই হইয়া থাকে। বাঙ্গালা শব্দের নহে, এবং সংস্কৃত শব্দও কখন কখন অপরিবর্ত্তিত ভাবে বিন্যস্ত হইয়া থাকে। যথা হে হরি! হে বন্ধু! হে ভগবান্! হে ধনী! হে বিদ্বান্! হে জননী! ইত্যাদি।

৩২০। কারক কথা—ক্রিয়া পদের সহিত যাহার অন্বয় অর্থাৎ যোগ সম্বন্ধ আছে তাহাকে কারক কহে। অর্থাৎ ক্রিয়ার ব্যাপারে যে দ্রব্য লিপ্ত হয় তাহাই কারক। ক্রিয়ার সেই

লিপ্ত ভাব বা যোগ কিরূপ? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে অগ্রে ক্রিয়ার বিষয় মীমাংসা করা আবশ্যক ক্রিয়ার অর্থ কার্য্য বা ঘটনা; ক্রিয়াপদ অর্থাৎ কার্য্য বা ঘটনা পরিচায়ক পদ, এখানে ক্রিয়া বলিলে ক্রিয়াপদ বুঝিতে হইবে। (যেমন পদ-অর্থ-বিভক্তি যুক্তশব্দ, দ্রব্য তাহার অর্থ অর্থাৎ পদার্থ, সেই রূপ ক্রিয়াপদ অর্থ বিভক্তি যুক্ত ধাতু; আর কার্য্য তাহার অর্থ অর্থাৎ ক্রিয়া পদার্থ।)

ক্রিয়া পদার্থের দ্রব্য পদার্থের সহিত দুই প্রকার যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে। কোথাও কার্য্য বা ঘটনা দ্রব্যের আশ্রিত এবং কোথাও দ্রব্য কার্য্যের আশ্রিত হয়। যে দ্রব্যে কার্য্যের অর্থাৎ যে পদে ক্রিয়ার এই রূপ সম্বন্ধ থাকে সেই পদেই কারক হয়। যথা "শুইতেছে" একটী ক্রিয়া, শোওয়া ইহার কার্য্য, এই "শুইতেছে" ক্রিয়ার কার্য্য ঘটনা দুইটী পদার্থ লইয়া ঘটিতেছে—প্রথম, শোওয়া কার্য্য যে করিতেছে, দ্বিতীয়, শোওয়া কার্য্য যাহাতে ঘটিতেছে। এখানে "কার্য্য" প্রথম দ্রব্যের আশ্রিত, দ্বিতীয় দ্রব্য কার্য্যের আশ্রিত হইল। এইরূপ "খাইতেছে" একটী ক্রিয়া, খাওয়া ইহার কার্য্য, এই "খাইতেছে" ক্রিয়ার কার্য্য ঘটনা চারিটী দ্রব্য লইয়া ঘটিতেছে।—অর্থাৎ ইহার কার্য্য ঘটনায় চারি দ্রব্য লিপ্ত হইতেছে—প্রথম যে খাওয়া কার্য্য করিতেছে, দ্বিতীয় যাহা লইয়া খাওয়া ঘটিতেছে, তৃতীয়, যাহা দ্বারা খাওয়া হইতেছে, চতুর্থ যাহাতে খাওয়া হইতেছে অর্থাৎ প্রথম যে খাইতেছে, দ্বিতীয় যাহা খাইতেছে, তৃতীয় যাহা দ্বারা খাইতেছে চতুর্থ যে স্থানে খাইতেছে। এই চারিটী পদার্থের মধ্যে প্রথম পদার্থ ক্রিয়ার আশ্রয়, অপর তিনটী পদার্থ ক্রিয়ার আশ্রিত; কেন

না প্রথম পদার্থ শেষ তিনটী লইয়া খাওয়া কাজটী সিদ্ধ করিতেছে, মনে কর—"রাম ঘরে মুখে ভাত খাইতেছে" এখানে "খাইতেছে" ক্রিয়াটী রামের আশ্রিত, কেননা রাম খাওয়া কার্য্য সিদ্ধ করিতেছে অর্থাৎ রাম খাওয়া কার্য্যটী না করিলে উহা ঘটিত না সুতরাং "খাইতেছে" ক্রিয়াটী রামের অধীন; আবার "রামের" খাওয়া কার্য্য সিদ্ধ করিতে ঘর, মুখ, ও ভাত এই তিনটী, দ্রব্য লাগিতেছে অর্থাৎ ঘর, মুখ, ভাত, এই তিনটী খাওয়া কার্য্যের জন্যে না লইলে 'রাম' খাইতেছে ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিত না. সুতরাং "খাইতেছে" ক্রিয়া ঐ তিন দ্রব্যের আশ্রয় কেননা খাওয়া কার্য্যটী ঐ তিন দ্রব্য লইয়া কর্ত্তার আশ্রিত হইতেছে। অতএব ঐ চারিটী দ্রব্যের সহিত ক্রিয়ার যোগ থাকাতে উহাদের কারকত্ব বিধান হইতেছে। তন্মধ্যে ক্রিয়া যাহার আশ্রিত সেই কর্ত্তা, আর অপর তিনটী, ক্রিয়ার আশ্রিত কারক। আশ্রিত কারক চারিপ্রকার যেটী আধার ভাবে আশ্রিত তাহা অধিকরণ, ক্রিয়ার অপায়ভাবে যেটী আশ্রিত তাহার নাম অপাদান, সাধন ভাবে যাহা ক্রিয়ার আশ্রিত তাহা করণ এবং যাহা সমাধেয় বা সম্পাদ্য ভাবে ক্রিয়ার আশ্রিত তাহা কর্ম্মকারক। তদনুসারে প্রাগুক্ত খাইতেছে ক্রিয়ার আধারে—ঘর অধিকরণ, সাধনে-মুখ করণ,আর সমাধেয়ে—ভাত কর্ম্মকারক হইতেছে। ক্রিয়ার এই রূপ আশ্রয় ও আশ্রিত ভাবাপন্ন পদকেই কারক বলে। সম্বন্ধের এইরূপ আশ্রয় ও আশ্রিত ভাব না থাকাতে উহাকেকারক বলা যায় না। কেবল অন্বয় পাঠের সুবিধাজন্য সম্বন্ধকে কারক বলা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে সম্বন্ধ কারক নহে। যাহা হউক এক্ষণে ক্রিয়ার অন্বয় যে কিরূপ তাহা পাঠক বর্গ বুঝিতে পারিলেন।

৩২১। বঙ্গভাষার বাক্যে ক্রিয়া পদ দুই প্রকারে ব্যবহৃত হয়। যথা প্রযুক্ত ও অপ্রযুক্ত।

৩২২। প্রযুক্ত ক্রিয়া—বাক্যের মধ্যে যে ক্রিয়ার প্রকাশ থাকে তাহা প্রযুক্ত ক্রিয়া এবং যে ক্রিয়ার প্রকাশ থাকে না তাহা অপ্রযুক্ত ক্রিয়া।

৩২৩। অপ্রযুক্ত ক্রিয়া কখন উদ্দিষ্ট ও কখন অনুদ্দিষ্ট থাকে।

৩২৪। যে অপ্রযুক্ত ক্রিয়ার অন্বিত কারক পদ সকল দর্শন বা পাঠ মাত্র সহজেই উদ্দেশ প্রতীত হয় তাহাকে উদ্দিষ্ট বা উহ্য ক্রিয়া কহে। যথা—

হায় কি আক্ষেপের বিষয়! বিদ্যা অমূল্য ধন ইত্যাদি। এই দুই বাক্যেই "হয়" ক্রিয়া উদ্দিষ্ট বা উহ্য রহিয়াছে, এবং পাঠ মাত্রেই উহার উদ্দেশ প্রতীত হইতেছে।

৩২৫। যে অপ্রযুক্ত ক্রিয়ার অন্বিত কারক পদ দর্শন বা পাঠ মাত্র সহজে প্রতীতি হয় না অর্থাৎ পদান্বয় কালে যে ক্রিয়া ভাবিয়া লইতে হয় তাহাকে অনুদ্দিষ্ট বা গুপ্ত ক্রিয়া কহে। যথা—

রাম এখান হইতে সাত দিন প্রস্থান করিয়াছে" এবাক্যে "সাতদিন" পদ গত হইল বা হইয়াছে এই অনুদ্দিষ্ট ক্রিয়ার অন্বিত হওয়াতে ঐ অনুদ্দিষ্ট ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতেছে।

৩২৬। অতএব বাক্যের অন্তর্গত কারক পদ সকল দুই ভাগে বিভক্ত; অন্বিতও অসমন্বিত যে সকল

কারক পদ সাক্ষাৎ অর্থাৎ উপস্থিত ক্রিয়ার সহিত অন্বিত, সে গুলিকে অন্বিত কারক কহে। যথা—

গুরু শিষ্যকে নিকটে আহ্বান করিলেন, দুই জনে নদীর তীরে ভ্রমণ করিতেছেন ইত্যাদি। এই বাক্য দ্বয়ের কারক পদ গুলিকে অন্বিত কারক বলে কেননা এই পদগুলি আহ্বান করিলেন ও ভ্রমণ করিতেছেন এই দুই উপস্থিত ক্রিয়ার সহিত অন্বিত।

৩২৭। আর অনুদ্দিষ্ট বা গুপ্ত ক্রিয়ার সহিত যাহাদের অন্বয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে হয় সে সকল অসমন্বিত কারক পদ। যেমন—

"রাম এখানে তিন দিন আসিয়াছে" এবাক্যে "তিন দিন" পদটী "আসিয়াছে" এই উপস্থিত ক্রিয়ার সহিত অন্বিত নহে, কারণ "তিন দিন" হইল বা গত হইয়াছে, আসিয়াছে, এই মত অর্থ হইতেছে। তাহাতে "তিন দিন" পদ গত হইল বা গত হইয়াছে এই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত অথচ উক্ত ক্রিয়াকে ভাবিয়া বা ধরিয়া লইতে হইতেছে। এইরূপ দুই ঘণ্টা বৃষ্টি হইয়াছে ও পাঁচ ক্রোশ আসিয়াছে, এই দুই বাক্যে "দুই ঘণ্টা ও পাঁচ ক্রোশ" পদ দুইটী হইয়াছে ও আসিয়াছে এই দুই অকর্ম্মক ক্রিয়ার অন্বিত নহে, "ব্যাপিয়া" এই সকর্ম্মক অসমাপিকা-ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইতেছে। এজন্য উক্ত দুই ঘণ্টা বা পাঁচ ক্রোশ পদ অসমন্বিত কর্ম্ম কারক।

৩২৮। "ধিক" শব্দের আক্রান্ত পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া তাহার কর্ম্ম সংজ্ঞা হয়। যথা—

"ঈশ্বরাভক্ত লোককে ধিক্" এ স্থলে "ধিক্" শব্দ "দেও"

যা "দিতে হয়" এই অনুদ্দিষ্ট ক্রিয়ার সহিত অন্বয় থাকাতে কর্ম্মত্ব পাইতেছে। যদি "দেও" বা "দিতে হয়" ক্রিয়ার যোগ নাই বলা যায়,তবে যখন 'রাম' 'ধিক্ জীবনিয়া' এই মত বাক্য হইবে তখন "রাম" পদ দ্বিতীয়ান্ত না হইয়া প্রথমান্ত হয় কেন? অতএব 'ধিক্' শব্দের যে দ্বিতীয়া হয় তাহা অসার্থক নহে। অতএব 'লোককে' পদ অসমন্বিত কর্ম্ম পদ। এই রূপ তুমি ধন্য, তোমাকে ধন্য ইত্যাদি এখানে তুমি অসমন্বিত কর্ত্তা ও তোমাকে অসমন্বিত কর্ম্ম কেন না হও বা হইয়াছ 'ও বলিতেছি এই অনুদ্দিষ্ট ক্রিয়ার অন্বিত।

৩২৯। বিনা। ইহা একটী অব্যয় শব্দ; ইহা দুই প্রকার-অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এক প্রকার নিষেধার্থ "না" এই অব্যয় সদৃশ। যখন "না" সদৃশ অর্থ করে তখন যে বাক্যের মধ্যে "বিনা" যুক্ত পদ থাকে সে বাক্যের শেষস্থ সমাপিকা ক্রিয়ার "ইলে" বা "ইয়া" যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া উহ্য রাখিয়া উহার পূর্ব্ব পদের কারকত্ব প্রতিপাদন করে; এই অর্থে 'বিনা' শব্দের যোগে (বাক্যের প্রকৃতি অনুসারে) প্রথমা বা দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—"তোমাকে বিনা কাহাকে বলিব" এই বাক্যে "তোমাকে বিনা" অর্থাৎ তোমাকে না বলিলে বা না বলিয়া" এই মত অর্থ করিতে হইবে, তাহাতে "তোমাকে" পদ অসমন্বিত কর্ম্ম কারক হইল। আর যদি ঐ মত বাক্যের শেষ ক্রিয়া অকর্ম্মক হয় তবে পূর্ব্বমত একটী সকর্ম্মক অসমাপিকা ক্রিয়া উহ্য রাখিয়া অর্থ করিতে হইবে। যথা তোমাকে বিনা ইহা হইবে না বা তোমাকে বিনা যাইব না এস্থলে উভয় বাক্যেই "তোমাকে বিনা" অর্থাৎ তোমাকে না বলিলে বা না বলিয়া অর্থ করিতে

হইবে। "বিনা" যোগে দ্বিতীয়ান্ত এই মত। আর 'বিনা' যোগে প্রথমান্ত—যথা—তুমি বিনা কে করিবে বা তুমি বিনা হইবে না, এখানে দুই বাক্যে, "তুমি বিনা" অর্থাৎ তুমি না করিলে বা তুমি না হইলে" এমত অর্থ হইবে। অতএব প্রথমান্ত ও দ্বিতীয়ান্ত পদ অসমন্বিত কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারক।

বিনা যোগে ঐ প্রকার অসমন্বিত অন্যান্য কারকও হয় তথায় সেই সেই কারকের বিভক্তি হয়। যথা—সেখানে বিনা কোথায় যাইবে, এবাক্যে সেখানে বিনা অর্থ সেখানে না যাইলে ইত্যাদি। এস্থলে "সেখানে" অসমন্বিত অধিকরণ কারক।

৩১০। "বিনা" শব্দের দ্বিতীয় প্রকার অর্থ—ভিন্ন ও অভাব শব্দ সদৃশ। যখন বিনা শব্দ ভিন্ন এই বিশেষণ শব্দেরঅর্থ করে তখন 'বিনা' যুক্ত পদ বহুব্রীহি সমস্ত হইয়া, হয় ক্রিয়ার, না হয় কারক পদের বিশেষণ হইবে। তাহাতে বিনা শব্দের পূর্ব্ব পদে কোন বিভক্তি থাকিবে না (সমাসে তাহার লোপ হইবে) কখন প্রথমান্ত থাকিবে, অলুক সমাসে তাহার লোপ হইবে না। যথা "তোমাবিনা" বা "তুমি বিনা" কাহাকে বলিব, এবাক্যে তোমা বিনা বা তুমি বিনা অর্থাৎ তুমিই, বিনা—ভিন্ন যাহা হইতে তাহাই "তোমা বিনা" বা "তুমি বিনা" বিশেষণ পদ হইল, সুতরাং কাহাকে এই কর্ম্ম কারকের বিশেষণ হইতেছে। এইরূপ "তাহা বিনা" বা "সে বিনা" উপায় নাই, ঈশ্বর বিনা সমস্তই মিথ্যা, সন্তান বিনা সংসার অরণ্যময় ইত্যাদি। এ সকল বাক্যে 'বিনা' যুক্তপদ বিশেষণ।

আর 'বিনা' শব্দ যখন অভাব অর্থে প্রযুক্ত হয়, তখন অভাবার্থ অব্যয়ীভাব সমাস হইয়া বিনা শব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী হয় এবং

পরপদ প্রায়ই তৃতীয়ান্ত হয়। যথা বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি দিব না; বিনা জ্ঞানে উন্নতি নাই, বিনা যুক্তিতে কিছুই গ্রাহ্য নহে ইত্যাদি।

৩৩১। **প্রতি, উপরি ও উপর; এই তিনটী বিভক্তি সূচক অব্যয় শব্দ যুক্ত পদ সকল।**

সকর্ম্মক ক্রিয়ার অন্বয়ে "প্রতি" যুক্ত পদ কর্ম্মকারক এবং অকর্ম্মক ক্রিয়ার অন্বয়ে অধিকরণ কারক হয়। যথা—

প্রভু ভৃত্যকে বা ভৃত্য প্রতি আদেশ করিতেছেন, এখানে "আদেশ করিতেছেন" সকর্ম্মক ক্রিয়ার অন্বয়ে ভৃত্য প্রতি বা ভৃত্যের প্রতি বা ভৃত্যকে কর্ম্মকারক হইয়াছে। তাহাতে 'প্রতি' শব্দ দ্বিতীয়া বিভক্তি স্বরূপ হইতেছে; এবং ভৃত্যের প্রতি বা ভৃত্যপ্রতি প্রভুর আদেশ হইয়াছে বা আছে" এবাক্যে হইয়াছে বা আছে এই দুই অকর্ম্মক ক্রিয়ার অন্বয়ে ভৃত্যপ্রতি অধিকরণ কারক হইতেছে, তাহাতে 'প্রতি' শব্দ সপ্তমী বিভক্তি স্বরূপ হইতেছে। এইরূপ উপরি ও উপর শব্দ। "ভৃত্যের উপর ভার দিয়াছেন" বা ভৃত্যের 'উপর' আদেশ করিয়াছেন" এই দুই বাক্যে 'উপর' শব্দ দ্বিতীয়াস্বরূপ হইতেছে। আর পর্ব্বতে বা পর্ব্বতের উপর বা পর্ব্বতোপর উঠিয়াছে" এখানে উপরি বা উপর শব্দ সপ্তমী বিভক্তি স্বরূপ হইতেছে। এস্থলে কেহ কেহ "প্রতি, আদি শব্দের" যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় বলিয়া প্রতি, আদি শব্দযুক্ত পদের কারকত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু ইহা অসঙ্গত; কেননা যখন একটী পদে এককালে দুইটী কারক হয় না তখন এক পদে এককালে দুইটী বিভক্তিও হইতে পারে না। আর "ভৃত্যের প্রতি" যদি 'প্রতি' যোগে ষষ্ঠ্যন্ত হয় তবে ষষ্ঠীর দ্বারাও 'দ্বারা' যোগে বলিতে

ষষ্ঠ্যন্ত বলিতে পারা যায় এরূপ হইলে 'ষষ্টি' পদে এককালে ষষ্ঠী ও তৃতীয়া দুই বিভক্তি প্রযুক্ত হইতেছে। কিন্তু তাহা অসম্ভব। বস্তুতঃ উহা ষষ্ঠী বিভক্তি নহে; বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহারিক প্রথানুসারে "র" বা "এর" যোগমাত্র, করিলেও হয়, না করিলেও চলে। বরং ঐরূপ 'র' বা 'এর' এদুটীকে বাক্যালঙ্কার বলিলে আপত্তি নাই।

৩৩২। **ব্যতিত, ব্যতিরিক্ত, ভিন্ন প্রভৃতি শব্দ যুক্ত পদ সকল।**

ঐ শব্দকয়টী একার্থক, ঐ শব্দযুক্তপদ সকল বহুব্রীহি সমস্ত বিশেষণ পদ। যখন সমাস করা যায় তখন উহার সমস্ত পদে প্রথমা বিভক্তি থাকে সমাসান্তে তাহার লোপ হয়; কখন বা লোপ না হইয়া বিভক্তি যুক্তই থাকে (অলুক্ সমাসে) যথা তদ্ভিন্ন—তাহা,ভিন্ন যাহা হইতে বা যে সকল হইতে সে—তদ্ভিন্ন, তাহা ভিন্ন, বা সে ভিন্ন, এই তিনটী সমস্ত পদ হয়, ইহার মধ্যে তদ্ভিন্ন পদটী মূল সমস্ত পদ আর তাহা ভিন্ন ও সে ভিন্ন এই দুইটী বাঙ্গলা সমস্ত পদ; আবার সে ভিন্ন পদটী অলুক্ সমস্ত।

কিন্তু "ব্যতিরেক" শব্দের যোগ স্থলে বহুব্রীহি না হইয়া ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন "তদ্ব্যতিরেক" বা "তাহা ব্যতিরেক" এস্থলে ব্যতিরেক-অর্থ-পার্থক্য বা অভাব, তাহাতে তাহার ব্যতিরেক তদ্ব্যতিরেক ইহাতে তৃতীয়া দ্বারা তদ্ব্যতিরেকে বা তাহা ব্যতিরেকে পদ হয়। নিম্নে কতকগুলি ঐরূপ পদ প্রদর্শিত হইতেছে।

| মূলসমস্ত পদ | বাঙ্গালা | সমস্ত পদ |
|---|---|---|
| | লুক্ সমস্ত | অলুক্ সমস্ত |
| তদ্ভিন্ন | তাহা ভিন্ন, | সে ভিন্ন |

| | | |
|---|---|---|
| মদ্ভিন্ন | আমা ভিন্ন | আমি ভিন্ন |
| এতদ্ব্যতিরিক্ত | ইহা ব্যতিরিক্ত | এব্যতিরিক্ত |
| তদ্ব্যতীত | তাহা ব্যতীত | সে ব্যতীত ইত্যাদি। |

"বই" ছাড়া প্রভৃতি পদ উক্ত শব্দ সকলের অপভ্রংশমাত্র, সুতরাং এপদগুলিও ঐ নিয়মে নিয়মিত।

উল্লিখিত পদগুলি কখন ক্রিয়ার কখন বা কারক পদের বিশেষণ হইয়া থাকে। যথা আমি ভিন্ন কেহ যায় নাই, কেবল গোপাল প্রস্থান করিয়াছে তদ্ভিন্ন সকলেই ধৃত হইয়াছে, ঋষি কুমার ব্যতীত অন্যবিধ বোধের সম্ভাবনা নাই ইত্যাদি।

৩৩৩। হেতু, জন্য, নিমিত্ত, প্রযুক্ত, নিবন্ধন, বশতঃ প্রভৃতি শব্দযুক্ত পদ সকল।

হেতু শব্দ যুক্ত পদও বহুব্রীহি সমস্ত বিশেষণ পদ—যথা তদ্ধেতুক, বা তদ্ধেতু, তৎ—তাহাই, হেতু যার-সে তদ্ধেতুক বা তদ্ধেতু, ইহা অলুক্ সমস্ত হইলে, সেই হেতুক বা সেই হেতু পদ হয়। এই পদ কখন কারক কখন ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়া বাক্যে প্রযুক্ত হয়।

এইরূপে জন্য, নিমিত্ত, প্রযুক্ত ও নিবন্ধন শব্দ যখন "হেতু শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন "তদ্ধেতুক বা সেই হেতু" পদের ন্যায় তজ্জন্য বা সেইজন্য তন্নিমিত্ত, বা সেই নিমিত্ত, তন্নিবন্ধন, বা সেই নিবন্ধন তৎপ্রযুক্ত বা সেই প্রযুক্তপদ বহুব্রীহি জন্য বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইবে।

আর 'জন্য' শব্দ যখন উদ্ভাব্য বা উৎপাদ্য বা জননীয় অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন উহার পূর্ব্বপদ তৃতীয়া স্থানে ষষ্ঠ্যান্ত হইয়া ব্যবহৃত হইবে। যথা—তৎকর্ত্তৃক বা তাহার জন্য " এপদটীও

কর্ম্মবাচ্য 'য' প্রত্যয়ান্ত জন্য বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অথচ তজ্জন্য, সেই জন্য পদের ন্যায় কারক বা ক্রিয়ার বিশেষণ না হইয়া একবারে সমুদায় বাক্যটীর বিশেষণ স্বরূপ হয়। যথা "তাহার জন্য ইহা হইল না" এখানে "ইহা হইল না" বাক্যটীই তাহার জন্য অর্থাৎ জননীয় অর্থ হইতেছে। অতএব এরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পদের, পূর্ব্বে ব্যবহার কেবল জন্য, নিমিত্ত ও প্রযুক্ত এই তিনটী কর্ম্ম বাচ্য প্রত্যয়ান্ত পদের বেলায় হইবে। হেতু কি নিবন্ধন শব্দ ষষ্ঠ্যন্ত পদ পূর্ব্বক হইয়া বিশেষণ-রূপে বাক্যে ব্যবহৃত হইবে না, কেননা এ দুইটী বিশেষ্য শব্দ।

৩৩৪। আবার জন্য, নিমিত্ত, হেতু, ও নিবন্ধন শব্দ ব্যস্তভাবে হেতু করণে তৃতীয়ান্ত হইয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

সেই জন্যে, সেই হেতুতে, সেই নিমিত্তে, সেই নিবন্ধনে ইত্যাদি।

কিন্তু এই,—জন্য, নিমিত্ত, প্রযুক্ত, হেতু ও নিবন্ধন শব্দ ষষ্ঠ্যন্ত পদকে পূর্ব্বে রাখিলে তৃতীয়ান্ত হইয়া 'এ' বা 'তে' যুক্ত হইবে না, তাহাতে, "তাহার জন্যে, তাহার নিমিত্তে, তাহার প্রযুক্তে, তাহার হেতুতে, তাহার নিবন্ধনে" এমত প্রয়োগ হইবে না।—প্রয়োগ করিলে নিতান্ত অসংগত ও অশুদ্ধ হইবে। ইহার হেতুবাদ পূর্ব্বসূত্রে মীমাংসিত হইয়াছে।

৩৩৫। "বশতঃ" যুক্ত পদ—ইহা হেতু করণে তৃতীয়ান্ত স্বরূপ। যথা—

"লজ্জাবশতঃ কথা কহিতেছে না" এখানে "লজ্জাবশতঃ" শব্দের অর্থ এই যে, লজ্জার বশ-লজ্জা বশ, ইহাতে হেতু করণে

তৃতীয়া বিভক্তিতে " লজ্জাবশে " হয়, এই তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে " তস্ " প্রত্যয় করিয়া " লজ্জাবশতঃ " পদ হইয়াছে। অতএব " তস্ " প্রত্যয়ান্ত " বশতঃ " যুক্ত পদ—হেতু করণ পদ—মীমাংসিত হইল। অতএব " বশতঃ " যুক্তপদ যাহার হেতু হয় তৎপূর্ব্বে বসে।

অতএব তেত্বর্থ শব্দ যুক্ত পদ মাত্রই যে, " হেতু পদ " নহে, ইহা এক প্রকার অবধারিত হইল। ক্রমশঃ উদাহরণ-দ্বারা তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

ক। "রাম বাল্যে বড় অনাবিষ্ট ছিল, তজ্জন্য সে মূর্খ হই-য়াছে " এবাক্যে " তজ্জন্য " বিশেষণীয় বিশেষণ হইতেছে। ( তজ্জন্য মূর্খ )

খ। "রামের পীড়া হইয়াছে, তজ্জন্য তাহার পিতা তাহাকে স্কুলে আসিতে দেন নাই " এখানে " তজ্জন্য " পদ "আসিতে দেন নাই " ক্রিয়ার বিশেষণ।

গ। "রামের পীড়া হইয়াছিল তাহার জন্য সে বিদ্যালয়ে যায় নাই " এখানে " তাহার জন্য " পদ " সে বিদ্যালয়ে যায় নাই " এই বাক্যটীর বিশেষণ স্বরূপ হইল।

ঘ। "সেই হেতুতে বা সেই জন্যে বা তন্নিমিত্তে আমরা যাইতে পারি নাই", এখানে "সেই হেতুতে" পদের 'সেই' পদ করণের সর্ব্বনাম বিশেষণ ও 'হেতুতে' করণ পদ ( হেতুতে—হেতু দ্বারা )।

ঙ। স্ত্রীলিঙ্গ বোধের জন্য বা বোধের হেতু শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় হয়। এখানে "শব্দের উত্তর ঈ, প্রত্যয়" এই বাক্যাং-শটী পূর্ব্ববর্ত্তী হেতু যুক্ত পদের বিধেয় স্বরূপ, যেমন দুঃখের হেতু পাপ। 'হয়' ইহার ক্রিয়া।

চ। তাহার হেতু জানিতে পারিয়া সকলে সুখী হইয়াছে। এখানে "তাহার" সম্বন্ধ কারক "হেতু" উহার সম্বন্ধ কর্ম্ম কারক হইল। অতএব "হেতু" শব্দের পূর্ব্ব পদ ষষ্ঠ্যন্ত হইলে "হেতুটী" তৎসম্বন্ধীয় হয়। ইত্যাদি স্থলানুসারে হেতু জন্যাদি যুক্ত পদ কোথায় বিশেষণ, কোথায় "হেতু" পদ রূপে ব্যবহৃত, তাহা সহজেই মীমাংসিত হইতে পারিবে। তজ্জন্য, সেইজন্য, তাহার জন্য, তন্নিমিত্ত, তাহারপ্রযুক্ত তদ্ধেতু, সেই হেতু, তাহারনিমিত্ত, ইত্যাদি বিশেষণ রূপে ব্যবহার্য্য।

সেই জন্যে, সেই হেতুতে, তজ্জন্যে, সেই নিমিত্তে ইত্যাদি পদ তৃতীয়ান্ত হেতু করণ রূপে ব্যবহার্য্য। আর তাহার জন্যে, তাহার হেতুতে, তাহার নিমিত্তে, অশুদ্ধ প্রয়োগ।

পরন্তু তাহার জন্য, তাহার নিমিত্ত, প্রভৃতি অসমস্ত বিশেষণ পদ গুলিকে হেত্বর্থ যোজক শব্দ বলিলেও চলে। কারণ—যথা—"রাম বিদ্যালয়ে যায় নাই কারণ তাহার পীড়া হইয়াছিল" আবার রামের পীড়া হইয়াছিল সে কারণ বা তাহার জন্য সে বিদ্যালয়ে যায় নাই। ইহার প্রথম বাক্যে "তাহার পীড়া হইয়াছিল" এইটীই কারণ; দ্বিতীয় বাক্যে "সে বিদ্যালয়ে যায় নাই" এইটীই তাহার জন্য (জননীয়) ফলতঃ ষষ্ঠ্যন্ত পদ পূর্ব্বক জন্য, নিমিত্ত ও প্রযুক্ত শব্দ তিনটী হেত্বর্থ যোজক শব্দ স্বরূপ; কেন না যাহা কার্য্য ও কারণ ঘটিত বাক্য দ্বয়ের মধ্যে প্রযুক্ত হয় তাহাই হেত্বর্থ যোজক শব্দ।

৩৩৬। জন্মের মত, চিরদিনের মত, একালের মত এক্ষণকার মত প্রভৃতি পদ গুলির অন্তর্গত "মত" শব্দের অর্থ কেহ কেহ 'জন্য' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা নহে। "চির দিনের মত'' স্থলে "চির দিনের জন্য'' ব্যবহৃত হইতে

পারে। তাহাতে "মত" পদের অর্থ 'জন্য' হইতে পারে না। "মত" পদের অর্থ "অভিপ্রেত" তদনুসারে 'মত' শব্দের পূর্ব্ব পদ তৃতীয়া স্থানে ষষ্ঠ্যন্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় 'মত' শব্দের ভাবার্থ "মানে" অর্থাৎ—"পরিমাণে" "জন্মের মত"—জন্মমানে অর্থাৎ "জন্মভোর" 'চিরদিনেরমত' চির দিন পরিমাণে অর্থ। প্রকৃতার্থ-অভিপ্রেত। সর্ব্বথা উহা বিশেষণ। তাহাতে "চির-দিনের মতে বা চিরদিনের জন্যে" এই রূপ প্রয়োগ হয় না।

৩৩৭। তুল্য, সদৃশ, মত, ইত্যাদি তুল্যার্থ শব্দ যুক্ত পদ সকল।

তুল্যার্থ শব্দ যুক্ত পদ যথা—তন্মত, সেই মত, তত্তুল্য, তাহার তুল্য, তৎসদৃশ, তাহার সদৃশ, যদ্রূপ তদ্রূপ সেরূপ যেরূপ, যে প্রকার, সে প্রকার, ইত্যাদি। তুল্যার্থ শব্দ বিশিষ্ট পদ সকলও বহুব্রীহি সমস্ত বিশেষণপদ। এপদগুলিও হেত্বর্থ শব্দঘটিত পদের ন্যায়, লুক্ ও অলুক্ সমাস জন্য কখন বিভক্তি লুপ্ত ও কখন বিভক্তি যুক্ত হইয়া একপদ হয়।

তত্তুল্য, তৎসদৃশ, সেইমত প্রভৃতি পদ গুলিকে বহুব্রীহি সমস্ত বিশেষণ পদ বলিলে সুবিধা আছে অনেকে তত্তুল্যাদি পদগুলিকে ষষ্ঠী তৎপুরুষসমস্ত বলিয়া থাকেন। কিন্তু বঙ্গভাষায় উক্ত পদ সকলের একবারে ষষ্ঠীতৎপুরুষ হয় না। কেন না, তুল্যশব্দ তুল্ ধাতুতে কর্ম্মবাচ্যে 'য' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ এবং সদৃশ ও মত পদও কর্ম্মবাচ্যপ্রত্যয়সিদ্ধ। তাহাতে তুল্য, সদৃশ যুক্ত পদের পূর্ব্ব পদ উহাদের কর্ত্তৃপদ হয় যেমন তৎ-কর্ত্তৃকতুল্য=তত্তুল্য ইহার অর্থ তাহার তুল্য, ইহার পূর্ব্বপদে ভাষার রীতি অনুসারে তৃতীয়ার স্থানে ষষ্ঠী হইয়া "তাহার তুল্য" হইয়াছে। নতুবা তুল্যার্থ শব্দের যোগে ষষ্ঠী হয় (ইহা

কথা মাত্র নহে) তদনুসারে "তত্তুল্য" পদে তৃতীয়া তৎ-পুরুষ সমাস হয়। বাস্তবিকও তাহাই বটে; কিন্তু তৎ-সদৃশ, তত্তুল্য, তন্মত, সেইমত ইত্যাদি পদ গুলিতে সর্ব্বত্র তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস করিলে সুবিধা হয় না। কারণ রাম কর্ত্তৃক তুল্য=রামতুল্য শ্যাম অর্থাৎ শ্যাম সর্ব্বাবয়বে রাম কর্ত্তৃক তুলনীয়. অর্থ হইল। অন্যথায় শ্যাম রামতুল্য হইল না। অত-এব "মৃগসদৃশ নয়ন যার" বলিয়া যখন "মৃগনয়ন" পদের সমাস করিতে হয় তখন "মৃগসদৃশ" পদের 'মৃগ' পদ 'সদৃশ' পদের কর্ত্তৃপদ হয় না। কেননা মৃগকর্ত্তৃক সদৃশ হইয়াছে নয়ন যার. এরূপ বাক্যে সমাস হইতে পারে না, যেহেতু মৃগ কর্ত্তৃক নয়ন সদৃশ নহে, মৃগের নয়ন কর্ত্তৃক সদৃশ. সুতরাং এখানে মৃগ হইয়াছে সদৃশ নয়নে—নয়ন বিষয়ে যার সে "মৃগসদৃশ নয়ন এইমত বাক্যে সমাস না করিলে অর্থগ্রহ হইবে না। অতএব তুল্য, সদৃশাদি শব্দ যুক্ত পদগুলি, তৃতীয়াতৎপুরুষ করিলে যখন সর্ব্বত্র সুবিধা হয় না এবং যদ্রূপ, তদ্রূপ, প্রভৃতি তুল্যার্থক পদ যখন নিয়ত বহুব্রীহিসমস্ত, তখন তুল্যার্থ শব্দ যুক্ত পদগুলিকে বহুব্রীহি সমাস করাই সুবিধা জনক হইতেছে। তাহাতে তুল্য, সদৃশ যুক্ত পদের পূর্ব্বপদ কর্ম্মবাচ্যের কর্ত্তৃপদ না হইয়া উদ্দেশ্য কর্ত্তা হইতেছে মাত্র। অথচ ভাষার কোন হানি হইতেছে না। বিশেষতঃ তন্মত, সেইমত, তাহার মত, এই কয়পদের 'সেইমত' পদের পূর্ব্ব পদ প্রথমান্তই রহিয়াছে ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, "সেইমত" পদের "সেই" পদ বহুব্রীহি সমাস ভিন্ন কোন মতেই প্রথমান্ত হয় না "তন্মত" হয় আর তৃতীয়াস্থানে ষষ্ঠী হইয়া "তাহারমত" হয়। অতএব 'সেইমত' এই পদটীর ব্যবহারে ভাষার তুল্য, সদৃশ ও মতযুক্ত

পদে বহুব্রীহি সমাসের আভাস পাওয়া যাইতেছে। ফলতঃ যেস্থলে সর্ব্বাবয়বে সাদৃশ্য প্রতীয়মান হইবে তথায় তৃতীয়া তৎ-পুরুষ ও যথায় আংশিক সাদৃশ্য প্রতীত হয় তথায় বহুব্রীহি সমাস বিহিত।

আর "ন্যায়" শব্দ যুক্ত পদও বহুব্রীহিসমস্ত। ন্যায় শব্দের অর্থ তুল্য বা সদৃশ নহে, উহার অর্থ নীতি বা সাদৃশ্য,—তাহাতে "তাহার ন্যায়" বলিলে তাহার, ন্যায়—নীতি আছে যার বা যাহাতে সে "তাহার ন্যায়" এই পদটী বাঙ্গালা অলুক বহুব্রীহিসমস্ত। কারণ ন্যায় যুক্ত পদের মূলসমস্ত পদের ব্যবহার নাই। তন্ন্যায়, মন্ন্যায় ইত্যাদি সমস্ত পদের বাঙ্গালা ভাষায় কুত্রাপি ব্যবহার নাই। "তাহার ন্যায়" রামের ন্যায় ইত্যাদি পদই প্রচলিত।

৩৩৮। সহ ও সহিত শব্দ যুক্ত পদ সকল।

সহ শব্দের অর্থ সঙ্গ এবং সহিত শব্দের অর্থ সহযুক্ত; তাহাতে পুত্রসহিত অর্থাৎ পুত্র, সহিত—সহযুক্ত যাহার সে পুত্র সহিত, বহুব্রীহিসমস্ত বিশেষণ পদ। পুত্রসহিত ও পুত্রের সহিত দুইটী পদই একার্থক। ইহার মধ্যে শেষোক্তটী অলুক সমস্ত। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব পদ "পুত্রের" পদে ষষ্ঠী হইয়াছে (১)। এবং সহ—সঙ্গ, তাহাতে পুত্রসহ অর্থাৎ পুত্র, সহ—

(১) সংস্কৃত মতে যে যে স্থলে পূর্ব্ব পদে তৃতীয়া হয় বঙ্গভাষায় সে সকল স্থলে প্রায়ই তৃতীয়ার স্থানে ষষ্ঠী হয়। তাহাতে তৃতীয়ার প্রাপ্তির হেতু না থাকিলেও সেই সেই শব্দের যোগ জন্য বাঙ্গালা ভাষায় তত্তৎ স্থানে ষষ্ঠীর ব্যবহার হইয়া থাকে। "পুত্রের সহিত, পুত্রের সহ" বহুব্রীহি সমাস বশতঃ পূর্ব্বপদে প্রথমা বিভক্তি হওয়া উচিত। কিন্তু অলুক্ বশতঃ ও সহ শব্দের যোগ জন্য অপ্রাপ্ত তৃতীয়ার স্থানে ষষ্ঠীর ব্যবহার হইয়া আসিতেছে।

সঙ্গে যার বা সঙ্গে বর্ত্তমান যার সে পুত্রসহ, বা সপুত্র ইহাও বহুব্রীহি সমস্ত আর পুত্র সহ ও পুত্রের সহ যখন একার্থক হইবে তখন "পুত্রের সহ" পদে অলুক্ সমাস হইয়া ষষ্ঠী হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু যখন পুত্রের সহ অর্থাৎ পুত্রের সঙ্গে, এইমত সঙ্গ মাত্রকে বুঝাইবে—যেমন পুত্রের সঙ্গে বা সহ যাইতেছে ইত্যাদি স্থলে 'সহ' শব্দের সঙ্গে অর্থ করিয়া ক্রিয়ার বিশেষণ হইবে কারক বিশেষণ হইবে না, তখন উহাতে কোন সমাস থাকিবে না এবং সহ শব্দের বিশেষ্য ভাব বশতঃ পূর্ব্ব পদে সম্বন্ধে ষষ্ঠী হইবে। যথা আমি তাহার সহ বা সঙ্গে আসিয়াছি।

২৩৯। কর্ম্ম কথা—অকর্ম্মক ক্রিয়া প্রবর্ত্তনার্থে পরিণত হইলে তাহার মৌলিক কালের কর্ত্তৃপদ কর্ম্ম হইয়া যায়; কোন কোন স্থলে সহসা তাহার ব্যতিক্রম বোধ হয়, কিন্তু তাহা বাস্তবিক নহে। যেমন—সে জন্মে, এই "জন্মে" ক্রিয়া প্রবর্ত্তনার্থে পরিণত হইলে "জন্মায়" হয়, ইহাতেও "সে জন্মায়" প্রয়োগ হইয়া থাকে। এ প্রয়োগের অর্থ—তাহাকে জন্মায়, "তাহাকে" পদের স্থলে 'সে' পদ ব্যবহৃত হয়, সুতরাং "সে" এই পদে কর্ম্মে প্রথমা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ "পুত্র জন্মিয়াছে" প্রবর্ত্তনার্থক হইলে পুত্র জন্মাইয়াছে হয়, ইহার অর্থ,—"জননী পুত্র জন্মাইয়াছে" বুঝিতে হইবে কিন্তু

---

এই কারণেই তুল্যার্থ শব্দযুক্ত অলুক্ বহুব্রীহি সমস্ত পদের পূর্ব্বপদে তুল্যার্থ শব্দের যোগজন্য অপ্রাপ্ত তৃতীয়া স্থানে ষষ্ঠীর ব্যবহার হইয়াছে তাহাতে 'তাহারমত' 'তাহার সদৃশ' প্রভৃতির পূর্ব্ব পদ প্রথমান্ত না হইয়া ষষ্ঠ্যন্ত ব্যবহৃত হয়। এরূপ ষষ্ঠী ভাষার প্রকৃতি অনুসারে প্রযুক্ত; ইহার কোন কারণ নাই।

"জননী" বা ঐরূপ বাক্যের কর্ত্তৃপদ অনুক্ত থাকায়, অনেকে পুত্র পদে কর্ত্তৃত্ব আরোপ করেন, তাহা ভ্রম, পুত্র বা সে কর্ম্ম কারকে প্রথমা হইয়াছে মাত্র।

৩৪০। কর্ম্ম কারকে লিখিত হইয়াছে কোনপদ বিশেষণ কি বিকৃত কি বিধেয় ভাবে কর্ম্মের পরবর্ত্তী হইলে, কর্ম্মে বিভক্তি হয়। এবং দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার গৌণকর্ম্মে কখন ষষ্ঠী হয়। যথা—আমরা চন্দ্র দেখিতেছি এ বাক্যে কর্ম্মের পরবর্ত্তী বিশেষণ প্রয়োগ করিলে 'আমরা চন্দ্রকে ছোট দেখিতেছি' হয় এই দুই বাক্যেই দেখিতেছি ক্রিয়া ণিজন্ত হইলে "আমাদিগকে চন্দ্র দেখাইতেছে" আর পরবর্ত্তী বিশেষণ প্রয়োগে "আমাদিগের চন্দ্রকে ছোট দেখাইতেছে" এই দুই বাক্যেই "দেখাইতেছে" ক্রিয়া ণিজন্ত জন্য দ্বিকর্ম্মক হওয়াতে প্রথম বাক্যে 'আমাদিগকে গৌণ ও "চন্দ্র" মুখ্য কর্ম্ম; আর পরবর্ত্তী বিশেষণ প্রযুক্ত দ্বিতীয় বাক্যে "আমাদিগের" গৌণকর্ম্মে ষষ্ঠী, ও চন্দ্রকে মুখ্য কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। ছোট এই বিশেষণটী প্রযুক্ত না হইলে বা পূর্ব্বে বসিলে "চন্দ্র" পদে বিভক্তি হইবে না। এই ণিজন্ত ক্রিয়ান্বিত বাক্যের অন্তর্গত 'দেখাইতেছে' ক্রিয়ার কর্ত্তা কে? ইহার উত্তর এই যে, এ স্থান, না হয় আকাশ, বা দূরত্ব এই তিনের এক তম পদ কর্ত্তৃরূপে উহ্য রহিয়াছে মাত্র। অতএব মীমাংসিত হইল "চন্দ্রকে ছোট দেখাইতেছে" বাক্যে ছোট এই বিশেষণ পদ পরবর্ত্তী হওয়াতে "চন্দ্রকে" পদে মুখ্য কর্ম্মে বিভক্তি হইয়াছে বলিতে হইবে।

কিন্তু কেহ কেহ কহেন, ঐ " চন্দ্রকে " পদ কর্ত্তৃ কারক। তাঁহাদের মতে "চন্দ্র আপনাকে ছোট দেখাইতেছে" এরূপ

বাক্যে আপনাকে এই কর্ম্ম পদ অন্তর্ভূত রাখাতে 'চন্দ্র' কর্ত্তায় দ্বিতীয়া হইয়াছে। যদি এরূপই হয় তবে "গোপালকে মূর্খ বলিতেছে" বাক্যে "গোপালকে" পদ কর্ত্তৃ কারক, কেন না গোপাল আপনাকে মূর্খ বলিতেছে অর্থ হওয়াতে ও "আপনাকে" এই কর্ম্ম পদ অন্তর্ভূত থাকাতে "গোপালকে" কর্ত্তৃ পদে দ্বিতীয়া হইয়াছে বলিতে পারা যায়। কিন্তু ভাষায় কুত্রাপি এরূপ কর্ত্তৃপদে দ্বিতীয়া দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ উক্ত রূপ মীমাংসা প্রকৃত নহে।

৩৪১। সকর্ম্মক ক্রিয়ার ক্রিয়া বাচক বিশেষ্যের সহিত পূর্ব্ব ও পুরঃসর শব্দের বহুব্রীহি সমাস হইলে কিম্বা উক্ত সকর্ম্মক ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য কোন পদ দ্বারা বিহিত হইলে তাহার কর্ম্মপদের ক্রিয়ার অভাবেও কর্ম্মত্ব পরিহার হয় না। ঐ সকর্ম্মক ক্রিয়া বাচক বিশেষ্যই তাহার কারক শাসন করে। আর দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য হইলে তদ্দ্বারা গৌণ কর্ম্মই শাসিত হয়। যথা গুরু শিষ্যকে আহ্বান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন, ছাত্রকে আঘাত করা উচিত নহে ইত্যাদি। দ্বিকর্ম্মক পক্ষে তাহাকে বলা শ্রেয়ঃ কল্প নহে, দুঃখীকে দান করা শ্রেয়ঃ ইত্যাদি। এই সকল স্থলে আহ্বান পূর্ব্বক অর্থাৎ আহ্বান করিয়া, অর্থ হওয়াতে এবং উচিত শ্রেয়ঃ কল্প প্রভৃতি পদদ্বারা বিহিত হওয়াতে উক্ত বিশেষ্য পদের ক্রিয়া কালের কর্ম্ম, কর্ম্মই থাকিল।

৩৪২। করণকথা—(তৃতীয়া)—এমত কতকগুলি তৃতীয়ান্ত করণপদ বঙ্গ ভাষায় প্রচলিত আছে, যে সেগুলিকে অন্যান্য বৈয়াকরণেরা "ক্রিয়া বিশেষণ' বলিয়া থাকেন কিন্তু বাস্তবিক সে পদগুলি তৃতীয়ান্ত করণ পদ। যথা অনিমিষ

নয়নে, নিরীক্ষণ করিতেছেন, ম্লান মুখে কহিতে লাগিলেন ইত্যাদি। এখানে অনিমিষ, 'নয়নে' ও ম্লান,—"মুখে" নিরীক্ষণ ও কথন ক্রিয়ার সাধন বশতঃ করণ কারক।

৩৪৩। সহার্থে তৃতীয়া—কতকগুলি তৃতীয়ান্ত পদ আছে যে, সে সকল করণ নহে, অথচ তৃতীয়ান্ত পদ, এই সকল পদ সহার্থে তৃতীয়ান্ত। তাহাতে সহ শব্দের যোগ থাকে না। সহ শব্দের যোগ থাকিলে বিশেষণ পদ হইত। যথা "বিশ্রাম সুখ সেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন" এখানে "সুখসেবায়" 'সুখসেবারসহ' অর্থ; এখানে 'সহ' শব্দের প্রকাশ নাথাকায় তৃতীয়ান্ত হইয়াছে। এরূপ পদ সকলও ক্রিয়া বিশেষণ নহে।

৩৪৪। অপাদান কথা (পঞ্চমী)—পূর্ব্বোক্ত অপাদানার্থ দশবিধ ব্যাপারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ব্যতীত প্রকারান্তরেও কোন কোন স্থানে অপাদান হয়।

যেস্থলে অপাদায়ক পদ অনুদ্দিষ্ট বা ক্রিয়ার অন্তর্ভূত থাকে এবং ক্রিয়া পদটী অপাদানার্থ দশ বিধ ব্যাপারের ভিন্নার্থক হয় তাহা হইলে যাহা হইতে ঐ অনুদ্দিষ্ট বা অন্তর্ভূত অপাদায়কের অপায় হয়, তাহা অপাদান কারক হয়, এরূপ অপাদানকে অসমন্বিত অপাদান কহে। যথা পর্ব্বত হইতে দেখিলেন, নৌকা হইতে বলিতেছে ইত্যাদি। এরূপ বাক্যে পর্ব্বত হইতে ও নৌকা হইতে পদ দুইটী অসমন্বিত অপাদান কারক। কারণ, প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, যে, পর্ব্বত বা নৌকা হইতে অবশ্যই কোন দূরবর্ত্তী বস্তু বা ব্যক্তিকে দেখা বা বলা কার্য্য হইতেছে অথচ সেই বস্তু বা ব্যক্তি অনুদ্দিষ্ট। কিন্তু উদ্দিষ্ট হইলে 'দূর' শব্দ অবশ্য তৎপূর্ব্বে প্রযুক্ত হইত সন্দেহ নাই। তাহা হইলে

'দূর' শব্দ যোগে অপাদান হইল। দ্বিতীয়তঃ ক্রিয়ার অন্তর্ভূত ব্যাপার "দৃষ্টি" ও "বচন" এই দুই পদের অপায় বশতঃ পর্ব্বত ও নৌকা অপাদান হইল। প্রথমে "দূর" শব্দের অনুদ্দেশ, দ্বিতীয়ে অপাদানের ভিন্নার্থক ক্রিয়া 'দেখিলেন ও বলিলেন' পদের অন্তর্ভূত ব্যাপার 'দৃষ্টি ও বচনের' প্রকারান্তরে অপায় হওয়াতে পর্ব্বতাদি অসমন্বিত অপাদান কারক হইল। যেমন "পিতার মুখে শুনিয়াছি' এস্থলে 'মুখে' পদ অধিকরণ না হইয়া অপাদান কারক হইবার কারণ কি? কারণ এই যে, অনুদ্দিষ্ট অপাদায়ক পদ—"বাক্যের" অপায় হইতেছে তজ্জন্য "মুখে" পদ অপাদান কারক হইল, অধিকরণ হইল না। পরন্তু শ্রবণার্থ ক্রিয়া অপাদানার্থক নহে, অতএব "মুখে" পদও অসমন্বিত অপাদান কারক। শেষোক্ত বাক্যের "মুখে' পদ যে কারণে অপাদান হইয়াছে প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যের 'পর্ব্বত' ও নৌকাও' সেই কারণে অপাদান কারক হওয়ার কোন প্রতিবন্ধক দেখা যাইতেছে না।

পরন্তু "পর্ব্বত হইতে দেখিলেন, নৌকা হইতে বলিলেন" এরূপ স্থলে অন্যান্য বাঙ্গালা বৈয়াকরণেরা 'ইয়া' বা 'লে' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থে বা অপ্রয়োগে পঞ্চমী হইয়া থাকে, বলেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, 'নৌকা হইতে বলিলেন' অর্থ নৌকা আরোহণ করিয়া বলিলেন ইহাতে এরূপ প্রতীতির উদয় হইতেছে যে, 'বলিবার জন্যই নৌকা আরোহণ করা' কিন্তু ইহা ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য নহে। তবে সংস্কৃতমতে 'ল্যপ্‌লোপে পঞ্চমী' বলিয়া পঞ্চমী বিভক্তি পাইবার যে নিয়ম আছে, তাহাতে কর্ম্মে ও অধিকরণে 'ইয়া' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার লোপে পঞ্চমী পাইয়া থাকে। বঙ্গভাষায় সেরূপ কর্ম্মে

পঞ্চমীর উদাহরণ অতিবিরল; দুই একটী স্থল আছে; যথা—'কারক হইতে এপর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে' এবাক্যে 'কারক হইতে' অর্থ 'কারক লইয়া বা ধরিয়া'। আর অধিকরণে পঞ্চমীর স্থল যথা—'গৃহ হইতে গান শুনিতেছে' এবাক্যে 'গৃহ হইতে' অর্থ গৃহে থাকিয়া বা বসিয়া; আর 'এখান হইতে জানিতে পারিয়াছি' এবাক্যে 'এখান হইতে' অর্থ এখানে থাকিয়া বা বসিয়া হইবে।

কিন্তু ইহার প্রয়োগ বিশেষ বিবেচ্য; কেন না "গৃহে বসিয়া পড়িতেছে" এ স্থলে "গৃহ হইতে পড়িতেছে" প্রয়োগ হইতে পারিবে কি? এখানেও "বসিয়া" ক্রিয়ার লোপ হইতেছে। কিন্তু তাহা হইতে পারিবে না, কারণ ঐরূপ পঞ্চম্যন্ত পদান্বিত বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়ার কার্য্য ঘটনার সহিত দূরত্ব সংস্রব থাকিবে। এখানে তাহা হইতেছে না, বলিয়া উক্ত প্রয়োগ অসিদ্ধ।

৩৪৫। এক পদে দুই কারক সংশয়ের স্থল ও মীমাংসা।

যখন কোন অসমাপিকা ও সমাপিকা এই দুই ক্রিয়ার এক পদার্থ দুই কারক হয় তখন উভয়ের একটী ক্রিয়ার সন্নিহিত একটী কারক লিখিত হয় এবং আর একটি কারক লিখিত হয় না। যথা তাহাকে শিখাইলে সে শিখিতে পারিত, এস্থলে হয় তাহাকে শিখাইলে শিখিতে পারিত, না হয় শিখাইলে সে শিখিতে পারিত, এই দুই প্রকারের এক প্রকার হইতে পারে, এই রূপে সেখানে যাইয়া প্রতিগত হইয়াছে বা যাইয়া সেখান হইতে প্রতিগত হইয়াছে ইত্যাদি। দুই কারক লিখিলেও হানি হয় না। কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য কোন

সমাপিকা ক্রিয়ার যোগ হইলে, তাহাতে যে পদে উক্ত দুই ক্রিয়ার দুই কারক হইবার সংশয় হয়, সে পদে সমাপিকা ক্রিয়ার অনুসারে কারক হইবে অসমাপিকা ক্রিয়ার কারক হইবে না। যথা তাহাকে বসিতে কহিল, বিদ্যালয় হইতে পড়িয়াআসিয়াছে ইত্যাদি। এই দুইবাক্যে তাহাকে ও বিদ্যালয় হইতে দুই পদেই দুইটী করিয়া কারকের সংশয় হইতেছে, তাহাতে সমাপিকা ক্রিয়ার অনুসারে কর্ম্ম ও অপাদান কারক হইল। উক্ত দুইক্রিয়ার যোগ না হইলে, অব্যবহিত পরক্রিয়ার অনুসারে কারক হয়; যথা তাহাকে বলিয়া গিয়াছে, বিদ্যালয়ে পড়িয়া তবে আসিয়াছে ইত্যাদি। ফলতঃ যে পদ যে ক্রিয়ার অন্বয়ভাগী হইবে সে পদে সে ক্রিয়ার কারক হইবে। অতএব প্রথমোক্ত উদাহরণ সকল, এক পদে দুই কারক সংশয়ের স্থল নহে।

৩৪৬। যে স্থলে কোন শব্দ প্রথমে অপাদান হইয়া তৎপরে সেই শব্দই আবার অপাদায়ক রূপে ব্যবহৃত হইলে এবং সেই অপাদায়কপদ অধিকরণ কি কর্ত্তৃপদ হইলে, ঐ অপাদান ও অপাদায়কঅধিকরণ কি কর্ত্তাকারক, উভয়েই সপ্তমী বিভক্তি হয় আর কখন কখন বিভক্তির লোপ হইয়া যায়। যথা—

বনে বনে ভ্রমণ করিতেছে, এখানে বনে বনে অর্থাৎ বন হইতে অন্য বনে, বুঝিতে হইবে আর পুরুষে পুরুষে পণ্ডিত ছিল, এখানে এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষ পণ্ডিত ছিল অর্থ হইবে। ইত্যাদি স্থলে শেষ পদ অধিকরণ আর কর্ত্তাকারক হইবে।

৩৪৭। পারম্পরিক কারক—যদি দুই বিশেষ্যের

পরস্পরেরপ্রতি পরস্পরের একক্রিয়ার অন্বয়ে সমান কার্য্য করণ প্রকাশ হয় তাহা হইলে সেই ক্রিয়াদ্বারা তাহাদের যে কারক হয় তাহাকে পারস্পরিক বা ব্যতীহারী কারক কহে। এইপারস্পরিক সকল কারকেই সপ্তমী বিভক্তি হয়। আর ঐ বিশেষ্যপদের মধ্যে সমযোজক অব্যয় না থাকিলে পূর্ব্বপদে বিভক্তি হয়ওনা। যথা লাঠিতে ও অস্ত্রে যুদ্ধ হইতেছে" এবাক্যে লাঠি ও অস্ত্র পারস্পরিক করণকারক। "রামে ও কৃষ্ণে মারামারিকরিতেছে" এবাক্যে রাম ও কৃষ্ণ, পারস্পরিক কর্ত্তা কারক, "ভীমে ও দুর্য্যোধনে যুদ্ধ করিতেছে" এবাক্যেও "ভীম ও দুর্য্যোধন" পারস্পরিক কর্ত্তা কারক; "রামে ও কৃষ্ণে কলহ হইতেছে" এ বাক্যে উভয়েই পারস্পরিক সম্বন্ধ কারক হইতেছে; "ভ্রাতায় ও ভ্রাতায়" পৃথক্ হইয়াছে এবাক্যে উভয়েই পারস্পরিক অপাদান কারক হইতেছে; আর "পণ্ডিতে ও মূর্খে যথেষ্ট পার্থক্য আছে" এ বাক্যে পণ্ডিত ও মূর্খ পারস্পরিক অধিকরণ কাবক হইতেছে।

পারস্পরিককারকে কর্ম্মত্ব কর্ত্তৃত্ব ও সাহচর্য্য অন্তর্ভূত থাকে। এখানে পারস্পরিকঅপাদানে কর্ত্তৃত্ব অন্তর্ভূত ও অন্যান্য কারকে প্রায়ই সাহচর্য্য অন্তর্ভূত আছে। কেবল পারস্পরিক করণে সম্বন্ধ অন্তর্ভূত থাকে। যেমন লাঠিদ্বারা অস্ত্রের ও অস্ত্রদ্বারা লাঠির যুদ্ধ হইতেছে, অর্থ। কিন্তু বাক্যে পরস্পর শব্দ প্রযুক্ত হইলে পারস্পরিক কারক হয় না—যথা তাহারা পরস্পর কলহ করিতেছে। এখানে তাহারা পারস্পরিক কারক নহে।

৩৪৮। চাই বা চাহিনা, ক্রিয়ার বাক্য; যথা—আমার বস্ত্র চাই, তোমার পুস্তক চাই, তাহার যষ্টি চাই,

এই তিনটীবাক্যে "চাই" ক্রিয়ার কর্ত্তা কে? কর্ত্তা বক্তা নিজে অর্থাৎ "আমি"। কিন্তু অনেকে "বস্ত্রাদিকে" কর্ত্তা বলিয়া থাকেন; তাহা নহে। এখানে 'চাই' ক্রিয়ার অর্থ প্রার্থনাকরি, তাহাতে "তোমার পুস্তক চাই" স্থলে, অর্থ হয় তোমার সম্বন্ধে আমি পুস্তক "প্রার্থনাকরি" "চাই" ইহা জিজ্ঞাসার্থক ক্রিয়া; এতদনুসারে বস্ত্র, পুস্তক, ও যষ্টি কর্ম্ম-পদ। এ বাক্যের কর্ত্তা এমত ভাবে অনুক্ত যে "আমি" এই প্রথম পুরুষ বাচক পদ যে ইহার কর্ত্তা, ইহা সহসা প্রতীতই হয় না। জিজ্ঞাসা হইল "তোমার পুস্তক চাই" পৃষ্ট ব্যক্তি উত্তর দিল—"চাই বা চাইনা" ইহারও কর্ত্তা "আমি"। অন্য পুরুষ কর্ত্তা হইলে "চাও বা চায়" হইত; কোন মতে "চাই" হইত না অতএব এসম্বন্ধে অন্য মীমাংসা ভ্রমাত্মক, সন্দেহ নাই।

৩৪৯। প্রশ্ন বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়ার অন্বিত কারক পদ, উত্তর বাক্যে কখন কখন "তদাকারে" ভিন্ন কারক রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রশ্ন বাক্যের কারক উত্তরবাক্যে সর্ব্ব নামদ্বারা ব্যক্ত করিলে উত্তর বাক্যের ক্রিয়ার কারক হইবে। যথা—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। কে ডাকিতেছে? | কে বলিতে পারি না। |
| ২। কোথা হইতে আসিয়াছে? | কলিকাতাহইতে বিবেচনা করি। |
| ৩। এ পুস্তক কাহার? | গোপালের বোধ করি। |
| ৪। কাহাকে মারিয়াছে? | রামকে বিবেচনা হইতেছে। |

ইত্যাদি স্থলে উত্তর বাক্যের ক্রিয়ার সহিত উক্ত কারকের কোন সম্পর্ক নাই।

## সর্ব্বনাম দ্বারা ব্যক্ত।

১ম প্রশ্ন—কে আসিতেছে? উঃ তাহা জানি না—প্রশ্নোক্ত কারককে উত্তরস্থ ক্রিয়ার সম্পর্কে আনিলে তাহারই কারক হয় যথা।—প্রঃ কোথায় গিয়াছে?

উঃ। কলিকাতা বোধ করি, ইত্যাদি।

৩৫০। যেখানে কোন বিষয়ের জন্য দুই কি তদধিক পদার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরে তৎসমস্তপদার্থ বোধক পদ সেইবিষয়েরজন্য নির্দ্দিষ্ট করাহয় সেখানে প্রথম নির্দ্দিষ্ট দুই কি তদধিক পদার্থ কোন ক্রিয়া দ্বারা কর্ত্তা বা কর্ম্ম কারক রূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে তৎপরস্থ সমস্ত পদার্থ বোধক পদ যে কোন ক্রিয়ার যে কোন কারক রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যথা—

গৃহই হউক আর বনই হউক সকল স্থানেরই একটী মাধুর্য্য আছে, বা সকল স্থানেই ঈশ্বরকে স্মরণকরিবে, কিম্বা সকল-স্থানই মনোহর হইবে অথবা সকল স্থানকেই মনোহর দেখিবে ইত্যাদি।

আর গৃহই বল আর বনই বল সকলস্থানেই ঈশ্বরের মহি-মার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাইবে বা সকল স্থানেরই একটী স্বাভা-বিক সৌন্দর্য্য আছে ইত্যাদি। এই দুই স্থলে প্রথম নির্দ্দিষ্ট গৃহ আর বন কর্ত্তা ও কর্ম্ম রূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে পরের সাকল্য-বোধকপদ "সকল স্থান" ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন কারক রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু ঐ প্রকারে প্রথম নির্দ্দিষ্ট পদার্থ যদি কোন ক্রিয়া-দ্বারা অধিকরণ বা অন্য কারক রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় আর অন্য

কোন পদ সেই ক্রিয়ার কর্ত্তা বা কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে শেষের তৎসাকল্য বোধক পদ ঐ ক্রিয়ার সেই কারক রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং যাহা কর্ত্তা বা কর্ম্ম ছিল শেষেও তাহাই কর্ত্তা, কর্ম্ম বা অন্য কারক হইবে। যথা—গৃহেই হউক আর বনেই হউক সকল স্থানেই উপাসনা হইতে পারে, আর গৃহেই বল আর বনেই বল সকল স্থানেই মনের কথা বলিবে ইত্যাদি। এখানে প্রথম বাক্যে গৃহ আর বন হউক ক্রিয়ার অধিকরণ ও উপাসনা কর্ত্তা কারক, শেষেও সকল স্থান অধিকরণ ও উপাসনা কর্ত্তা কারক এবং হইতেপারে ক্রিয়াও পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হউক ক্রিয়ার অর্থের ক্রিয়া হইয়াছে। আর দ্বিতীয় বাক্যেও বলা অর্থের ক্রিয়ার প্রথম ও পর নির্দ্দিষ্ট পদ অধিকরণ এবং মনের কথা কর্ম্ম কারক হইয়াছে। এখানে গৃহেই হউক আর বনেই হউক সকল স্থানেই ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে এই মত হওনার্থ ভিন্ন করণার্থ ক্রিয়া ব্যবহার হইবে না; ব্যবহার করিলে "গৃহেই আর বনেই" পদকে হউক ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিতে হইবে, কখন অধিকরণ বলা হইবে না।

রামের দ্বারাই হউক আর শ্যামের দ্বারাই হউক সকলের দ্বারাই তাহা করিতে পার এখানে প্রথম নির্দ্দিষ্ট রাম, শ্যাম করণ হওয়াতে সকলদ্বারাও করণ হইয়াছে। কিন্তু সকল পদ কোনমতে অন্য কারক হইবে না। এমত স্থলে নিয়ম বিরুদ্ধ কারক ও ক্রিয়া প্রয়োগ করিলে বাক্যের যোগ্যতার বিরোধ হইয়া বাক্য অসংগত হইবে।

৩৫১। কারকে লিখিত হইয়াছে যে, কোন কোন বাক্য সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম স্বরূপ হয় সেই

রূপ কখন একটী পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ বাক্যও অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তৃস্বরূপ হইয়া থাকে। যথা—

হয় তুমি যাও, না হয় আমি যাই, এখানে "তুমি যাও" বাক্যটী হয় ও না হয় ক্রিয়ার কর্ত্তৃস্থানীয়; হরি তোমাকে গালি দিয়াছে; হউক তুমি তাহাকে কিছু বলিও না, এখানে "হরি তোমাকে গালি দিয়াছে" এই পূর্ণ বাক্যটী হউক ক্রিয়ার কর্ত্তৃস্বরূপ হইয়াছে। আর শয্যায় শুইয়াই হউক আর আসনে বসিয়াই হউক সকল অবস্থাতেই বা সকল রূপেই ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিবে; এখানে শয্যায় শুইয়া আর আসনে বসিয়া এই অসম্পূর্ণ বাক্য দুইটী অবস্থা সূচনা করিয়া হউক ক্রিয়ার কর্ত্তৃ স্বরূপ হইয়াছে ইত্যাদি।

আবার কোন কোন বাক্য পদ বিশেষের বিশেষণ স্বরূপ হয়। যথা—"যাহার পর নাই দুঃখ পাইতেছি" এখানে "যাহার পর নাই" বাক্যটী দুঃখ এই কর্ম্মপদের বিশেষণ, ইত্যাদি।

৩৫২। কারক হইতে এপর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ যে সমস্ত কারক পদের বিষয় বিচারিত হইয়াছে তাহাতে ইহা জানা আবশ্যক যে, বাঙ্গলা ভাষার যে ছয়টী কারক আছে, অকর্ম্মক ক্রিয়া ভিন্ন সকল ক্রিয়াতে সে ছয়টী কারক অন্বিত হইয়া বাক্য রচিত হইতে পারে। যথা যদু কলিকাতা হইতে আমার পুস্তক স্ব হস্তে এখানে আনিয়াছে। আর অকর্ম্মক ক্রিয়ায় কর্ম্মপদের অভাবে অপর পাঁচটী কারক অন্বিত হইয়া বাক্য রচিত হইতে পারে। যথা মধুর পুত্র কলিকাতা হইতে নৌকায় বাটী আসিয়াছে। এই রূপে একটী ক্রিয়ার বাক্যে ছয় পদের অতিরিক্ত পদ কারকরূপে বিন্যস্ত হইবে না।

৩৫৩। অকর্ম্মকাদি ক্রিয়ার বাক্যে নির্দ্দিষ্ট পদের অতিরিক্ত পদ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ অতিরিক্ত পদচয় অবশ্যই কোন ক্রিয়ান্তরের সহিত অন্বিত আছে। সেরূপ বাক্যে অন্য কোন ক্রিয়ার প্রকাশ না থাকিলে ঐ অতিরিক্ত পদচয় হয় সমাস দ্বারা ইহার কোন পদের সহিত একপদীভূত হইয়াছে না হয় কোন গুপ্ত বা উহ্য ক্রিয়ার সহিত অন্বিত আছেই আছে। পরন্তু এ স্থলে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইবার সময় কারক পদ সকল কি নিয়মে নিবেশিত হয় তাহা লিখিত হইল না। রচনা প্রকরণে পদ বিন্যাসের বিষয় লিখিত হইবে।

---

# ধাতু ও ক্রিয়া প্রকরণ

## ১ম পরিচ্ছেদ।

### ধাতুমালা।

৩৫৪। বঙ্গ ভাষায় যে সমস্ত ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় তাহা দুই প্রকার ধাতু হইতে রচিত হইয়া থাকে; এক প্রকার মূল সংস্কৃত ধাতু, অন্য প্রকার বাঙ্গালা ধাতু।

৩৫৫। মূল ধাতু—যে সকল ধাতু হইতে বাঙ্গালা ক্রিয়া হয় না ও ক্রিয়া করিতে হইলে যাহার ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য পদের সহিত বাঙ্গালা "কর্" আদি ধাতুর যোগে ক্রিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হয় তাহাকে "মূল ধাতু" কহে। যথা স্থা, দা, ভূ, কৃ, গম্, ভুজ্, প্রভৃতি।

৩৫৬। মূল ধাতু হইতে বাঙ্গালা ভাষায় ক্রিয়া করিবার জন্য পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত করিয়া যে ধাতু উৎপন্ন হয় তাহাকে 'বাঙ্গালা ধাতু' কহে। বাঙ্গালা ধাতুর প্রকৃতি মূল

ধাতুর অর্থানুসারে হইয়া থাকে অর্থাৎ মূল ধাতু অকর্ম্মক সকর্ম্মক বা দ্বিকর্ম্মক হইলে তৎপরিবর্ত্তিত বাঙ্গালা ধাতুও অকর্ম্মক সকর্ম্মক বা দ্বিকর্ম্মক হইবে।

৩৫৭। ধাতুর উত্তর প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন শব্দ, উপসর্গ যোগে নানা অর্থের নানা প্রকার শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে। যথা—

হৃ + অন=নিষ্পন্নপদ "হরণ" ইহার নানা উপসর্গের যোগে নানা অর্থের নানা রূপ শব্দ হয়। যথা আ-হরণ, উদাহরণ, অপ-হরণ, ইত্যাদি। আর ঐ 'হৃ' ধাতুতে 'অ' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ "হার" শব্দ, উপসর্গ যোগে—বিহার, উপহার প্রহার, আহার, সংহার, প্রত্যাহার, ব্যবহার প্রভৃতি নানা শব্দ হইয়াছে।

এইরূপে 'হৃ' ধাতুর ন্যায় সমস্ত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ সকল উপসর্গমিলিত হইয়া বহু অর্থের প্রতিপাদক বহুবিধ শব্দ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৩৫৮। ধাতু হইতে উৎপন্ন ক্রিয়া বাচক বিশেষ্যই ধাত্বর্থের দ্যোতক হয়। নিম্নে মূল ধাতু, তাহার অর্থ ও তদ্ঘটিত এক একটী বিশেষ্য ও বিশেষণ সহিত একটী ধাতুমালা প্রদত্ত হইতেছে।

---

## ধাতু মালা।

| ধাতু | অর্থ | বিশেষ্য | বিশেষণ |
|---|---|---|---|
| অঙ্ক্ | আঁকা | অঙ্কন | অঙ্কিত |
| অংশ্ | ভাগ করা | অংশ | অংশী |

| | | | |
|---|---|---|---|
| অন্চ্ | গমন ও পূজা | অঞ্চ | অঞ্চিত |
| অন্জ্ | মাখা | অঞ্জন | অক্ত ও ব্যঞ্জক |
| অট্ | গমন | পর্য্যটন | পর্য্যাটক |
| অদ্ | ভক্ষণ | অদন, ঘাস | অন্ন |
| অর্চ্চ × (১) | পূজা | অর্চ্চনা | অর্চ্চিত |
| অর্থ × | যাচ্ঞা | প্রার্থনা | প্রার্থিত, প্রার্থী |
| অর্দ্দ্ | পীড়ন করা | অর্দ্দন | অর্দ্দিত |
| অর্হ্ | যোগ্য হওয়া, | — | অর্হ |
| অস্ | ক্ষেপণ | আস | অস্ত |
| অস্ | উৎপত্তি | — | সৎ |
| অশ্ | ভক্ষণ | অশন | আশী |
| আস্ | উপবেশন | আসন | আসীন |
| আপ্ | পাওয়া | প্রাপ্তি | প্রাপ্ত |
| ই | গমন | ইতি,অয়,আয় | ইত |
| অধি-ই | পাঠকরা | অধ্যয়ন | অধীত |
| ইঙ্গ্ | চলন | ইঙ্গন | ইঙ্গিত |
| ইন্দ্ | ঐশ্বর্য্যবত্তা | — | ইন্দ্র |
| ইন্ধ্ | জ্বলন | ইন্ধন | সমিধ্ |
| ইষ্ | ইচ্ছা করা | এষণ, ইচ্ছা | ইষ্ট, এষী |
| ঈক্ষ্ | দর্শন | ঈক্ষা, ঈক্ষণ | ঈক্ষিত, ঈক্ষী |
| ঈর × | গমন | ঈরণ, প্রেরণ | প্রেরিত |
| ঈশ্ | ঐশ্বর্য্যবত্তা | — | ঈশ, ঈশ্বর |

(১) যে সকল ধাতুর ( ্ ) এই হসন্ত চিহ্ন নাই, সে সকল অকারান্ত ও স্বাভাবিক নিজন্ত ধাতু বুঝিতে হইবে তাহার স্মরণ জন্য তাহাতে ( × ) 'বজ্র' চিহ্ন দেওয়া গেল।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ঈহ্ | চেষ্টা | ঈহা | সমীহিত |
| উন্দ্ | ক্ষুব্ধ হওয়া | — | সমুদ্র |
| উব্জ × | ঠেলিয়া উঠা | — | ন্যুব্জ |
| ঊর্ণ্ | আচ্ছাদন | ঊর্ণা | — |
| এল × | অবসাদ | এলন | এলিত |
| ঋ | শোধা, গমন | | ঋণ |
| ঋধ্ | অর্থ সঞ্চয় | ঋদ্ধি | ঋদ্ধ |
| কট্ | প্রকাশ | প্রকটন | প্রকটিত |
| কথ × | কহা | কথন | কথিত |
| কম্প্ | কাঁপা | কম্পন্ | কম্পিত |
| কর্ণ × | শোনা, | আকর্ণন, | আকর্ণিত কর্ণ |
| কষ্ | বধ করা, | কষণ, | কষ্ট কষিত |
| কস্ | বিকসিত হওয়া, | বিকাস, | বি-কসিত |
| কাঙ্ক্ষ, | ইচ্ছা | আ-কাঙ্ক্ষা | আকাঙ্ক্ষিত |
| কাস্-কাশ্ | দীপ্তি, | প্রকাশ | প্রকাশিত |
| কিৎ | রোগ নিবারণ | চিকিৎসা, | চিকিৎসিত |
| কুচ, | সংশয়, | সংকোচ | সংকুচিত |
| কুপ্ | ক্রোধ করা, | কোপ | কুপিত |
| কৃ | করা, | করণ, | কৃত |
| কৃৎ | কাটা | কর্ত্তন | কর্ত্তিত |
| কৃত × | সম্যক্‌রূপে শব্দকরা | কীর্ত্তন | কীর্ত্তিত, কীর্ত্তক |
| কৃপ্ | দয়া করা, | কৃপা | কৃপণ |
| কৃশ্ | শীর্ণ হওয়া, | × | কৃশ |
| কৃষ্ | চাষ্ দেওয়া | কর্ষণ | কৃষ্ট |
| কৄ | বিক্ষেপ | কিরণ। | কীর্ণ, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক্ল৯প্ | কল্পনা | — | ক৯প্ত |
| ক্রম্ | পাদ বিক্ষেপ, | ক্রম, | ক্রান্ত, |
| ক্রী | কিনা, | ক্রয় | ক্রীত |
| ক্রীড্ | খেলা, | ক্রীড়া, | ক্রীড়ক |
| ক্রুধ্ | রাগা, | ক্রোধ | ক্রুদ্ধ |
| ক্রুশ | চীৎকার | ক্রোশ | উৎক্রোশ |
| ক্লম্ | অবসাদ | ক্লান্তি | ক্লান্ত |
| ক্লিশ | দুঃখিত হওয়া | ক্লেশ | ক্লিষ্ট |
| ক্ষম্ | বিরাম, ক্ষমতা, | ক্ষমা | ক্ষান্ত |
| ক্ষণ্ | শুনা, নাশ, | ক্ষতি | ক্ষত |
| ক্ষি | ক্ষয় হওয়া, | ক্ষয় | ক্ষীণ, |
| ক্ষিপ্ | ক্ষেপণ | ক্ষেপণ | ক্ষিপ্ত |
| ক্ষুদ্ | খর্ব্ব হওয়া, | | ক্ষুণ্ণ, ক্ষুদ্র |
| ক্ষুধ্ | ভোজনাশা, | ক্ষুধা | ক্ষুধিত |
| ক্ষৈ | ক্ষয় হওয়া, | × | ক্ষাম |
| খণ্ড্ | ভাগ করা, | খণ্ড | খণ্ডিত |
| খন্ | খোঁড়া, | খনন | খাত |
| খাদ্ | খাওয়া | খাদন | খাদ্য |
| খিদ্ | দুঃখিত হওয়া, | খেদ | খিন্ন |
| খেল × | খেলা | খেলন | খেলিত |
| খ্যা | কথন | খ্যাতি | খ্যাত |
| গঠ্ | নির্ম্মাণ করা | গঠন | গঠিত |
| গদ্ | কথন | × | গদ্য |
| গণ × | সংখ্যা করা, | গণনা | গণিত |
| গম্ | যাওয়া | গমন | গত |

| | | | |
|---|---|---|---|
| গর্জ্জ্ | স্বীয় শব্দ করা, | গর্জ্জন | গর্জ্জিত |
| গর্হ | নিন্দা | গর্হা | গর্হিত |
| গল্ | ক্ষরা | গলন | গলিত |
| গাহ্ | স্নান করা, | গাহন | গাহিত |
| গিল্ | গলাধঃ করণ | গেলন | গিলিত |
| গুণ্ | বাড়া | গুণন | গুণিত |
| গুপ্ | গোপন | গোপন | গুপ্ত |
| গুহ্ | রক্ষা | গুহা, গূঢ়ি | গূঢ়, |
| গৃধ্ | লোভ করা, | × | গৃধ্নু |
| গৄ | গেলা | গিরণ | গীর্ণ |
| গৈ | গাওয়া | গান, | গীত গায়ক |
| গ্রন্থ × | গাঁথা | গ্রন্থন | গ্রন্থিত |
| গ্রস্ | ভক্ষণ | গ্রাস্ | গ্রস্ত |
| গ্রহ্ | লওয়া | গ্রহণ | গৃহীত |
| গ্লৈ | হর্ষক্ষয়, | গ্লানি | গ্লান |
| ঘট × | উৎপত্তি | ঘটনা | ঘটিত |
| ঘুষ × | প্রচারণ | ঘোষণ | ঘোষিত |
| ঘূর্ণ × | ঘোরা | ঘূর্ণন | ঘূর্ণিত |
| ঘৃষ | ঘষা, | ঘর্ষণ | ঘৃষ্ট |
| ঘ্রা | শোঁকা | ঘ্রাণ | ঘ্রাত |
| চক্ | স্তম্ভন | × | চকিত |
| চক্ষ্ | দেখা | চক্ষুঃ | বিচক্ষণ |
| চম্ | শুদ্ধ হওয়া, ধোয়া, | আচমণ | আচান্ত |
| চর্চ্চ × | অনুশীলন | চর্চ্চা | চর্চ্চিত |
| চল্ | গমন | চলন | চলিত |

| | | | |
|---|---|---|---|
| চি | চয়ন, চুনা, | চয়ন | চিত |
| চিত্ | সংজ্ঞান | চেতন | চিত্ত |
| চিন্ত× | ভাবা | চিন্তা | চিন্তিত |
| চুম্ব× | স্পর্শকরা | চুম্বন | চুম্বিত |
| চুর× | অপহরণকরা, | × | চুরিত, চোর |
| চূর্ণ× | ভঙ্গকরা, | চূর্ণন | চূর্ণিত |
| চুষ্ | চোষা, | চোষণ | চোষ্য |
| চেষ্ট্ | যত্নকরা, | চেষ্টা | চেষ্টিত |
| চ্যু | ক্ষরণ | চ্যুতি | চ্যুত |
| ছদ্ | আবরণ | ছদ্ম | ছন্ন |
| ছল× | বঞ্চনা | ছলনা | ছলিত |
| ছিদ্ | কর্ত্তন, ছেঁড়া | ছেদন | ছিন্ন |
| জন× | উৎপত্তি, | জনন, জন্ম | জাত |
| জপ্ | মনন | জপ | জপিত, জপ্ত |
| জল্প× | আলোচনা | জল্পনা | জল্পিত |
| জাগৃ | জাগা, | জাগরণ | জাগরিত |
| জি | জয়করা | জয়, | জিত, জেতা |
| জীব্ | বাঁচা | জীবন | জীবিত,জীবৎ |
| জৄ | জীর্ণহওয়া | জরা | জীর্ণ |
| জ্ঞা | জানা | জ্ঞান | জ্ঞাত |
| জ্যা | যুক্তহওয়া | জ্যা, | জীন |
| জ্বর্ | পীড়িতহওয়া | জ্বর | জ্বরিত |
| জ্বল্ | দীপ্তহওয়া, | জ্বলন, | জ্বলিত |
| টল্ | গমন | টলন | টলিত |
| ডী | নভোগমন | ডয়ন | ডীন, ডয়মান |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ঢৌক্ | প্রবেশ | ঢৌকন | × |
| তন্ | বিস্তার | সন্তান | সন্তত |
| তপ | তাপা, | তাপ | তপ্ত, তপন |
| তর্ক্ | বিচার, | তর্ক | তর্কিত |
| তর্জ্জ্ | তাড়ন | তর্জ্জন | তর্জ্জনী,তর্জ্জিত |
| তাড়× | শাসন | তাড়না | তাড়িত |
| তিজ্ | ক্ষমা, তীক্ষ্ণতা, | তিতিক্ষা,তেজঃ, | তিতিক্ষু |
| তুদ্ | পীড়ন | × | বিধুন্তুদ |
| তুল্ | সমতাকরা, | তোলন | তুলিত, তুলা |
| তুষ্ | আহ্লাদ | তোষ | তুষ্ট |
| তৃপ্ | ,, | তৃপ্তি | তৃপ্ত |
| তৃষ্ | পানেচ্ছা | তৃষা | তৃষিত |
| তৃ | পারহওয়া, তরা, | তরণ | তীর্ণ |
| ত্যজ্ | ত্যাগকরা, | ত্যাগ | ত্যক্ত |
| ত্রপ্ | লজ্জিতহওয়া, | ত্রপা | × |
| ত্রস্ | ভয় | ত্রাস | ত্রস্ত, |
| ত্রৈ | নিস্তার | ত্রাণ | ত্রাত |
| ত্বিষ্ | লিপ্তহওয়া, | ত্বিট্ | × |
| দণ্ড | শাস্তি, | দণ্ড, | দণ্ডিত |
| দন্শ্ | কামড়ান | দংশন | দষ্ট |
| দম্ | শাসন, | দমন | দমিত |
| দয়্ | অনুগ্রহকরা | দয়া | দয়িত |
| দরিদ্রা | দুর্গতি | × | দরিদ্র, |
| দল্ | ভেদ, দমন, | দলন | দলিত |
| দহ | ভস্মীকরণ, | দহন | দগ্ধ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| দা | দেওয়া | দান | দত্ত, দাতা |
| দিব্ | ক্রীড়া | দেবন | দ্যূত |
| দিশ্ | বলিয়াদেওয়া, | দেশ, উপদেশ | দিষ্ট, দেষ্টা, |
| দিহ্ | লিপ্তহওয়া, | দেহ | দিগ্ধ |
| দী | ক্ষয়, | × | দীন |
| দীক্ষ্ | শিক্ষাদেওয়া, | দীক্ষা | দীক্ষিত |
| দীপ্ | আলোকিতহওয়া, | দীপন, | দীপ্ত |
| দুল্ | দোলা | দোলন | দুলিত |
| দুহ্ | দোওয়া, | দোহন | দুগ্ধ |
| দূ | দুঃখ, | × | দূত, দূন |
| দৃ | সংবৰ্দ্ধনা, | আ দর | আ-দৃত |
| দৃপ্ | গৰ্ব্বকরা, | দর্প, | দৃপ্ত |
| দৃশ্ | দেখা, | দর্শন | দৃষ্ট, দর্শক |
| দৃ | ফাটা | বিদর | বিদীর্ণ, |
| দ্যুত্ | দীপন, বুঝন, | × | দ্যোতক |
| দ্রা | ঘুমন, | নি-দ্রা | নিদ্রিত |
| দ্রু | দ্রবহওয়া, | দ্রবন | দ্রুত, |
| দ্বিস্ | হিংসীকরা, | দ্বেষ | দ্বেষ্টা, দ্বিষৎ |
| ধা | ধারণ | ধান | ধেয়, হিত |
| ধাব× | দৌড়ন | ধাবন | ধাবিত |
| ধূ | কম্পন | × | ধূম, ধূত |
| ধূপ্ | গন্ধতাপ, | ধূপ | ধূপিত |
| ধৃষ্ | অদমন | ধর্ষণ | ধৃষ্ট |
| ধে | পানকরা, | ধান | স্তনন্ধয় |
| ধ্যৈ | চিন্তা, মনন | ধ্যান | ধ্যাত, ধ্যায়ী |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ধ্বন্ × | শব্দ হওয়া, | ধ্বনি, | ধ্বনিত, ধ্বান্ত |
| ধ্বন্স্ | নাশ | ধ্বংস | ধ্বস্ত |
| ধ্মা | অগ্নিজ্বলন ও শব্দ, | আধ্মান, | আধ্মাত |
| নট্ | নাচা, | নটন, | নাট্য, নাটক |
| নদ্ | শব্দকরা, | নাদ | × |
| নন্দ্ | হর্ষ | আ-নন্দ | আনন্দিত,নন্দন, |
| নম্ | নত হওয়া, | নতি, নমন, | নত, নম্র |
| নশ্ | হত হওয়া করা, | নাশ, | নষ্ঠ |
| নহ্ | আবদ্ধ হওয়া, | উপানৎ, | নদ্ধ |
| নিন্দ্ | কুৎসা, | নিন্দা | নিন্দিত |
| নী | নিয়ে যাওয়া, | নয়ন, | নীত, নায়ক, |
| নু | প্রশংসা করা, | প্রণব, | নুত, নবিত |
| নুদ্ | প্রবৃত্ত | নোদন | নুন্ন |
| নৃত্ | নাচা, | নৃত্য | নর্ত্তক |
| পচ্ | পাকা | পাক | পাচক |
| পঠ্ | অধ্যয়ন, | পাঠ, | পঠিত |
| পণ্ | বিক্রয়, | পণ, আপণ, | পণ্য |
| পণ্ড্ | জ্ঞান পাওয়া, | পণ্ডা, | পণ্ডিত, |
| পত্ | পড়িয়া যাওয়া, | পতন, | পতিত, |
| পদ্ | গমন, | পাদ, পদ | পন্ন |
| পা | পান, রক্ষা, | পান, | পীত, পাতা |
| পিষ্ | পেষণ | পেষণ | পিষ্ট |
| পীড়্ | পীড়িত হওয়া, | পীড়া | পীড়িত |
| পুষ্ | খেতে দেওয়া | পুষ্টি, পোষণ | পুষ্ট, পোষক |
| পূ | পবিত্র হওয়া, | পূতি, | পূত, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| পূজ্ × | পূজা করা, | পূজা, পূজন, | পূজিত, পূজক |
| পৃ | পারা, | পার, ব্যাপার, | পারক ব্যাপৃত |
| পৄ | পূরণ | পূর্ত্তি | পূর্ত্ত |
| প্রচ্ছ্ | জিজ্ঞাস', | প্রশ্ন | পৃষ্ট |
| পৃচ | যোগ | সম্পর্ক | সম্পৃক্ত |
| প্রী | সন্তোষ | প্রীতি | প্রীত, প্রিয়, |
| প্যায়্ | বৃদ্ধি | | পীন |
| প্লু | ভাসা, লম্ফ | প্লব | প্লুত |
| ফল্ | ফলা, | ফলন, ফল, | ফলিত |
| ফুল্ | ফোটা, | ফুল, | ফুল্ল |
| বধ | মারা, | বধ, | বধ্য |
| বন্দ × | স্তুতি | বন্দনা, | বন্দিত, বন্দী |
| বন্ধ্ | বাঁধা | বন্ধন, | বদ্ধ, |
| বা | গমন, | বায়, | বাত, নির্ব্বাণ |
| বাঞ্ছ্ | ইচ্ছা, | বাঞ্ছা | বাঞ্ছিত |
| বুধ্ | বেঝা, | বোধ, | বুদ্ধ, বোদ্ধা, |
| বর্জ্জ্ | ত্যাগ | বর্জ্জন, | বর্জ্জিত, |
| বচ্ | বলা | উক্তি, বচন, | উক্ত, বক্তা |
| বণ্ট্ | ভাগ | বণ্টন, | বণ্টক |
| বদ্ | বলা, | বাদ, বদন, | বাদী, |
| বঞ্চ × | ফাঁকি দেওয়া, | বঞ্চনা | বঞ্চিত |
| বপ্ | বীজ বপন, | বপন, | উপ্ত |
| বম্ | উদ্গিলন, | বমন, | বান্ত |
| বর্ণ × | বিস্তার করা | বর্ণ, বর্ণণা, | বর্ণিত |
| বহ্ | বহন করা, | বহ, বাহ, | ঊঢ় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| বশ্ | অধীন করা, | বশ | বশ্য, |
| বস্ | বাস করা, | বাস | উষিত, বাসী, |
| বস্ | আচ্ছাদন করা, | — | বসন, বস্ত্র |
| বিচ্ | বিচার | বিবেক | বিবিক্ত |
| বিজ্ | দ্রুত গমন | বেগ | বিগ্ন, বেজক |
| বিদ্ | জানা | বেদ, বিদ্যা | বিদিত, বেত্তা |
| বিন্দ্ | রক্ষা | | গোবিন্দ |
| বিশ্ | বসা | বেশন | বিষ্ট |
| বৃ | বরণ করা | বরণ, বৃতি | বৃত |
| বৃত্ | থাকা | বর্ত্তন | বৃত্ত, বর্ত্তমান |
| বৃধ | বাড়া | বৃদ্ধি | বৃদ্ধ |
| বৃষ্ | বর্ষণ করা | বৃষ্টি | বৃষ্ট |
| বৃহ্ | বড় হওয়া | | বৃহৎ, বুঢ় |
| বে | তন্তু আদি বিস্তার ক, বয়ন, | | বায়, বায়ী, |
| বেষ্ট | ঘেরা, | বেষ্টন | বেষ্টিত, |
| ব্যথ্ | পীড়া পাওয়া, | ব্যথা, | ব্যথিত |
| ব্যধ্ | তাড়া করা, | | ব্যাধ, বিদ্ধ |
| ভক্ষ্ | খাওয়া | ভক্ষণ | ভক্ষিত, |
| ভজ্ | ভাগ, সেবা করা, | ভজন, ভাগ, | ভক্ত, ভাজক |
| ভঞ্জ্ | ভাঙ্গা | ভঞ্জন, ভঙ্গ, | ভগ্ন, ভঙ্গুর |
| ভর্ৎস্ | তিরস্কার | ভর্ৎসনা | ভর্ৎসিত |
| ভা | দীপ্তি, | ভাতি, প্রভা | ভাত |
| ভাষ্ | কথন | ভাষা, | ভাষিত |
| ভাস্ | প্লাবন | ভাসা, | ভাসিত |
| ভিক্ষ্ | যাচঞা | ভিক্ষা | ভিক্ষুক |
| ভিদ্ | ভিন্ন হওয়া | ভেদ | ভিন্ন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ভী | ভয়, | ভীতি, ভয় | ভীত, ভীরু |
| ভুজ্ | খাও | ভোজন, ভোগ, | ভুক্ত ভোজী |
| ভুঞ্জ | ভোগ করা | ভুঞ্জন, | ভুগ্ন |
| ভূ | উৎপত্তি, | ভবন, ভাব- | ভূত ভবিষ্যৎ |
| ভূষ্ | সজ্জিত হওয়া, | ভূষা, | ভূষিত, ভূষণ |
| ভৃ | ভরণ করা | ভৃতি, ভরণ, | ভৃত, ভর্ত্তা |
| ভ্রম্ | গমন. ভুল, | ভ্রমণ, ভ্রান্তি, | ভ্রান্ত |
| ভ্রণ্শ্ | বিকৃতি হওয়া, | ভ্রংশ | ভ্রষ্ট |
| ভ্রস্জ্ | ভাজা, | ভর্জ্জন | ভৃষ্ট |
| ভ্রাজ্ | দীপ্ত হওয়া | | ভ্রাট্ |
| মদ্ | মত্ত হওয়া, | মাদ | মত্ত, মদন |
| মন্ | চিন্তন | মনন মান, | মত |
| মন্ত্র × | পরামর্শ | মন্ত্রণা | মন্ত্রিত |
| মণ্ড্ | ভূষা | মণ্ডন | মণ্ডিত মণ্ডন |
| মন্থ | মহা | মন্থন, | মথিত, |
| মস্জ্ | মগ্ন হওয়া | মজ্জন | মগ্ন |
| মা | পরিমাণ করা, | মান | মিতি মাতা |
| মান্ | বিচার করা | মাননা | মানিত |
| | মান্য করা | মীমাংসা | মীমাংসিত |
| মিদ্ | স্নেহ | মেদ, | মেদুর |
| মিল্ | মেলা | মেলন | মিলিত |
| মিশ্র্ | মিশা, | মিশ্রণ, | মিশ্রিত, |
| মিষ্ | মেলা, | নিমিষ, | উন্মেষিত, |
| মিহ্ | ক্ষরণ | মেহ | মেঢ্র |
| মী | বধকরা, | × | মীন |
| মীল্ | মুদিত হওয়া | মীলন, | মীলিত, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| মুচ্ | মুক্তি, | মোচন | মুক্ত, মোচক |
| মুণ্ড | মোড়া, | মুণ্ডন, | মুণ্ডিত মুণ্ড, |
| মুদ্ | হর্ষ | মোদ | মুদিত, |
| মুদ্র্ | ছাপ দেওয়া, | মুদ্রণ, মুদ্রা, | মুদ্রিত, |
| মুষ্ | হরণ করা | মুষা, | মুষিক |
| মুহ | মোহ | মোহ | মুগ্ধ, মূঢ় |
| মূর্চ্ছ্ | অজ্ঞানহওয়া, | মূর্চ্ছা | মূর্চ্ছিত |
| মৃ | মরা, | মরণ, | মৃত |
| মৃজ্ | পরিষ্কারকরা, | মার্জ্জন | মৃষ্ট |
| মৃদ্ | মাড়া, | মর্দ্দন | মর্দ্দিত |
| মৃশ্ | যুক্তিকরা, | মর্শ | মর্শিত |
| মৃষ্ | ক্ষমা | মর্ষ | মর্ষিত, মৃষ্ট |
| ম্রক্ষ্ | মাখা, | ম্রক্ষণ | ম্রক্ষিত |
| ম্লৈ | দুঃখিতহওয়া, | ম্লানি | ম্লান |
| যজ্ | পূজা, | যাগ, যজ্ঞ, | ইষ্ট, যাজক |
| যত্ | চেষ্টা | যত্ন | যত্ত |
| যম | ক্ষান্তহওয়া | যতি, সংযম, | যত |
| যা | গমন | যাত, প্রয়াণ, | যাত, যান |
| যাচ্ | চাহা, | যাচঞা | যাচিত |
| যু | যুক্তহওয়া, | যোত্র, | যুত |
| যুজ্ | ,, | যোগ, যোজন, | যুক্ত, যোজক |
| যুধ্ | যোঝা | যোধন, | যুদ্ধ, যোধী |
| রক্ষ্ | রাখা, | রক্ষা, | রক্ষিত, রক্ষক |
| রচ × | নির্ম্মাণকরা | রচনা | রচিত, রচয়িতা |
| রঞ্জ্ | রাগ | রাগ, রক্তি, | রক্ত, রঞ্জক |

| | | | |
|---|---|---|---|
| রভ্ | আরম্ভ | আরম্ভ | আরব্ধ |
| রম্ | প্রীতহওয়া, | রতি, রাম, | রত, রমণ |
| রস্ | স্বাদলওয়া | রস, রাস, | — |
| রহ্ | ত্যাগ | রহ | রহিত, বাঢ় |
| রাজ্ | দীপ্তি, | বিরাজ, | বিরাজিত |
| রাধ্ | সংসিদ্ধি, | আ-রাধনা, | আবাদ্ধ |
| রিচ্ | শূন্যহওয়া, | রেক, | রিক্ত, |
| রুজ্ | পীড়া, | রোগ | রুগ্ন, |
| রিষ্ | অসন্তোষ, | রেষ | রিষ্ট, |
| রী | নিঃসরণ, | রীতি, | রীণ, |
| রু | শব্দকরা, | রব, | রুত, |
| রুচ্ | প্রবৃত্তি, | রুচি, | রোচক |
| রুদ্ | কাঁদা, | রোদন, | রুদিত |
| রুধ্ | রোধকরা, | রোধ, | রুদ্ধ, রোধী, |
| রুহ্ | চড়া, | রোহণ, | রূঢ়, রোহী |
| রূপ্ | নিশ্চয়করা, | রূপণ, রূপ, | রূপিত |
| লক্ষ্ | নির্দ্দেশকরা, | লক্ষণ | লক্ষিত |
| লঙ্ঘ্ | অতিক্রম | লঙ্ঘন, | লঙ্ঘিত, |
| লপ্ | কথাকহা, | লপন, | লপ্ত, লপন |
| লম্ব্ | ঝোলা, | লম্বন | লম্বিত, |
| লস্ | ইচ্ছা | লাস, | লসিত |
| লস্জ্ | লজ্জিত হওয়া, | লজ্জা, | লজ্জিত |
| লভ্ | লাভকরা, | লাভ, | লব্ধ |
| লিখ্ | অঙ্কন, | লেখন, | লিখিত,লেখক |
| লিঙ্গ | আলিঙ্গনকরা, | আলিঙ্গন, | আ-লিঙ্গিত |

| | | | |
|---|---|---|---|
| লিপ্ | লেপা, | লেপন | লিপ্ত, |
| লিহ্ | চাটা, | লেহন | লীঢ় |
| লী | লয় হওয়া, | লয়, | লীন |
| লুঠ | গড়াগড়ি দেওয়া, | লোঠন | লুঠিত |
| লুণ্ঠ্ | লুঠ করা, | লুণ্ঠন | লুণ্ঠিত |
| লুপ্ | নাশ হওয়া, | লোপ | লুপ্ত |
| লূ | ছেদন | লব | লূন |
| লোক্ | দর্শন, | লোক | লোকিত |
| লোচ× | চর্চ্চা | লোচনা | লোচিত,লোচন |
| শক্ | পারকতা | শক্তি, | শক্ত, |
| শত | দ্বেষ করা, | | শত্রু |
| শপ্ | মন্যু করা, | শাপ | শপ্ত |
| শম্ | শান্ত হওয়া, | শান্তি | শান্ত, |
| শন্স্ | সুখ্যাতি করা, | প্রশংসা, | প্রশংসিত প্রশস্ত |
| শশ | প্লুত গতি | | শশ |
| শাস্ | শাস্তি দেওয়া | শাসন | শাসিত, |
| শিষ্ | পৃথক্ করা, | শেষ, | শিষ্ট |
| শী | শোওয়া, | শয়ন, | শয়িত শয়ান |
| শুচ্ | দুঃখ করা | শোক | |
| শুধ্ | শোধ দেওয়া, | শোধন, | শুদ্ধ |
| শুভ্ | সুন্দর হওয়া | শোভা | শুভিত |
| শুষ্ | শুকন | শোষণ | শুষ্ক |
| শৄ | আশ্রিত হওয়া, | শরন, | শীর্ণা |
| শ্বস্ | বায়ু টানা | শ্বাস | শ্বসিত শ্বস্ত |
| শ্বি | বৃদ্ধি | | শূন পূত |

| | | | |
|---|---|---|---|
| শ্রন্থ | গাঁথা | শ্রন্থনা | শ্রন্থিত, |
| শ্রি | আশ্রয় | আশ্রয় | আশ্রিত |
| শ্রু | শোনা | শ্রবণ, শ্রুত, | শ্রুত, শ্রোতা |
| শ্লাঘ্ | আত্ম প্রশংসা | শ্লাঘ্য | শ্লাঘিত |
| শ্লিষ | আলিঙ্গন | শ্লেষ | শ্লিষ্ট |
| ষ্ঠীব্ | নিরসন | ষ্ঠীবন | ষ্ঠ্যূত |
| সদ্ | হর্ষ | সাদ | সন্ন |
| সন্জ্ | সঙ্গে করা | সক্তি, সঙ্গ, | সক্ত |
| সহ্ | সহ্য করা, | সহন, | সহ্য সহিষ্ণু |
| সাধ্ | অনুষ্ঠান, | সাধন | সাধিত সাধ্য |
| সিচ্ | সিঞ্চন | সেক সেচন | সিক্ত সেবক |
| সিধ্ | নিষ্পন্ন করা, | সেধ | সিদ্ধ |
| সিব্ | সেবা করা | সেবন | সেবিত |
| সীব্ | সিওন | সীবন | স্যূত |
| সূ | প্রসব করা | প্রসব, | প্রসূ তসবিতা |
| সূচ্ | বলা, | সূচনা | সূচিত, সূচক |
| সূদ্ | বধ করা | | সূদন |
| সৃ | গমন | সরণ | সৃত |
| সৃজ্ | নির্ম্মাণ | সর্জ্জন সৃষ্টি | সৃষ্ট, স্রষ্টা |
| সৃপ্ | বক্র গমন | সর্পণ | সর্প, সরীসৃপ |
| সো | নিশান | সান, সায়, | সিত |
| স্খল্ | পতন | স্খলন | স্খলিত |
| স্তু | স্তব | স্তব, স্তুতি, | স্তুত, স্তাবক |
| স্তৃ স্তৃ | বিস্তার | বিস্তৃতি | বিস্তৃত বিস্তীর্ণ |
| স্থা | গতি নিবৃত্ত | স্থান, | স্থিতি স্থায়ী |

| | | | |
|---|---|---|---|
| স্না | অবগাহন | স্নান, | স্নাত |
| স্নিহ্ | ভালবাসা | স্নেহ, | স্নিগ্ধ |
| স্নু | গলন | স্নব | স্নবিত |
| স্পন্দ্ | কম্পন | স্পন্দন | স্পন্দিত |
| স্পৃশ্ | লাগা | স্পর্শ | স্পৃষ্ট |
| স্পৃহ্ | ইচ্ছা | স্পৃহা | স্পৃহিত |
| স্ফায়্ | বৃদ্ধি | স্ফীতি | স্ফীতি |
| স্ফাল্ | স্পর্দ্ধাকরা | স্ফালন | স্ফালিত |
| স্ফুট্ | ফোটা | স্ফুট | স্ফুটিত |
| স্ফুর্ | উদ্রেক | স্ফুরণ | স্ফূর্তি |
| স্বদ | স্বাদ লওয়া | স্বাদ | অ-স্বাদিত |
| স্বন্ | শব্দ করা | স্বনন | স্বনিত স্বান্ত |
| স্বপ্ | নিদ্রা | স্বপ্ন, স্বপন, | সুপ্ত |
| স্বিদ্ | ঘমা | স্বেদন, স্বেদ | স্বিন্ন |
| স্বৃ | শব্দ, উপতাপ, | স্বর, | স্বৃত, সূর্য্য |
| স্রু | স্রবণ, | স্রব | স্রুত |
| হন্ | বধ করা | হনন্, ঘাত | হত, ঘাতক |
| হস্ | হাসা | হাস্য | হাসিত |
| হা | ত্যাগ করা | হানি | হীন |
| হিন্স্ | দ্বেষকরা | হিংসা | হিংস্র |
| হু | হোমকরা | হুতি, হোম, | হুত, হোতা, |
| হৃ | হরণ করা, | হার, হরণ, | হৃত, হর্ত্তা |
| হ্রস্ | খর্ব্ব হওয়া, | হ্রাস, | হ্রসিত, হ্রস্ব, |
| হ্রী | লজ্জা, | হ্রী, | হ্রীণ |
| হ্লাদ্ | সন্তোষ, | আহ্লাদ | আহ্লাদিত |

হ্বে ডাকা আহ্বান, আহূত
হেল ঘৃণা করা, হেলন, হেলা, হেলিত
ইত্যাদি।

যে সকল ধাতুর বিশেষ্য কি বিশেষণ পদ বঙ্গ ভাষায় চলিত নাই। সে সকল ধাতুর বিশেষ্য বিশেষণের স্থানে,—এই চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

এই সমস্ত ধাতুর মধ্যে কোন্‌টী অকর্ম্মক কোন্‌টী সকর্ম্মক অর্থ দেখিয়া তাহা স্থির হইতে পারে। তাহার বিশেষ পরিচয়, ক্রিয়াপ্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং এই সকল ধাতুর ণিজন্ত, সনন্ত ও যঙন্ত করিবার উপায় যথা স্থানে লিখিত হইয়াছে।

৩৫৯। উল্লিখিত সংস্কৃত ধাতু সমস্তকে বাঙ্গালা ভাষায় ক্রিয়া করিবার জন্য পরিবর্ত্তিত করিয়া বা অপভ্রষ্ট করিয়া বাঙ্গলা ধাতু করিতে হয়। যে সংস্কৃত ধাতুর পরিবর্ত্তে যে বাঙ্গালা ধাতু হয়, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

| মূলধাতু | বাঙ্গালাধাতু, | মূল ধাতু | বাঃ ধাতু |
|---|---|---|---|
| অস্ | আছ | দা | দি |
| অক্ষ | আঁক্ | দৃশ | দেখ |
| অর্জ্জ | আর্জ্জ | বি—দৃ | বিদর |
| অর্হ | অর্শ | ধূ ( ণিজন্ত ) | ধুন |
| সম্ অর্পি, | সঁপ | ধাব | ধা |
| আ-গম্ | আস্ | ধৌ | ধো |
| প্র-আপ | পা | ক্রী | কিন্ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এলি | এলা | বিক্রী | বেচ |
| কথ | কহ | খাদ্ | খা |
| কম্প | কাঁপ | গঠ | গড়, গঠ |
| কৃ | কর, | গল | গল |
| কৃৎ | কাট | গৃওগিল, | গিল |
| ক্রন্দ | কাঁদ | ঘূর্ণ | ঘুর, |
| ছদ্ | ছা | ঘৃষ | ঘষ |
| ছিদ্ | ছিড় | চর্ব্ব | চিব |
| জি | জিত, জিন, | চল | চল |
| জৃ | জর, | চর্ | চর |
| জ্ঞা | জান্ | চারি | চারা |
| জীব | বাঁচ | ছপ | ছাপ |
| উৎ—টল | উতল | স্ফায় | ফাঁপ, ফুল |
| উৎ-ডী | উড় | ফুল | ফুল |
| তৃ | তর, | স্ফুট | ফুট |
| বন্ধ | বাঁধ | বচ | বল |
| বধ | বধ | বণ্ট | বাঁট |
| বাদ | বাজ | প্র—বিশ | পশ |
| বুধ | বুঝ | বৃধ | বাড় |
| বপওবে, | বুন | বেষ্ট | বেড় |
| ব্যধ | বিধ | নম্ | নাম, নু |
| নৃৎ | নাচ | ভ্রস্জ | ভাজ |
| আ—নী | আন্ | ভৃ | ভর, |
| পচ | পচ ও পাক্, | ভ্রম্ | ভুল |
| পত ও পঠ | পড় | মস্জ | মজ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| পা | পি, | মিশ্র, | মিশ, |
| পৃ | পুর, | পৃ | পার |
| মিল | মিল | মূত্র × | মুত |
| যু | যুত | স্থাপি | থু |
| মৃ | মর | মা | মাপ |
| যুধ | যুঝ | রক্ষ | রাখ |
| শপ | শাপ | শিক্ষ | শিখ, |
| শ্রু | শুন্ | স্থা | থাক্ |
| শী | শু | উৎ—স্থা | উঠ |
| স্পৃশ | পর্শ | স্বদ | চাক্ |
| মদ | মাত | হন্ | হান্ |
| লিহ | চাট | হস | হাস |
| হৃ | হর | আহ্বে | হাঁক্ ও ডাক্ |
| প্রচ্ছ | পুছ | অট | হাঁট ইত্যাদি। |

যে সকল বাঙ্গালা ধাতু লিখিত হইল। ইহার মধ্যে কোন কোন ধাতু সংস্কৃত ধাতুর আকারেই বাঙ্গালা ধাতু হইয়াছে; কোন কোনটী সংস্কৃত ধাতুর অর্থানুসারে বাঙ্গালা ধাতু হইয়াছে আর কোন কোনটী সংস্কৃত ধাতুর অপভ্রংশ হইয়া বাঙ্গালা ধাতু হইয়াছে এই সকল বাঙ্গালা ধাতুকে বাঙ্গালা মূল ধাতু কহে।

৩৬০। এতদ্ব্যতীত কোন কোন সংস্কৃত ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'অ' প্রত্যয় করিয়া যে বিশেষ্য শব্দ হয় তাহাও বাঙ্গালা ধাতুরূপে গৃহীত হইয়া থাকে; যেমন—

প্র-বিশ+অ=প্রবেশ শব্দ হইল। এই প্রবেশ শব্দটাই ধাতু হইয়া ক্রিয়া হয়। যথা প্রবেশিতেছে প্রবেশিল ইত্যাদি।

৩৬১। যেমন সংস্কৃত ধাতু হইতে বাঙ্গালা ধাতু হইয়াছে সেইরূপ প্রাকৃত, পিঙ্গল, মাগধী প্রভৃতি ভাষার মূল ধাতু হইতেও কতক গুলি বাঙ্গালা ধাতু প্রস্তুত হইয়াছে। যথা, খাট্, ঠেস, ঠৈল, ঝুল, ইত্যাদি।

---

## বাঙ্গলা কৃৎপ্রত্যয়।

৩৬২। ধাতুমালায় যে সকল বাঙ্গালা ধাতু লিখিত, তাহাদের উত্তর আ, ওয়া, অন, ওন এবং ইয়ে, প্রত্যয় করিলে ধাতুর অন্ত্য ও উপান্ত্য 'ই' আর 'উ'কারের গুণ হয়। এবং ইবা প্রত্যয় পরে ধাতুর গুণ হয় না অন্ত্য 'ই'কারের লোপ হয়।

৩৬৩। বাঙ্গালা স্বরান্ত ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'ওয়া', ইবা, এবং 'ওন' প্রত্যয় হয় ( ভাববাচ্য প্রত্যয়ান্ত পদ সকল ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য শব্দ ) যথা—

দি+ওয়া=দেওয়া, দি+ইবা=দিবা, দি+ওন=দেওন, এই রূপ, খাওয়া, খাইবা, খাওন, যাওয়া, যাইবা, যাওন ইত্যাদি।

৩৬৪। বাঙ্গালা ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে আ, ইবা, এবং অন প্রত্যয় হয়। যথা—

কর+আ-ইবা-অন=করা-করিবা-করণ, বুঝ+আ=বোঝা বুঝ+ইবা=বুঝিবা, বুঝ+অন=বুঝন, শুন+আ,-ইবা-অন= শোনা, শুনিবা, শুনন ইত্যাদি।

৩৬৫। বাঙ্গালা হলন্ত ও স্বরান্ত উভয় প্রকার ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে “ইয়ে” প্রত্যয় হয়। যথা—

খা+ইয়ে=খাইয়ে, বল+ইয়ে=বলিয়ে কহিয়ে, চলিয়ে ইত্যাদি।

৩৬৬। অতীতকালে কর্ম্মবাচ্যে বাঙ্গালা হলন্ত ও স্বরান্ত ধাতুর উত্তর‘আ’আর“ওয়া”প্রত্যয় হয়। যথা—

দেখ+আ=দেখা যাহা দেখা হইয়াছে, শুন+আ=শোনা যাহা শোনা হইয়াছে এইরূপ দেওয়া কাপড়, পরা ধুতি, বলা কথা ইত্যাদি। এই প্রত্যয় অতীত কালের “ত” প্রত্যয়ের অর্থ স্বরূপ।

---

## বাঙ্গালা প্রবর্ত্তন ধাতু ও ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য।

৩৬৭। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করে তাহাকে সেই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা অর্থে যে ধাতু প্রস্তুত হয় তাহাকে প্রবর্ত্তন বা ণিজন্ত ধাতু কহে।

যেমন মূল সংস্কৃত ধাতু হইতে বাঙ্গালা ধাতু হয় সেইরূপ সংস্কৃত ণিজন্ত ধাতু হইতে বাঙ্গালা প্রবর্ত্তন ধাতু হয়। আবার যেমন সংস্কৃত ধাতুর উত্তর প্রবর্ত্তন বা প্রেরণার্থে ণিচ প্রত্যয় করিয়া সংস্কৃত ণিজন্ত ধাতু হয় সেই মত বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর প্রবর্ত্তনার্থে প্রত্যয় বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা ণিজন্ত বা প্রবর্ত্তনার্থ ধাতু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৩৬৮। প্রবর্ত্তনার্থে বাঙ্গালা ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তর ‘আ’আর স্বরান্ত ধাতুর উত্তর‘ওয়া’প্রত্যয় হয়। যথা—

দেখ+আ=দেখা খা+ওয়া=খাওয়া বাঙ্গালা প্রবর্ত্তন ধাতু

হইল। ফলতঃ বাঙ্গালা আ, এবং ওয়া প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যই বাঙ্গালা প্রবর্ত্তন ধাতুর রূপ ধারণ করে। যথা করা, শোনা, দেখা, বলা, খাওয়া, লওয়া প্রভৃতি।

**৩৬৯। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তর প্রবর্ত্তনার্থে 'আ' প্রত্যয় করিলে কোন কোন ধাতুর উপান্ত্য অকারের বৃদ্ধি হয় এবং কখন কখন কোন কোন ধাতুর বৃদ্ধি হইলে 'আ' প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা—**

বাঃ ধাতু চল প্রবর্ত্তনার্থে চলা বা চাল, বা চালা ধাতু হইল এইরূপ পড় ধাতু প্রবর্ত্তনে পাড়, পড়া বা পাড়া ধাতু হয়। ক্রিয়া করিলে চলাইতেছে, চালিতেছে, বা চালাইতেছে তিনটী ক্রিয়া হয়।

**৩৭০। বাঙ্গালা প্রবর্ত্তন ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে 'ন' ও 'ইবা' প্রত্যয় হয় ও এই প্রত্যয়ান্ত শব্দ বাঙ্গলা ণিজন্ত ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য পদ। যথা—**

ণিজন্ত ধাতু করা, দেখা, খাওয়া, বলা, শুনা, শোওয়া, নওয়া প্রভৃতি; 'ন' প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য পদ করান, শেখান, খাওয়ান, বলান, দেওয়ান, শোয়ান নওয়ান, বা করাইবা, বলাইবা, শোয়াইবা প্রভৃতি।

**৩৭১। অতীতকালে কর্ম্মবাচ্যেও বাঙ্গালা ণিজন্ত ধাতুর উত্তর 'ন' প্রত্যয় হয়। যথা—**

দেখান কাপড়, বলান কথা, শিখান কথা ইত্যাদি।

## বাঙ্গালা সনন্ত ধাতু।

**৩৭২। সংস্কৃত সনন্ত ধাতুই বাঙ্গালা সনন্ত ধাতু হয়। যথা—**

জ্ঞা+সন্=জিজ্ঞাস্ মান্+সন্=মীমাংস পা+সন্=পিপাস ইহারাই বাঙ্গালা সনন্ত ধাতু হয়।

## বাঙ্গালা যঙন্ত ধাতু।

৩৭৩। যেমন সংস্কৃত ধাতুর পুনঃ পুনঃ বা অতিশয় অর্থে 'যঙ্' প্রত্যয় করিয়া সংস্কৃত যঙন্ত ধাতু হয় সেইরূপ বাঙ্গালা ধাতুও পুনঃপুনঃ বা অতিশয় অর্থে বাঙ্গালা যঙন্ত বা যঙন্তার্থ ধাতু হইয়া থাকে; বাঙ্গলা যঙন্তধাতু দুইপ্রকারে প্রস্তুত হয়, এক প্রকার সংস্কৃত যঙন্ত ধাতু পরিবর্ত্তিত হইয়া; অন্য প্রকার বাঙ্গালা ধাতু যঙন্তার্থে প্রস্তুত। যথা—

সংস্কৃত যঙন্ত ধাতু রোরূয় ও দেদীয়, ইহাদের পরিবর্ত্তনে রোয়ারু দেওয়াদি ইত্যাদি আর বাঙ্গালা ধাতু 'বল'। যঙন্তার্থে "বলাবল" ধাতু হইল।

৩৭৪। বঙ্গ ভাষায় ক্রিয়ার আতিশয্য বা পৌনঃপুন্যার্থে ধাতুর দ্বিত্ব হয়। দ্বিত্ব হইলে স্বরান্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগ ওয়া, এবং ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর পূর্ব্ব ভাগ 'আ' যুক্ত হয় কখন কখন ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগ 'আ' যুক্ত হয় না। যথা—

বাঃ ধাতু চল, দি, খা, মার্, দেখ, ইত্যাদি যঙন্তার্থে চলাচল, দেওয়াদি, খাওয়া খা, মারামার বা মারমার, দেখাদেখ ইত্যাদি যঙন্ত ধাতু আর "কাঁদ" ধাতু যঙন্ত করিলে"কাঁন্না কাদ" ধাতু হয়।

৩৭৫। এই সকল বাঙ্গালা যঙন্ত ধাতুর উত্তর

ভাববাচ্যে 'ই' প্রত্যয় হয়। ই প্রত্যয় পরে স্বরান্ত যঙন্ত ধাতুর উত্তর একটী 'য়' আগম হয়। যথা—

খাওয়াখা+ই=খাওয়াখায়ি এইরূপ দেওয়াদেয়ি, বলাবলি, দেখাদেখি ইত্যাদি। ইহারাই বাঙ্গালা যঙন্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।

৩৭৬। ব্যক্তা বা লেখকেরা এই প্রকার যঙন্ত ধাতুর ক্রিয়া গুলির আতিশয্যার্থ স্পষ্টতঃ জানাইবারজন্য কি, এমন, খুব, আচ্ছা, মিথ্যা, যে, প্রভৃতি কতকগুলি শব্দকে ক্রিয়া বিশেষণীয় অব্যয় রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা—

কি খাওয়া খাইয়াছে, যে মার মারিয়াছে, কি চলাচলিতেছে খুব বলাবলিয়াছে ইত্যাদি। এই গুলিই বাঙ্গলা আতিশয্যার্থক যঙন্ত ক্রিয়া তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৩৭৭। কখন উক্ত ক্রিয়ার বিশেষ আতিশয্য প্রদর্শনের জন্য উক্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগের উত্তর নিশ্চয়ার্থ 'ই' প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—

কি দেখাই দেখিয়াছে, আচ্ছা দেওয়াইদিয়াছে ইত্যাদি।

৩৭৮ 'ই' প্রত্যয়ান্ত যঙন্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সহিত বাঃ "কর" ধাতুর যোগে যখন যৌগিক যঙন্ত ক্রিয়া হয় তখন পূর্ব্বোক্ত আতিশয্য প্রকাশক ক্রিয়া বিশেষণীয় অব্যয় ও নিশ্চয়ার্থ 'ই' প্রয়োগ করিতে হয় না। কেননা তত্র ক্রিয়ার অবয়বেই আতিশয্য প্রকাশ করে। যথা—

দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে, মারামারি করিতেছে ইত্যাদি।

৩৭৯। এই যৌগিক ক্রিয়ার নিমিত্ত বাঙ্গালা কাঁদ এবং কাট ধাতুর যণ্ডন্তার্থে ভাববাচ্যে 'ই' প্রত্যয় করিলে কান্নাকাটি বা কাঁদাকাটি এবং কাটাকটি বা কাটাকাটি পদ হয়। যথা—

কান্নাকাটি করিতেছে, বা কাঁদাকাটি করিতেছে এবং কাটা-কটি করিতেছে বা কাটাকাটি করিতেছে। ইত্যাদি প্রকা-রের ক্রিয়াগুলি স্থলে কোন কোন বৈয়াকরণেরা বলেন যে কি খাওয়া খাইতেছে, কি বলাবলিয়াছে" ইত্যাদি ক্রিয়াগুলির পূর্ব্বভাগ খাওয়া, চলা, প্রভৃতি, খাইতেছে, চলিয়াছে, প্রভৃতি পরভাগের কর্ম্ম পদ। কিন্তু চলিয়াছে অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মপদ অসম্ভব।

আবার দৌড়াদৌড়িকরিতেছে হাঁটাহাটিকরিতেছে,ইত্যাদি যৌগিক যণ্ডন্ত ক্রিয়াগুলির বেলায় (১) ব্যতীহার বলিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাও অসঙ্গত। যদিও তাঁহাদের মতে কোন কোন বাঙ্গলা সকর্ম্মক ধাতুকে যণ্ডন্ত করিয়া ক্রিয়া

---

দৌড়াদৌড়ি কাঁদাকাটি, প্রভৃতি বাঙ্গলা যণ্ডন্ত ধাতুর বিশেষ্য গুলিকে কেহ কেহ ব্যতীহার করিয়াছেন কিন্তু তাহা অসঙ্গত, কেননা "ছেলেটী দৌড়াদৌড়ি করিতেছে" এ বাক্যে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে ক্রিয়ার কর্ত্তা ছেলেটী, একজন বই নহে। সুতরাং এমত সকল স্থলে দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি পদ গুলিকে ব্যতীহার না বলিয়া পৌনঃপুন্য বা অতিশয়ার্থের ক্রিয়া বাচক বিশেষ্যপদ বলাই সঙ্গত। কাঁদাকাটি করিতেছে লাফালাফি করিতেছে প্রভৃতির ব্যতীহারত্ব নাই ঐ সকল ক্রিয়াতে আতিশয্য বা পৌনঃপুন্য প্রকাশ করিয়া থাকে।

করিলে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যতীহার অর্থ বুঝাইতে পারে বটে; কিন্তু তাহাও সকল সকর্ম্মক ধাতুর ক্রিয়ার বেলায় নহে। যে যে সকর্ম্মক ধাতুর ণ্যন্ত ক্রিয়া করিলে তাঁহাদের মতে ব্যতী-হার অর্থ করে, সেগুলির যে ব্যতীহার ভিন্ন অর্থ হয় না এমত নহে; যথা "মারামারি করিতেছে" এই বাক্যে কর্ত্তা যে, সে "মারা" কার্য্য পুনঃ পুনঃ করিতেছে ইহারই প্রতীতি হয়। আর পরীক্ষার স্থলে বলিয়া থাকে—"অমুক ছাত্র দেখাদেখি করি-য়াছে" ইহাতেও প্রতীতি হইতেছে যে, অমুক ছাত্র 'দেখা' কার্য্যটী অতিশয় করিয়াছে নতুবা ইহাদ্বারা এমত প্রতীতি হইতেছে না যে, অমুক ছাত্র অন্যকে দেখাইয়াছে ও অন্য ছাত্র তাহাকে দেখাইয়াছে" কেননা এমত অর্থ করিতে হইলে "দেখা" ক্রিয়াকে ণিজন্ত না করিলে কোন মতেই তাহা বোধ হয় না। আবার যদি এরূপ বাক্য হয় যে, "রাম ও গোপাল বলাবলিকরিতেছে" ইহা বলিলে উভয়েই যে পুনঃ পুনঃ বলিতেছে, এরূপ অর্থই সহজে বোধ হয়।

"দেওয়া দেয়ি করিতেছে" বলিলে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যতী-হার অর্থ আইসে বটে। কিন্তু তাহা অসঙ্গত কারণ—যখন "বেশ দেওয়া দিয়াছে" বলিলে অতিশয় অর্থ করে, তখন উহা যৌগিক ক্রিয়া করিলে অন্যার্থ করা উচিত নহে। নিম্নে কতকগুলি যৌগিক ণ্যন্ত ক্রিয়া প্রদত্ত হইল। যথা—

| | |
|---|---|
| দৌড়াদৌড়ি করিতেছে | অকর্ম্মক |
| দাপাদাপি " " | " |
| লাফালাফি " " | " |
| মাতামাতি " " | " |
| গালাগালি দিতেছে বা করিতেছে | সকর্ম্মক |

| | | |
|---|---|---|
| কাঁদাকাটি | করিতেছে | অকর্ম্মক |
| রোয়ারোয়ি | ” ” | ” |
| কাটাকাটি | ” ” | সকর্ম্মক |
| মারামারি | ” ” | ” |
| দেখাদেখি | ” ” | ” |
| দেওয়াদেয়ি | ” ” | ” |
| বলাবলি | ” ” | ” |

ইত্যাদি। এই ক্রিয়া গুলির মধ্যে কেবল দেওয়া দেয়ি করিতেছে বলিলে কিয়ৎপরিমাণে ব্যতীহার অর্থ আইসে মাত্র।

৩৮০। বাঙ্গালা শাব্দিক বা নামধাতু—যেমন সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দের উত্তর আচরণাদি অর্থে ‘য’ প্রত্যয় করিয়া সংস্কৃত নাম ধাতু প্রস্তুত হয়, সেই মত সেই সংস্কৃত নাম ধাতুকে পরিবর্ত্তিত করিয়া বাঙ্গালা নাম বা শাব্দিক ধাতু প্রস্তুত করিতে হয়। যথা—

| সংস্কৃত নাম ধাতু | বাঃ নাম ধাতু | কোন অর্থে |
|---|---|---|
| ফেনায় | ফেনা | ফেনের উদ্গমার্থে |
| ধূমায় | ধূমা বা ধোয়া | ধূম ” ” ” |
| শুষ্কায় | শুকা | শুষ্কপদার্থের আচরণ |
| তরঙ্গায় | তরঙ্গ বা তরঙ্গ, | তরঙ্গ উত্থান |
| সুখায় | সুখা বা সুখ | সুখ অনুভব করা |
| রোমন্থায় | রোমন্থা, রোমন্থ, | রোমন্থ করা ইত্যাদি |

সংস্কৃত নাম ধাতুর শেষস্থ প্রত্যয়ের ‘য’ টী পরিত্যাগ করিলেই বাঙ্গালা নাম বা শাব্দিক ধাতু প্রস্তুত হইল।

কতকগুলি অপভ্রষ্ট শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থে ‘আ’ প্রত্যয় করিয়াও বাঙ্গলা শাব্দিক ধাতু প্রস্তুত হয়। যথা

| মূলশব্দ | অপভ্রষ্ট শব্দ | নামধাতু | যে অর্থে |
| --- | --- | --- | --- |
| সর্প | সাপ | সাপা | সর্পাহতের আচরণ |
| যষ্টি | { লাঠি | লাঠা | যষ্টি প্রহার |
| | { ঠেঙ্গা | ঠেঙ্গা | করা |
| হস্ত | হাত | হাতা | হস্তগত করা |
| বেত্র | বেত | বেতা, | বেত্র দ্বারা মারা |

৩৮১। নাম ধাতুর ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য—বাঙ্গালা শাব্দিক ধাতু মাত্রেই আকারান্ত; এই আকারান্ত নাম ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে 'ন' প্রত্যয় হয়; 'ন' প্রত্যয়ান্ত পদই নাম ধাতুর ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য শব্দ। যথা ফেনা, ধোঁয়া, ঠেঙ্গা, সাপা, শুকা, প্রভৃতির উত্তর 'ন' প্রত্যয় করিলে ফেনান, ধোঁয়ান, টেঙ্গান, সাপান, শুকান ইত্যাদি বিশেষ্যপদ হয়। নামধাতুর ও ণিজন্ত ধাতুর ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ একই প্রকার, কেবল শব্দ ও ধাতু এই মাত্র প্রভেদ। পরন্তু মূল ধাতুকে ণিজন্ত, সনন্ত ও যঙন্ত ধাতু এবং মূল শব্দকে নাম ধাতু করিবার প্রণালী কৃদন্তের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এখানে কেবল ক্রিয়াদি বোধের জন্য বাঙ্গালা ণিজন্ত সনন্ত, যঙন্ত ও নাম ধাতুর বিবরণ করা হইল মাত্র।

উল্লিখিত বাঙ্গালা মূলধাতু, প্রবর্ত্তনধাতুসনন্তধাতু, যঙন্ত ধাতু ও নাম ধাতুতে আখ্যাত বিভক্তির যোগে ঐ সকল প্রকারের বাঙ্গালা ক্রিয়া হয়।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

৩৮২। আখ্যাত বিভক্তি ও ক্রিয়া—যাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ধাতু সকল ভিন্নভিন্ন কাল ও ভিন্নভিন্ন পুরুষের

ভজনা করিয়া ক্রিয়াপদরূপ ধারণ করে তাহাকে আখ্যাত বিভক্তি কহে।

৩৮৩। কাল—ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অবান্তর ভেদে নয়টী, এবং পুরুষ তিনটী সুতরাং এক একটী কালের ক্রিয়ায়, তিনটী করিয়া পুরুষ থাকাতে বিভক্তি সাতাইশটী হইয়াছে আর একটী কালে শুদ্ধ দ্বিতীয় পুরুষের একটী ক্রিয়া হয়। তাহার বিভক্তি একটী তাহা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ ১০টী কাল ও ২৮ টী বিভক্তি হইল। পূর্ব্বোক্ত নয়টী কালের প্রত্যেকের তিনটি তিনটী বিভক্তি লইয়া এক একটী নাম হইয়াছে। যথা—

| কাল | বিভক্তি | ১ম পুরুষ | ২য় পুরুষ | ৩য় পুরুষ |
|---|---|---|---|---|
| বিশুদ্ধ বর্ত্তমান | কী | ইতেছি | ইতেছ | ইতেছে |
| বিধি বর্ত্তমান | খী (১) | ই | 'অ,' 'ও' | 'এ' 'য়' |
| অনুমত বর্ত্তমান | গী (১) | ই | 'অ' 'ও' | উক |
| অতীত— | | | | |
| অধুনাতন | ঘী (১) | ইলাম | 'ইলে' | 'ইল' |
| পূর্ব্বতন | টী | ইয়াছি | ইয়াছ | ইয়াছে |
| হ্যস্তন | ঠী | ইয়াছিলাম | ইয়াছিলে, | ইয়াছিল |
| অসম্পন্ন | ডী | ইতেছিলাম, | ইতেছিলে, | ইতেছিল |
| অতীতবিধি | ঢী (১) | ইতাম | ইতে | ইত |
| বিশুদ্ধ ভবিষ্যৎ | তী (১) | ইব, | ইবে বা ইবা, | ইবে |
| অনুমত " | থী (১) | + | ইও | + |

এই শেষোক্ত থী বিভক্তির প্রথম ও তৃতীয় পুরুষের চিহ্ন নাই।

(১) এই চিহ্নীকৃতগুলি মৌলিক বিভক্তি; অন্যান্য গুলি যৌগিক বিভক্তি। কেননা সংস্কৃত "অস্" ধাতুর বাঙ্গালা "আছ্" ধাতুর বর্ত্তমানে

৩৮৪। এই সমস্ত বিভক্তির মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের সম্ভ্রান্ত ক্রিয়ার বিভক্তির শেষে 'ন' যুক্ত হয়। এবং 'ন' পরে থাকিলে বিভক্তির 'অ' কারের স্থানে 'এ' কার হয়। যথা—

তুমি করিয়াছ সে করিল এই ক্রিয়া দ্বয়ের সম্ভ্রমে আপনি করিয়াছেন, তিনি করিলেন ইত্যাদি।

৩৮৫। আর দ্বিতীয় পুরুষ হেয় হইলে 'এ' কারান্ত বিভক্তির 'এ' কার স্থানে 'ই' হয় এবং অন্য বিভক্তির শেষে "ইস্" যুক্ত হয়। যথা—

তুমি করিলে, করিয়াছ, ও করিতেছ অসম্ভ্রমে তুই করিলি করিয়াছিস্ ও করিতেছিস্ ইত্যাদি।

---

আছি, আছ, ও আছে, এবং অধুনাতন অতীতে আছিলাম, আছিলে, ও আছিল এই ছয়টী ক্রিয়ার পূর্ব্বে, অসমাপিকা ক্রিয়ার নিমিত্ত, যে, "ইতে" ও "ইয়া" প্রত্যয় হয়, তাহা যোগ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। যোগ কালেঐ ক্রিয়া গুলির আদি বর্ণ "আ" পরিত্যাগ করিতে হয়। যথা—ইতে+আছি, আছ, ও আছে=ইতেছি,ইতেছ, ও ইতেছে, আর ইতে+আছিলাম, আছিলে ও আছিল=ইতেছিলাম, ইতেছিলে, ও ইতেছিল, এবং ইয়া+আছি, আছ, আছে=ইয়াছি, ইয়াছ, ইয়াছে; আর ইয়া+আছিলাম, আছিলে,ও আছিল =ইয়াছিলাম ইয়াছিলে ও ইয়াছিল এই ছয় ছয় বারটী বিভক্তি হইয়াছে। "ইতে" প্রত্যয় কার্য্যার্থে হয় তাহাতে "আছ" ধাতুর যোগে যে বিভক্তি হইয়াছে সেগুলি বর্ত্তমান বোধক এবং 'ইয়া' প্রত্যয় অনন্তরার্থে হয় তাহাতে "আছ" ধাতুর যোগে যে বিভক্তি হইয়াছে সেগুলি সম্পূর্ণ অতীত জ্ঞাপক বিভক্তি হইয়াছে। যথা খাইতে অর্থাৎ খাওয়া কার্য্যে আছি=খাইতেছি, খাইতে+আছিল=খাইতেছিল আর খাইয়া অর্থাৎ খাওয়া অনন্তর আছি= খাইয়াছি খাইয়া+আছিলাম=খাইয়াছিলাম এরূপ বলিতেছি, বলিতেছিলাম, বলিয়াছি, বলিয়াছিলাম ইত্যাদি।

৩৮৬। দ্বিতীয় ও তৃতীয়পুরুষের নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানে বিভক্তির 'অ' আর 'এ' হসন্ত ধাতুর উত্তর এবং 'ও' আর 'য়' স্বরান্ত ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—

কর্ ও দেখ্ ধাতু, দ্বিঃ, পুঃ, তুমি কর ও দেখ এবং তৃঃ, পুঃ সে করে ও দেখে আর স্বরান্ত ধাতু খা ও শু, দ্বিঃ, পুঃ, তুমি খাও শোও এবং তৃঃ, পুঃ, সে খায় ও শোয় ইত্যাদি।

৩৮৭। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ সম্ভ্রান্ত হইলে অনুমতবর্ত্তমানে উভয় প্রকার ধাতুর উত্তর 'উন' বিভক্তির যোগ হয়। যথা—

আপনি ও তিনি করুন, দেখুন, বলুন, যাউন, খাউন, দিউন ইত্যাদি। বিধিবর্ত্তমান ও অনুমত বর্ত্তমানে স্বরান্ত ধাতুর উত্তর কখন কখন কেবল 'ন' হয়। যথা আপনি বা তিনি যান, খান, দিন ইত্যাদি।

৩৮৮। অনুমতবর্ত্তমানে দ্বিতীয় পুরুষ হেয় হইলে ধাতুর উত্তর কোন বিভক্তির যোগ হয় না এবং ধাতুর ইকার ও উকারের গুণ হয়। যথা—

তুই কর্, দেখ্, চল্, খা, যা, শো, শোন্, বোঝ্, দে ইত্যাদি।

৩৮৯। প্রাগুক্ত বিভক্তি সকল, হসন্ত ধাতুর শেষ বর্ণে যুক্ত হইয়া এবং স্বরান্ত ধাতুতে সন্ধিকার্য্য না হইয়া অসংলগ্ন ভাবে মিলিত হইয়া ক্রিয়া হয়। যথা—

হসন্ত ধাতু কর্, দেখ, শুন্, চল, ইত্যাদি, বিভক্তি যোগে করিতেছে, দেখিল, শুনিয়াছে, চলিবে আর স্বরান্ত ধাতু খা,

খা, দি, শু ইত্যাদি, বিভক্তিযোগে খাইতেছে, খাইল, দিয়াছে শুইবে ইত্যাদি রূপ ক্রিয়া হইয়াছে।

৩৯০। হ্রস্ব ইকারান্ত ধাতুর উত্তর বিভক্তির 'ই'কারের এবং হ্রস্ব উকারান্ত ধাতুর উত্তর বিভক্তির 'উ'কারের লোপ হয়। যথা—

দি+ইতেছে=দিতেছে, নি+ইল=নিল, শু+উক=শুক ধু+উক=ধুক ইত্যাদি। এবং নিত্যপ্রবৃত্ত ও অনুমত বর্ত্তমানে ইকারান্ত ধাতুর কখন কখন গুণ হয়, বিভক্তির 'ই' কারের লোপ হয় না। যথা দি+ই =দেই বা দি, নি+ই=নেই বা নি ইত্যাদি।

৩৯১। বিভক্তির অ, ও, এ, য়, এই চারিবর্ণ পরেতে ধাতুর ইকার ও উকারের গুণ হয়। যথা—

বুঝ+অ=বোঝ, শু+য়=শোয়, শুন্+এ=শোনে দি+য় =দেয়, শু+ও=শোও ইত্যাদি।

৩৯২। ক্রিয়া—পূর্ব্ব কথিত মূলপ্রবর্ত্তনাদি ধাতু সকলের কার্য্য বা ব্যাপার সমাধানের পরিচায়ক পদকে ক্রিয়াপদ কহে। যথা কহিলাম, গিয়াছে, রাখিবে, দেখাইতেছে জিজ্ঞাসিল, মার মারিয়াছে, ফেনাইতেছে ইত্যাদি।

ক্রিয়ার জাতি, ভাব, কাল, প্রকৃতি, পুরুষ ও বাচ্য আছে। ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে।

৩৯৩। জাতি—ধাতু সকল মূল প্রবর্ত্তন বা ণিজন্ত, সনন্ত, যঙন্ত ও শাব্দিক ভেদে পাঁচ প্রকার হওয়াতে বাঙ্গালা ভাষার ক্রিয়াও পাঁচ জাতীয়। যথা মৌলিকক্রিয়া, প্রবর্ত্তনক্রিয়া, সনন্তক্রিয়া, যঙন্তক্রিয়া ও শাব্দিকক্রিয়া।

৩৯৪। এই পঞ্চবিধ ক্রিয়ার মধ্যে শাব্দিক ক্রিয়া ব্যতীত অপর চারি প্রকার ক্রিয়ার প্রত্যেকেই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—প্রকৃত ও যৌগিক।

মৌলিক ক্রিয়া—বাঙ্গালা মূলধাতুতে বিভক্তি যোগ করিয়া যে ক্রিয়া হয় তাহাকে মৌলিকক্রিয়া কহে। এই মৌলিক ক্রিয়া প্রকৃত ও যৌগিক ভেদে দুই প্রকার।

৩৯৫। প্রকৃতমৌলিকক্রিয়া—বাঙ্গলা ধাতু ও বিভক্তির যোগে যে ক্রিয়া হয় তাহা প্রকৃতমৌলিকক্রিয়া, যথা মূল ধাতু দেখ, ইহাতে 'ইতেছে' বিভক্তি যোগ করিয়া "দেখিতেছে" ক্রিয়া হইল, এইমত, যাইতেছে, করিলাম, হইয়াছে, শুনিয়াছিল ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি মৌলিকক্রিয়া। আর 'অন' ভিন্ন অন্য প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, যাহার সহিত 'কর' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়া হয়, সেই বিশেষ্যে বিভক্তি যোগ করিয়াও মৌলিক ক্রিয়া হয়। যথা প্রবেশ করিল-প্রবেশিল, বধ করিবে=বধিবে, দর্শন করিল-দর্শিল, এই রূপ বর্ষিল, রোধিবে কুপিবে ইত্যাদি ইহারাও মৌলিকক্রিয়া।

৩৯৬। মূল যৌগিক ক্রিয়া—সংস্কৃত মূলধাতুর ভাব বাচ্য প্রত্যয় সিদ্ধ ক্রিয়া বাচক বিশেষ্যের সহিত বাঙ্গালা 'কর' ধাতুর যোগে যে যৌগিক ধাতু হয়, তাহাতে বিভক্তি যোগ করিয়া যে ক্রিয়া হয়, তাহাকে মূলযৌগিকক্রিয়া কহে। যথা মূল ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ভোজন, শয়ন, অবস্থান, রাগ, ক্রোধ, বৃদ্ধি ইত্যাদির সহিত 'কর' ধাতুর যোগে ভোজনকর্ শয়নকর্, অবস্থানকর্, রাগকর্, ক্রোধকর্, বৃদ্ধিকর ইত্যাদি ধাতুতে বিভক্তি যোগ করিয়া ভোজন করিতেছে, শয়ন করিল,

অবস্থান করিবে, রাগ করিত, ক্রোধ করিয়াছে, বৃদ্ধি করিয়াছে ইত্যাদি মূলযৌগিক ক্রিয়া হইল (১)

৩৯৭। সহযোগী ধাতু ও ক্রিয়া—যৌগিকক্রিয়া মাত্রেরই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদকে 'সহযোগী' পদ আর যে ধাতুর যোগে ক্রিয়া হয় তাহাকে সহযোগী ধাতু বলে। যেমন গমন করে, শিক্ষা দেয় ইহাদের সহযোগী পদ গমন ও শিক্ষা আর সহযোগী ধাতু "কর্ ও দি।" এই সহযোগী ধাতুর ক্রিয়াকে সহযোগী ক্রিয়া কহে।

কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগে সহযোগী ধাতু পা, কর্ ও দি; আর কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগে সহযোগী ধাতু 'হ' 'যা' 'গ' ও 'পড়'। কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগে "ইতে" যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত 'পা' ধাতুর যৌগিক ক্রিয়া হয়। যথা—দেখিতে পাইয়াছে যাইতে পাইল ইত্যাদি।

৩৯৮। যৌগিক ক্রিয়ার ক্রিয়া বাচকবিশেষ্য পদটীই তাহার বিশেষ্য ভাব। যথা—ভোজন করিতেছে, শয়ন করিবে, গমনকরিল ইত্যাদির বিশেষ্য ভাব—ভোজন, শয়ন, গমন প্রভৃতি। আর কখনও ভোজন করা, শয়ন করা, গমন করা, প্রভৃতিও বিশেষ্যভাব হইয়া থাকে।

## প্রবর্ত্তন ক্রিয়াও প্রকৃত ও যৌগিক দ্বিবিধ।

৩৯৯। প্রকৃত প্রবর্ত্তন ক্রিয়া—বাঙ্গালা প্রবর্ত্তন ধাতুর সহিত বিভক্তি যুক্ত হইয়া যে ক্রিয়া হয় তাহা প্রকৃত প্রবর্ত্তন বা ণিজন্ত ক্রিয়া। যথা, করা জানা, দেখা, শোওয়া, দেওয়া, লেখা

---

(১) বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের (রাঢ়ের) লোকে বাঙ্গলা ক্রিয়াবাচকবিশেষ্যসহিত কর ধাতুর যোগেও ক্রিয়া ব্যবহার করে। যথা খাওয়া করিতেছে, দেওয়া করিল, লওয়া করিয়াছে ইত্যাদি।

ইত্যাদি প্রবর্ত্তন ধাতুতে বিভক্তি যোগ করিয়া করাইল,জানাই-তেছে, দেখাইবে, শোওয়াইল, দেওয়াইতেছি লেখাইলাম প্রভৃতি প্রকৃত প্রবর্ত্তন ক্রিয়া।

৪০০। যৌগিক প্রবর্ত্তন ক্রিয়া—সংস্কৃত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য সহিত "করা" এই বাঙ্গালা প্রবর্ত্তন ধাতুর যোগে যে ক্রিয়া হয় তাহাকে অথবা সংস্কৃত ণিজন্ত ধাতুর ক্রিয়া বাচক বিশেষ্যের সহিত 'কর্' ধাতুর যোগে যে ক্রিয়া হয় তাহাকে যৌগিকপ্রবর্ত্তন ক্রিয়া কহে। যথা প্রথম প্রকার—ভোজন করাইতেছে, শয়ন করাইল, দর্শন করাইবে ইত্যাদি, দ্বিতীয় প্রকার—জ্ঞাপন করিতেছে, স্থাপন করিল, অধ্যাপনা করিতেছে ইত্যাদি। ক্রিয়া বাচক বিশেষ্যের সহিত বাঙ্গালা 'দি' ধাতুর যোগে ও ণিজন্ত ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে। যথা শিক্ষক ছাত্রকে বেদ শিখাইতেছে বা শিক্ষা দিতেছে, রাম তাহাকে ভোজন দিয়াছে বা খাওয়াইয়াছে, দর্শন দিতেছে বা দেখাই-তেছে ইত্যাদি।

সনন্ত ক্রিয়াও প্রকৃত ও যৌগিক ভেদে দ্বিবিধ।

৪০১। প্রকৃত সনন্তক্রিয়া—মূল সংস্কৃত সনন্ত ধাতুর সহিত বিভক্তি যোগ করিয়া যে ক্রিয়া হয় তাহাকে প্রকৃত সনন্ত ক্রিয়া কহে। যথা জিজ্ঞাসিতেছি, পিপাসিতেছে (১) ইত্যাদি।

---

(১) পান করিতে ইচ্ছা 'এই অর্থে পিপাস্' ধাতু হইল, ইহাতে বিভক্তি যোগ করিয়া 'পিপাসিতেছে' ক্রিয়া হয়। ইহা চলিত দেখাযায়না; কিন্তু ইহার যৌগিক ক্রিয়া 'পিপাসা করিতেছে' চলিত আছে। যথা আমার বড় পিপাসা করিতেছে। অধুনা ভাষার যেরূপ উন্নতিশীল ভাব দেখা যাই-তেছে তাহাতে উক্ত রূপ জিজ্ঞাস ধাতুর ন্যায় অন্যান্য ধাতুরও সনন্ত ক্রিয়া চলিতে পারে, বোধ হয়।

৪০২। যৌগিক সনন্ত ক্রিয়া—সংস্কৃত সনন্ত ধাতুর ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সহিত বাঙ্গালা 'কর' ধাতুর যোগে যে ক্রিয়া হয়, তাহা যৌগিকসনন্তক্রিয়া। যথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, মীমাংসা করিতেছে, চিকিৎসা করিবে ইত্যাদি।

যঙন্ত ক্রিয়াও দুই প্রকার প্রকৃত ও যৌগিক—

৪০৩। প্রকৃত যঙন্তক্রিয়া—অতিশয় অর্থের বাঙ্গলা যঙন্ত ধাতু চলাচল, বলাবল দেখাদেখ প্রভৃতিতে বিভক্তি যোগ করিয়া যে ক্রিয়া হয় তাহাকে প্রকৃত যঙন্ত ক্রিয়া কহে, যথা দেখা দেখিয়াছে, চলা চলিয়াছে বলা বলিল ইত্যাদি।

৪০৪। যৌগিক যঙন্ত ক্রিয়া—'ই' প্রত্যয়ান্ত দেখা-দেখি মাতামাতি, দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি যঙন্ত ক্রিয়াবাচক বিশে-ষ্যের সহিত বাঃ কর ধাতুর যোগে যে ক্রিয়া হয় তাহাকে যৌ-গিক যঙন্ত ক্রিয়া কহে। যথা দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে, বলাবলি করিতেছে দেখাদেখি করিল ইত্যাদি।

৪০৫। নাম ধাতুর বা শাব্দিক ক্রিয়া—নাম বা শব্দ হইতে যে ক্রিয়া হয় তাহাকে শাব্দিক ক্রিয়া কহে। শাব্দিক ক্রিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে সংস্কৃত নাম ধাতুর পরিবর্ত্তনে যে বাঙ্গালা নাম ধাতু হয় তাহাতে কিম্বা, যে সকল অপভ্রষ্ট বাঙ্গালা নাম ধাতু আছে তাহাতে বিভক্তি যুক্ত হইয়া শাব্দিক ক্রিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা পরিবর্ত্তিত শাব্দিক ক্রিয়া ফেনাইতেছে ধূমাইয়াছে, তরঙ্গাইল ইত্যাদি আর অপভ্রষ্ট শাব্দিক ক্রিয়া ঠেঙ্গা-ইল, সাপাইয়াছে, হাতাইতেছে, বেতাইল ইত্যাদি।

৪০৬। সাধারণ বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দকে হওন ও করণ অর্থে নাম ধাতু করিয়াও বিভক্তি যোগে শাব্দিক ক্রিয়া হইয়া থাকে। যথা ধ্বনি+ইল=ধ্বনিল, নীরব+ইল=নীরবিল+

উত্তর+ইতেছে=উত্তরিতেছে বা উত্তরিছে ইত্যাদি। কিন্তু এরূপ শাব্দিক ক্রিয়া প্রায়ই পদ্যে ব্যবহৃত হয়।

বঙ্গভাষায় মৌলিক, প্রবর্ত্তন, সনন্ত যঙন্ত ও শাব্দিক ভেদে পাঁচ জাতীয় ক্রিয়া প্রচলিত আছে। তাহা অবধারিত হইল।

৪০৭। ক্রিয়ার ভাব—ক্রিয়ার যে শক্তি দ্বারা বাক্যের সমাপ্তি বা অসমাপ্তি প্রকাশ পায় তাহাকে ক্রিয়ার ভাব কহে। ভাব দুই প্রকার; সমাপন ও অসমাপন।

৪০৮। সমাপন ভাব ও সমাপিকা ক্রিয়া—যে ক্রিয়া দ্বারা বক্তার মন্তব্য বিষয়ের আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবপ্রকাশিত হইয়া শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় তাহার ভাবকে সমাপন ভাব কহে এবং উক্ত ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়া কহে। ধাতুতে আখ্যাত বিভক্তির যোগে সমাপিকা ক্রিয়া প্রস্তুত হয়। যথা রাম সেখানে গমন করিয়াছে, তুমি শীঘ্র আইস, আমি কল্য যাইব ইত্যাদি বাক্যের গমন করিয়াছে, আইস, ও যাইব ক্রিয়া সমাপিকা।

৪০৯। অসমাপিকা ক্রিয়া—যে ক্রিয়া প্রয়োগ করিলে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপ প্রকাশ না হইয়া শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না এবং ক্রিয়ান্তরের আবশ্যকতা থাকে তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া কহে ও তাহার ভাবই অসমাপন ভাব। যথা আমি বাটী আসিলে, রাম তথায় যাইয়া এই দুই বাক্যের আসিলে ও যাইয়া পদে শ্রোতার শুশ্রূষা থাকিয়া যাইতেছে বলিয়া এই দুইটী অসমাপিকা ক্রিয়া।

এই অসমাপিকা ক্রিয়া তিন প্রকার;—"ইতে" "ইয়া" ও "ইলে" প্রত্যয়ান্ত।

৪১০। "ইতে" প্রত্যয়—ধাতুর উত্তর নিমিত্তার্থ বা কার্য্যার্থে 'ইতে' প্রত্যয় হয়। যথা—

করার নিমিত্তে অর্থে কর্+ইতে=করিতে দেখিবার নিমিত্তে দেখ+ইতে=দেখিতে,এইরূপ খাইতে,যাইতে,বলিতে ইত্যাদি আর খাওয়া কার্য্যে অর্থে খাইতে, যাওয়া কার্য্যে যাইতে ইত্যাদি। প্রয়োগ—তিনি খাইতে পটু, যাইতে সক্ষম ইত্যাদি।

এই 'ইতে' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া প্রায় ভাব বাচ্য প্রত্যয় সিদ্ধ বিশেষ্য পদের তুল্য।

৪১১। বর্ত্তমানতা অর্থে "ইতে" যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব হয়। যথা—

খাইতে খাইতে চলিল, দেখিতে দেখিতে আসিবে ইত্যাদি।

৪১২। "ইয়া" ও ইলে" প্রত্যয়—ধাতুর উত্তর অনন্তরার্থে "ইয়া" ও "ইলে" প্রত্যয় হয়। অতীত অনন্তর অর্থে 'ইয়া' ও ভবিষ্যৎ অনন্তরার্থে 'ইলে' প্রযুক্ত হয়। যথা—দেখিয়া দেখা কার্য্য সমাধানের পর, আর দেখিলে—দেখা কার্য্য হইলে অর্থ বুঝাইতেছে।

৪১৩। "ইয়া" যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা ও তাহার পরবর্ত্তী সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা এক এবং "ইলে" যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ও তাহার পরবর্ত্তী সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা ভিন্ন। যথা রাম ভোজন করিয়া পাঠ অভ্যাস করিবে ও বাটী যাইয়া আহার করিবে আর তিনি খাইলে আমি যাইব, আমি করিলে তিনি আসিবেন ইত্যাদি। কিন্তু কখন কখন এই এক কর্ত্তৃত্ব ও ভিন্ন কর্ত্তৃত্বের অন্যথা হইয়া থাকে।

৪১৪। অসমাপিকা ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ জন্য কোন রূপভেদ হয় না।

৪১৫। ক্রিয়ার কাল—কার্য্য ঘটনার ব্যাপ্ত সময়কে ক্রিয়ার কাল কহে। ক্রিয়া দশ প্রকার; সুতরাং ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অবান্তর ভেদে ক্রিয়ার কালও দশ ভাগে বিভক্ত। ক্রিয়ার বিভক্তি দ্বারা সেই সেই কালের পরিজ্ঞান হয় এবং ক্রিয়ার নামানুসারে কালেরও নাম করণ হইয়াছে। বর্ত্তমান ক্রিয়াদ্বারা বর্ত্তমান কাল, অতীত ক্রিয়াদ্বারা অতীত কাল ও ভাবী ক্রিয়াদ্বারা ভবিষ্যৎকাল নিরূপিত হইয়া থাকে।

৪১৬। বর্ত্তমানকাল—উপস্থিত কালকে বর্ত্তমান কাল কহে। যথা করিতেছে, করে, করুক এই তিনটী ক্রিয়ানুসারে বর্ত্তমান কাল তিন ভাগে বিভক্ত; নিত্য বা বিশুদ্ধ বর্ত্তমান, বিধিবর্ত্তমান, ও অনুমত বা অনুমত্যর্থ বর্ত্তমান।

৪১৭। বিশুদ্ধ বর্ত্তমান—যে ক্রিয়ার কার্য্য বা ব্যাপার কর্ত্তাতে সংলিপ্ত রহিয়াছে দেখাযায় বা বুঝাযায় তাহাকে বিশুদ্ধ বর্ত্তমান ক্রিয়া ও তাহার কালকে বিশুদ্ধ বর্ত্তমান কাল কহে। ইহা বোধের জন্য ধাতুতে 'কী' বিভক্তি যুক্ত হয় যথা রাম খাইতেছে, আমি খাইতেছি, তুমি করিতেছ ইত্যাদি।

৪১৮। বিধি বর্ত্তমান—যে ক্রিয়ার কার্য্যটী সর্ব্বসাময়িক অর্থাৎ কর্ত্তার সকল সময়ে যে ক্রিয়ার কার্য্য করণ পক্ষে বিধান আছে এমত প্রতীতি হয়, তাহাকে বিহিত বা বিধি বর্ত্তমান-ক্রিয়া ও তাহার কালকে বিধি বর্ত্তমান কাল কহে। ইহাতে ধাতুর উত্তর খী বিভক্তি হয়। যথা আমি খাই তুমি প্রত্যহ পড়, রাম পড়ে না ইত্যাদি। আমি খাই—খাইয়াথাকি অর্থাৎ সকল সময়ে আমার খাওয়া পক্ষে বিধান আছে, এইমত প্রতীতি হইতেছে।

৪১৯। অনুমত বর্ত্তমান—বর্ত্তমানতা সহ কার্য্য

করিতে আদেশ জ্ঞাপক ক্রিয়াকে অনুমত ক্রিয়া ও তাহার কালকে অনুমত বর্ত্তমান কাল কহে। ইহাতে ধাতুতে 'গী' বিভক্তি হয়। যথা আমি করি, তুমি যাও, আপনি শুনুন, সে যাউক ইত্যাদি।

বর্ত্তমান কাল অর্থাৎ উপস্থিত সময়; যে ক্রিয়ায় উপস্থিত সাময়িকতা থাকে তাহাই বর্ত্তমান ক্রিয়া। বিশুদ্ধ বর্ত্তমান করিতেছি, বলিতেছে ইত্যাদি।

বিধি বর্ত্তমান—বিধি—যাহা করণ যোগ্য; করণ যোগ্য ক্রিয়ায় উপস্থিত সময়ের সর্ব্বকালিকতা প্রতীত হইলে বিধি বর্ত্তমান ক্রিয়া হয়, যেমন রোদন কার্য্য বালকের যোগ্য, ঘাস খাওয়া গাভির যোগ্য; তাহাতে বালকে রোদন করে, গাভিতে ঘাস খায় ইত্যাদি স্থলে রোদন করে, খায় এই যোগ্য ক্রিয়ায় উপস্থিত কালের সার্ব্বকালিকতা প্রতীত হইতেছে, এজন্য এইগুলি বিধি বর্ত্তমান ক্রিয়া।

আর যাও, খাও, খাই, যাউক বলুন প্রভৃতি অনুমত ক্রিয়াতেও উপস্থিত সাময়িকতা প্রতীত হইতেছে বলিয়া, এইগুলি অনুমত বর্ত্তমান ক্রিয়া।

উপস্থিত সাময়িকতা না থাকিলে আর পর সাময়িকতা প্রতীত হইলে অনুমত ভবিষ্যৎ ক্রিয়া হয়। যথা দেখিও, যাইও, বলিও ইত্যাদি।

৪২০। অতীতকাল—যে ক্রিয়া দ্বারা তাহার কার্য্য কর্ত্তাতে আর সংলগ্ন নাই, তাহা হইতে বিযুক্ত হইয়াছে বোধ হয় তাহাকে অতীত ক্রিয়া ও তাহাব কালকে অতীত কাল কহে। যথা রাম খাইল, আমি শুনিয়াছি, তুমি বলিয়াছিলে সে যাইতেছিল আমি যাইতাম ইত্যাদি। এই কার্য্য বিচ্ছেদের

নৈকট্য দূরত্বাদি দ্বারা অতীত ক্রিয়া পাঁচ প্রকার; অধুনাতন,—পূর্ব্বতন, হ্যস্তন, অসম্পন্ন ও অতীত বিধি।

৪২১। বর্ত্তমান সামীপ্য অতীত বা অধুনাতন অতীত—যে ক্রিয়াদ্বারা কার্য্যটী অতি অল্পক্ষণ মাত্র কর্ত্তা হইতে বিযুক্ত হইয়াছে বোধ হয় তাহাকে অধুনাতন অতীত ক্রিয়া ও তাহার কালকে অধুনাতন অতীত কাল কহে। এই কালে ধাতুতে ঘী বিভক্তি যোগ হয়। যথা আমি দেখিলাম, তুমি শুনিলে, রাম খাইল ইত্যাদি।

৪২২। পূর্ব্বতন অতীত—যে ক্রিয়ার কার্য্য কর্ত্তা হইতে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ছাড়া হইয়াছে বোধ হয় তাহাকে পূর্ব্বতন অতীত ক্রিয়া ও তাহার কালকে পূর্ব্বতন অতীত কাল বলে। ইহাতে ধাতুতে 'টী' বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা হরি খাইয়াছে, আমি শুনিয়াছি, তুমি দেখিয়াছ ইত্যাদি।

৪২৩। হ্যস্তন অতীত— যে ক্রিয়ার কার্য্যঘটনাটী এত পূর্ব্বে কর্ত্তা হইতে ছাড়া হইয়াছে যে বর্ত্তমানে তাহার আর কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না তাহাকে হ্যস্তন ক্রিয়া ও তাহার কালকে হ্যস্তন অতীত কাল কহে। ইহাতে ধাতুর উত্তর "ঠী" বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা আমি খাইয়াছিলাম, সে তাহা করিয়াছিল, তুমি বলিয়াছিলে ইত্যাদি।

৪২৪। অসম্পন্ন অতীত—যে ক্রিয়ার কার্য্য কর্ত্তাতে সংলগ্ন থাকিয়া অতীত হইয়াছে এমত ভাব ব্যক্ত করে তাহার কালকে অর্থাৎ যে অতীত কালের ক্রিয়ায় কার্য্যের বর্ত্তমানতা প্রতিভাত হয় তাহাকে অসম্পন্ন অতীত কাল কহে। ইহাতে ধাতুতে ডী বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা হরি খাইতেছিল, তুমি বলিতেছিলে, আমি আসিতেছিলাম ইত্যাদি।

৪২৫। অতীতবিধি—অতীতকালে যে ক্রিয়ার কার্য্যটী সর্ব্ব সাময়িক ছিল অর্থাৎ যে ক্রিয়া দ্বারা অতীত কালে সকল সময়েই কর্ত্তার কার্য্য করণের পরিচয় পাওয়াযায় তাহাকে অতীতবিধি ক্রিয়া ও তাহার কালকে বিধ্যতীত কাল কহে। ইহাতে ধাতুর উত্তর 'টী' বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা পূর্ব্বে এখানে মানুষ মারিত, বাল্যকালে বিদ্যালয়ে যাইতাম তখন কেমন সকল পড়াই অভ্যাস হইত ইত্যাদি।

অতীত কালের বিষয় বিবেচনা করিলে প্রথমে অধুনাতন অতীত; তৎপরে পূর্ব্বতন অতীত, তৎপশ্চাতে হ্যস্তন অতীত লক্ষিত হয়, যথা গোপাল এখনই আসিল, (অধুনাতন অতীত) এই কতক্ষণ আসিয়াছে (পূর্ব্বতন) আসিয়া ফিরিয়া যাইলে অর্থাৎ আসার চিহ্ন না থাকিলে বলিতে হয়, এখনই আসিয়াছিল (হ্যস্তন)। আসিয়াছিল, এই ক্রিয়াকে হ্যস্তন অতীত ক্রিয়া বলিবার কারণ এই যে, হ্যস্তন—গতকল্য কালীন—গতকল্য দিনের সহিত বর্ত্তমানের বা বর্ত্তমানদিনের কোন সংস্রব নাই; কেননা কল্যকার কার্য্য সকল কল্যকার জন্যই হইয়াছিল কল্যকার কার্য্যে অদ্যকার প্রয়োজন সম্পন্ন হইবে না। এজন্য গত দিনের কৃতকার্য্যসকল এরূপে কথিত হয় যে, বর্ত্তমানে তাহার আর কোন লক্ষণ যেন অনুভূত বা প্রকাশিত না হয়, যথা কল্য-স্নানকরিয়াছিলাম, ভাত খাইয়াছিলাম, স্কুলে গিয়াছিলাম, ইত্যাদি। এই সকল ক্রিয়ার কার্য্যঘটনারসহিত বর্ত্তমানের কোন সংস্রব বা বর্ত্তমানে তাহার কোন চিহ্নও লক্ষিত হইতেছে না, অদ্য আবার ঐ সকল দৈনিক কার্য্যের প্রয়োজন হইতেছে। এ জন্য উক্ত প্রকার ক্রিয়ার "হ্যস্তন অতীত" নামকরণ হইয়াছে।

আর পূর্ব্বতন অতীত ক্রিয়ার কার্য্য ঘটনার সহ বর্ত্তমানের সংস্রব থাকে বা বর্ত্তমানে তাহার চিহ্ন প্রতীত হয়। যথা প্রাতে স্নান করিয়াছি, পড়া করিয়াছি ইত্যাদি। ইহা পূর্ব্বে হইয়াছে অথচ এখন আর ঐ সকলের প্রয়োজন নাই, অদ্য বা এ সময় গত হইলে ঐ সকল ক্রিয়ার ফল গত হইবে। অতএব ক্রিয়ার কার্য্য যতকাল পূর্ব্বে কেন ঘটুক না বর্ত্তমানে তাহার কর্ত্তা বা কার্য্যের কোন কিছু চিহ্ন থাকিলে পূর্ব্বতন অতীত ক্রিয়ার ব্যবহার করিতে হইবে আর কর্ত্তা, বা কার্য্যের একটীর কোন চিহ্ন না থাকিলে গত কল্যকার কার্য্যের ন্যায় হ্যস্তন অতীতের ব্যবহার হইবে। যথা এই বাটীটী ১৭৪০ সালে প্রস্তুত হইয়াছে, এখানে পূর্ব্বতন অতীত হইল,কেন না বাটী বর্ত্তমান; কোন মৃত ব্যক্তি উহা করিলে বলিবে, অমুক এই বাটী প্রস্তুত করিয়াছিল, বা অমুকের সময় হইয়াছিল, এখানে হ্যস্তন অতীত হইল, কেননা কর্ত্তা বা সময় নাই, আবার জীবিত ব্যক্তি করিলে, ও বাটীটী ভগ্ন হইলে বলিবে, আমি এই বাটী করিয়াছিলাম ইত্যাদি।

অসম্পন্ন অতীত ক্রিয়া—উক্ত তিন প্রকার অতীত ক্রিয়ার পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়। যথা

আমি আসিতেছিলাম এমন সময়ে দেখিলাম।

„ বা আসিতেছি ,, „ দেখিয়াছি

,, „ „ ,, ,, দেখিয়াছিলাম

এখানে দেখা যাইতেছে যে, এই ক্রিয়ার কার্য্যটী বর্ত্তমান থাকিয়াও উক্ত তিন অতীতের পশ্চাৎবর্ত্তিত্ব প্রযুক্ত বর্ত্তমান বা অসম্পন্নভাবে অতীত হইয়া গিয়াছে, এ জন্য ইহাকে অসম্পন্ন

অতীত ক্রিয়া বলে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহাকেই অতীত সামীপ্য বর্ত্তমান বলা যাইতে পারে।

আর অতীত বিধি ক্রিয়া—যে ক্রিয়ায় কালাত্যয়ে বিধি বর্ত্তমান ক্রিয়ার বিধিত্ব বর্ত্তমানে নষ্ট হইয়াছে প্রতীত হয়। যথা পূর্ব্বে এখানে মানুষ মারিত, বন্যা আসিত অর্থাৎ এখন আর মারে না, বন্যা আসে না ইত্যাদি। এ জন্য ইহাকে অতীত বিধি ক্রিয়া কহে। এবং এই ক্রিয়া কখন কখন ইহার অধুনাতন বা ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার সিদ্ধতা নষ্ট হইয়াছে প্রকাশ করিয়া থাকে। যথা আমি তাহা দেখিতাম, বা করিতাম, এখানে দেখিতাম, অর্থ দেখিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা দেখিলাম না বা দেখিব না ইত্যাদি।

৪২৬। ভবিষ্যৎ কাল—যে ক্রিয়া দ্বারা কর্ত্তার সহিত তাহার কার্য্যের এখনও সংযোগ ঘটে নাই এমত প্রতীতি হয় তাহাকে ভবিষ্যৎ ক্রিয়া ও তাহার কালকে ভবিষ্যৎ কাল কহে যথা রাম যাইবে, আমি বলিব, তুমি করিও ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ দ্বিবিধ; বিশুদ্ধ ভবিষ্যৎ ও অনুমত ভবিষ্যৎ।

৪২৭। বিশুদ্ধ ভবিষ্যৎ—যে ক্রিয়ার কার্য্য বর্ত্তমান সময়েব অতীতে সম্পন্ন হইবে এমত বোধ হয় তাহার কালকে বিশুদ্ধ ভবিষ্যৎ কাল কহে। এই কালে ধাতুতে 'তী' বিভক্তি যোগ হয়। যথা আমি যাইব, তুমি দেখিবে, সে যাইবে ইত্যাদি।

৪২৮। অনুমত ভবিষ্যৎ—যে ক্রিয়া দ্বারা পরে কার্য্য করিবার অনুমতি প্রতীত হয় তাহাকে অনুমত ভবিষ্যৎ

ক্রিয়া ও তাহার কালকে অনুমত ভবিষ্যৎ কাল কহে। ইহাতে ধাতুর উত্তর 'ও' বিভক্তি যোগ হয়। যথা তুমি করিও শুনিও ইত্যাদি। এই কালে কেবল দ্বিতীয় পুরুষের ক্রিয়া হয়।

৪২৯। **বাক্যের সন্দেহ বা নিশ্চয় অর্থে নিকট বর্ত্তী ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার স্থানে কথন কথন বিধি বর্ত্তমানের প্রয়োগ হয়। যথা—**

অদ্য যাই কি দশ দিন পরে যাই বা যাইব, কল্যই যাই বা যাইব, পরশ্বঃই যাই, আজি হয় কি দশ দিন পরে হয়, বলা যায় না ইত্যাদি।

৪৩০। নানার্থ ক্রিয়া—সর্ব্ব শুদ্ধ কালঘটিত যে দশ প্রকার ক্রিয়া ভাষায় ব্যবহৃত আছে, তদ্দ্বারা সম্ভাবনা, সমর্থনা, প্রশ্ন, বিধি প্রভৃতি নানা ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু এ সমস্ত ভাব প্রকাশজন্য ক্রিয়ার কোনরূপ ভেদ হয় না প্রস্তাবিত দশবিধ ক্রিয়া দ্বারাই সেই সমুদায় ভাব প্রকাশ কার্য্য সম্পাদিত হয়। স্থানে স্থানে ভাব বিশেষ প্রকাশ জন্য, চিহ্ন বা অব্যয় আদি শব্দ বিশেষ তৎসঙ্গে ব্যবহৃত হয়; ঐ চিহ্ন কি অব্যয় শব্দাদি ঐ প্রকার অর্থ সূচনা করে।

সম্ভাবনা বা সমর্থনার্থ ক্রিয়া,ধাতুদ্বারা উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালা "পার্" ধাতু, "ইতে" যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইলেই উক্ত দুই প্রকার ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। যথা যাইতে পরিবে, করিতে পারে, পারিয়াছি, পারিব, পারিবেনা ইত্যাদি ইহা কেবল "পার্" ধাতুরই অর্থ।

৪৩১। বিধি—কথন মিথ্যা কহিওনা, সদা সত্য কহিবে, এখানে "কহিওনা ও কহিবে" ক্রিয়াদ্বারা বাক্যের

বিধ্যর্থ প্রকাশ হইল বটে, কিন্তু অনুমত ভবিষ্যৎ ও বিশুদ্ধ ভবিষ্যতের ক্রিয়াদ্বারা উহা ব্যক্ত হইল। এইমত অন্যান্য অর্থের বাক্যেও. যে সকল ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় তাহা ঐ দশ কালেরই ক্রিয়া; কেবল অব্যয় দ্বারা তত্তদ্ অর্থ প্রকাশ করে। যথা এখন কি করি? তুমি কি করিতেছ? তুমি করিতে পারিবে? বা পার? ইত্যাদি। অতএব এইরূপ এক একটী বাক্যের জন্য একটী একটী নিয়ম ও তাহাদের উদাহরণ স্বরূপ ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া পুস্তক বাহুল্য অনাবশ্যক।

৪৩২। সামীপ্য বর্ত্তমান—অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার প্রশ্নোত্তর স্থলে বর্ত্তমানের প্রযুক্ত ক্রিয়াই সামীপ্য বর্ত্তমান। যথা প্রশ্ন—কখন্ হইয়াছে বা হইবে?

উত্তর—এই হইতেছে বা হয়। এখানে খাটী বর্ত্তমানের প্রয়োগ বলিলেই হয়, কেবল "এই" বা "এখনই" এইরূপ শব্দদ্বারা অতীত বা ভবিষ্যতের ভাব প্রকাশ করিল মাত্র, ক্রিয়া দ্বারা তাহার কিছুই হইল না। ফলতঃ ভূত বা ভবিষ্যৎ সামীপ্য বর্ত্তমান-কাল নাই, ক্রিয়াটীই ভূত বা ভবিষ্যৎ সামীপ্য বর্ত্তমান। কেননা কালটী হয় অতীত, না হয় ভবিষ্যৎ হইবে। ইহার কালে বর্ত্তমানতা নাই।

৪৩৩। "ইতে" যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত, লাগ্, থাক্, বা আরম্ভার্থ ক্রিয়ার যোগ হইলে অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ায় কার্য্যের বর্ত্তমানতা প্রতিভাত হয়। যথা সে খাইতে লাগিল, আমি দিতে থাকিলাম, তুমি যাইতে লাগিলে, সে করিতে লাগিয়াছে, সে খাইতে লাগিবে, তুমি দিতে থাকিবে ইত্যাদি। পরন্তু এইরূপ বর্ত্তমানের ক্রিয়ায় ভবিষ্যত্তা প্রতীত হয়। যথা খাইতে লাগিতেছে ইত্যাদি।

৪৩৪। কোন কোন ধাতুর প্রকৃতি এমন, যে, তাহার কোন কোন অতীত ক্রিয়ায় কার্য্যের বর্ত্তমানতা বা ভবিষ্যদ্ভাব প্রতিভাত হয়। যথা—"রাম বাটী চলিয়াছে" এবাক্যে পূর্ব্বতন অতীতের ক্রিয়া চলিয়াছে কিন্তু ধাতুর গুণে উহাতে বর্ত্তমানতা প্রতীত হইতেছে। আর "রাম বাটী চলিল" বলিলে 'চলিল' এই অধুনাতন অতীতের ক্রিয়ায় ভবিষ্যত্তা প্রতীত হইতেছে। ফলতঃ চলা, লাগা, থাকা বা আরম্ভার্থ ক্রিয়ায় প্রায় প্রযুক্ত কালের অন্যথা ভাব প্রতীত হয়।

৪৩৫। ক্রিয়া দ্বারা কোন বিষয়ের অবিলম্ব প্রকাশ করিতে হইলে তদর্থ ক্রিয়ার দ্বিত্ব হইয়া পর ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয়। যথা করিবে করিবে বলিতেছে, দেয় দেয় হইয়াছে, মরেমরে হইল, যাইবে যাইবে করিতেছে ইত্যাদি।

৪৩৬। ক্রিয়ার প্রকৃতি—ক্রিয়ার ব্যাপ্ত্যব্যাপ্তি ধর্ম্মকে প্রকৃতি কহে। ক্রিয়ার প্রকৃতি তদুৎপাদক ধাতুর অনুযায়ী অর্থাৎ ধাতুটী অকর্ম্মক, সকর্ম্মক বা দ্বিকর্ম্মক হইলে তদুৎপন্ন ক্রিয়াও অকর্ম্মক, সকর্ম্মক বা দ্বিকর্ম্মক হইবে।

৪৩৭। অকর্ম্মক ক্রিয়া—যে ক্রিয়ার ব্যাপারটী অন্য কোন পদার্থের অপেক্ষা না করিয়া সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তায় সংলগ্ন বা সম্বদ্ধ থাকে তাহাকে অকর্ম্মক ক্রিয়া কহে। যথা শশী হাসিতেছে, রাম যাইবে, আমি আসিয়াছি ইত্যাদি। এখানে হাসিতেছে, যাইবে ও আসিয়াছি ক্রিয়ার কার্য্য হাসা, যাওয়া ও আসা অন্যপদার্থকে অপেক্ষা না করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তায় সংবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া উক্ত ক্রিয়া ত্রয় অকর্ম্মক হইল।

৪৩৮। সকর্ম্মকক্রিয়া—যে ক্রিয়ার কার্য্য বা ব্যাপারটী অন্য পদার্থকে সঙ্গে করিয়া কর্ত্তাতে সংবদ্ধ বা সংলগ্ন হয়

তাহাকে সকর্ম্মক ক্রিয়া কহে। যথা রাম ভাত খাইতেছে, হরি চন্দ্র দেখিতেছে, শিশু পুস্তক পড়িতেছে। এই তিনটী বাক্যের অন্তর্গত খাইতেছে দেখিতেছে ও পড়িতেছে ক্রিয়ার খাওয়া, দেখা ও পড়া ব্যাপার তিনটী, অন্য পদার্থ ভাত, চন্দ্র ও পুস্তক সহ স্ব২ কর্ত্তাতে বদ্ধ হইতেছে বলিয়া উক্ত ক্রিয়াত্রয় সকর্ম্মক হইতেছে।

৪৩৯। এই অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক ক্রিয়া সহজে বুঝিবার জন্য একটী সঙ্কেত করা যাইতেছে। যথা

বসা, বাস, প্রবেশ, গমন, থাকা, পতন, ভ্রম, শয়ন, উৎপত্তি, ফাঁপা, কাঁপা, মরণ, বাঁচন. হাস্য, ক্রীড়া, ফলা, নিদ্রা, নৃত্য, জাগরণ ও বৃদ্ধি প্রভৃতি অর্থের ক্রিয়া অকর্ম্মক।

গমনার্থ ধাতু প্রাপ্তি অর্থে প্রযুক্ত হইলে সকর্ম্মক হয়। যথা নিদ্রাকে গত অর্থাৎ প্রাপ্ত, নিদ্রাগত, এখানে প্রাপ্ত, অর্থ হওয়ায় নিদ্রা কর্ম্ম কারক জন্য দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে।

৪৪০। উল্লিখিত অকর্ম্মক ক্রিয়াগুলি ব্যতীত প্রায় সমস্ত ক্রিয়াই সকর্ম্মক।

৪৪১। দ্বিকর্ম্মকক্রিয়া—যে ক্রিয়ার ব্যাপারটী অন্য দুইটী পদার্থকে সঙ্গে করিয়া কর্ত্তাতে বদ্ধ হয় তাহাকে দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া কহে। যথা পিতা পুত্রকে পুস্তক দিতেছে; এখানে "দিতেছে" ক্রিয়ার দেওয়া ব্যাপারটী পুত্র ও পুস্তক এই পদার্থ দ্বয়সহ কর্ত্তাতে বদ্ধ হইতেছে বলিয়া দিতেছে ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক হইয়াছে।

৪৪২। অকর্ম্মক ক্রিয়া প্রবর্ত্তনার্থে পরিণত হইলে সকর্ম্মক হয়। যথা

| মৌলিক ক্রিয়া | প্রবর্ত্তনে পরিণতক্রিয়া |
|---|---|
| রাম শুইতেছে | রামকে শোয়াইতেছে |
| পুত্র জন্মিয়াছে | পুত্রকে জন্মাইয়াছে |
| ফল পড়িল | ফল পাড়িল |
| বালক নাচিতেছে | বালকে নাচাইতেছে ইত্যাদি। |

৪৪৩। সকর্ম্মক ক্রিয়া প্রবর্ত্তনার্থ পরিণত হইলে দ্বিকর্ম্মক হয়। যথা—

শিশু চন্দ্র দেখিতেছে প্রবর্ত্তনার্থে শিশুকে চন্দ্র দেখাইতেছে, পুত্র ভাত খাইতেছে—পুত্রকে ভাত খাওয়াইতেছে। ইত্যাদি।

৪৪৪। জিজ্ঞাসা, দান, কথন লিখন আদেশ প্রভৃতি অর্থের ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক; প্রবর্ত্তনার্থে পরিবর্ত্তিত হইলে দ্বিকর্ম্মকই থাকে, কেবল তাহার মৌলিক কালের কর্ত্তৃকারক প্রবর্ত্তনকালে করণ-কারক হইয়া যায়। যথা ধনী দরিদ্রকে ধন দিতেছে, প্রবর্ত্ত-নার্থে ঈশ্বর ধনী দ্বারা দ্ররিদ্রকে ধন দেওয়াইতেছে ইত্যাদি।

৪৪৫। উপসর্গেরযোগে ধাত্বর্থের ব্যতিক্রম হইলেও ক্রিয়ার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় অর্থাৎ অকর্ম্মক ক্রিয়া সকর্ম্মক ও সকর্ম্মক ক্রিয়া অকর্ম্মক হয়। যথা—

স্থা ও ক্রম ধাতু অকর্ম্মক; "অনু ও আ" এই উপসর্গ যোগে সকর্ম্মক হইয়াছে, যেমন অনুষ্ঠান করিতেছে, শত্রুকে আক্রমণ করিয়াছে ইত্যাদি। আর "লস্" ধাতু সকর্ম্মক; কিন্তু "উৎ" এই উপসর্গের যোগে অকর্ম্মক হইয়াছে। যথা উল্লসিত। পদ্যে ব্যবহৃত ক্রিয়া যথা "তনু উলসে মদ লসনা" এই চরণে "উলসে" ক্রিয়া অকর্ম্মক হইতেছে।

৪৪৬। কোন কোন অকর্ম্মক ধাতুর, ভাষায় মৌলিক ক্রিয়া করিলে সকর্ম্মক হইয়া যায়। যথা

'তুষ' ধাতু অকর্ম্মক, ইহার মৌলিক ক্রিয়া "তুষিতেছে" সকর্ম্মক হইল। আর "যুজ" অকর্ম্মক ধাতু, হইতে যে যৌগিক "যোগ করিতেছে" ক্রিয়া হয় তাহা সকর্ম্মক। যেমন ঐরজ্জুতে এই রজ্জুগাছি যোগ কর ইত্যাদি।

৪৪৭। যৌগিক ক্রিয়ার সহযোগী বিশেষ্য পদটী অকর্ম্মক, সকর্ম্মক বা দ্বিকর্ম্মক ধাতুর হইলে যৌগিক ক্রিয়াটীও অকর্ম্মক সকর্ম্মক বা দ্বিকর্ম্মক হইবে এবং পাধাতুর যোগে যে যৌগিক ক্রিয়া হয়, তাহার পূর্ব্বস্থ 'ইতে' যুক্ত অসমাপিকাক্রিয়ানুসারে প্রকৃতি নির্ণয় হয়। সহযোগী ক্রিয়ানুসারে প্রকৃতি নির্ণয় হইবে না। যথা—

শয়ন করিতেছে গমন করিল, ভয় করিবে ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি অকর্ম্মক, কেননা উহাদের সহযোগী পদের ধাতুগুলি অকর্ম্মক; ভোজন করিতেছে, দর্শন করিবে, গ্রাস করিবে প্রভৃতির সহ-যোগী পদের ধাতু সকর্ম্মক হওয়াতে উহারা সকর্ম্মক এবং জিজ্ঞাসা করিতেছে, দান করিবে প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি দ্বিকর্ম্মক এবং যাইতে পাইল অকর্ম্মক, দেখিতে পাইল সকর্ম্মক।

৪৪৮। ণিজন্ত, সনন্ত ও যঙন্ত যৌগিক ক্রিয়ার প্রকৃতিও এই নিয়মে নির্ণেয়।

সনন্ত অকর্ম্মক, সকর্ম্মক ও দ্বিকর্ম্মক ধাতুর ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য সহ 'কর' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়া হয়। কিন্তু সনন্ত যৌগিক বা মৌলিক যে কয়টী ক্রিয়া প্রচলিত আছে সে কয়টী প্রায়ই সকর্ম্মক ধাতুর। অকর্ম্মক ধাতুর সনন্ত ক্রিয়া

অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রচলিত হয় নাই। যথা জিজ্ঞাসিতেছি বা জিজ্ঞাসা করিতেছে বা পিপাসা করিতেছে সকর্ম্মক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতেছি ক্রিয়াকে বঙ্গভাষায় দ্বিকর্ম্মক বলা গিয়া থাকে। 'জ্ঞা' ধাতু সকর্ম্মক,সনন্ত করিলে সকর্ম্মক থাকিবে। এজন্য জিজ্ঞাস ধাতুকে প্রশ্নার্থে ব্যবহার করিলে দ্বিকর্ম্মক হয়। ফলতঃ যৌগিক ক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ণয় সহযোগী পদের অনুসারেই করা উচিত; সহযোগী ক্রিয়ানুসারে করিলে দোষ হয়। তাহা করিলে অকর্ম্মক, ক্রিয়া—সকর্ম্মক ; সকর্ম্মকক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক ; দ্বিকর্ম্মক-ক্রিয়া ত্রিকর্ম্মক হয়। যথা শয়ন করিল কর্ম্ম শয়ন সকর্ম্মক, রামকে আহ্বান করিল কর্ম্ম রাম ও আহ্বান দ্বিকর্ম্মক ; শিষ্যকে বেদ শিক্ষা-দিতেছে কর্ম্ম-শিষ্য-বেদ-শিক্ষা-ত্রিকর্ম্মক হইল।

৪৪৯। শাব্দিকক্রিয়ার প্রকৃতি—নামধাতুর বা শাব্দিক ক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে দেখা আবশ্যক যে, যে সমস্ত ক্রিয়া মূল নামধাতু হইতে অর্থাৎ আচরণ,উদ্বাপ্তি অনুভব, করণ অর্থে 'য' প্রত্যয়ান্ত নামধাতুর পরিবর্ত্তিত ধাতু হইতে হইয়াছে সে সকলই অকর্ম্মক ; যথা ফেনাইয়াছে, দাঁড়াইল, তরঙ্গিতেছে, ইত্যাদি শাব্দিক ক্রিয়া গুলি অকর্ম্মক।

আর সাধারণ বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দে আখ্যাত বিভক্তি যোগ করিয়া যে সকল ক্রিয়া হয়, তন্মধ্যে হওনার্থে শাব্দিক ক্রিয়াগুলি প্রায়ই অকর্ম্মক ও করণার্থে ক্রিয়াগুলি সকর্ম্মক। যথা নীরবিল, বিমুখিল উজলিয়া ইত্যাদি।

আর অপভ্রষ্ট চলিত শাব্দিক ক্রিয়ার অধিকাংশ সকর্ম্মক ;—যথা হরি কাপড়খানি হাতাইয়াছে, গোরুটাকে ঠেঙ্গাইয়াছে ইত্যাদি।

৪৫০। কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগে অকর্ম্মক ধাতুর ক্রিয়া

বাচক বিশেষণ পদের সহিত বাঙ্গালা 'হ' ধাতুর যোগে-ও যৌগিক ক্রিয়া হইয়া থাকে। যথা—

"পড়িতেছে বা পতিত হইতেছে" এই শেষোক্ত "পতিত হইতেছে" পদকেও যৌগিকক্রিয়া বলাযাইতে পারে। কিন্তু এরূপ ক্রিয়া পদকে একেবারে ক্রিয়া না বলিয়া "পতিত" পদকে কর্ত্তৃপদের বিশেষণ ও হইতেছে পদকে ক্রিয়া বলার রীতি আছে। ইহাতে কোন হানি নাই। বাস্তবিকতঃ উহাকে একেবারে ক্রিয়া বলাই ভাল, কেননা ঐ ক্রিয়া ব্যবহারের উদ্দেশ্য "পতন" ক্রিয়া বিজ্ঞাপন। আর কর্ত্তৃবাচ্যে এক "থাকিলেন" এই মৌলিক ক্রিয়া যৌগিক আকারে দুই রূপে প্রকাশিত হয় যেমন মৌলিক—"থাকিলেন" যৌগিক "স্থিতি করিলেন" বা "স্থিত হইলেন" এই দুই ভাবে ব্যবহৃত হইল। কিন্তু এরূপ যৌগিক ক্রিয়া সকর্ম্মক ধাতুর বেলায় হয় না, তাহার যৌগিক ক্রিয়া—ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য সহ "কর" ধাতুর যোগে করাই ভাল। ফলতঃ যৌগিক ক্রিয়ার স্থলে মুখ্যার্থ ধরিয়া অর্থ করাই বিধেয় কারণ তদনুসারেই তাহার প্রকৃতি নির্ণয় হইয়া থাকে।

৪৫১। ক্রিয়ারপুরুষ—ক্রিয়ার ব্যক্তিকে পুরুষ কহে। যে ক্রিয়া দ্বারা অস্মদাদি যে ব্যক্তি গ্রহ হয় সেই ক্রিয়া তৎ পুরুষ ব্যঞ্জক।

৪৫২। এই পুরুষ ক্রিয়ার বিভক্তির দ্বারা নিরূপিত হয়। যথা "করিতেছি" এই ক্রিয়ার "ইতেছি" বিভক্তি প্রথমপুরুষ ব্যঞ্জক, "আসিয়াছ" ইহার "ইয়াছ" বিভক্তি দ্বিতীয় পুরুষ পরিচায়ক, ও "যাইল" এই ক্রিয়ার "ইল" বিভক্তি তৃতীয় পুরুষ পরিচায়ক হইতেছে, সুতরাং পুরুষ ভেদে ক্রিয়ার রূপ

ভেদ হইয়া থাকে অর্থাৎ এক বিভক্তি প্রাপ্ত ক্রিয়া তিন পুরুষে প্রযুক্ত হয় না। কী, খী, গী, ঘী, টী, ঠী, ডী, ঢী, ও তী এই নয়টী কাল বোধক বিভক্তির প্রত্যেকেতেই পুরুষ বোধক তিনটী করিয়া বিভক্তি আছে, তাহাদের প্রথম বিভক্তিটী প্রথম পুরুষের, দ্বিতীয়টী দ্বিতীয় পুরুষের ও তৃতীয়টী তৃতীয় পুরুষের পরিচায়ক।

৪৫৩। বাচ্য ভেদে বিভক্তির পার্থক্য ঘটে না, অর্থাৎ কর্তৃ, কর্ম্ম ও ভাব এই তিন বাচ্যের ক্রিয়ায় একই প্রকার বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যথা আমি দেখিতেছি, চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে, উঠা যাইতেছে ইত্যাদি।

৪৫৪। কর্তৃবাচ্যপ্রয়োগে যখন ক্রিয়াদ্বারা কর্ত্তার বাধ্যতা প্রকাশ পায় তখন প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পুরুষ ভেদে ক্রিয়ার রূপ ভেদ হয় না, তিন পুরুষেই এক বিভক্তি যুক্ত হইয়া ক্রিয়া প্রস্তুত হয়। যথা আমাকে বা আমার যাইতে হইবে, তোমাকে বা তোমার যাইতে হইবে, তাহাকে বা তাহার যাইতে হইবে, এই বাক্য তিনটীর পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া এক "ইবে" বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ এই ক্রিয়া-ত্রয়ের ব্যাপার সম্পাদনে কর্ত্তা বাধ্য হইয়াছে। বিভক্তি দ্বারাই ক্রিয়ার পুরুষ নির্দ্দিষ্ট হয়।

৪৫৫। ক্রিয়ার বাচ্য—বাচ্যার্থ ছয়টী; তন্মধ্যে ক্রিয়ার বাচ্য তিনটী, কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ভাব। সুতরাং সমস্ত ক্রিয়াই তিন প্রকার; কর্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্য।

৪৫৬। কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া—যেক্রিয়াদ্বারা তাহার বাক্যের অন্তর্গত কর্তৃপদ বাচ্য অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাকে কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া কহে। যথা রাম খাইতেছে আমি খাইতেছি তুমি

বলিতেছ ইত্যাদি, এই ক্রিয়া তিনটী দ্বারা উহাদের স্ব স্ব কর্ত্তৃপদ রাম, আমি, ও তুমি এই তিন কর্ত্তৃব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তাহাতে ক্রিয়া তিনটী কর্ত্তৃবাচ্য।

৪৫৭। কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়ার কর্ত্তৃ পদানুসারে পুরুষ ধার্য্য হয় অর্থাৎ কর্ত্তা যে পুরুষ হইবে ক্রিয়াটীও সেই পুরুষের হইবে। কর্ত্তা প্রথম, দ্বিতীয় কি তৃতীয় পুরুষ হইলে ক্রিয়াটীও প্রথম, দ্বিতীয় কি তৃতীয় পুরুষের হইবে।

৪৫৮। যদি ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ এক ক্রিয়ার কর্ত্তা হয় তাহা হইলে উচ্চ পুরুষানুসারে ক্রিয়ার রূপ হইবে। সকল পুরুষের মধ্যে প্রথম পুরুষ প্রধান, এবং প্রথম পুরুষ না থাকিলে দ্বিতীয় পুরুষ প্রধান হয়। যথা রাম, হরি, তুমি ও আমি গিয়াছিলাম, এবং রাম, হরি, ও তুমি আসিয়াছ। "এখানে গিয়াছিলাম" ক্রিয়ার কর্ত্তা রাম, হরি, তুমি ও আমি, চারিজন কিন্তু "আমি" এই অস্মদ্ পুরুষানুসারে ক্রিয়ার রূপ হইয়াছে। আর আসিয়াছ ক্রিয়ার কর্ত্তা রাম, হরি, ও তুমি তিনজন কিন্তু "তুমি" এই যুষ্মদ্ পুরুষানুসারে ক্রিয়া হইয়াছে।

৪৫৯। কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে ধাতু প্রকরণে যে সকল মৌলিক ও যৌগিক ধাতু নিরূপিত হইয়াছে। তাহাতে বিভক্তি যোগ করিলে কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়া প্রস্তুত হয়। যথা আঁক+ইতেছি=আঁকিতেছি, শু+ইল=শুইল ইত্যাদি।

৪৬০। কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়া—যে ক্রিয়া দ্বারা কর্ম্মপদ বাচ্য হয় তাহা কর্ম্ম বাচ্য ক্রিয়া। ইহার কর্ত্তৃপদে তৃতীয়া ও কর্ম্ম পদে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা—"আমাকর্ত্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে" এ বাক্যে "দৃষ্ট হইতেছে" ক্রিয়া দ্বারা চন্দ্র' কর্ম্ম পদ উক্ত হইতেছে বলিয়া এটী কর্ম্ম বাচ্য ক্রিয়া হইল।

৪৬১। কর্ম্ম বাচ্য ক্রিয়ার কর্ম্ম পদানুসারে পুরুষ নিরূপিত হয়। কর্ম্ম পদ যে পুরুষ হইবে ক্রিয়াটীও সেই পুরুষের হইবে। যথা—"আমা কর্ত্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে" পিতামাতা কর্ত্তৃক আমারা পালিত হইয়াছি, "তুমি কাহা কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছ" এই তিনটী বাক্যের মধ্যে প্রথমটীর ক্রিয়া তৃতীয়, দ্বিতীয়টীর ক্রিয়া প্রথম ও তৃতীয়টীর ক্রিয়া দ্বিতীয় পুরুষ ব্যঞ্জক। এবং তিনটী ক্রিয়ার কর্ত্তা তৃতীয়ান্ত ও কর্ম্ম প্রথমান্ত হইয়াছে।

৪৬২। কর্ম্ম বাচ্য ক্রিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে, কর্ত্তৃ বাচ্য প্রয়োগে যে সকল সকর্ম্মক ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে সে সকল ক্রিয়ার মূল ধাতুর কর্ম্ম বাচ্য "ত" প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদের সহিত বাঙ্গালা 'হ' ধাতুর যোগে ক্রিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রস্তুত কর্ম্ম বাচ্য ক্রিয়াকে "সাধু" ক্রিয়া কহে।

আর বাঙ্গালা ধাতু ও বাঙ্গালা কর্ম্ম বাচ্য "ওয়া" বা "আ" প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদের সহিত বাঙ্গলা 'হ' 'যা' 'গ' বা 'পড়' ধাতুর যোগেও প্রস্তুত হয়, ইহাকে "চলিত" কর্ম্ম বাচ্য ক্রিয়া কহে। যথা—

| সাধু ক্রিয়া | চলিত ক্রিয়া— |
|---|---|
| শ্রুত হইয়াছে | শোনা-গিয়াছে বা হইয়াছে |
| প্রদত্ত হইল | দেওয়াগেল, বা হইল |
| প্রদর্শিত হইতেছে | দেখান-হইতেছে বা যাইতেছে— |
| দৃষ্ট হইতেছে | দেখা যাইতেছে, |
| স্থাপিত হইবে | থোওয়া যাইবে ইত্যাদি— |
| কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগ | কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগ— |
| প্রহরী চোর ধরিয়াছে | প্রহরী কর্ত্তৃক চোর ধৃত হইয়াছে বা ধরা পড়িয়াছে। |

জননী সন্তান পালিতেছে জননী কর্ত্তৃক সন্তান পালিত হয়।
আমি তাহা বুঝিয়াছি আমাকর্ত্তৃক তাহা বুদ্ধ হইয়াছে।

৪৬৩। কর্ম্ম বাচ্য ক্রিয়ার সহযোগী বিশেষণ পদ বাঙ্গালার "ওয়া" বা "আ" প্রত্যয়ান্ত হইলে তাহার কর্ত্তৃপদে তৃতীয়া না হইয়া ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—

আমাকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইতেছে, আমার দেখা হইয়াছে,
আমাকর্ত্তৃক দত্ত হইয়াছে, আমার দেওয়া হইয়াছে,
আমার করা হইয়াছে। ইত্যাদি

ভাষায় এইরূপ কর্ত্তৃপদ প্রায়ই অনুক্ত থাকে।

৪৬৪। বাঙ্গালা 'ওয়া' বা 'আ' প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত কর্ম্ম বাচ্য ক্রিয়া হইলে তাহার কর্ম্মে কখন কখন দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, কর্ম্মে দ্বিতীয়া হইলে সর্ব্বত্র তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়ার ব্যবহার হইবে এবং কর্ম্ম প্রথমান্ত হইলে তাহার সম্ভ্রমে ক্রিয়াও সম্ভ্রান্ত হয়, দ্বিতীয়ান্ত কর্ম্মের ক্রিয়ায় তাহা হইবে না। যথা—আমি দৃষ্ট হইতেছি, আমাকে দেখাযাইতেছে, তিনি দৃষ্ট হইতে-ছেন তাঁহাকে দেখা যাইতেছে, তিনি দেখা যাইতেছেন, তাঁহাকে ডাকাহইয়াছে, আমার তাঁহাকে মনে পড়েনা, ইত্যাদি।

"তাঁহাকে মনে পড়েনা" এই প্রয়োগকে কেহ কেহ কর্ত্তৃ-বাচ্য প্রয়োগ বলিয়া থাকেন। ঐ প্রয়োগ যে, কর্ত্তৃবাচ্য নহে তাহা বিবেচনাকরিয়াদেখিলেই জানাযাইবে। দুইটী প্রয়োগ—

| কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগ | কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগ— |
|---|---|
| রাম হরিকে স্মরণ করিতেছে | রামকর্ত্তৃক হরি স্মৃত হইতেছে |
| রাম হরিকে মনে করিতেছে | রামের হরিকে স্মরণকরাহইতেছে, |

রামের হরিকে মনে হইতেছে বা রামের হরিকে মনে পড়িতেছে।

কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগ "মনে করিতেছে" ও কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগ

"মনে হইতেছে" বা "মনে পড়িতেছে" পদত্রয় একেবারে ক্রিয়া। ইহার "মনে" পদটা সহযোগী পদস্বরূপ আর করিতেছে হইতেছে বা পড়িতেছে ক্রিয়ার যোগে একেবারে ক্রিয়া হইয়াছে। যাঁহারা কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগ বলেন, তাঁহাদের মতে "রামের হরিকে মনে পড়িতেছে" বাক্যের "হরিকে" পদ কর্ত্তৃকারক, "মনে" অধিকরণ কারক "রামের" এই পদের সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ হরি রামের মনে, পড়িতেছে—পতিত হইতেছে" এই অর্থ। এই অর্থ যে প্রকৃত নহে, তাহার কারণ এইযে "মনে পড়িতেছে" একেবারে ক্রিয়া যেমন "ধরা পড়িতেছে"। মনেপড়িতেছে আব ধরাপড়িতেছে এই দুইস্থলেই পতন ক্রিয়া মুখ্যার্থ অর্থাৎ অভিপ্রেত, নহে একেরমুখ্যার্থ স্মরণ, অন্যের মুখ্যার্থ ধারণ সুতরাং "মনে পড়িতেছে" ইহার "মনে" পদ অধিকরণ নহে "স্মৃত বা স্মরণ করা" ইহাব অর্থ স্বরূপ, সহযোগী পদ। রামের হরিকে মনে, পড়িতেছে অর্থ পতিত হইতেছে, বাক্য হইলে "রামের" পদের পরেই "মনে" পদটী থাকা আবশ্যক, আর হরি মনে পতিত হইতেছে, বাক্য হইলে 'হরি' পদে অনর্থ দ্বিতীয়া হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। অতএব উহা কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়া।

এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়া সাধুই বল আর চলিতই বল, কর্ম্মবাচ্যের মূল বা বাঙ্গালা প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত বাঙ্গালা "হ, যা, গ ও পড়" ধাতুর যোগে ক্রিয়া হইবে, ভাববাচ্য প্রত্যয়ান্ত পদের সহ ঐ সকল ধাতুর যোগে কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়া হইবে না। কেননা কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়ার সহযোগী পদ, কর্ম্মের বিশেষণ হওয়া চাই, যথা আমাকর্ত্তৃক তাহা দৃষ্ট হইয়াছে বা আমার তাহা দেখা হইয়াছে, কর্ম্মবাচ্য

ক্রিয়া হইবে। কিন্তু আমার তাহা বোধ হইয়াছে বা আমার অন্নভোজন হইয়াছে বলিলে কর্ম্মবাচ্য হইবে না। এখানে তাহা বোধ, অন্ন ভোজন কর্ত্তাকারক, হইয়াছে, ক্রিয়া; আর তাহা ও অন্ন সম্বন্ধকারক ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে পর পদের সহিত এক-পদ হইয়া একেবারে তাহাবোধ, ও অন্নভোজন কর্ত্তৃপদ হই-য়াছে, এইরূপ আমার দুঃখ হ্রাস হইয়াছে, সুখভোগ হইল না প্রভৃতি কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগ। কেহ কেহ এরূপ প্রয়োগকে কর্ম্ম-বাচ্য প্রয়োগ বলেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে।

৪৬৫। দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া কর্ম্মবাচ্য হইলে মুখ্যকর্ম্মই ক্রিয়া-দ্বারা বাচ্য হয় ও তদনুসারে পুরুষও হইয়াথাকে এবং গৌণ কর্ম্ম দ্বিতীয়ান্তই থাকে। যথা "ব্রাহ্মণকে ধন দেওয়া যাইতেছে' তাহাকে সে কথা বলা গিয়াছে ইত্যাদি।

৪৬৭। দ্বিকর্ম্মকক্রিয়া প্রবর্ত্তনার্থে পরিণত হইয়া কর্ম্মবাচ্য হইলে তাহার স্বাভাবিক কালের কর্ত্তা—করণ হয় ও গৌণ কর্ম্মটী দ্বিতীয়ান্ত থাকে, কেবল মুখ্যকর্ম্মটী প্রথমান্ত হইয়াযায়। যথা রাজা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকে ধন দেওয়া হইয়াছে, প্রবর্ত্তনে ঈশ্বরকর্ত্তৃক রাজাদ্বারা ব্রাহ্মণকে ধন দেওয়ান হইয়াছে" এরূপ বাক্য হয় কিন্তুএতাদৃশ জঠিল বাক্য ভাষায় দেখাযায় না।

৪৬৬। ভাববাচ্যক্রিয়া—যে অকর্ম্মক ক্রিয়াদ্বারা ধাত্বর্থ মাত্র প্রকাশ পায়, কর্ত্তা বা কর্ম্মকারক উক্ত হয় না, তাহাকে ভাববাচ্য ক্রিয়া কহে। ইহার কর্ত্তৃপদ কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগের ন্যায় তৃতীয়ান্ত হয়, কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট থাকে। যথা এখানে থাকা যায় না, তথায় যাওয়া যাইবে, বসাগিয়াছে, শোওয়াগেলনা ইত্যাদি স্থলে কর্ত্তা অনির্দ্দিষ্ট কিন্তু ক্রিয়া গুলি, যে, অন্তকর্ত্তৃত্বে সম্পন্ন, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে।

অন্য কর্ত্তৃত্ব প্রতীত না হইলে ভাব বাচ্য হইবে না। এখানে অন্য কর্ত্তৃত্ব ও ধাত্বর্থ মাত্র উক্ত হওয়াতে ঐক্রিয়াগুলি ভাববাচ্য।

৪৬৮। ভাববাচ্য ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ যে পুরুষ ইচ্ছা হউক না কেন? তাহাতে উহার রূপের ব্যতিক্রম হয় না। কর্ত্তৃ বা কর্ম্ম বাচ্য ক্রিয়ায় যেমন কর্ত্তা বা কর্ম্মপদ বাচ্য হয় ইহাতে সেরূপ হয় না। নিরবচ্ছিন্ন ধাত্বর্থ মাত্র বাচ্য হইয়াথাকে সুতরাং উহা সর্ব্বত্রই তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়া বলিয়া গণ্য।

৪৬৯। ভাববাচ্য ক্রিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে অকর্ম্মক ধাতুর বাঃ ক্রিয়া বাচক বিশেষ্যের সহিত বাঃ 'হ' 'যা' কিম্বা 'গ' ধাতুর যোগে ক্রিয়া হইবে। যথা

| কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগ | ভাববাচ্য প্রয়োগ |
|---|---|
| উঠিতেছি, | উঠা যাইতেছে |
| থাকিব | থাকা যাইবে |
| বসিতেছি, | বসা যাইতেছে, |

ইত্যাদি স্থলে "উঠিতেছি" বা "উঠা যাইতেছে" এই দুই ক্রিয়ার কর্ত্তাই "আমি" "উঠিতেছি" ক্রিয়া কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগ বলিয়া প্রথম পুরুষের এবং উঠা যাইতেছে" ক্রিয়া ভাববাচ্য বা ধাত্বর্থ মাত্র প্রকাশক হওয়াতে তৃতীয় পুরুষের হইল।

৪৭০। এই তিন বাচ্য ব্যতীত কর্ত্তৃকর্ম্ম বাচ্য বলিয়া একটি প্রয়োগ অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু বঙ্গভাষায় কর্ত্তৃকর্ম্ম বাচ্য প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। কেননা গোরু দেখিতেছে, ও শাখা ভাঙ্গিয়াছে এই দুই বাক্যের ক্রিয়া দেখিতেছে, ও ভাঙ্গিয়াছে,—ইহার অর্থ এই প্রকার হইতে পারে যে, দেখিতেছে ক্রিয়ার কর্ত্তা বা কর্ম্ম গোরু অর্থাৎ গোরু স্বয়ং দেখিতেছে, না হয় অন্য কেহ গোরুকে দেখিতেছে এইরূপ অর্থ হয়

আর ভাঙ্গিয়াছে ক্রিয়ার অন্বিত পদ শাখা কথন কর্ত্তা ও কখন কর্ম্ম হইতে পারে। উভয় প্রকারেই ক্রিয়াগুলি কর্ত্তৃবাচ্য হয় কর্ম্মবাচ্য হয় না। ফলতঃ বঙ্গভাষায় কর্ত্তৃকর্ম্মবাচ্য প্রয়োগ দেখা যায় না। কিন্তু কর্ত্তৃ কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগ স্বীকর্ত্তারা শীত করিতেছে, অন্ধকার করিতেছে, আলো করিতেছে প্রভৃতির স্থলে কর্ত্তৃ কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন শীত করিতেছে অর্থাৎ শীত আপনাকে করিতেছে, অন্ধকার করিয়াছে—অন্ধকার আপনাকে করিয়াছে।

এই অর্থে শীত,অন্ধকারদি কর্ত্তৃকারক ও আপনাকে এই কর্ম্ম পদ অন্তর্ভূত রাখিয়া ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে। কিন্তু ইহার প্রকৃত প্রয়োগ এই যে, আমার শীত করিতেছে, লোকের শীত করে ইত্যাদি অনর্থ হইয়া যায়। "আমার শীত হইতেছে" বলিলে, 'শীত'কর্ত্তৃকারক হয়, আর আমার শীত করিতেছে'' বলিলে শীত কোন মতে কর্ত্তাকারক হইতে পারে না। দেখা যাইতেছে যে শীত করিতেছে,গ্রীষ্ম করিতেছে, অন্ধকার করিতেছে,মেঘ করিতেছে প্রভৃতির স্থলে" করিতেছে "প্রভৃতি ক্রিয়ার পূর্ব্বে শীতাদি এক একটী বিশেষ্য পদ বিন্যস্ত আছে। এই বিশেষ্য পদগুলির মধ্যে যে গুলি ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য, সে প্রয়োগ গুলির দুই প্রকারে মীমাংসা হয়। এক প্রকার এই;—যে উক্ত ক্রিয়া বাচক বিশেষ্যের সহিত করা, ক্রিয়ার যোগে একবারে ক্রিয়া পদ করিয়া ও অন্য প্রকার এই; যে উক্ত বিশেষ্য গুলিকে করা ক্রিয়ার কর্ম্ম পদ করিয়া মীমাংসা কর্ত্তব্য; এবং যে গুলি পদার্থ বাচক বিশেষ্য, সে গুলিকেও পরবর্ত্তী ক্রিয়ার কর্ম্ম পদ করিয়া মীমাংসা কর্ত্তব্য। এই মীমাংসায় কর্ত্তৃ পদ সর্ব্বত্রই প্রায় অনুক্ত থাকে। যেমন আমার শীত করিতেছে, তোমার

শীত করিতেছে না, এই দুই বাক্যের কর্ত্তৃপদ কাল বা বায়ু উহ্য থাকিয়া আমার বা তোমার কর্ম্মে ষষ্ঠী হইয়া 'শীত কবিতেছে, একেবারে ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে অথবা উক্ত কর্ত্তৃপদ উহ্য থাকিয়া আমার, তোমার শীতকে করিতেছে বা করিতেছে না, ইহাতে আমার তোমার সম্বন্ধ কারক শীত, কর্ম্ম কারক, করিতেছে ক্রিয়া। আর পদার্থ বাচক বিশেষ্য 'গ্রীষ্ম করিতেছে' প্রয়োগে গ্রীষ্ম কর্ম্ম কারক করিতেছে ক্রিয়া। এসম্বন্ধে নিম্নে কতকগুলি উদাহারণ দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে।

(১) অনুক্ত কর্ত্তা মেঘ করিতেছে, মেঘ—কর্ম্ম
উক্ত " দেয়া মেঘ করিয়াছে,—মেঘ—কর্ম্ম
(২)—অঃ—কঃ বড়গ্রীষ্ম করে গ্রীষ্ম—কর্ম্ম
উঃ—কঃ দুই প্রহর বেলা বড় গ্রীষ্ম করে, গ্রীষ্ম—কর্ম্ম
(৩) অঃ—কঃ অন্ধকার করিয়াছে, অন্ধকার—কর্ম্ম
উক্ত কর্ত্তা রাত্রি অন্ধকার করিয়াছে " "
" " সূর্য্য রাত্রি অন্ধকার—করিয়াছে রাত্রি—কর্ম্ম
" " ঘর অন্ধকার করিয়াছে,— ঘর— "
এস্থলে অন্ধকার করিয়াছে একেবারে ক্রিয়া হইল।
(৪) ১৫ই মাঘ বড় কোয়াসা করিয়াছিল কোয়াসা—কর্ম্ম
তার পরদিন কোয়াসা করে নাই " "
(৫) অঃ—কঃ ঘর আলো করিয়াছে, ঘর—কর্ম্ম
উঃ—কঃ প্রদীপ ঘর আলো করিয়াছে, "—"
ইত্যাদি।

অতএব শীত, গ্রীষ্ম, মেঘ বা অন্ধকার করিতেছে প্রভৃতির স্থলে শীতাদি কোনমতে কর্ত্তৃ কারক নহে। প্রয়োগার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল "শীত করিতেছে" লইয়া মীমাংসা

করিতে গেলে অগত্যা "শীত" কর্ত্তা কারক বলিতে হয়। নতুবা প্রয়োগার্থ হইতে মীমাংসা করিলে সহজ হইয়া আইসে। ফলতঃ বঙ্গ ভাষায় এরূপ অনেক বাক্যে কর্ত্তৃপদের উদ্দেশ থাকে না। যেমন যেখানে ব্যাঘ্র, সর্প বা প্রেতাদির ভয় আছে, তথায় যাইয়া লোকে বলে "আমার ভয় করিতেছে" এস্থলে অর্থ আমার সম্বন্ধে "ভয় কে" করিতেছে, ইহার কর্ত্তা হয় সেস্থান, না হয় ব্যাঘ্রাদি, কিন্তু অনুদ্দিষ্ট হওয়াতে সহসা প্রতীত হয় না। সাহসী কহে 'আমার ভয় করিতেছে না' ইতি।

---

## ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

### ধাতুরূপ।

( মূল দৃশ, বাঃ দেখ ধাতু ) কর্ত্তৃবাচ্য

| ৪৭১। কাল | ১ম, পুঃ | ২য়, পুঃ | ৩য়, পুঃ |
|---|---|---|---|
| বিশুদ্ধবর্ত্তমান | দেখিতেছি | দেখিতেছ | দেখিতেছে |
| বিধি ,, | দেখি | দেখ | দেখে |
| অনুমত ,, | দেখি, | দেখ, | দেখুক |
| অধুনাতনাতীত | দেখিলাম | দেখিলে (১) | দেখিল |
| পূর্ব্বতন ,, | দেখিয়াছি | দেখিয়াছ | দেখিয়াছে |
| হ্যস্তন ,, | দেখিয়াছিলাম, | দেখিয়াছিলে | দেখিয়াছিল |
| অতীত বিধি | দেখিতাম | দেখিতে, | দেখিত |
| অসম্পন্ন ,, | দেখিতেছিলাম | দেখিতেছিলে, | দেখিতেছিল |

---

(১) দ্বিতীয় পুরুষের ক্রিয়ার মধ্যে যে গুলি একারান্ত বিভক্তি বিশিষ্ট সেগুলি পদ্যে আকারান্ত হয় বিকল্পে যথা দেখিলা, দেখিতা, দেখিতেছিলা ইত্যাদি।

| | | | |
|---|---|---|---|
| বিশুদ্ধ ভবিষ্যৎ | দেখিব | দেখিবে-বা | দেখিবে (২) |
| অনুমত ,, | — | দেখিও | — |

( মূল—অস্, বাঃ আছ্ ধাতু )

| কাল | ১ম পুঃ | ২য় পুঃ | ৩য় পুঃ |
|---|---|---|---|
| বিধি বর্ত্তমান | আছি | আছ | আছে |
| অধুনাতন অতীত | আছিলাম | আছিলে | আছিল |
| | বা ছিলাম | বা ছিলে | বা ছিল |

( মূল—গম বাঃ গ, ধাতু )

| | | | |
|---|---|---|---|
| অধুনাতন অতীত | গেলাম | গেলে | গেল |
| পূর্ব্বতন ,, | গিয়াছি | গিয়াছ | গিয়াছে |
| হস্তন ,, | গিয়াছিলাম, | গিয়াছিলে, | গিয়াছিল |

দৃশ—ধাতু কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগ

৪৭২। 

| | | | |
|---|---|---|---|
| বিশুদ্ধ বর্ত্তমান | দৃষ্ট হইতেছি | দৃষ্ট হইতেছ | দৃষ্ট হইতেছে |
| বিধি ,, | দৃষ্ট-হই | দৃষ্ট হও | দৃষ্ট হয় |
| অনুমত ,, | দৃষ্ট হই, | দৃষ্ট হও | দৃষ্ট হউক |
| অধুনাতন অতীত | দৃষ্ট হইলাম | দৃষ্ট হইলে | দৃষ্ট হইল |
| পূর্ব্বতন ,, | দৃষ্ট হইয়াছি | দৃষ্ট হইয়াছ | দৃষ্ট হইয়াছে |
| হস্তন ,, | দৃষ্ট হইয়াছিলাম, | দৃষ্ট হইয়াছিলে, | দৃষ্ট হইয়াছিল |
| অতীতবিঃ ,, | দৃষ্ট হইতাম, | দৃষ্ট হইতে | দৃষ্ট হইত |
| অসম্পন্ন ,, | দৃষ্টহইতেছিলাম, | দৃষ্ট হইতেছিলে | দৃষ্টহইতেছিল |
| বিশুদ্ধভবিঃ | দৃষ্ট হইব | দৃষ্ট হইবে | দৃষ্ট হইবে |
| অনুমত ,, | + | দৃষ্ট হইও | + |

---

(২) তৃতীয় পুরুষের বিশুদ্ধ ভবিষ্যতের ক্রিয়ার উত্তর কখন কখন একটি 'ক' আগম হয়। যথা দেখিবেক করিবেক, হইবেক ইত্যাদি।

প্রচলিত প্রয়োগে দেখাযাইতেছি দেখাইতেছ দেখাযাই-তেছে ইত্যাদি রূপ হইবে।

বাঙ্গালা "দেখা" প্রবর্ত্তন ধাতু—

৪৭৩। বিশুদ্ধ বর্ত্তমান দেখাইতেছি দেখাইতেছ দেখাইতেছে,
বিধি ,, দেখাই দেখাও দেখায়
অনুমত ,, দেখাই দেখাও দেখাউক
অধুনাতন দেখাইলাম, দেখাইলে দেখাইল
পূর্ব্বতন অতীত দেখাইয়াছি দেখাইছ দেখাইগেছে
হ্যস্তন ,, দেখাইয়াছিলাল, দেখাইয়াছিলে, দেখাইয়াছিল,
বিধি ,, দেখাইতাম দেখাইতে দেখাইত
অসম্পন্ন ,, দেখাইতেছিলাম, দেখাইতেছিলে দেখাইতেছিল
বিশুদ্ধ ভবিষ্যৎ দেখাইব দেখাইবে দেখাইবে
অনুমত ,, × দেখাইও ×

এই প্রবর্ত্তন দেখা, ধাতুর কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগও হইতে পারে। যথা—দেখান যাইতেছে দেখান গিয়াছে ইত্যাদি রূপ হইবে।

ভাববাচ্য "উঠা=যা" ধাতু

বিশুদ্ধ বর্ত্তমান উঠাযাইতেছে পূর্ব্বতন উঠাগিয়াছে
বিধি ,, উঠাযায় হ্যস্তন উঠাগিয়াছিল
অনুমত ,, উঠাযাউক বিধি অতীত ,, উঠাযাইত
অধুনাতন উঠা গেল . অসম্পন্ন উঠাযাইতেছিল
বিশুদ্ধ ভবিষ্যৎ উঠাযাইবে। ভাববাচ্য ক্রিয়া কেবল তৃতীয় পুরুষেরই হয়।

সনন্ত জিজ্ঞাস্ ধাতু—

৪৭৪। বিশুদ্ধ বর্ত্তমান জিজ্ঞাসিতেছি জিজ্ঞাসিতেছ, জিজ্ঞা-

দিতেছে এইরূপ অন্যান্য কালেও সমস্ত ধাতুর ক্রিয়া হইয়া থাকে।

পূর্ব্বমতে সনন্ত ধাতুরও কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগ হইতে পারে। যথা—জিজ্ঞাসিত হইতেছে ইত্যাদি।

বাঙ্গলা যঙন্তধাতুর দেখাদেখি করিতেছে, দেখাদেখি করিয়াছে প্রভৃতি রূপ করা যাইতে পারে। এবং দাঁড়াইতেছে দাঁড়াইয়াছি প্রভৃতি নামধাতুর ক্রিয়ারও রূপ করা যাইতে পারে। পরন্ত যঙন্ত ও নাম ধাতুর অন্যান্য বাচ্যের প্রয়োগ করা যাইত পারে।

ক্রিয়ার যেরূপে ধাতুরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে অর্থাৎ এক একটী ধাতুরই ক্রিয়ার রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ আকারেই যে, ভাষায় সমস্ত ক্রিয়া লক্ষিত হইবে এমত নহে।

ভাষায় মৌলিক, প্রবর্ত্তন, সনন্ত প্রভৃতি সকল প্রকার ধাতুর কি প্রকৃত কি যৌগিক উভয় ক্রিয়াই "মুক্ত" ও "যুক্ত" দুইরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

৪৭৫। মুক্তক্রিয়া—যে সমুদায় প্রকৃত বা যৌগিক ক্রিয়া বাক্যে একটী অর্থে একধাতু হইতে রচিত হইয়া ব্যবহৃত হয় তৎসমুদায়কে 'মুক্ত' ক্রিয়া কহে। যথা দেখিতেছি বা দর্শন করিতেছি, খাওয়াইতেছে বা ভোজন করাইতেছে বাস করিতেছে উঠিল ইত্যাদি একার্থ ক্রিয়াই মুক্ত অর্থাৎ খোলসা ক্রিয়া।

৪৭৬। যুক্তক্রিয়া—যে সকল ক্রিয়া বাক্যে দুই অর্থের দুই ধাতু হইতে রচিত দুইটী ক্রিয়ার যোগে একটী ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে যুক্তক্রিয়া বলে। যুক্ত ক্রিয়ায় প্রথম ধাতুর "ইতে বা ইয়া" যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত শেষের ধাতুর সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়। যথা খাইতে বলিয়াছে, লইয়া আসিবে, দেখিতেযাইতেছে শয়নকরিতেবলিল ইত্যাদি।

যুক্ত ক্রিয়ার অসমাপিকা ক্রিয়া ও ব্যবহৃত হয়। যেমন খাইতে বলিয়া, প্রস্থান করিয়াছে।

৪৭৭। যুক্ত ক্রিয়ার শেষস্থ ধাতুর প্রকৃতি অনুসারে প্রকৃতি নির্ণয় হইয়া থাকে। শেষের ধাতুটী অকর্ম্মক, সকর্ম্মক বা দ্বিক-র্ম্মক হইলে, যুক্ত ক্রিয়াটীও অকর্ম্মক, সকর্ম্মক বা দ্বিকর্ম্মক হয়। এবং তাহার কাল, পুরুষ, বাচ্য প্রভৃতি শেষের ক্রিয়ানুসারে কথিত হইবে।

এই যুক্ত ক্রিয়াই ভাষাবিস্তারের মূল, ইহার প্রচলন না থা-কিলে ভাষায় সকল মনের ভাব পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত হইত না।

ক্রিয়ার পদান্বয় কালে-জাতি, ভাব, কাল, প্রকৃতি, পুরুষ ও বাচ্য কথনের সঙ্গে যুক্ত কি মুক্ত ক্রিয়া তাহার পরিচয় দিতে হইবে। যথা "খাইতেছে" ইহা মুক্ত মৌলিক সমাপিকা ক্রিয়া বিশুদ্ধ বর্ত্তমান, সকর্ম্মক, তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়া, কর্ত্তৃ বাচ্য। "বসিতে দেখা গিয়াছে" ইহা যুক্ত সমাপিকাক্রিয়া, পূর্ব্বতন অতীত, সকর্ম্মক, তৃতীয় পুরুষের, কর্ম্ম বাচ্য। ইহার কর্ত্তা অমুক; ইত্যাদি।

---

## শব্দ সাধন ও শব্দ যোজন প্রকরণ।

### কৃদন্ত বিভাগ—ণিজন্ত—

বঙ্গ ভাষায় মূল, ণিজন্ত, সনন্ত, যঙন্ত ও নামধাতুর ক্রিয়া ঘটিত বিশেষ্য বিশেষণ পদ যথেষ্ট প্রচলিত আছে। মূল ধাতু সকল ণিজন্তাদিতে পরিণত হইয়া কীদৃশ হইলে তৎ সমুদায়ের উত্তর কার্দ্দন্তিক প্রত্যয় সমস্ত নিবেশিত হইতেপারে তদ্বিষয় বিবৃত হইতেছে।

## মুখ বন্ধ।

৪৭৮। ধাতুর গুণকার্য্য হয়, বলিলে ইহা বুঝিতে হইবে যে, ধাতুর অন্তিম স্বরবর্ণ মাত্রের ও উপান্ত্য হ্রস্ব স্বরের গুণ হয়। দীর্ঘ উপান্ত্য স্বরের গুণ বৃদ্ধি কোন কার্য্য হয় না।

৪৭৯। ধাতুর বৃদ্ধি কার্য্য হয়, বলিলে ধাতুর অন্ত্যস্বর মাত্রের ও উপান্ত্য অকারের বৃদ্ধি হয় এবং অন্য উপান্ত্য লঘু স্বরের গুণ হয়।

৪৮০। 'স্কৃ' ভিন্ন সংযুক্ত হ্রস্ব ঋকারান্ত ধাতু ও পৃ, দৃ প্রভৃতি অসংযুক্ত হ্রস্ব ঋকারান্ত ধাতু কৃৎপ্রত্যয় করিবার পূর্ব্বে কখন কখন দীর্ঘ ঋকারান্ত হয়। যথা স্তৃ=স্তৄ, পৃ=পৄ, ইত্যাদি।

৪৮১। যে সকল ধাতুর অন্তে এ ঐ, ও, ঔ এই চারি স্বর-বর্ণ আছে, সে সকল ধাতু ণিচাদি পরে ও "মান" ভিন্ন সমুদায় কৃৎ প্রত্যয় পরে আকারান্ত হয়। যথা শো=শা, সো,=সা গৈ=গা ম্লৈ=ম্লা ধে=ধা, বে=বা ইত্যাদি।

৪৮২। প্রত্যয়ের স্বরবর্ণ পরেতে ভ্রস্জ ও মৃজ্ ধাতুর স্থানে ভর্জ্জ্ ও মার্জ্জ্ আদেশ হয় এবং লস্জ্ ও মস্জ্ ধাতুর স্ স্থানে জ হয়।

৪৮৩। ণিচ্ য, অক, উক, 'ইন্ ও 'অ প্রত্যয় পরে হন্ ধাতুর স্থানে "ঘাত" আদেশ হয়।

৪৮৪। ধাতুর উত্তর ণিচ, সন্, ও যঙ্ প্রত্যয় করিলে প্রত্যয় সহ ধাতুর যে, যে, অকার হয় সে গুলিকে যথাক্রমে ণিজন্ত সনন্ত ও যঙন্ত ধাতু বলে।

৪৮৫। ণিজন্ত ধাতু—ধাতুর উত্তর প্রেরণ অর্থাৎ প্রবর্ত্তনার্থে ণিচ প্রত্যয় হয়। ণিচ করিলে ধাতুর বৃদ্ধি কার্য্য হয় ও ণিচের ই থাকে। যথা তৃ+ই=তারি, বস+ই=বাসি মুচ+ই

=মোচি, বৃৎ+ই=বর্ত্তি স্থচ+ই=স্থচি বৃ+ই=বারি, কৢপ+ই=কল্পি ইত্যাদি ধাতু হয়। ইহারাই ণিজন্ত ধাতু।

৪৮৬। ঘট, জন, স্বর, জৄ ও জাগৃ ধাতুর এবং কম্ গম্, অম্, চম্ ভিন্ন যাবতীয় অম্ ভাগান্ত ধাতুর বৃদ্ধি হইবে না ও জৄ ও জাগৃ ধাতুর গুণ হয়, যথা ঘট+ই=ঘটি জন+ই=জনি, জৄ+ই=জরি জাগৃ+ই=জাগরি ইত্যাদি।

৪৮৭। ণিচ পরেতে আকারান্ত ধাতুর উত্তর একটী প আগম হয় এবং রক্ষার্থ পা ও লা ধাতুতে ল আগম হয়। যথা স্থা+ই=স্থাপি, পা+ই=পালি লা+ই=লালি ইত্যাদি।

৪৮৮। ণিচ প্রত্যয় পরেতে সা, শা, ছা, হ্বা, ও পানার্থ পা ধাতুর উত্তর "য়" আগম হয়। যথা—সো+ই=সায়ি, ছো+ই=ছায়ি পা+ই=পায়ি ইত্যাদি।

৪৮৯। ণিচ প্রত্যয় পরেতে প্রী, স্ফুর্, ধূ, ক্রী, রুহ,অধি—ই স্মি, ভী, ঋ, ও দুষ্ ধাতুর স্থানে যথা ক্রমে প্রীন্, স্ফার, ধূন, ক্রাপ্, রোপ্, অধ্যাপ্, স্মাপ বা স্মায়, ভীষ্, অর্প্ ও দূষ্ আদেশ হয়। যথা প্রী+ই=প্রীণি, ভী+ই=ভীষি, ঋ+ই=অর্পি ক্রী+ই=ক্রাপি ইত্যাদি ধাতু হয়।

৪৯০। সমস্ত কৃৎ প্রত্যয় পরেতে 'ণিচে'র লোপ হয়। কিন্তু 'ই' কার আগম যুক্ত প্রত্যয় ও "ত" প্রত্যয় পরেতে ণিচের লোপ হয় না।

৪৯১। মান,আলু,ইষ্ণু,ইষ্ণু প্রত্যয় পরে ণিচের লোপ হয় না।

ণিজন্ত ধাতুর অন, ত, তৃ, তব্য ও অক প্রত্যয়ান্ত পদই অধিক প্রচলিত। যথা স্ফুর্+ই+অন=স্ফারণ স্ফুর্+ই+ত =স্ফারিত, বি—জ্ঞা+ই+ত=বিজ্ঞাপিত অধি—ই+ই+তৃ= অধ্যাপয়িতা, স্থা+ই+অক=স্থাপক, প্র—অর্থ+ই+তব্য=

প্রার্থয়িতব্য ইত্যাদি। এইরূপে সমস্ত ণিজন্ত ধাতুর উত্তর উল্লিখিত প্রত্যয় সকল করিয়া ঐ প্রকারের পদ সমস্ত প্রস্তুত হইবে।

৪৯২। প্রেরণার্থ ভিন্ন সমার্থে বা স্বার্থে ধাতুর উত্তর 'ণিচ' প্রত্যয় করিয়া যেসকল ধাতু প্রস্তুত হয় সে গুলিকে স্বাভাবিক ণিজন্ত ধাতু বলে। স্বার্থে ণিচ করিলে কৃতধাতুর স্থানে কীর্ত্ত আদেশ হয়, স্বাভাবিক ণিজন্ত ধাতুরও ঐরূপ কৃদন্ত পদ হয়। যথা রচ+ই+অন, অক ও তৃ প্রত্যয় করিয়া রচনা, রচক রচয়িতা এবং কৃত+ই+অন, , তব্য, ত, অক, প্রত্যয়ান্ত পদ, কীর্ত্তন কীর্ত্তয়িতব্য কীর্ত্তিত কীর্ত্তক ইত্যাদি।

---

## সনন্ত সাধারণ সূত্র।

৪৯৩। সন, স্যৎ, স্যমান, স ও স্নু প্রত্যয় পরেতে ধাতুর শেষস্থ চ, ছ, জ, শ, ষ, ও হ স্থানে 'ক' হয়। কিন্তু মধ্যে "ই" আগম হইলে হইবে না।

৪৯৪। ঐ কয় প্রত্যয় পরেতে ধ ও হ য়ের পূর্ব্বস্থ বর্গের তৃতীয় বর্ণ স্থানে চতুর্থ বর্ণ হয়।

৪৯৫। ঐ প্রত্যয় পরেতে ধাতুর শেষের দ, ধ, ও স স্থানে 'ত্' হয়।

৪৯৬। সনন্ত ধাতুর—ধাতুর উত্তর ইচ্ছা অর্থে 'সন' প্রত্যয় হয়। সনের 'স থাকে।

৪৯৭। সন ও যঙ প্রত্যয় করিলে স্বরবর্ণ সহ ধাতুর আদি বর্ণের দ্বিত্ব হয়। দ্বিত্ব করিয়া যে বর্ণ উৎপন্ন হয় তাহাকে দ্বিরুক্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগ কহে। যথা বিচ্ ধাতু দ্বিত্ব করিয়া 'বিবিচ' ইহার 'বিচ্' মূলাংশ আর বিচের পূর্ব্ব 'বি' পূর্ব্বভাগ। এইরূপ, রুদ=রুরুদ, মুচ=মুমুচ বিদ=বিবিদ ইত্যাদি।

৪৯৮। ধাতুর আদি বর্ণ যদি যুক্তাক্ষর হয় ও তাহার উপরিস্থ বর্ণ শ, ষ বা স আর নিম্ন বর্ণ বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ হয় তাহা হইলে স্বরবর্ণ সহ নিম্ন বর্ণের দ্বিত্ব হয় এবং অন্য যুক্তাক্ষর হইলে উপরিস্থ বর্ণের দ্বিত্ব হয়। যথা স্পৃশ ধাতু দ্বিত্ব করিলে পৃস্পৃশ, স্পন্দ = পস্পন্দ, স্ফুর = ফুস্ফুর ইত্যাদি। অন্য যুক্তাক্ষর স্থলে শ্রু = শুশ্রু ক্রু = বুক্রু ইত্যাদি।

৪৯৯। দ্বিরুক্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগস্থ বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ স্থানে প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ এবং হ, গ, ও ক স্থানে জ, জ, ও চ হয়। যথা ভুজ = বুভুজ ইত্যাদি।

৫০০। সন পরেতে দ্বিরুক্ত ধাতুর পূর্ব্ব ভাগস্থ অবর্ণ ও ঋ বর্ণ স্থানে 'ই' হয়। আর অন্ত দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়। যথা গম্ = জিগম্, ভুষ = বুভুষ, দৃশ = দিদৃশ, কম্ = চিকম্ ইত্যাদি।

বধ ও মান ধাতুর পূর্ব্বভাগের অকার স্থানে 'ঈ' হয়। যথা বধ্ = বীবধ, মান = মীমান হয়।

৫০১ সন প্রত্যয় করিলে, জি ধাতুর স্থানে "গী" আদেশ হয় আর চি ধাতুর স্থানে বিকল্পে কি আদেশ হয়। এবং পরে দ্বিত্বাদি কার্য্য হয়। যথা জি + সন = জিগীষ, চি + স = চিকীষ বা চিচীষ।

৫০২। সন পরেতে গ্রহ ও প্রচ্ছ ধাতুর 'র' স্থানে ঋ হয় ও স্বপ ধাতুর 'ব' স্থানে 'উ' হয়। যথা গ্রহ + স = জিঘৃক্ষ, প্রচ্ছ + স = পিপৃক্ষ, স্বপ + স = সুষুপ্স ইত্যাদি।

৫০৩। সন পরেতে ঋ বর্ণান্ত ধাতুর ঋ স্থানে ঈর হয়। আর পবর্গ যুক্ত হইলে "ঋ" স্থানে ঊর হয়। যথা কৃ + স = চিকীর্ষ মৃ + স = মুমূর্ষ ইত্যাদি।

৫০৪। সন পরেতে সম্ভবিত ধাতুর উত্তর 'ই' আগম হয়।

ই আগম হইলে রুদ, বিদ ও মুষ ভিন্ন সমস্ত ধাতুর গুণ হয়। যথা শী+স=শী+ই+স=শিশয়িষ, শ্রি+স=শিশ্রয়িষ ইত্যাদি রুদাদির পক্ষে রুরুদিষ বিবিদিষ মুমুষিষ ইত্যাদি।

৫০৫। সন্ পরেতে ইকার আগম না হইলে স্বরান্ত ধাতুর অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়, গুন হয় না। যথা চি+স=চিচীষ, শ্রু+স= শুশ্রূষ ইত্যাদি।

৫০৬। উবর্ণান্ত ধাতু, গুহ ও গ্রহ ধাতুর উত্তর 'ই' আগম হয় না। যথা, ভূ+স=বুভূষ, গুহ্+স=জুঘুক্ষ, গ্রহ+স= জিঘৃক্ষ ইত্যাদি।

৫০৭। যু, ভৃ, ভ্রস্জ, প্রচ্ছ ও স্বৃ, ধাতুর উত্তর 'ই' আগম হয় বিকল্পে। এবং স্মি ও পূ ধাতুর উত্তর নিত্য 'ই' আগম হয়। যথা স্মি+স=সিস্ময়িষ পূ+স=পিপবিষ। ভ্রস্জ+স =বিভ্রজ্জিষ্ বা বিভ্রক্ষ, যু+স=যিযবিষ বা যুযূষ ইত্যাদি।

৫০৮। সন্ প্রত্যয় করিলে মি, মী, মা, দা, ধা, রভ্, লভ, পদ, পত, আপ, শক্, রাধ্, হন্, দম্ভ ও জ্ঞাপি ধাতুর স্থানে সন্ প্রত্যয় সহিত যথাক্রমে মিৎস, মিৎস, মিৎস, দিৎস, ধিৎস, রিপ্স, লিপ্স, পিৎস, পিৎস, ঈপ্স, শিক্ষ, রিৎস্ জিঘাংস, ধীপ্স ও জ্ঞীপ্স আদেশ হয়। আর দ্বিত্ব হয় না।

৫০৯। ইচ্ছা অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থে কয়টী সনন্ত ধাতু হয়। যথা রোগাপনয়নার্থে কিৎ+সন=চিকিৎস, ক্ষমার্থে তিজ+সন =তিতিক্ষ, বিচারার্থে মান+সন-মীমাংস, ও নিন্দার্থে বধ+মন-বীভৎস ধাতু হয়।

সনন্ত ধাতুর উত্তর 'আ' প্রত্যয় করিয়া বিশেষ্য এবং উ,ত, তব্য, তৃ, অক প্রভৃতি প্রত্যয় করিয়া বিশেষণ পদ প্রস্তুত হয় যথা জিজ্ঞাস+আ=জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাস+উ, ত, তব, তৃ অক

প্রত্যয়ে জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসিত জিজ্ঞাসিতব্য, জিজ্ঞাসিতা, জিজ্ঞাসক প্রভৃতি বিশেষণ পদ প্রস্তুত হয়। এইরূপে অন্যান্য সমস্ত ধাতুরও বিশেষ্য বিশেষণ পদ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৫১০। মুলযঙন্ত ধাতু—ক্রিয়ার পৌনঃ পুন্য বা আতিশয্যার্থে ধাতুর উত্তর "যঙ" প্রত্যয় হয়। যঙের 'য' থাকে যঙ্ পরে ধাতুর গুণ হয় না।

৫১১। যঙন্ত ধাতুর পূর্ব্ব ভাগের অকার স্থানে আকার ও ঋ স্থানে 'অরী' হয় এবং অন্ত্য স্বরের গুণ হয়। যথা—সিচ্+য=সেসিচ্য দৃশ্+য=দরী-দৃশ্য, বুধ+য=বোবুধ্য, নৃত্+য=নরী-নৃত্য ধাতু হয়।

৫১২। প্রত্যয়ের অগুণী 'য' পরেতে শীধাতুর স্থানে শয, আর দা, ধা, মা, গৈ=গা, সো=সা, পা হা, ও স্থা ধাতুর আকার স্থানে ঈকার হয় এবং ঋকারান্ত ধাতুর ঋ স্থানে 'রি' হয় তৎপরে দ্বিত্ব হয়। যথা—দা+য=দেদীয, পা+য=পেপীয় ইত্যাদি।

৫১৩। যঙ্ পরেতে হ্রস্ব স্বরান্ত ধাতুর দীর্ঘ হয়। যথা—ক্র+য=চেক্রীয়, রু+য=রোরূয় ইত্যাদি।

৫১৪। যঙ প্রত্যয় করিলে জ্বল ভিন্ন লকারান্ত ধাতুর ও ন, ণ, বা ম অন্তে থাকে এমত অকার উপান্ত্য ধাতুর পূর্ব্বভাগের উত্তর ম্, আগম হয়। যথা—চল্+য=চঞ্চল্য গম্+য=জঙ্গম্য নম্+য=নংনম্য ইত্যাদি আর চর্, ফল্, জপ্ ও দন্শ্ ধাতু যঙন্ত করিলে চংচূর্য্য পংফুল্য জংজপ্য ও দংদশ্য ধাতু হয়। এবং বন্চ্, স্বপ্, ও শী ধাতুতে বনীবচ্য, সোষুপ্য ও শাশয্য ধাতু হয়।

যঙন্ত ধাতুর 'মান' প্রত্যয়ান্ত পদই অধিক প্রচলিত। যথা—

| ধাতু যঙ | মান প্রত্যয়ান্ত পদ | অর্থ— |
|---|---|---|
| দীপ্ + য= | দেদীপ্যমান | যে পুনঃ২ দীপ্তি পায় |
| জ্বল্ + য= | জাজ্বল্যমান | যে পুনঃ ,, ,, |
| হা + য= | জেহীয়মান | অতিশয় ত্যাগশীল |
| পা + য= | পেপীয়মান | যে পুনঃপুনঃ পান করে |
| গৈ + য= | জেগীয়মান | ,, ,, গান করে |
| দা + য= | দেদীয়মান | ,, ,, দান ,, |
| রু + য= | রোরূয়মান | ,, ,, রব ,, |
| দুল্ + য= | দোদুল্যমান | ,, অতিশয় দোলে |

৫১৫। মান ভিন্ন প্রত্যয় পরে 'যঙের' লোপ হয়। তাহাকে যঙ্লুগন্ত বা যঙ্ লোপান্ত ধাতু বলে। যঙ লোপান্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগের ঋ স্থানে 'অর্'ও হয়। যথা—জৃ + য = জর্জর ইত্যাদি।

কতক গুলি যঙ্ লোপান্ত পদ প্রদর্শিত হইতেছে।

| যঙন্ত ধাতু প্রত্যয় | বাচ্য | পদ | অর্থ |
|---|---|---|---|
| লালস্য + আ | ভাব | লালসা | অতি ইচ্ছা |
| লোলুপ্য + অ | কর্ত্তৃ | লোলুপ | অতি ইচ্ছুক |
| জঙ্গম্য + অ | কর্ত্তৃ | জঙ্গম | গমনশীল |
| চঞ্চল্য + ,, | ,, | চঞ্চল | অতি সচল |
| সরীসৃপ্য + ,, | ,, | সরীসৃপ | অতি বক্রগামী |
| জর্জর্য্য + ,, | ,, | জর্জর | অতি জীর্ণ |
| ,, ত | ,, | জর্জ্জরিত | ,, |
| দন্দশ্য + উক | ,, | দন্দশূক | দংশক |
| জঙ্গল্য + অ | অধিকরণ | জঙ্গল | বন। |

বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপে নাম ধাতুর বা শাব্দিক ক্রিয়া প্রস্তুত

করিতে হয় তাহা ক্রিয়া প্রকরণে লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে কিরূপে সংস্কৃত বা মূলনামধাতু বা শাব্দিকধাতু প্রস্তুত করিতে হয় লিখিত হইতেছে।

৫১৬। শাব্দিক ধাতু—বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থে 'য' প্রত্যয় হয়। 'য' প্রত্যয় করিয়া শব্দের যে আকার হয় তাহাকে মূল নাম বা শাব্দিক ধাতু কহে।

৫১৭। 'য' প্রত্যয় করিলে শব্দের শেষস্থ 'ন্ ও স্' য়ের লোপ হয় এবং ঋকারান্ত শব্দের ঋ স্থানে 'রী' হয়, অন্ত্যস্বরান্ত শব্দের দীর্ঘ হয়। যথা দুর্ম্মনস্+য=দুর্ম্মনায়, উষ্মন্+য= উষ্মায়, লঘু+য=লঘূয়, পিতৃ+য=পিত্রীয় ধাতু হয়।

৫১৮। উপমান শব্দের উত্তর আচরণ অর্থে-'য' প্রত্যয় করিয়া নাম ধাতু হয়। যথা—দণ্ডের ন্যায় আচরণ ইত্যর্থে দণ্ডায়, ধাতু (বাঃ দাঁড়া ধাতু) এইরূপে যষ্টি+য=যষ্টীয়, দুর্ম্ম-নস্+য-দুর্ম্মনায় ইত্যাদি।

৫২০। বাষ্প, উষ্ম, ফেন, ধূম ও তরঙ্গ শব্দ উত্থান অর্থে 'য' প্রত্যয় করিয়া নাম ধাতু হয়। যথা বাষ্প+য=বাষ্পায়, উষ্মায়, ফেনায়, ধূমায় তরঙ্গায় ধাতু হইল।

৫১৯। করা ও অনুভব অর্থে কর্ম্ম পদের উত্তর 'য' প্রত্যয় করিয়া নাম ধাতু হয়। যথা শব্দ করা এই অর্থে শব্দ+য= শব্দায়, এইমত কলহ+য=কলহায়, দুঃখ অনুভব করা এই অর্থে দুঃখ+য=দুঃখায় এই মত সুখায়, কষ্টায় ইত্যাদি।

নাম ধাতুর, কৃৎ-প্রত্যয়ের মান ও ত প্রত্যয়ান্ত পদ অধিক প্রচলিত। অন্য কৃৎ প্রত্যয়ান্ত পদ অতি বিরল। যথা ফেনায়মান, দণ্ডায়মান শব্দায়মান তরঙ্গায়িত, বাষ্পায়িত ইত্যাদি।

## কৃদন্ত বাচ্য।

৫২১। বাচ্য ছয়টী,— কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, করণ, অপাদান অধি-করণ ও ভাব। তন্মধ্যে কর্ত্তৃ ও কর্ম্মবাচ্য প্রত্যয়ান্ত পদ সকল বিশেষণ।

ভাববাচ্য প্রত্যয়ান্ত পদ সকল ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য পদহয়। এবং করণ, অপাদান ও অধিকরণ বাচ্য প্রত্যয়ান্ত পদ সকল রূঢ্যর্থ বিশেষণবৎ হইয়া পদার্থ বাচক বিশেষ্য পদ হয়।

৫২২। কর্ত্তৃবাচ্যপদ—যে পদ কর্ত্তৃরূপে ধাত্বর্থের কার্য্য করিয়া স্বয়ং সিদ্ধ হয় তাহা কর্ত্তৃবাচ্যপদ। যথা—ভোক্তা—যে ভোজন করে-সে ভোক্তা, ভোক্তাপদ ভুজ্ ধাতুর ক্রিয়ার কর্ত্তৃরূপে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া কর্ত্তৃবাচ্য পদ।

৫২৩। কর্ম্মবাচ্য পদ—যাহা কর্ম্মরূপে ধাত্বর্থের কার্য্য করিয়া নিষ্পন্ন, তাহা কর্ম্মবাচ্য পদ। যথা—দৃষ্ট—যাহা দেখিয়াছে তাহা। এথানে দৃষ্ট পদ দৃশ্ ধাতুর ক্রিয়ার কর্ম্ম রূপে থাকিয়া সিদ্ধ হওয়াতে দৃষ্ট কর্ম্মবাচ্যপদ।

৫২৪। করণ, অপাদান ও অধিকরণ বাচ্যপদ — যাহা করণ, অপাদান বা অধিকরণ রূপে ধাত্বর্থের কার্য্য করিয়া সিদ্ধ হয়, তাহাকে করণবাচ্য, অপাদানবাচ্য, বা অধিকরণ বাচ্যপদ বলে। যথা ভূষণ-যাহা দ্বারা ভূষিত হয়, তাহা। এথানে ভূষণ পদ ভূষ্ ধাতুর ক্রিয়ার করণরূপে থাকিয়া নিষ্পন্ন হওয়াতে ভূষণ, করণবাচ্যপদ; প্রসূতি—যাহা হইতে প্রসব হয় তাহা। এথানে প্রসূতি পদ প্রপূর্ব্ব সূ ধাতুর ক্রিয়ার অপাদান থাকিয়া সিদ্ধ হওয়াতে প্রসূতি অপাদান বাচ্যপদ। ভবন—যেথানে হয় তাহা, এথানে ভবন পদ ভূ-ধাতুর ক্রিয়ার আধার থাকিয়া সিদ্ধ হওয়াতে ভবন—অধিকরণবাচ্য পদ।

৫২৫। ভাব বাচ্যপদ—ভাব—ধাত্বর্থ, যাহা নিরবচ্ছিন্ন ধাত্বর্থ মাত্র ধারণ করিয়া সিদ্ধ হয় তাহাই ভাব বাচ্যপদ। যথা শয়ন—শোওয়া, এখানে শয়ন পদ শী ধাতুর ক্রিয়ার অর্থ মাত্র ধারণ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া শয়ন ভাববাচ্য পদ।

---

## কৃদন্ত মুখবন্ধ।

৫২৬। তি, ত, ত্রিম, বর, মান প্রত্যয়ের আগত 'য' একটী—'য' প্রত্যয় ক্বিপ., নু, বস্, আ ও যা প্রত্যয় পরে ধাতুর গুণ ও বৃদ্ধি কার্য্য হয় না। ইহারা অগুণী।

৫২৭। ইন্, অক, উক, য ও অ প্রত্যয় পরে ধাতুর বৃদ্ধি কার্য্য হয়।

৫২৮। এতদ্ভিন্ন অন, তৃ, তব্য, অ ও য প্রভৃতি আর আর প্রায় সমস্ত কৃৎ প্রত্যয় পরে ধাতুর গুণ হয়।

৫২৯। তৃ, তব্য, ত স্যৎ স্যমান ও সন প্রত্যয় পরেতে সম্ভবিত ধাতুর উত্তর 'ই' আগম হয়। ধাতু ও প্রত্যয় উভয়ে "ই-নিষ্ঠ-" হইলে 'ই' আগম হইবে নচেৎ হইবে না।

'ই' সম্ভব ধাতু—

৫৩০। ধাতু মালায় '×' এই চিহ্নিত অকারান্ত ধাতু মাত্রেই 'ই' সম্ভব।

৫৩১। আকারান্ত ধাতুমধ্যে কেবল দরিদ্রা ও দ্রা ধাতু 'ই' সম্ভব।

৪৩২। হ্রস্ব 'ই'কারান্ত ধাতুমধ্যে শ্বি ও শ্রি ধাতু 'ই' সম্ভব।

৫৩৩। দীর্ঘ ঈকারান্ত ধাতুর মধ্যে ডী ও শী ধাতু 'ই' সম্ভব।

৫৩৩। হ্রস্ব উকারান্ত ধাতুমধ্যে যু, রু, নু, স্নু, ক্ষু, ক্ষ্ণু, ধাতু 'ই' সম্ভব।

৫৩৪। দীর্ঘ উকারান্ত ধাতু মাত্রেই 'ই' সম্ভব।

৫৩৫। ঋ বর্ণান্ত ধাতুর মধ্যে বৃ ও জাগৃ ধাতু 'ই' সম্ভব।

৫৩৬। ণিজন্ত, সনন্ত, যঙ্ লোপান্ত ও নাম ধাতু মাত্রেই 'ই' সম্ভব। কিন্তু 'ত' প্রত্যয় পরে ণিজন্ত ধাতুর উত্তর 'ই' আগম হয় না।

৫৩৭। শক্ ভিন্ন সমস্ত ক বর্গান্ত ধাতু 'ই' সম্ভব।

৫৩৮। পচ্, রিচ্, বিচ্, মুচ্, প্রচ্ছ্, সিচ্ ও বচ্ ভিন্ন সমস্ত চান্ত ও ছান্ত ধাতু 'ই' সম্ভব।

৫৩৯। ত্যজ্ নিজ্ ভুজ্ ভন্‌জ্ ভজ্ ভ্রস্‌জ্ যুজ্ যজ্ রন্‌জ্ রুজ্ সন্‌জ্ বিজ্ স্বজ্ মৃজ। আর মস্‌জ্ ভিন্ন সমস্ত জ কারান্ত ধাতু 'ই' সম্ভব।

৫৪০। ট বর্গান্ত, তান্ত ও থান্ত ধাতু 'ই' সম্ভব।

৫৪১। অদ্ ক্ষুদ্, তুদ্ নুদ্ ছিদ্ খিদ্ পদ্ শদ্ বিন্দ্ বিদ্ স্কন্দ্ ভিদ্ স্বিদ্ সদ্। ইহা ভিন্ন সমস্ত দকারান্ত ধাতু 'ই' সম্ভব।

৫৪২। সাধ্, ক্ষুধ্, বন্ধ্, ক্রুধ্, বুধ্, যুধ্, রুধ্, র‍্যাধ্ সিধ্, ভিন্ন সমস্ত ধান্ত ধাতু 'ই' সম্ভব।

৫৪৩। হন্ ও মন্ ভিন্ন সমস্ত নান্ত ধাতু 'ই' সম্ভব।

৫৪৪। পান্ত ধাতুমধ্যে জপ, কুপ ধূপ দীপ ও কৃপ ধাতু 'ই' সম্ভব। অন্য পান্ত প্রায়ই 'ই' সম্ভব নহে।

৫৪৫। ফান্ত ও বান্ত ধাতু প্রায়ই 'ই' সম্ভব।

৫৪৬। যভ্ রভ্ ও লভ ভিন্ন সমস্ত ভান্ত ধাতু 'ই' সম্ভব।

৫৪৭। যম্, রম, গম ও নম ভিন্ন সমস্ত মান্ত ধাতু 'ই' সম্ভব।

৫৪৮। অন্তঃস্থ বর্ণান্ত ধাতু 'ই' সম্ভব।

৫৪৯। ক্রুশ্, দন্‌শ্, দিশ্, দৃশ্ মৃশ্, রিশ্, বিশ্, রুশ্, লিশ্ ও স্পৃশ্ ভিন্ন শান্ত ধাতু 'ই' সম্ভব।

৫৫০। ক্লিষ্, তুষ্, ত্বিষ্, দুষ্, পিষ্, মুষ্, মৃষ্, বিষ্, শিষ্, শুষ্, শ্লিষ্, দ্বিষ্, ভিন্ন ষান্ত ধাতু 'ই' সম্ভব।

৫৫১। ঘস্ ও বস্ ভিন্ন সমস্ত সান্ত ধাতু 'ই' সম্ভব।

৫৫২। দহ্, দিহ্, দুহ্, নহ্, মিহ্, রুহ্, বহ্ আর লিহ্ ভিন্ন সমস্ত হান্ত ধাতু 'ই' সম্ভব।

যে সকল ধাতু 'ই' সম্ভব; তাহার মধ্যে কোন কোন ধাতুর 'ত' প্রত্যয় পরে 'ই' হয় না এবং যে সকল ধাতু 'ই' সম্ভব নহে, তাহার মধ্যেও কোন কোন ধাতুর 'ত' প্রত্যয় পরে 'ই' আগম হয়, তাহা 'ত' প্রত্যয় স্থলে লিখিত, হইয়াছে সন্ প্রত্যয় সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম।

## কৃৎ প্রত্যয়—ভাব বাচ্য।

৫৫৩। অন প্রত্যয়—ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে 'অন' প্রত্যয় হয়। অন পরেতে ধাতুর গুণ হয়। যথা—সম্‌পাদি+অন=সম্পাদন, ভাবি+অন = ভাবনা, চালি + অন= চালন (১) শী+অন=শয়ন, মৃ+অন =মরণ, পুষ্+অন= পোষণ, শ্রু+অন = শ্রবণ, সিব+অন= সেবন (২) মৃজ+অন=মার্জ্জন, ভ্রস্‌জ্+অন = ভর্জ্জন, মস্‌জ্+অন=মজ্জন ইত্যাদি। এই 'অন' প্রত্যয় কর্তৃবাচ্য ভিন্ন অন্যান্য বাচ্যেও

---

(১) প্রথম তিনটী উদাহরণ—ণিজন্ত ধাতুর। অন প্রত্যয় পরেতে নিচের ই কারের লোপ হইয়া অন যুক্ত হইয়া পদ হইয়াছে।

ণিজন্ত ধাতু ও শ্রন্থ, গ্রন্থ, বিদ, বন্দ, উপ-আস, ঈষ্ ধাতু 'অন' প্রত্যয়ান্ত হইলে আকারান্ত হইয়া স্ত্রীলিঙ্গ হয় বিকল্পে। যথা গ্রন্থনা শ্রন্থনা ঈষণা বন্দনা উপাসনা ইত্যাদি।

(২) সিব ও ষ্ঠিব ধাতু অন পরে কি বিকল্পে দীর্ঘ হয়। যথা সিব+অন=সীবন নি-ষ্ঠিব+অন=নিষ্ঠীবন। পক্ষে সেবন ও ষ্ঠেবন।

হয়; এবং অন প্রত্যয়ান্ত পদ কোনরূপে স্ত্রীলিঙ্গ হইলে 'ঈ' কারান্ত হয়। যথা—লেখনী, মোহনী জননী, ইত্যাদি।

অন্যান্য বাচ্যে যথা—অধিকরণ বাচ্যে—স্থান, ভবন, আসন, সদন, শয়ন ( শয্যা ) ইত্যাদি—

অপাদান বাচ্যে—জননী—

করণ বাচ্যে—ভূষণ, মণ্ডন, লেখনী, বন্ধনী ইত্যাদি—

কর্ম্ম বাচ্য—দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, সুদর্শন, দুর্দ্ধর্ষণ ইত্যাদি।

৫৫৪। অন, অক, অ, য ও ক্বিপ প্রত্যয় পরেতে কৄ ও গৄ ধাতুর ঋ স্থানে 'ইর' পৄধাতুর ঋ স্থানে 'উর' হয়। যথা কৄ+অন= কিরণ, উৎ-গৄ+অন=উদ্গিরণ, পৄ+অন=পুরণ ইত্যাদি।

৫৫৫। অ প্রত্যয়—ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্য 'অ' প্রত্যয় হয়। অ পরেতে ধাতুর গুণ ও বৃদ্ধি, দুই কার্য্য হয়। যথা আ-কৃ+অ=আকার, আকর, ভূ+অ=ভাব, ভব, বিস্তৄ+অ= বিস্তার, বিস্তর, ভৃ+অ=ভার, ভর ইত্যাদি।

৫৫৬। অ, প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্তস্থিত 'চ্' ও জ্' স্থানে ক ও গ হয়। কখন হয়ও না। এবং আকারান্ত ধাতুর উত্তর 'য়' আগম হয়। যথা—

শুচ+অ=শোক, রুজ্+অ=রোগ ভুজ+অ=ভোগ, ভোজ, সন্জ+অ=সঙ্গ ভন্জ+অ=ভঙ্গ, অধি-অব-সো+অ= অধ্যবসায়, বি-দা+অ=বিদায়, ইত্যাদি।

৫৫৭। অ, অস্, অক, ইন্ প্রত্যয় পরেতে রন্জ ধাতুর 'ন'য়ের লোপ হয়, এবং 'অ' পরেতে বিকল্পে লোপ হয়। যথা রন্জ+অ=রাগ, ও রঙ্গ ইত্যাদি।

৫৫৮। 'অথু' প্রত্যয়—ভাববাচ্যে বেপ্, বম্ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর উত্তর "অথু" প্রত্যয় 'হয়' ইহাতে ধাতুর গুণ

হয়। যথা বেপ+অথু=বেপথু (কম্পন) বম্+অথু=বমথু (বমন) কৃ+অথু=করথু (করণ)।

৫৫৯। স্বরবর্ণ পরে রভ্, লভ প্রভৃতি ধাতুর উপান্তে 'ম' আগম হয়। যথা 'আ=রভ্+অন=আরম্ভণ।

৫৬০। 'ন' প্রত্যয়—যত, প্রচ্ছ, বিচ্ছ, স্বপ্, যজ্ ও যাচ্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'ন' প্রত্যয় হয়। ন পরে 'চ্ছ' স্থানে 'শ্' হয়। যথা যত্ন, প্রশ্ন, বিশ্ন, যজ্ঞ, যাচ্ঞা, স্বপ্ন ইত্যাদি।

৫৬১। 'যা' প্রত্যয়—শী, ব্রজ, যজ, বিদ্, চর্, কৃ, পরি-সৃ-জাগৃ-ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে যা, প্রত্যয় হয় 'যা' প্রত্যয়ান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা—যজ্+য়া=ইজ্যা, কৃ+য়া=ক্রিয়া, বিদ্যা, পরিচর্য্যা, পরিসর্য্যা, শী+য=শয্যা ইত্যাদি।

৫৬২। 'আ' প্রত্যয়—দয়, কৃপ, শন্স্ প্রভৃতি ধাতু, গুরু স্বর বিশিষ্ট ধাতু, (১) এবং ণিজন্ত, সনন্ত, ও যঙন্ত ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে 'আ' প্রত্যয় হয়। আ প্রত্যয়ান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—দয়্+আ=দয়া, কৃপ+আ=কৃপা, ভূষ্+আ=ভূষা, ঈক্ষ্+আ=ঈক্ষা, এইরূপ দীক্ষা, শিক্ষা, প্রশংসা, চর্চ্চা, অর্চ্চা, কথা, স্পৃহা, জিজ্ঞাসা, বুভুক্ষা, লালসা, ইত্যাদি।

৫৬৩। 'তি' প্রত্যয়—ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'তি' প্রত্যয় হয়। তি, কর্তৃবাচ্য ভিন্ন কখন অন্যবাচ্যও হয়। তি পরে ধাতুর গুণ বৃদ্ধি হয়না এবং তি প্রত্যয়ান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—স্তুতি, নীতি, আ-কৃতি, বৃত্তি, ইত্যাদি। অন্যান্য বাচ্যে করণ—মতি, বুদ্ধি, আপাদান—প্রসূতি ইত্যাদি।

---

(১) দীর্ঘস্বর বিশিষ্ট বা যুক্তাক্ষারান্ত ধাতুকে গুরুস্বর বিশিষ্ট ধাতু বলে। যথা ভূষ্, লস্জ্, গুঞ্জ' শিঞ্জ প্রভৃতি গুরুস্বর বিশিষ্ট ধাতু।

৫৬৪। কৄ, গৄ, গ্লৈ, ম্লৈ, ও হা ধাতুর উত্তর তি স্থানে 'নি' হয়। যথা—কৄ+তি=কীর্ণি, গৄ+তি=গীর্ণি, ম্লৈ+তি= ম্লানি হানি ইত্যাদি।

## সাধারণ সূত্র।

৫৬৫। প্রত্যয়ের ত, স, ও ক্বিপ প্রত্যয় পরেতে শান্ত, ছান্ত ধাতু এবং ভ্রাজ্, যজ, মৃজ, সৃজ, ব্রজ, ব্রশ্চ, ভ্রস্জ ধাতুর স্বরবর্ণের পরস্থিত বর্ণ স্থানে 'ষ' হয়। যথা—দৃশ্+তি=দৃষ্টি, প্রচ্ছ+ত=পৃষ্ট, সৃজ+তি=সৃষ্টি, নশ্+ত=নষ্ট, ইত্যাদি।

৫৬৬। তি, ত ও ক্বিপ্, প্রত্যয় ও কর্ম্ম বাচ্য মান প্রত্যয়ে আগত 'য' পরেতে স্বরেরসহিত গ্রহ্, প্রচ্ছ, ব্রশ্চ্, ও ভ্রস্জ ধাতুর 'র' স্থানে 'ঋ', ব্যধ, জ্যা ও যজ্ ধাতুর 'য' স্থানে 'ই' এবং স্বপ্, বপ্, বহ্, বস্, বচ্, ও আহ্বে ধাতুর 'ব' স্থানে 'উ' হয়। এই রূপে উৎপন্ন 'ই' ও 'উ' ধাতুর অন্তে থাকিলে দীর্ঘ হয়। যথা—প্রচ্ছ+ত=পৃষ্ঠ, গ্রহ্+ত=গৃহীত, ব্রশ্চ +ত=বৃষ্ট, যজ্+ত=ইষ্ট, স্বপ্+তি=সুপ্তি, বপ্+ত=উপ্ত আ-হ্বে+ত=আহূত ইত্যাদি।

৫৬৭। বর্গের চতুর্থ বর্ণের পরস্থিত প্রত্যয়ের 'ত' স্থানে 'ধ' হয় এবং উক্ত চতুর্থ বর্ণ স্থানে সে বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা—ব্যধ্+ত=বিদ্ধ, বুধ্+তি=বুদ্ধি, লভ্+তি = লব্ধি ইত্যাদি।

৫৬৮। কৃৎ প্রত্যয়ের 'ত' পরেতে দহ্, দুহ্, দিহ, মুহ, দ্রুহ্ ও স্নিহ ধাতুর 'হ' স্থানে 'ঘ' হয়। যথা—দহ্+ত= দগ্ধ, দুহ+ত=দুগ্ধ, স্নিহ+ত=স্নিগ্ধ, মুহ+ত=মুগ্ধ ইত্যাদি।

৫৬৯। এতদ্ভিন্ন হ কারান্ত ধাতুর 'হ' ও প্রত্যয়ের 'ত'

উভয়ের স্থানে 'ঢ়' হয় (১) এবং একটী ঢ় লোপ হয়, আর তাহার ঋ ভিন্ন পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা—লিহ্+ত=লীঢ়, বহ্+তি = ঊঢ়ি, বহ্+ত=ঊঢ়, দৃহ্+ত=দৃঢ়, ইত্যাদি। কিন্তু নহ ধাতুর 'হ্' স্থানে 'ধ' হয়। যথা—নহ+ত=নদ্ধ।

৫৭০। তি ও ত প্রত্যয় পরেতে ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উপান্ত্য 'ন' য়ের লোপ হয়। কিন্তু মধ্যে 'ই' আগম হইলে হইবে না। যথা—দন্‌শ্+ত=দষ্ট, ধ্বন্স্+ত=ধ্বস্ত, প্র-শন্স্+ত= প্রশস্ত, দৃন্হ্+ত=দৃঢ়, ইত্যাদি। 'ই' আগমে কুণ্ঠ+ত=কুণ্ঠিত বঞ্চ+ত=বঞ্চিত, গ্রন্থ+ত=গ্রন্থিত, ইত্যাদি। 'ই' আগম হইলেও মন্থ প্রভৃতির 'ন' র লোপ হয়। যথা—মথিত ইত্যাদি।

৫৭১। ক্তিপ্ ও ক্ত প্রত্যয়ের 'ত' পরেতে ধাতুর অন্তস্থিত চ ও জ স্থানে 'ক' হয়। যথা—বচ্+তি=উক্তি, মুচ+ তি=মুক্তি, রন্‌জ্+তি=রক্তি, আ-সন্‌জ্+ তি=আসক্তি, ভজ্+তি=ভক্তি ইত্যাদি।

৫৭২। তি ও ত প্রত্যয় পরেতে ঋ কারান্ত ধাতুর 'ঋ' স্থানে 'ঈর্' ও পবর্গ যুক্ত হইলে 'ঋ' স্থানে 'ঊর' হয়। যথা— বিস্তৄ+ত=বিস্তীর্ণ, পৄ+তি=পূর্ত্তি, পৄ+ত=পূর্ত্ত ইত্যাদি।

৫৭৩। তি, ত ও ত্রিম প্রত্যয় পরেতে গৈ, পা, হা, স্ফায়্ ও প্যায়্, ধাতুর অন্ত্যস্বরাদি বর্ণ স্থানে 'ঈ' হয়, মা, স্থা, সো=সা, শা, দো=দা ধাতুর আকার স্থানে 'ই' হয় এবং, দানার্থ দা ও ধা, ধাতুর স্থানে দৎ ও হি আদেশ হয়। যথা— গৈ+তি=গীতি, পা+ত=পীত, স্ফায়্+তি=স্ফীতি, মা+

(১) তৃ ও তব্য পরে 'ঢ়' হইলে সহ্ ও বহ্ ধাতুর 'অ' কার স্থানে 'ও' কার হয়। যথা—সহ+তব্য=সোঢ়ব্য, বহ+তব্য=বোঢ়ব্য ইত্যাদি।

তি=মিতি, স্থা+ত=স্থিতি, সো+ত= সিত, দা+ত=দত্ত, ধা+ত=হিত ইত্যাদি।

৫৭৪। কৃৎ প্রত্যয়ের 'ত' পরে খন্ ও জন্ ধাতুর স্থানে খা ও জা আদেশ হয়। যথা—খন+ত=খাত, জন্+তি= জাতি, জন+ত=জাত ইত্যাদি।

৫৭৫। তি ও ত প্রত্যয় পরেতে যম্, রম্, নম্, গম্, হন্, তন্, মন্, ও ক্ষণ্ ধাতুর অন্ত্যবর্ণের লোপ হয়। এতদ্ভিন্ন নান্ত ও মান্ত ধাতুর অন্ত্যবর্ণের লোপ হয়না, উপান্ত্য অকারেব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু 'ই' আগম হইলে হইবে না। যথা—গম্+ তি,=গতি, মন+ত=মন, যম্+ত=যত, কম+তি=কান্তি. শম+ত=শান্ত, স্বন্+ত=স্বান্ত, ইতি। 'ই' আগমে স্বন+ ত=স্বনিত, ধ্বন্+ত=ধ্বনিত বা ধ্বান্ত ইত্যাদি।

এই সাধারণ সূত্র সকলের কার্য্য সম্ভবতঃ সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইবে।

## কর্ত্তৃবাচ্য মুখ-বন্ধ।

৫৭৬। ইন্, অক, উক, প্রত্যয় পরেতে আকারান্ত ধাতুর উত্তর একটী 'য়' আগম হয়।

৫৭৭। বর, য, ও ক্বিপ প্রত্যয় পরেতে হ্রস্ব স্বরান্ত ধাতুর উত্তর 'ত্' আগম হয়।

৫৭৮। তব্য ও তৃ প্রত্যয় পরেতে কৃষ্, মৃশ, দৃশ্, সৃজ্, সৃপ্ তৃপ্ ও দৃপ ধাতুর ঋ স্থানে 'র' হয়।

৫৭৯। তি ভিন্ন প্রত্যয়ের 'ত' পরেতে সহ্,লুভ্, স্তু, ধৃষ্ মৃষ ভূ, শুচ্, বশ্ হৃষ্ ও রুষ্ ধাতুর উত্তর কথন কথন 'ই' আগম হয় এবং গ্রহ ধাতুর উত্তর 'ঈ' আগম হয়।

৫৮০। ইন্, য, উর প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্ত্য চ ও জ্ স্থানে ক্ ও গ হয়।

## কর্ত্তৃ বাচ্য প্রত্যয়।

৫৮১। তৃ প্রত্যয়—ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্য 'তৃ' প্রত্যয় হয়, 'তৃ' পরে ধাতুর গুণ হয় এবং সম্ভাবনা থাকিলে 'ই' আগম হয়। যথা—শী+তৃ=শয়িতৃ, শয়িতা, সূ+তৃ=সবিতা, (সূর্য্য) গ্রহ্+তৃ = গ্রহীতা, গ্রহিতা, ভুজ্+তৃ = ভোক্তা, বিদ্+তৃ=বেত্তা, বিধ্+তৃ=বেদ্ধা, যুধ্+তৃ=যোদ্ধা ইত্যাদি।

৫৮২। ইন্ ও অক্ প্রত্যয়—কর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর ইন্ ও অক প্রত্যয় হয়; ইন ও অক পরে ধাতুর বৃদ্ধি হয়। যথা—কৃ+ইন ও অক=কারিন্ ও কারক (ইন্ প্রত্যয়ান্ত পদ ইন্ ভাগান্ত শব্দের ন্যায় ব্যবহৃত) কারিন্=কারী, রঞ্জ+ইন=রাগী, রঞ্জ+অক=রঞ্জক ও রজক (১) যোজি+অক=যোজক্, ভুজ+ইন্=ভোগী বা ভোজী, সৃজ+ইন=সর্গী, স্থা+ইন্ ও অক=স্থায়ী, ও স্থায়ক, বি—অব—সো+ইন্=ব্যবসায়ী, এই মত, দায়ী, পায়ী, পায়ক ইত্যাদি।

৫৮৩। অন প্রত্যয়—নন্দ্, লক্ষ্, সূদ্, চর, শুভ, সাধ্ ও বি-চক্ষ, ধাতু, ক্রোধার্থ ধাতু এবং ণিজন্ত ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ বাচ্যে 'অন' প্রত্যয় হয় (২) অন পরে গুণ হয়। এবং অন প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত হয়। যথা—প্র-লোভি

---

(১) জাতি অর্থে রজক, সন্তোষার্থে রঞ্জক (রঞ্জনকারী) অক পরে কৃষ ও অন পরে কৃপ্ ধাতুর কথন কথন গুণ হয় না। যথা—কৃষ+অক=কর্ষক, কৃষক, কৃপ+অন=কৃপণ।

(২) গৈ ও হা ধাতু অন প্রত্যয়ে গায়ন ও হায়ন পদ এবং গৈ ধাতু অক প্রত্যয়ে গায়ক ও গাথক শব্দ হয়। ইন ও অক পরে জন্, ঘট, ব্যথ, ত্বর, বধ্, ক্রী ও জি ধাতুর বৃদ্ধি হয় না। যথা—ক্রী+ইন=ক্রয়ী, জি+ইন=জয়ী, জনক ঘটক ইত্যাদি।

+অন=প্রলোভন, প্ররোচি+অন=প্ররোচন, নন্দ+অন=নন্দন, (পুত্র) বি-চক্ষণ, চরণ, নি-সূদন, কোপন, লোভন, সাধন, ইত্যাদি।

৫৮৪। 'অ' প্রত্যয়—কৄ, গৄ, প্রী ও দুহ ধাতু ও অ, আ ভিন্ন স্বরোপান্ত ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অ প্রত্যয়ান্ত হয়। 'অ' পরে গুণ বৃদ্ধি হয় না, এবং কৄ গৄ প্রী ও দুহ স্থানে কির্, গির্ প্রিয় ও দুঘ আদেশ হয়। যথা—প্রী+অ=প্রিয়, কাম—দুহ+অ=কামদুঘা, (ধেনু) বিদ্+অ=বিদ বুধ্+অ=বুধ (পণ্ডিত) ইত্যাদি।

৫৮৫। হন্, জন্, ও আকারান্ত ধাতু এবং গম্ প্রভৃতি কতক গুলি ধাতুর কর্তৃবাচ্যে 'অ' প্রত্যয় হয়। 'অ' পরে ধাতুর অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয়। যথা—শোক-অপ-হন্ +অ=শোকাপহ, অনু-জন্+অ=অনুজ, সুখ-দা+অ=সুখদ, দ্বি-পা+অ=দ্বিপ, আশু-গম্+অ=আশুগ,—ন-গম্ + অ= নগ, বি-জ্ঞা+অ=বিজ্ঞ, রস-জ্ঞা+অ=রসজ্ঞ ইত্যাদি। (এই সূত্রোক্ত ধাতু সকল উপপদ শূন্য হইলে 'অ' প্রত্যয় হইবে না)

৫৮৬। কর্ম্ম উপপদের পরস্থিত সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'অ' প্রত্যয় হয়। 'অ' পরে ধাতুর কথন গুণ কথন বৃদ্ধি হয়। এবং কর্ম্মের পরবর্ত্তী হন ধাতুর স্থানে 'ঘ্ন' আদেশ হয়। যথা—কর্ম্ম-কৃ+অ=কর্ম্মকর, (ভৃত্য) কর্ম্মকার (জাতি) কর্ণ-ধৃ+অ=কর্ণধার, বংশ-ধৃ+অ=বংশধর, তন্তু-বে+অ=তন্তুবায়, পুরঃ-সৃ + অ=পুরঃসর, পাপ-হন্ + অ= পাপঘ্ন কিম্-কৃ+অ=কিঙ্কর ইত্যাদি।

৫৮৭। প্রিয় ও বশ পূর্ব্ব-বদ ধাতু, প্রিয়, ক্ষেম, মেঘ, শুভ ও ভয় পূর্ব্বক কৃ ধাতু এবং সর্ব্ব, কুল ও অভ্র শব্দ পূর্ব্বক কষ্

ধাতুর উত্তর 'অ' প্রত্যয় করিলে স্ব স্ব উপপদের পরে 'ম্' আগম হয়। যথা—প্রিয়-বদ+অ=প্রিয়ম্বদ, বশম্বদ, ভয়ঙ্কর, ক্ষেমঙ্কর, প্রিয়ঙ্কর, শুভঙ্কর, সর্ব্বঙ্কষ, ইত্যাদি।

আর কর্ম্ম উপপদের পরস্থিত 'ধে' দৃশ ও মন্ ধাতুর স্থানে ধয়, পশ্য, ও মন্য আদেশ হয়। যথা—স্তন-ধে+অ=স্তনন্ধয় সূর্য্য-দৃশ+অ=সূর্য্যম্পশ্য, অভিজ্ঞ-মন+অ=অভিজ্ঞম্মন্য, কৃতার্থম্মন্য, সুভগম্মন্য ইত্যাদি।

৫৮৮। আর আর কতক গুলি নির্দ্দিষ্ট উপপদের পরস্থিত নির্দ্দিষ্ট ধাতুর উত্তর 'অ' প্রত্যয় করিয়া, ও উপপদের উত্তর 'ম' আগম হইয়া কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পদ হয়, তাহাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম না করিয়া কেবল পদ গুলি প্রদত্ত হইল। যথা—

| উপপদ | ধাতু ও প্রত্যয় | উৎপন্ন পদ | অর্থ— |
|---|---|---|---|
| রাত্রি | চর+অ | রাত্রিঞ্চর | রাক্ষস |
| বিশ্ব | ভৃ+অ | বিশ্বম্ভর | ঈশ্বর |
| শত্রু | তপ্+অ | শত্রুন্তপ | শত্রু ক্লেশকর |
| পর | তপ্+অ | পরন্তপ | পরতাপ দায়ক |
| ললাট | তপ্+অ | ললাটন্তপ | ,, |
| বিধু | তুদ্+অ | বিধুন্তুদ | রাহু |
| অরুস্ | তুদ্+অ | অরুন্তুদ | ,, |
| অভ্র | লিহ+অ | অভ্রংলিহ | মেঘস্পর্শী |
| স্বয়ং | বৃ+অ | স্বয়ম্বরা | যেস্বয়ং বরকরে |
| পতি | বৃ+অ | পতিম্বরা | যে পতিকে বরে |
| অরি | দম্+অ | অরিন্দম | শত্রু দমনকারী |
| পুর | দৃ+অ | পুরন্দর | ইন্দ্র |
| ভগ | দৃ+অ | ভগন্দর | ,, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| পত | গম্+অ | পতগ, পতঙ্গ, পতঙ্গম | ফড়িং |
| তুর্ণ | গম্+অ | তুরঙ্গ, তুরগ, তুরঙ্গম, | অশ্ব |
| উরস্ | গম্+অ | উরগ, উরঙ্গ, উরঙ্গম, | সর্প |
| ভুজ | গম্+অ | ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, | „ |
| প্লব | গম+অ | প্লবগ, প্লবঙ্গ, প্লবঙ্গম, | বানর |
| বিহায়স্ | গম্+অ | বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, | পক্ষী |
| ধন | জি+অ | ধনঞ্জয় | অর্জ্জুন |
| সর্ব্ব | সহ+অ | সর্ব্বংসহা | পৃথিবী |

ইত্যাদি।

৫৮৯। 'ই' প্রত্যয়—কুক্ষি, আত্মন্ ও উদর শব্দের পর ভৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ই' প্রত্যয় হয়। 'ই' পরে গুণ হয় ও উপপদের উত্তর 'ম' আগম হয়। যথা—কুক্ষি-ভৃ+ই= কুক্ষিম্ভরি, উদরম্ভরি ও আত্মম্ভরি।

৫৯০। 'উ' প্রত্যয়—আ-শন্স্, ভিক্ষ্, বিন্দ, ইষ্ ও সনন্ত ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'উ' (১) প্রত্যয় হয়। যথা— আ শন্স+উ=আশংসু, বিন্দ +উ=বিন্দু, ভিক্ষু, ইচ্ছু, জিজ্ঞাসু মুমূর্ষু ইত্যাদি।

৫৯১। 'উর' প্রত্যয়—ছিদ্, বিদ্, মিদ্, ভাস্, ভিদ্ ও ভঞ্জ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'উর' প্রত্যয় হয়। উর, পরে মিদ্ ধাতুর গুণ হয়। যথা—মেদুর, বিদুর, ভঙ্গুর, ইত্যাদি।

৫৯২। 'উক' প্রত্যয়—শৄ, স্থা, ভূ, কম্, গম্, হন্, লস্, বৃষ্, পত্ ও পদ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'উক' প্রত্যয়

---

(১) উ ও আ প্রত্যয় পরে ইষ্ স্থানে ইচ্ছ্ আদেশ হয়। যথা—ইষ্ +উ=ইচ্ছু ও আ=ইচ্ছা এবং স্বাদু ইন্দু জন্তু প্রভৃতি 'উ' প্রত্যয়ান্ত পদ।

হয়। উক পরে বৃদ্ধি কার্য্য হয়। যথা—শৃ+উক,=শারুক, ভূ+উক=ভাবুক, কম্+উক=কামুক, বৃষ +উক=বর্ষুক, পদ+উক=পাদুকা ইত্যাদি।

৫৯৩। 'উ' প্রত্যয়—স্বয়ং, সং, শং, বি, প্র পূর্ব্বক ভূ ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যে 'উ' প্রত্যয় হয়। 'উ' পরে ধাতুর উকারের লোপ হয়। যথা—স্বয়ম্ভু, বিভু, প্রভু, ইত্যাদি।

৫৯৪। 'উক' প্রত্যয়—যঙ লোপান্ত যাজ, জপ, বদ ও দন্‌শ ধাতু ও জাগৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'উক' প্রত্যয় হয়। উক পরে গুণ হয়। যথা—যাযজ+উক=যাযজূক, বাবদ+উক=বাবদূক, জংজপ+উক=জংজপূক, জাগৃ+উক =জাগরূক ইত্যাদি।

৫৯৫। 'নজ্' প্রত্যয়—স্বপ, তৃষ, ও ধৃষ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'নজ' প্রত্যয় হয়। ইহা পরে গুণাদি কার্য্যে হয় না। যথা—স্বপ্ +নজ =স্বপ্নক্, তৃষ্ণক্, ধৃষ্ণক ইত্যাদি।

৫৯৬। 'স্নু' প্রত্যয়—গ্লা, ম্লা, স্থা, ক্ষি, ও পচ্ ধাতুর উত্তর 'স্নু' প্রত্যয হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। ও ক্ষি ধাতুর গুণ হয়। যথা—পচ +স্নু=পক্ষ্ণু, ক্ষি+স্নু=ক্ষেষ্ণু ইত্যাদি।

৫৯৭। 'নু' প্রত্যয়—কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ষিপ্, ধৃষ্ ও গৃধ্ ধাতুর উত্তব 'নু' প্রত্যয় হয়, গুণ হয় না। যথা—ক্ষিপ্+নু= ক্ষিপ্নু, ধৃষ্+নু=ধৃষ্ণু, গৃধ্নু ইত্যাদি।

৫৯৮। 'র' প্রত্যয়—হিন্স, দীপ্, ছিদ্, ক্ষুদ্, কম্প, অজস্, কম্, নম, স্মি, ইন্দ্ ও সম্‌-উন্দ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'র' প্রত্যয় হয়। 'র' পরে স্মি, ধাতুর গুণ ও উন্দ্ ধাতুর 'ন' য়ের লোপ হয়। যথা—হিন্স্+র=হিংস্র, দীপ্+র=দীপ্র এইরূপ, কম্র, নম্র, সমুদ্র, ছিদ্র, ক্ষুদ্র ইত্যাদি।

৫৯৯। 'বর' প্রত্যয়—যাযা, ভাস্, ঈশ্, স্থ, গম, স্থা, 'ই' নশ্ ও জি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'বর' প্রত্যয় হয়। বর পরে গুণ ও বৃদ্ধি কার্য্য হয় না ও গম্ ধাতুর 'ম' লোপ হয়। যথা—যাযাবর, ভাস্বর, নশ্বর, স্থাবর, জিত্বর, গত্বর ইত্যাদি।

৬০০। 'ইষ্ণু' প্রত্যয়—ণিজন্ত ধাতু, ভ্রাজ, ভূ, সহ, চর্, রুচ্, বৃত্, বৃধ্, প্র-জন্, নির্-আ-অলং-কৃ, অপ-ত্রপ্, উৎ-মদ্, পদ্, ও পচ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ইষ্ণু' প্রত্যয় হয়। ইহা পরে গুণ হয়। যথা—কারি+ইষ্ণু=কারয়িষ্ণু, সহ্+ইষ্ণু=সহিষ্ণু, উৎ-পচ্+ইষ্ণু=উৎপচিষ্ণু, অপ-ত্রপ্+ইষ্ণু=অপত্রপিষ্ণু, অলং-কৃ+ইষ্ণু=অলঙ্করিষ্ণু, এইরূপ বর্ত্তিষ্ণু, বর্দ্ধিষ্ণু ইত্যাদি।

৬০১। 'আলু প্রত্যয়—স্বাভাবিক ণিজন্ত—পতি, গৃহি, স্পৃহি, ধাতু এবং শী ধাতুর উত্তর 'আলু' প্রত্যয় হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। আলু পরে গুণ হয়। যথা—স্পৃহি+আলু=স্পৃহয়ালু, শী+আলু=শয়ালু ইত্যাদি।

৬০২। 'স্নু' প্রত্যয়—জি ও ভূ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'স্নু' প্রত্যয় হয়। গুণাদি হয় না। যথা—জিষ্ণু, ভূষ্ণু, ইতি।

৬০৩। 'তু' প্রত্যয়—কর্ত্তৃবাচ্যে কোন কোন ধাতুর উত্তর 'তু' প্রত্যয় হয়। তু পরে কোন কার্য্য হয় না। যথা—বস্+তু=বস্তু, জন্+তু=জন্তু, আগম্+তু=আগন্তু, ধা+তু=ধাতু ইত্যাদি।

৬০৪। 'ইত্নু' প্রত্যয়—স্বাভাবিক ণিজন্ত-স্তনি, গদি, মদি, হৃদি ও দূবি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ইত্নু' প্রত্যয় হয়। ইত্নু পরে গুণ হয়। যথা—স্তনি+ইত্নু=স্তনয়িত্নু, গদয়িত্নু (১) ইত্যাদি।

(১) ইত্নু, আলু, প্রত্যয়ের ন্যায় "আয্য" ও "অন্ত" প্রত্যয় ও ঐরূপ

৬০৫। 'রু' প্রত্যয়—শত্, মদ্, সি, মি, দো, ধে, ও ভী ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'রু' প্রত্যয় হয়। রু পরে সি ও মি ধাতুর গুণ হয়। যথা—দো+রু=দারু, ধে+রু=ধারু, সি+রু=সেরু, মি+রু=মেরু, ভী+রু=ভীরু ও ভীলুক দুই পদ হয়।

৬০৬। 'অৎ' প্রত্যয়—ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান কালে কর্ত্তৃবাচ্যে 'অৎ' প্রত্যয় হয় (১) অৎ পরে অস্ ধাতুর 'অ' য়ের লোপ হয় এবং সম্ভাবনা থাকিলে ধাতুর গুণও হয়। যথা—জীব+অৎ=জীবৎ, যে বাচিতেছে; অস্+অৎ=সৎ—যে আছে, সম্-ভূ+অৎ=সম্ভবৎ, যাহা হইতে পারে, পঠৎ—যে পড়িতেছে দ্বিষৎ+অৎ=দ্বিষৎ—যে দ্বেষ করে (শত্রু) এই মত, চলৎ, গলৎ, জ্বলৎ ইত্যাদি।

৬০৭। 'অৎ' প্রত্যয়—বিদ্ ধাতুর উত্তর 'অৎ' প্রত্যয়ের স্থানে 'বস্' আদেশ হয়। যথা—বিদ্+অৎ=বিদ্বস্।

৬০৮। 'আন' প্রত্যয়—বর্ত্তমান কালে কোন কোন ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'আন' প্রত্যয় হয়। আন, পরে শী ধাতুর গুণ হয়। যথা—শী+আন=শয়ান—যে শুইতেছে, সম্-দিহ +আন=সন্দিহান—যে সন্দেহ করিতেছে, ভুঞ্জ+আন=ভুঞ্জান,—যে ভোগ করিতেছে ইত্যাদি।

---

ণিজন্ত ধাতুর উত্তর হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত চারি প্রত্যয়ান্ত পদ অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রচলিত হয় নাই। ভাষার অবস্থা দর্শনে চলিবার সম্ভাবনানুসারে লিখিত হইল।

(১) অৎ প্রত্যয়ে স্থানে "অন্ত" ও হয়। যথা—জীবৎ জীবন্ত, জ্বলৎ জ্বলন্ত ইত্যাদি। এবং বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর 'অৎ' স্থানে 'অন্ত' ও কখন 'তী' হয়। যথা—পড়ন্ত, ছাড়ন্ত, ধরন্ত, চলন্ত বা চলতী, পড়তী ইত্যাদি।

৬০৯। আস্ ধাতুর উত্তর 'আন' স্থানে "ঈন" হয়। যথা— আস+আন্=আসীন।

৬১০। 'মাম' প্রত্যয়—ণিজন্ত, সনন্ত, যঙন্ত ও নাম ধাতুর এবং কোন কোন মূল ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানার্থে কর্ত্তৃবাচ্যে 'মান' প্রত্যয় হয়। মান পরে ণিজন্ত, সনন্ত ও কোন কোন মূল ধাতুর উত্তর 'অ' আগম এবং কোন কোন মূল ধাতুর উত্তর 'য' আগম হয়। মান পরে 'অ' আগম ধাতুর গুণ হয়। যথা—ণিজন্ত কারি, মোচি, স্থাপি ধাতুর উত্তর মান করিয়া কারয়মাণ, মোচয়মান, স্থাপয়মান, ইত্যাদি। সনন্ত—যুযুৎস প্রতি বি—ধিৎস. মুমূর্ষ,--মান=যুযুৎসমান, প্রতিবিধিৎসমান, মুমূর্ষমাণ--ইত্যাদি। মূল ধাতু—বৃৎ, বৃধ্, কম্প্, বহ্, শ্লাঘ্, বি-রাজ ও চেষ্ট---(অ-আগমে) মান—বর্ত্তমান, বর্দ্ধমান, কম্পমান, বহমান. শ্লাঘমান, চেষ্টমান, বিরাজমান ইত্যাদি।

মূল ধাতু (য-আগমে) দীপ, মুহ, মৃ, খিদ্, জন্, বিদ্—মান=দীপ্যমান, মুহ্যমান, ম্রিয়মাণ, খিদ্যমান, জন্যমান বা জায়মান, বিদ্যমান ইত্যাদি।

যঙন্ত ধাতু জাজ্বল্যমান, দেদীপ্যমান, রোরূয়মাণ ইত্যাদি।

নাম ধাতু-ফেনায়মান, অমৃতায়মান, শব্দায়মান ইত্যাদি।

৬১১। 'স্যৎ' প্রত্যয়—ভবিষ্যৎকালে ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে স্যৎ, প্রত্যয় হয়। স্যৎ পরে সম্ভাবনা থাকিলে 'ই' আগম ও গুণ হয়। যথা—ভূ+স্যৎ=ভবিষ্যৎ ইত্যাদি।

৬১২। 'স্যমান' প্রত্যয়—ভবিষ্যৎ কালে অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্য এবং সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ বা কর্ম্ম-বাচ্যে 'স্যমান' প্রত্যয় হয়। ইহার কার্য্য স্যৎ প্রত্যয়ের মত। যথা—জন + স্যমান=জনিষ্যমাণ, বচ + স্যমাণ=বক্ষ্যমাণ,

কৃ+স্যমান=করিষ্যমাণ, দহ+স্যমান = ধক্ষ্যমাণ, দৃশ+স্যমান=দ্রক্ষ্যমাণ, যুধ +স্যমান=যুৎস্যমান ইত্যাদি।

৬১৩। ক্বিপ্, ণ্বি, বিট্ প্রত্যয়—ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে কিপ, ণ্বি ও বিট প্রত্যয় হয়। এই তিন প্রত্যয়ের কিছুই থাকেনা। ধাতুর অন্ত্য হ, চ, জ, শ স্থানে 'ক' ও ষ স্থানে 'ট' হয়। যথা—মৃ+ক্বিপ=মৃৎ, পরা-অন্‌চ +ক্বিপ=পরাক্, দূর-দৃশ +ক্বিপ=দূরদৃক্, হুত-ভুজ +ক্বিপ=হুতভুক্, আ-শাস+ক্বিপ-আশিস্=আশীঃ, পৃ+ক্বিপ=পুর্ ইত্যাদি।

ণ্বি প্রত্যয় পরে ধাতুর উপান্ত্য অকার বৃদ্ধি হয়। যথা—বচ +ণ্বি =বাক্, ভজ+ণ্বি=ভাক্, ইত্যাদি।

বিট পরে ধাতুর অন্ত্যস্বরের প্রায় দীর্ঘ হয়। যথা—শ্রি+বিট=শ্রী,ভ্রূ+বিট=ভ্রূ, উপ-আ-ধ্যৈ+বিট=উপাধী ইত্যাদি।

৬১৪। বিট প্রত্যয় পরে উপপদের পরস্থিত গম্, খন্, ও জন্ ধাতুর অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের স্থানে 'আ' হয়। যথা—অগ্রে গম্+বিট =অগ্রেগা, বিষ-খন্+বিট=বিষখা, অপ্ -জন্+বিট = অজা ইত্যাদি। বিট প্রত্যয়ান্ত পদ সকল স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

৬১৫। 'ত' প্রত্যয়—অতীত কালে সমস্ত অকর্ম্মক ধাতু এবং প্রাপ্তি ও তরণার্থ সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ত' প্রত্যয় হয়, 'ত' পরে ধাতুর গুণ বৃদ্ধি হয় না। সম্ভাবনা থাকিলে 'ই' আগম হয়। যথা—দরিদ্রা + ত=দরিদ্রিত, শয়িত,পিত, লব্ধ, প্রাপ্ত, কুক্রুদ্ধ ইত্যাদি।

## কর্ম্মবাচ্য সাধারণ নিয়ম—

৬১৬। ধাতুর উত্তর যে তিনটী 'য' প্রত্যয় হয় তাহার একটী দ্বারা ধাতুর গুণ হয়, একটী দ্বারা ধাতুর বৃদ্ধি কার্য্য হয়

এবং অপরটীদ্বারা গুণ ও বৃদ্ধি কিছুই হয় না। কেবল হ্রস্ব স্বরান্ত ধাতুর উত্তর 'ত্' আগম হয়।

৬১৭। 'ও' কার এবং ঔকারের পর কৃৎ ও তদ্ধিতের 'য' স্বরবর্ণের কার্য্য করে।

৬১৮। য' ও কিপ প্রত্যয় পরে শাস্ ধাতুর আকার স্থানে 'ই' কার হয়।

## কর্ম্মবাচ্য প্রত্যয়—

৬১৯। তব্য ও অনীয় প্রত্যয়—কর্ম্মবাচ্যে ভবিষ্য-দর্থে ধাতুর উত্তর "তব্য" ও "অনীয়" প্রত্যয় হয়। ইহাতে ধাতুর গুণ কার্য্য হয় এবং তব্য পরে সম্ভবিত ধাতুর উত্তর 'ই' আগম হয়। যথা—ভূ+তব্য=ভবিতব্য, ভূ+অনীয়=ভব-নীয়, দৃশ + তব্য=দ্রষ্টব্য, দৃশ +অনীয়=দর্শনীয়, ধৃ+তব্য= ধর্ত্তব্য, কৃ+তব্য= কর্ত্তব্য, লুভ + তব্য = লোভি তব্য, লোদ্ধব্য, লুভ +অনীয়=লোভনীয় ইত্যাদি।

এই তব্য, অনীয় এবং 'য' প্রত্যয় যোগ্যার্থেও হইয়া থাকে। যথা—ধর্ত্তব্য ধরিবার যোগ্য, জ্ঞাতব্য জানিবার যোগ্য ইত্যাদি।

৬২০। 'য' প্রত্যয়—ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'য' প্রত্যয় হয়। 'য' পরে ধাতুর গুণ হয়। যথা—ভূ+য=ভব্য গম্+য=গম্য, নী+য=নেয়, মান্+য=মান্য, নু+য=নব্য, বুধ +য=বোধ্য ইত্যাদি।

৬২১। 'য' প্রত্যয়—ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'য' প্রত্যয় হয়। 'য' পরে ধাতুর বৃদ্ধি কার্য্য হয়। এবং অর্থ বিশেষ্য ধাতুর শেষস্থ 'চ' ও 'জ' স্থানে যথাক্রমে 'ক্' ও 'গ্' হয়। যথা—

| ধাতু—প্রত্যয় | যোগার্থ— | বিশেষার্থ— |
|---|---|---|
| বচ্‌ + য = | বাচ্য | বাক্য |
| ভুজ্‌ + য = | ভোজ্য | ভোগ্য |
| পচ্‌ + য = | পাচ্য | পাক্য |
| যুজ্‌ + য = | যোজ্য | যোগ্য |
| ভজ্‌ + য = | ভাজ্য | ভাগ্য ইত্যাদি। |

'য' পরে রুজ ধাতুর, যজ্ঞার্থ যজ্‌ ধাতুর, এবং বক্রার্থে বন্‌চ্‌ ধাতুর জ ও চ স্থানে 'গ' ও 'ক' হয় নিত্য। যথা আ = রুজ + য = আরোগ্য, যজ + য = যাগ্য, বঞ্চ + য = বঙ্ক্য ইত্যাদি। হন য = ঘাত্য, ধৃ + য = ধার্য্য, বৃ + য = বার্য্য ইত্যাদি।

৬২২। চম্‌ বপ্‌, লপ্‌, ত্রপ্‌, দভ্‌, আ-নম্‌ ও জপ্‌ ধাতুর 'য' পরে বিকল্পে বৃদ্ধি হয়। যথা আ—চম্‌ + য আচাম্য আচম্য, আলপ্‌ + য = আলাপ্য, আলপ্য, জপ্‌ + য—জাপ্য, জপ্য ইত্যাদি।

৬২৩। দৃ, ভৃ, জুষ, স্তু, ই, শাস্‌ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর উত্তর কর্ম্ম বাচ্যে 'য' প্রত্যয় করিলে গুণ বৃদ্ধি কোন কার্য্য হয় না এবং উপান্ত্য ন্‌ ও অন্ত্য ন আর ময়ের লোপ হয়। যথা ভৃ + য = ভৃত্য, আ—হন + য = আহত্য, কৃ + য কৃত্য, শাস + য = শিষ্য, স্তু + য = স্তুত্য, নম + য = নত্য, প্র—শন্স + য = প্রশস্ত ইত্যাদি।

৬২৪। সাধারণ 'য' প্রত্যয় পরে খন ও আকারান্ত ধাতুর অন্ত্য স্বরাদি বর্ণের স্থানে 'এ' কার হয়। যথা খন + য = খেয়, পা + য = পেয়, দা + য = দেয়, হা + য = হেয় মা + য = মেয় ইত্যাদি।

ভাব বাচ্যে হাস্য, হত্যা অধিকরণ বাচ্যে—গম্য গন্তব্য।

### য প্রত্যয়ান্ত নৈপাতনিক পদ

| ধাতু ও প্রত্যয় | পদ | অর্থ |
|---|---|---|
| পা+য= | পায্য | পরিমাণ |
| ধা+য= | ধায্যা | মন্ত্র বিশেষ |
| রাজ সূ+য= | রাজসূয়, | যজ্ঞ বিশেষ |
| বহ+য= | বহ্যী | শকট |
| প্র-নী+য= | প্রণায্য | প্রিয় |
| ক্রী+য= | ক্রয্য | হাটের দ্রব্য |
| পণ+য= | পণ্য | বিক্রেয় |
| অমা-বস+য | অমাবাস্যা অমাবস্যা, | তিথি বিশেষ |
| পুষ+য= | পুষ্যা | নক্ষত্র |
| তুষ+য= | তিষ্য | তুষ্টিকর |
| ন—বদ্+য | অবদ্য | অনিষ্ট |
| বৃ+য= | বর্য্যা, বর্য্যা, | কন্যা, শ্রেষ্ঠ |
| আ—চর্+য | আচার্য্য | গুরু |
| সৃ+য= | সূর্য্য | যে উপর হইতে তাপ দেয়। |

৬২৫। 'স' অ ও ক্বিপ্—প্রত্যয় উপমান পদের পর-স্থিত দৃশ ধাতুর উত্তর 'স' ক্বিপ ও 'অ' প্রত্য হয় কর্ম্ম বাচ্যে। এতৎ প্রত্যয়ান্ত দৃশ ধাতু পরেতে উপমিত সমান, কিম্, ইদম্ ও অদস্ শব্দ স্থানে যথা ক্রমে স, কী, ঈ ও অমু আদেশ হয়, এবং ত্বৎ মৎ যুষ্মদ, অস্মদ, তদ্, যদ্, ভবৎ এতদ্ ও অন্য প্রভৃতি সর্ব্ব নাম শব্দের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণ স্থান 'আ' হয়। যথা সমান দৃশ+স ও অ=সদৃক্ষ ও সদৃশ, সমান দৃশ+ক্বিপ=সদৃক, কিম—দৃশ+স, অ ও ক্বিপ=কীদৃক্ষ, কীদৃশ ও কীদৃক=ইদম্ দৃশ+অ=ঈদৃশ,তদ্-দৃশ+অ=তাদৃশ, অদস্+অ=অমুদৃশ, ৎ-

দৃশ+অ=যাদৃশ, ভবৎ-দৃশ+অ=ভবাদৃশ, যুষ্মদ্-দৃশ+অ=যুষ্মাদৃশ ইত্যাদি।

৬২৬। মান প্রত্যয়—সমস্ত সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান কালে কর্ম্ম বাচ্যে "মান" প্রত্যয় হয় ও 'মান' পরে 'য' আগম হয়। যথা কৃ+মান=ক্রিয়মাণ, দৃশ+মান=দৃশ্যমান, বচ+মান=উচ্যমান, হা+মান=হীয়মান, দহ+মান=দহ্যমান, দা+মান=দীয়মান, পা+মান=পীয়মান স্থাপি+মান=স্থাপ্যমান ইত্যাদি।

৬২৭। 'ত' প্রত্যয়—অতীতকালে সমস্ত সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'ত' প্রত্যয় হয়। 'ত' পরে গুণ বৃদ্ধি হয় না, সম্ভবিত ধাতুর 'ই' আগম হয়। যথা লিখ+ত=লিখিত, গুণ+ত=গুণিত, বর্দ্ধিত ইত্যাদি।

৬২৮। 'ত' প্রত্যয় সম্বন্ধীয় নিয়ম—'ত' প্রত্যয় পরে ক্ষি, ধাতু এবং ধাতুর শেষস্থ য ও ব স্থানে জাত ই ও উ দীর্ঘ হয়। যথা ক্ষি+ত=ক্ষীণ শ্যৈ+ত=শীত ইত্যাদি।

৬২৯। ত প্রত্যয় পরে ভূ, ডী, শ্রি, বৃ, বৃত ও আকারান্ত ধাতু এবং ঋ বর্ণান্ত ধাতুর উত্তর 'ই' আগম হইবে না। এবং ই আগম হইলে 'ত' প্রত্যয়ের স্থানে 'ন' হইবে না।

৬৩০। সূ, লু, দূ, দা, মি, পূ, লী, শ্বি, ক্ষি, ডী ও প্যায় ধাতুর উত্তর 'ত' প্রত্যয় স্থানে 'ন' হয়। যথা—সূ+ত=সূন, দী+ত=দীন, ডী+ত=ডীন, ক্ষি+ত=ক্ষীণ, লু+ত=লুন, লী+ত=লীন, ইত্যাদি।

৬৩১। মদ্ ভিন্ন 'দ' কারান্ত ধাতু, রেফান্ত ধাতু এবং য, র ও ল যুক্ত আকারান্ত ধাতুর উত্তর ত প্রত্যয়ের স্থানে 'ন'

হয়। যথা—ভিদ+ত=ভিন্ন, বি সদ্+ত=বিষণ্ণ, ছিদ+ত= ছিন্ন, শৄ+ত= শীর্ণ, বি+দৄত=বিদীর্ণ, উৎ-তৄ+ত উত্তীর্ণ, গ্লৈ+ত=গ্লান, সম্-কৄ+ত=সংকীর্ণ, ইত্যাদি।

কিন্তু পৄ, খ্যা, ও ধ্যা ধাতুর উত্তর 'ন' হইবে না। যথা— পূর্ত্ত, খ্যাত, ধ্যাত ইত্যাদি।

৬৩২। ত প্রত্যয় পরে শ্বি, সিব, দিব, ষ্ঠিব ও শ্যৈ ধাতুর স্বর সহিত ব ও য স্থানে 'উ' ও 'ই' হয়। যথা—শ্বি+ত=শূন, দিব +ত=দ্যূন, দ্যূত, সিব +ত=স্যূত, ষ্ঠিব + ত=ষ্ঠ্যূত ইত্যাদি।

৬৩৩। হ্রী, ঘ্রা, ত্রা, শ্যৈ, নুদ, দিব, বিন্দ ধাতুর উত্তর 'ত' স্থানে 'ন' হয় বিকল্পে। যথা—হ্রী+ত=হ্রীণ, হ্রীত, এই-রূপ ঘ্রাণ, ঘ্রাত, ত্রাণ, ত্রাত, নুন্ন, নুত্ত, বিন্ন, বিত্ত ইত্যাদি।

৬৩৪। ঘুষ, অম্, স্বন্, ধ্বন্, ক্লিশ, বম্, জপ, দম্, বি ও আ পূর্ব্ব-শ্বস্, পৃ-নিজান্ত পুরি ধাতুর উত্তর বিকল্পে 'ই' আগম হয় আর ক্ষুধ, বস্, পূজ ও পূজার্থ অন্চ ধাতুর উত্তর নিয়ত 'ই' আগম হয় 'ত' প্রত্যয় পরেতে। যথা—ক্ষুধিত, বস্+ত= উষিত, পূজিত অঞ্চিত। বিকল্পে ক্লিশ+ত=ক্লিশিত, ক্লিষ্ট, দমিত, দান্ত, বমিত, বান্ত, স্বনিত, স্বান্ত, ধ্বনিত ধ্বান্ত, পুরিত, পূর্ণ, ইত্যাদি।

৬৩৫। পূ, শী, ধৃষ, খিদ্, ক্ষিদ্, স্বিদ্ ও ক্ষমার্থ মৃষ ধাতুর উত্তর 'ই' আগম হইলে গুণ হয়। যথা—পূ+ত=পবিত, শী+ত=শয়িত, ধৃষ +ত=ধর্ষিত, ধৃষ্ট, মৃষ +ত=মর্ষিত, মৃষ্ট খিদ্+ত=খেদিত, খিন্ন, স্বিদ্+ত=স্বেদিত স্বিন্ন ইত্যাদি।

৬৩৬। রুজ্জ, বিজ, ভন্জ্, মস্জ্, নস্জ ও বক্রার্থ ভুন্জ্ ধাতুর স্বরের পরস্থিত বর্ণ স্থানে 'গ' হয় এবং তদুত্তরে 'ত'

স্থানে 'ন' হয়। যথা—রুজ+ত=রুগ্ন, বিজ +ত=বিগ্ন, মস্জ্‌ +ত=মগ্ন, নস্জ+ত=নগ্ন, ভঞ্জ+ত=ভগ্ন, আ—ভুন্জ+ত=আভুগ্ন ইত্যাদি।

৬৩৭। ক্ষৈ, শুষ্‌ ও পচ্‌ ধাতুর উত্তর 'ত' প্রত্যয়ের 'ত' স্থানে যথাক্রমে ম, ক, ও ব হয়। যথা ক্ষাম, শুষ্ক ও পক্ব ইত্যাদি।

৬৩৮। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি 'ত' প্রত্যয়ান্ত পদ অর্থ বিশেষে নিপাতনে সিদ্ধ। যথা—

| ধাতু প্রত্যয় | পদ | অর্থ | প্রকৃতসিদ্ধপদ |
|---|---|---|---|
| নির-বা+ত= | নির্ব্বাণ | মুক্তি | নির্ব্বাত |
| ভিদ+ত= | ভিত্ত | অংশ | ভিন্ন |
| ঋ+ত= | ঋণ | বিশোধ্য | × |
| বিদ+ত= | বিত্ত | ধন | বিদিত |
| ফুল্ল+ত= | ফুল্ল | বিকসিত | × |
| ধা+ত= | ধীত | | হিত |
| উপা—দা+ত= | উপাত্ত | | উপাদত্ত |
| কৃশ+ত | কৃশ | তনু | কৃষ্ট |
| উৎ—লাঘ+ত= | উল্লাঘ | নীরোগ | |
| শ্রা+ত= | শৃত | পক্ব | |
| দৃন্হ্‌+ত= | দৃঢ় | শক্ত | দৃংহিত |
| বৃন্হ্‌+ত | বৃঢ় | প্রভু | বৃংহিত |
| স্পাশি+ত= | স্পষ্ট | ব্যক্ত | স্পাশিত |
| ছাদি+ত— | ছন্ন | আবৃত | ছাদিত |
| বি—জ্ঞাপি+ত | বিজ্ঞপ্ত | | বিজ্ঞাপিত |
| দাসি+ত— | দস্ত | | ইত্যাদি। |

ভাব বাচ্য 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত পদ—জীবিত, চরিত, প্রয়াত, যাত, আয়াত, ইত্যাদি।

৬৩৯। ইত্রপ্রত্যয়—লু, ধৃ, পূ, সৃ, চর, সহ, বহ ও খ ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে 'ইত্র' প্রত্যয় হয়। ইহাতে গুণ হয়। যথা লু+ইত্র=লবিত্র, পবিত্র, চরিত্র, অরিত্র সহিত্র ধরিত্রী ইত্যাদি।

৬৪০। ত্রিমপ্রত্যয়—কৃ, দা, ধা, ভূ, বপ্, মি ও ক্রী ধাতুর উত্তর ক্রিয়া হইতে জাত অর্থে 'ত্রিম' প্রত্যয় হয়, ইহাতে গুণ বৃদ্ধি হয় না। করণ হইতে জাত কৃত্রিম, দান হইতে জাত দত্রিম, এইমত বপ্+ত্রিম=উপিত্রম, ইত্যাদি।

৬৪১। 'ই' প্রত্যয়—কর্ম্ম পদের পরস্থিত ধা ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে 'ই' প্রত্যয় হয়। 'ই' পরে ধা ধাতুর আকারের লোপ হয়। যথা অম্বুধি, বারিধি, পয়োধি, ইত্যাদি।

৬৪২। অন্যান্য বাচ্যে ও অন্যান্য ধাতুর উত্তর 'ই' প্রত্যয় হয়। গৃ+ই=গিরি, বিধি, পরিধি, কৃষি, রুচি, শুচি ইত্যাদি।

৬৪৩। ত্র আদি প্রত্যয়—কর্ত্তৃবাচ্যভিন্ন সমুদায় কারক বাচ্যে ও ভাব বাচ্যে ধাতুর উত্তর ত্র, ইস্, উস্, মন্ ক্বিপ প্রত্যয় হয়। এসকল প্রত্যয় পরেতে সম্ভবতঃ ধাতুর গুণাদি কার্য্য হইয়া থাকে। যথা

| ধাতু | প্রত্যয় | বাচ্য | পদ | অর্থ বা ব্যাস |
|---|---|---|---|---|
| পা | ত্র | অধি | পাত্র | যাহাতে রাখে |
| নী | ,, | করণ | নেত্র | যাতে নীয়ে যায় |
| দংশ | ত্র | ,, | দংষ্ট্রা | যাহাতে দংশে |
| দো | ,, | ,, | দাত্র | যাতে ছেদন করা যায় |
| চক্ষ | উস্ | ,, | চক্ষুঃ | যাহাদ্বারা দেখে |
| হু | ইস্ | ,, | হবিঃ | ,, ,, হোমকরে |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| কৃ | মন্ | কর্ম্ম | কর্ম্মন্ | যাহা করা যায় |
| বৃ | ,, | করণ | বর্ম্মন্ | যাতে আবরণ করে |
| ছদ্ | ,, | কর্ত্তৃ | ছদ্মন | আচ্ছাদন করে |
| বচ্ | ত্র | করণ | বক্ত্র | মুখ ইত্যাদি। |

নিম্ন লিখিত পদগুলি ধাতু, প্রত্যয়, বাচ্য দ্বারা সিদ্ধ কর।

ভূষণ, ভবন, সদন, গ্রহণ, সৃজন, সেবন, নন্দন, ভাগ, যোগ বচন, বক্ত্র, বক্তা, ত্যাগী, অনুরাগী, চিরস্থায়িনী, সুরাপায়ী, হস্তিপ, নগ, পুরন্দর, হবিঃ, আশীঃ, বিষথা, গোবিন্দ, প্রলয়, বিলীন, প্রসূন, দ্যূত, প্রফুল্ল, পূর্ণ, পূর্ত্ত, বিরাগ, সুখভাক্, শ্রী, সর্ব্বভুক্, অসন, মাংসাশী, বিলাসী, উল্লসিত, উক্ত, ব্যূঢ়, নবোঢ়া, বর্ণনা, আভুগ্ন, উদ্বিগ্ন, শীর্ণ, পর্য্যবসিত ব্যবসায়, কর্ম্মধারয়, নেত্র, অধিনেত্রী, পাবন, পবিত্র, অধ্যুষিত, আসীন, বিদ্বান্, জীবন, জীবৎ, ফলন্ত, খাইয়ে, স্ফীতি, দেওয়া, অনু-যোজ্য, ভাজ্য, গন্তব্য, স্রষ্টব্য, দ্রষ্টা, কৃষক, কর্ষক, উৎকর্ষ, বিক্রম, পরাক্রান্ত, আলোচনা, অবলোকন, মদন, মোহন, কোপন, উদ্দীপন, উজ্জ্বল, সম্ভাবনা, সম্ভাবিত, সম্ভূত, প্রভু বর্দ্ধিষ্ণু, অর্থগৃধ্নু, ইত্যাদি।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### সমাসাধ্যায়।

৬৪৪। সমাস—অন্বয় অর্থাৎ যোগ সম্বন্ধানুসারে দুই বা ততোধিক পদ বা শব্দকে একটী পদরূপে নির্দ্দিষ্ট করাকে সমাস কহে এবং সমাসকরা মিলিত "একপদকে" সমস্ত পদ কহে। অতএব যে সকল শব্দ সমাসদ্বারা মিলিত হইয়া

একপদ হয়, সে সকল পদের অন্বয় থাকা আবশ্যক। যে সকল পদের অন্বয় নাই তাহাদের সমাস হয় না। যেমন ভগ্না, শাখা আছে যাহার 'সে ভগ্নশাখ' এই সমস্তপদে ভগ্না ও শাখা এই দুই পদে সমাস হইতেছে, কেননা এই দুই পদের পরস্পর অন্বয় আছে,—ভগ্না পদ শাখা পদের সহিত বিশেষণ ভাবে অন্বিত, সুতরাং এই পদদ্বয়ে সমাস হইয়াছে। এইরূপ গ্রামে বাস করে যে, সে গ্রামবাসী এখানে 'গ্রাম' পদের সহিত "বাসী" পদের আধেয় ভাবে অন্বয় থাকাতে সমাস হইয়াছে। আর 'ভিন্ন গ্রাম-বাসী' ইহাতে ভিন্ন পদের সহিত গ্রাম পদের এবং 'ভিন্ন গ্রাম' পদের সহিত বাসী পদের অন্বয় থাকাতে পরস্পর অন্বিত পদ-ত্রয়ের সমাস বন্ধন হইয়াছে। কিন্তু ভিন্ন পদের সহিত বাসী পদের কোন অন্বয় না থাকাতে সমাস হইতে পারে না। "ভিন্ন ও বাসী" পদ দুইটী পরস্পর অনন্বিত ও অসম্বদ্ধ। অতএব এই-রূপে যে কোন সমাস হউক না কেন, সকল সমস্ত পদের অন্ত-র্গত শব্দগুলি অবশ্যই কোন না কোন রূপ অন্বয়ে অন্বিত থাকি-বেই থাকিবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ফল ও পুষ্প এই দুই ব্যস্ত পদের সমস্ত পদ "ফলপুষ্প' ইহাতে পরস্পারের ঐরূপ কোন অন্বয় লক্ষিত হয় না, অথচ ইহাও একটী সমস্ত পদ। এই সমস্ত পদটী যে বাক্যের অন্তর্গত, তাহার কোন ক্রিয়ার সহিত 'ও' এই যোজক শব্দদ্বারা উভয়ে তুল্য রূপে অন্বিত হইয়া সম সম্বন্ধ বশতঃ সমাস হইতেছে। কিন্তু সমাসের প্রকৃত লক্ষণ যে, পরস্পরের সহিত পরস্পরের 'অন্বয়া-ন্বয়িত্ব-সম্পন্ন হওয়া' তাহা ঘটিতেছে না। বোধ হয় তজ্জন্যই ব্যাকরণ কারেরা এই প্রকার সমাসের নাম দ্বন্দসমাস রাখি-য়াছেন।

পরস্পর অন্বিত পদ সকল সমাসে একপদ হইবার সময়ে তাহাদের সেই অন্বয় জাত বিভক্তিগুলি লুপ্ত হইয়া সন্ধি বা অসন্ধি অনুসারে মিলিত হয়, সেই মিলিত 'পদচয়'কে সমস্ত পদ বলে। এবং যে সমুদায় পদের বিভক্তির লোপ না হইয়া এক পদ হয়, সেরূপ সমস্ত পদকে অলুক্ সমস্ত পদ কহে; আর তাহার সমাসকে অলুক সমাস বলে। অলুক্ সমাস, তৎপুরুষ সমাসেই অধিক লক্ষিত হয়, অন্য সমাসে প্রায় দেখা যায় না। যথা খেচর, ভ্রাতুষ্পুত্র, সরসিজ, মনসিজ ইত্যাদি।

কিন্তু বাঙ্গালা সমস্ত পদের মধ্যে অন্যান্য সমাসে ও অলুক্ সমাস দেখা যায়। (কারকাধিকার বিচার প্রস্তাবে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা 'আমি ভিন্ন' 'সেইজন্য' ইত্যাদি।)

৬৪৫। ব্যাস—সমস্ত পদের অন্তর্গত পদচয়ের অন্বয় বিন্যাস করাকে ব্যাস বা বিগ্রহ বাক্য বলে।

আর যে সকল সমস্ত পদে একের অধিক সমাস থাকে; বাক্য দ্বারা সেই সেই সমাসের অন্বয় বিন্যাসকে 'সমাসবিন্যাস'কহে। যথা "প্রফুল্লচিত্ত" এই সমস্ত পদের অন্বয় বিন্যাস—'প্রফুল্ল হইয়াছে চিত্ত যার' 'আর প্রীতি প্রফুল্ল চিত্ত' পদে তিনটী শব্দ, সুতরাং দুইটী সমাস-"প্রীতিদ্বারা প্রফুল্ল হইয়াছে চিত্ত যাহার" এইরূপ ব্যাস বাক্যের অন্তর্গত একএকটী পদকে ব্যস্ত পদ কহে। ফলতঃ অধিক পদযুক্ত সমস্ত পদের "প্রত্যেক সমাসের পরিচয় দেওয়াই সমাস বিন্যাস।

সমস্তপদ—বাঙ্গালা ভাষায় দুই প্রকার সমস্ত পদ প্রচলিত আছে। সংস্কৃত সমস্তপদ, ও বাঙ্গালা সমস্তপদ—ব্যাকরণ ও অভিধান সম্মত শব্দ সকলের সমাসীকৃত পদকে সংস্কৃত সমস্ত

পদ কহে। যথা হর্ষ বিকসিত নেত্র, অলৌকিকপ্রীতিপ্রদ, শস্ত্র-পাণি, কৌমুদীবসনা ইত্যাদি।

আর প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দ সকলের সমাসীকৃত পদকে বাঙ্গালা সমস্তপদ কহে। যথা আমাভিন্ন, ইহাব্যতিরেকে, তাঁহারন্যায় ইত্যাদি

সমাস পাঁচপ্রকার; যথা দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ ও অব্যয়ীভাব।

৬৪৬। দ্বন্দ্ব—ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ্যশব্দ, স্ব স্ব প্রাধান্য রাখিয়া অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দই তুল্যরূপে কোন ক্রিয়ার অন্বয়ভুক্ত হইয়া 'একপদ' হইলে দ্বন্দ্ব সমাস হয়। দ্বন্দ্ব সমাস কালে শব্দ সকলের মধ্যে 'ও' 'এবং' 'বা' 'আর' 'অথবা' ইত্যাদি যোজক অব্যয় শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বাক্য করিতে হয় এবং সমাস অন্তে ঐ অব্যয় শব্দ লোপ হইয়া যায়। যথা নদ ও নদী=নদনদী, স্থাবর ও জঙ্গম=স্থাবরজঙ্গম, বৃক্ষ ও লতা=বৃক্ষলতা, বালক, বৃদ্ধ ও বনিতা=বালক বৃদ্ধ বনিতা ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব দুইপ্রকার—সমাহার ও প্রতিপদ প্রধান

৬৪৭। সমাহারদ্বন্দ্ব—যে স্থলে দুই কি, তিন, কি ততো-ধিক পদে সমাস হইয়া সমস্ত পদটী একটী পদস্বরূপে এক বচনান্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় তথায় সমাহার দ্বন্দ্ব হয়। যথা কায়মনোবাক্যে, ফলপুষ্পবিল্বদলদিয়া ইত্যাদি। এস্থলে পদ দুইটী বহু পদে সমাস হইয়া একবচনান্ত হওয়াতে সমাহার দ্বন্দ্ব হইল।

৬৪৮। ইতরেতরদ্বন্দ্ব—অনেকগুলি পদে দ্বন্দ্ব সমাস হইয়া সমস্ত পদটী, বহুপদার্থস্বরূপে বহুবচনান্ত হইয়া ব্যবহৃত হইলে ইতরেতর বা প্রতিপদ প্রধান দ্বন্দ্ব হয়। যথা ভাই ভগিনী

দিগকে, স্ত্রীপুত্রকন্যাদিগের, রাম, গোপাল হরিরা ইত্যাদি প্রতিপদ প্রধান দ্বন্দ্ব।

ইহা ব্যতীত 'একশেষ' নামে আর এক প্রকার দ্বন্দ্ব সমাস আছে। তাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদ পরিত্যাগ করিয়া শেষ পদে বহুবচন প্রয়োগ করিতে হয়। যথা রাম, গোপাল ও হরি আসিতেছে, এস্থানে কেবল "হরিরা আসিতেছে" বলিলে "হরি একা আসিতেছে" এরূপ প্রতীতি না হইয়া "অনেকের আসা" জ্ঞান হইতেছে। হরি, শব্দ একত্ব বাচক, তাহাতে বহু বচন প্রয়োগই হইতে পারে না, সুতরাং "হরিরা" বলিলে— হরির পূর্ব্বে রাম গোপাল প্রভৃতি আর আর ব্যক্তি যে ছিল, ইহা স্বতঃসিদ্ধ বোধ। এইরূপে কোন পদে বহুবচন প্রয়োগ করিলেই "এক শেষ" দ্বন্দ্ব সমাস হয়।

ফলতঃ তিন প্রকার দ্বন্দ্ব সমাসের এক প্রকারে বহুপদে এক বচন, এক প্রকারে বহুপদে বহুবচন ও আর এক প্রকারে এক পদে বহুবচন প্রয়োগ হইয়া থাকে।

## দ্বন্দ্ব সমাসে পদ স্থাপনা।

৬৪৯। তুল্য পদস্থ ঋকারান্ত শব্দ, বা বংশ বাচক শব্দ পরেতে দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকারান্ত শব্দ আকারান্ত হয়। যথা মাতৃ ও পিতৃ=মাতাপিতা, স্বসৃ ও ভ্রাতৃ=স্বসাভ্রাতা পিতৃ ও পুত্র=পিতাপুত্র, হোতৃও পোতৃ=হোতাপোতা, হর্ত্তৃ ও কর্ত্তৃ=হর্ত্তাকর্ত্তা, ইত্যাদি। কিন্তু ভ্রাতৃ ও ভগিনী সমস্ত হইলে ভ্রাতৃভগিনী হইবে, ভ্রাতাভগিনী হইবে না।

৬৫০। দ্বন্দ্ব সমাসে রাত্রিও রাত্রি বাচক শব্দের পর, দিবা শব্দ, এবং দিবা ও দিবা বাচক শব্দের পর, রাত্রি ও নিশা শব্দ

অকারান্ত হয়। যথা দিবা ও রাত্রি = দিবারাত্র, দিবা ও নিশা = দিবানিশ, অহঃ ও রাত্রি = অহোরাত্র, অহঃ ও নিশা = অহর্নিশ, রাত্রি ও দিবা = রাত্রিন্দিব, নক্তম্ ও দিবা, = নক্তন্দিব ইত্যাদি।

৬৫১। দ্বন্দ্ব সমাসে অপেক্ষাকৃত, অল্পমাত্রাবিশিষ্ট শব্দ, অপেক্ষাকৃত অধিক মর্য্যাদক শব্দ, ও গুরু সম্পর্ক বাচক-শব্দের পূর্ব্ব নিপাত হয়। যথা মেষমহিষ, দৈত্যদানব, দেবাসুর, গুরুশিষ্য, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ, খুড়াভাইপো, ভীমার্জ্জুন, ইত্যাদি।

৬৫২। দ্বন্দ্ব সমাসে সমাক্ষর শব্দের মধ্যে অল্পপ্রাণ বর্ণ বিশিষ্ট শব্দের পূর্ব্বনিপাত হয়। যথা ধনধান্য, অশনবসন, অন্ন-বস্ত্র, বসনভূষণ, পুত্রপৌত্র ইত্যাদি

৬৫৩। সর্ব্বতোভাবে তুল্যাক্ষর শব্দের ব্যবস্থাপনের কোন নিয়ম দেখা যায় না। যথা দোষ গুণ বা গুণদোষ ইত্যাদি।

৬৫৪। দ্বন্দ্ব সমাসে নক্ষত্র বাচক, জাতি বাচক ও মাস ঋতু প্রভৃতি কাল বাচক শব্দের পূর্ব্ব ও পর এবং উচ্চ ও নীচ ক্রম পর্য্যায়ানুসারে পূর্ব্ব ও পর নিপাত হয়। যথা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, অশ্লেষামঘা, ক্ষত্রিয়বৈশ্য, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়, শ্রাবণভাদ্র, শীতগ্রীষ্ম, গ্রীষ্মবর্ষা ইত্যাদি। জ্যৈষ্ঠবৈশাখ, ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ, বর্ষাগ্রীষ্ম এরূপ প্রয়োগ কোন মতে হইবে না।

৬৫৫। নিপাতন সিদ্ধ দ্বন্দ্ব সমস্ত পদ—যথা অক্ষিও ভ্রূ = অক্ষিভ্রুব, জায়া ও পতি = জম্পতি, দম্পতি ও জায়াপতি।

৬৫৬। বিশেষ্য শব্দের ন্যায় বিশেষণ শব্দেরও দ্বন্দ্ব সমাস হয়। যথা মৃদুমধুরমোহন, কৃতাকৃত, হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা ইত্যাদি।

## সাধারণ নিয়ম।

৬৫৭। সমাসস্থিত পূর্ব্ববর্ত্তী যুষ্মদ্ ও অস্মদ শব্দ স্থানে এক বচনে ত্বৎ ও মৎ আদেশ হয়। যথা আমার দত্ত=মদ্দত্ত, তোমার কৃত=ত্বৎকৃত, ইত্যাদি।

৬৫৮। সমাসস্থিত পূর্ব্বপদের অন্ত্য 'ন' য়ের লোপ হয়। হয়। যথা গুণিন্-জন=গুণিজন, রাজন্-পুত্র=রাজপুত্র, আত্মন্ কর্ম্ম=আত্মকর্ম্ম, ইত্যাদি।

৬৫৯। সমাসস্থিত পথিন্ শব্দ স্থানে পথ এবং অপ্ ও পুর্ শব্দ অকারান্ত হয়। যথা কুপথিন্=কুপথ, নির্ম্মল—অপ্=নির্ম্মলাপ, বিষ্ণুর-পুর্=বিষ্ণুপুর, ইত্যাদি।

৬৬০। সমাসের পরস্থিত 'অপ্' শব্দ স্থানে 'ঈপ' হয়। যথা অন্তরীপ, সমীপ, দ্বীপ ইত্যাদি।

৬৬১। সমাসে সম্, অব,ও অন্ধ শব্দের পরস্থিত তমস্ শব্দের উত্তর 'অ' প্রত্যয় হয়। যথা সম্-তমস্=সন্তমস,অবতমস, অন্ধতমস ইত্যাদি।

৬৬২। সমাসে পাণ্ডু, কৃষ্ণ ও উদক শব্দের পর ভূমি শব্দ অকারান্ত হয়। যথা পাণ্ডু ভূমি=পাণ্ডুভূম, কৃষ্ণভূম ইত্যাদি।

৬৬৩। সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দের পর নদী, গোদাবরী, ও ভূমি শব্দ অকারান্ত হয়। যথা পঞ্চ নদী=পঞ্চনদ, সপ্ত গোদাবর, দ্বিভূম ইত্যাদি।

৬৬৪। সমাসে সু, উৎ, সুরভি, ও পূতি, শব্দের পর গন্ধশব্দ 'ই' কারান্ত হয় এবং উপমান পদের পর হইলে 'ই' কারান্ত হয় বিকল্পে। যথা সুগন্ধি, পূতিগন্ধি, উপমান—পদ্মগন্ধি বা পদ্মগন্ধ ইত্যাদি।

৬৬৫। সমাসে পথ ও পুরুষ শব্দ পরে কু শব্দ স্থানে কা হয় বিকল্পে। যথা কাপথ কুপথ, কু-পুরুষ কাপুরুষ ইত্যাদি।

৬৬৬। সমাসে স্বরবর্ণ ও রথ শব্দ পরে 'কু' স্থানে 'কৎ' হয়। যথা কু-অভ্যাস=কদভ্যাস, কদাচার, কদ্রথ ইত্যাদি।

৬৬৭। সমাসে অগ্নি ও উষ্ণ শব্দ পরে 'কু' শব্দ স্থানে কা, কব ও কৎ আদেশ হয়। যথা কু+অগ্নি=কাগ্নি, কবাগ্নি ও কদগ্নি, ইত্যাদি।

৬৬৮। সমাসে জ্যোতিঃ, জনপদ, রাত্রি, নাভি, বন্ধু, গন্ধ, পিণ্ড, পক্ষ, তীর্থ, কুক্ষি, বেণী, পত্নী ও ব্রহ্মচারি শব্দ পরেতে সমান শব্দ স্থানে "স" হয়। যথা সমান-তীর্থ=সতীর্থ, সমান-পিণ্ড=সপিণ্ড, সমান পত্নী=সপত্নী ইত্যাদি।

৬৬৯। সমাসে রূপ, নাম, গোত্র, বর্ণ, বয়স, স্থান, ধর্ম্ম ও জাতীয় শব্দ পরেতে সমান শব্দ স্থানে 'স' হয় অনিত্য। যথা সমান-বর্ণ=সবর্ণ, সমানবর্ণ, সমানগোত্র, সগোত্র ইত্যাদি।

## বহুব্রীহি সমাস।

৬৭০। যে সমাস দ্বারা পদদ্বয়ের অর্থ প্রতীতি না হইয়া তাহাদের অর্থ বিশিষ্ট অন্য পদার্থের প্রতীতি হয় অর্থাৎ যে দুই পদে সমাস করাযায়, সমস্ত পদটী যদি সেই দুই পদের অর্থ, অন্য কোন পদার্থে স্থাপন করিয়া তাহাকে বুঝায় ও তাহারই বিশেষণ হয়, তাহা হইলে বহুব্রীহি সমাস হয়। এবং অন্য পদার্থের প্রতীতি জন্য ব্যাস বাক্যে 'যদ্' শব্দের একটী পদ ব্যবহার করিতে হয়। যথা—

মহৎ-আশয় যাহার সে মহাশয়, এখানে "মহাশয়" এই

সমস্ত পদটী দ্বারা মহৎ ও আশয় এই দুই পদের অর্থ জ্ঞান না হইয়া, মহৎ ও আশয়, পদের অর্থ যাহাতে বা যাহার আছে তাহার প্রতীতি হইতেছে, বলিয়া "মহাশয়" পদে বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে। এইরূপ দীর্ঘবাহু যাহার সে দীর্ঘ-বাহু, শস্ত্র পাণিতে যাহার, সে শস্ত্রপাণি, ধৃত—অস্ত্র যৎকর্ত্তৃক সে ধৃতাস্ত্র ইত্যাদি।

যখন কর্ম্ম বাচ্য 'ত' প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত অন্য কোন পদের, বহুব্রীহি সমাস হয়, তখন বাক্যে 'যদ্' শব্দের তৃতীয়ান্ত পদ ব্যবহৃত হয়।

৬৭১। বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার; বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে আর বিশেষ্য ও বিশেষ্য পদে।

যখন বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে বহুব্রীহি হয়, তখন বিশেষণ পদ প্রায়ই পূর্ব্বে ও বিশেষ্য পদ পরে থাকে। যথা ভগ্ন—শাখা যাহার সে ভগ্নশাখ, এইমত চরিতার্থ,মহাশয়, সুলোচনা ইত্যাদি আবার বিশেষ্য—বিশেষ্য পদের সমাসও দ্বিবিধ। প্রথমতঃ যে দুই বিশেষ্য পদে সমাস হইবে, তাহাদের আধার আধেয় ভাব হইলে আধেয় পদ প্রায়ই পূর্ব্বে ও আধার পদ পরে থাকিয়া সমাস হইবে। যথা শস্ত্র পাণিতে যাহার সে শস্ত্রপাণি, চন্দ্রচূড়, খড়্গহস্ত, শূলপাণি ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ যে দুই বিশেষ্য পদে সমাস হইবে তাহার একটী উদ্দেশ্য ও অন্যটী বিধেয় পদ থাকিয়া সমাস হইবে অথবা একটী উপমা বা রূপক অলঙ্কারদ্বারা তুল্যসদৃশাদি শব্দ যোগে বিশেষণ-বৎ হইয়া অপরটীর সহিত সমস্ত হইবে। যথা—

(ক) উদ্দেশ্য বিধেয় পক্ষে—পুষ্পই ধনুঃ যাহার সে, পুষ্পধন্বা, ব্যোমই কেশ যাহার সে ব্যোমকেশ ইত্যাদি।

(খ) উপমাপক্ষে—মৃগ সদৃশ নয়ন যাহার সে মৃগ নয়ন, চন্দ্রতুল্য বদন যাহার সে চন্দ্র বদন ইত্যাদি।

এই শেষোক্ত স্থলে কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে,মৃগনয়ন, চন্দ্রবদন প্রভৃতি সমস্ত পদগুলিতে দুইবার বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে। কেননা মৃগ সদৃশ নয়ন যাহার এই বাক্যে মৃগ সদৃশ পদ নয়ন পদের বিশেষণ; আবার মৃগসদৃশ পদও বহুব্রীহি সমস্ত; যেহেতু মৃগই সদৃশ যাহাতে সে মৃগসদৃশ, সুতরাং মৃগনয়ন পদে দুইবার বহুব্রীহি সমাস হইতেছে। উক্ত সমাসে তুল্যাদি পদ লুপ্ত থাকে।

৬৭২। নিষেধার্থ ন শব্দের সহিত সমাস হইলে ন স্থানে স্বরবর্ণ পরে অন্ এবং হল বর্ণ পরে 'অ' হয় বিকল্পে। যথা ন অর্থাৎ নাই অন্ত যাহার সে অনন্ত,'ন'—নাই ক্ষয় যার সে অক্ষয়, ন-অল্প অনল্প ন-উচ্চ = অনুচ্চ, ন-অতি = অনতি, নাতি ইত্যাদি।

৬৭৩। বহুব্রীহি ও কর্ম্মধারয় সমাসের পূর্ব্ববর্ত্তী স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ শব্দের পুংভাব হয়। কিন্তু অক ভাগান্ত শব্দ, জাতিবাচক শব্দ, অবয়ব বাচক শব্দ, এবং পুরণ ও ব্যক্তি বাচক শব্দের পুং-ভাব হয় না। যথা স্থিরা-মতি যার সে স্থিরমতি, সাধ্বী প্রকৃতি যাহার সে সাধু প্রকৃতি ইত্যাদি।

৬৭৪। বহুব্রীহি সমাসের পরস্থিত আকারান্ত ও ঊকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সমাসের পর হ্রস্ব হয়। যথা নির্—নাই দয়া যার সে নির্দ্দয় ন-নাই প্রতিভা যার সে অপ্রতিভ, কৃষ্ণা-তনূ যাহার সে কৃষ্ণতনু, সু-সুন্দর, ভ্রূ যাহার সে সুভ্রু, বহ্বী ভার্য্যা যার সে বহু-ভার্য্য, ইত্যাদি। আর সুমুখী ভার্য্যা যার সে সুমুখীভার্য্য, এই মত শূদ্রীভার্য্য পাচিকাভার্য্য, ইত্যাদির পূর্ব্ব পদের পুংভাব হইবে না।

৬৭৫। বহুব্রীহি ও কর্ম্ম ধারয় সমাসের পূর্ব্ববর্ত্তী মহৎ শব্দ স্থানে মহা আদেশ হয়। যথা মহৎ আশয় যার সে মহাশয় মহতী-মতি যার মহামতি, ইত্যাদি।

৬৭৬। বহুব্রীহি সমাসের পূর্ব্বস্থিত 'সহ' শব্দ স্থানে 'স' আদেশ হয় বিকল্পে। যথা সহ-সঙ্গে পুত্র যার=সপুত্র বা সহ-পুত্র, সহ-লজ্জা যার সে সলজ্জ,এইরূপ সশঙ্ক, সবান্ধব, সহবান্ধব, বান্ধবসহ, সোদর, সহোদর ইত্যাদি।

৬৭৭। বহুব্রীহি সমাসের পরস্থিত স্ত্রীলিঙ্গ ঈকারান্ত ও ঋকা-রান্ত শব্দের উত্তর 'ক' প্রত্যয় হয়। যথা বহ্বী পত্নী যাহার, সে বহুপত্নীক, নদী মাতা যার=নদীমাতৃক, এইরূপ সপত্নীক, সস্ত্রীক ইত্যাদি।

৬৭৮। বহুব্রীহি সমাসের পরস্থিত অস্ ও উস্ ভাগান্ত শব্দ এবং পূর্ব্ব, হেতু,অর্থ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের উত্তর প্রায়ই 'ক' প্রত্যয় হয়। যথা অল্পবয়স্ক, পীতপয়স্ক, স্থূলবপুস্ক, ধৃতধনুষ্ক, বিনয়-পূর্ব্বক, তদ্ধেতুক, অনর্থক, সার্থক ইত্যাদি। অন্যত্র ; অন্যমনা, অল্পবয়া, স্থূলবপুঃ ইত্যাদি।

৬৭৯। বহুব্রীহি সমাসের শেষস্থ নামন শব্দের উত্তর, কখন কখন 'ক' প্রত্যয় হয়। যথা কৃতবর্ম্মানামক বা কৃতবর্ম্মানামা ইত্যাদি।

৬৮০। বহুব্রীহি সমাসের পরস্থিত সক্থি,অক্ষি ও নাভি শব্দ অকারান্ত হয়। নাভি শব্দ সমস্ত হইয়া সংজ্ঞা বুঝাইলে হইবে। যথা পুণ্ডরীকবৎ অক্ষি যার=পুণ্ডরীকাক্ষ,দীর্ঘ সক্থি যার=দীর্ঘ সক্থ,পদ্ম নাভিতে যার=পদ্মনাভ (বিষ্ণু),ঊর্ণনাভিতে যার=ঊর্ণ-নাভ (মাকড়সা) গো অক্ষিবৎ আকার=গবাক্ষ।

৬৮১। বহুব্রীহি সমাসের পরস্থিত ধর্ম্ম শব্দ স্থানে ধর্ম্মন্

আদেশ হয়। যথা সু-সুন্দর ধর্ম্ম যার সুধর্ম্মা, বিধর্ম্মা ইত্যাদি।

৬৮২। বহুব্রীহি সমাসে ন, দুর্ ও সু শব্দের পর প্রজা এবং ন, দুর্, সু, অল্প ও মন্দ শব্দের পর মেধা শব্দের উত্তর ঃ বিসর্গ হয়। যথা—সুপ্রজাঃ, অপ্রজাঃ, মন্দা মেধা যার=মন্দমেধাঃ অল্পমেধাঃ ইত্যাদি।

৬৮৩। বহুব্রীহি সমাসের পরস্থিত পতি শব্দের স্থানে পত্নী এবং নাম বুঝাইলে জায়া ও ধনুস্ শব্দের স্থানে জানিও ধন্বন্ আদেশ হয়। যথা—বীর-পতি-যার=বীরপত্নী, যুবতী ও ভবানী জায়া যাহার সে যুব জানি ও, ভবজানি, গাণ্ডীব ধনুঃ যার সে গাণ্ডীব ধন্বা, পুষ্প-ই ধনুঃযার সে পুষ্পধন্বা, সু-ধনুঃ যার সে সুধন্বা

৬৮৪। বহুব্রীহি সমাসে ন, বি, সু, ত্রি ও উপ শব্দের পর চতুর শব্দের উত্তর 'অ' প্রত্যয় হয়। যথা সু—চতুর্ যার সে সুচতুর, অচতুর, ইত্যাদি।

৬৮৫। বহুব্রীহি সমাসের পরস্থিত গো শব্দের 'ও'কার উকার হয়। যথা শীতা গো—কিরণ যার সে শীতগু 'চন্দ্র' পঞ্চ গো দ্বারা ক্রীত=পঞ্চগু ইত্যাদি।

৬৮৬। বহুব্রীহি সমাসে ব্যতীহার অর্থাৎ এক বস্তু লইয়া পরস্পর এক কার্য্য করণ, বুঝাইলে গৃহীত বস্তুর দ্বিত্ব হয় এবং তাহা ব্যঞ্জনাদি স্বরান্ত শব্দ হইলে পূর্ব্ব পদ আকারান্ত ও পর-পদ 'ই' কারান্ত হয়। স্বরাদি শব্দ হইলে পূর্ব্ব-পদ আকারান্ত হইবে না। যথা—মুষ্টিদ্বারা মুষ্টিদ্বারা যে যুদ্ধ তাহা মুষ্টামুষ্টি এইরূপ কীলাকীলি, দণ্ডাদণ্ডি, হাতাহাতি, গলাগলি, কর্ণাকর্ণি, ইত্যাদি। স্বরাদি যথা—ইষ্টক ও ইষ্টকদ্বারা যুদ্ধ=ইষ্টকেষ্টকি অসি ও অসিদ্বারা যে যুদ্ধ=অস্যসি ইত্যাদি—এরূপ সমাসকে ব্যতীহার বহুব্রীহি কহে।

৬৮৭। বহুব্রীহি সমাসে দ্বি ও ত্রি শব্দের পর মূর্দ্ধন্ শব্দের 'ন' য়ের লোপ হয়। যথা—দ্বি মূর্দ্ধা যার দ্বিমূর্দ্ধ, ত্রিমূর্দ্ধ, ইত্যাদি।

৬৮৮। বহুব্রীহি সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দের পর অঙ্গুলি এবং দ্বি ও ত্রি শব্দের পর অঞ্জলি শব্দ 'অ' কারান্ত হয়, পরিমাণার্থে। অঞ্জলির পক্ষে বিকল্প। যথা—পঞ্চ-অঙ্গুলি পরিমাণ যার পঞ্চাঙ্গুল, ত্রি-অঞ্জলি পরিমাণ যার ত্র্যঞ্জলি, ত্র্যঞ্জল, ইত্যাদি।

৬৮৯। বহুব্রীহি সমাসে সংখ্যা বাচক শব্দের পর, পরিমাণার্থক অকারান্ত শব্দ 'ঈ'-কারান্ত হয়। কিন্তু ভূমি বুঝাইলে কাণ্ড শব্দ অকারান্তই থাকে। যথা—দ্বি-আঢ়ক পরিমাণ যার দ্ব্যাঢ়কী, ( ধান্য সংহতি ) ত্রি কাণ্ড পরিমাণ যার ত্রিকাণ্ডী, ত্রি-কাণ্ড পরিমাণ যার=ত্রিকাণ্ডা ভূমি (তিন কানি জমি), দ্বি-দ্রোণ পরিমাণ যার=দ্বিদ্রোণী ইত্যাদি।

৬৯০। আদি, অন্ত, ইত্যাদি, প্রভৃতি, অবধি অর্থের শব্দ অন্তে রাখিয়া যে সকল সমস্ত পদ হয়, সে গুলি প্রায়ই বহুব্রীহি সমস্ত। যথা—ধান্য-আদিতে যার ধান্যাদি। স্বর-অন্তে যার স্বরান্ত, ইতি-আদিতে যার ইত্যাদি, ধান্য প্রভৃতি, অদ্যাবধি, শেষপর্য্যন্ত ইত্যাদি।

## কর্ম্ম ধারয়।

৬৯১। যে সমাসে বিশেষণের আধার স্বরূপ বিশেষ্য পদেরই প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণে সমাস হইয়া বিশেষণের সহিত বিশেষ্যের অর্থ প্রতীতি হয় তাহাকে কর্ম্ম ধারয় সমাস কহে। ইহাতে বিশেষণ পদ পূর্ব্বে ও বিশেষ্য পদ পরে থাকে। যথা—

স্থিরা যে মতি তাহা স্থির মতি, স্থিরা যে বুদ্ধি তাহা স্থির-বুদ্ধি এখানে স্থির মতি ও স্থির বুদ্ধি পদে বিশেষণ সহিত বিশেষ্যের অর্থ প্রতীতি হইতেছে। এইরূপ মহতী—অষ্টমী,= মহাষ্টমী, মহান্—সমুদ্র = মহাসমুদ্র, মহতী—নদী = মহানদী, পঞ্চ—নদী = পঞ্চনদ, সুন্দরী—ভার্য্যা = সুন্দরভার্য্যা, ইত্যাদি।

৬৯২। কখন কখন দুই বিশেষণ পদে কর্ম্ম ধারয় সমাস হয়, তখন পরবর্ত্তী বিশেষণটীকে বিশেষ্য কল্পনা করিয়া সমাস করিতে হয়। যথা—মহান্ যে ধনী = সে মহাধনী, পরমজ্ঞানী, অত্যন্তনিপুণ, অতিশয়পণ্ডিত, অতীবভদ্র ইত্যাদি।

৬৯৩। আবার কখন কখন দুই বিশেষ্য পদেও কর্ম্ম-ধারয় হয়। যে স্থলে দুই বিশেষ্য পদে কর্ম্ম ধারয় হয়, তথায় পূর্ব্ব বিশেষ্য পদটী অন্য কোন শব্দ যোগে বিশেষণ হইয়া পরবর্ত্তী বিশেষ্য পদের সহিত সমস্ত হয় এবং সমাসান্তে সেই যুক্ত শব্দটীর লোপ হয়। ইহাকে মধ্যপদলোপী কর্ম্ম-ধারয় বলে। যথা, বিশ্রাম সুখ এই সমস্ত পদের পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষ্য 'বিশ্রাম' পদ 'জনিত' শব্দের যোগে বিশেষণ হইয়া সমাস হইয়াছে ও পরে তাহার লোপ হইয়াছে। যথা—বিশ্রাম-জনিত—সুখ = বিশ্রাম-সুখ, ঘৃত-পক্ক-অন্ন = ঘৃতান্ন, শুক্তি-সম্ভূত-মুক্তা = শুক্তিমুক্তা, ধাতু-নির্ম্মিত-পাত্র = ধাতুপাত্র, ইত্যাদি যে শব্দের যোগে পূর্ব্ব-পদ বিশেষণ হয়, তাহাও, তৎপুরুষ বা বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণ হয়।

৬৯৪। মধ্যপদলোপী-কর্ম্ম-ধারয় সমাসের মধ্যে যে পদ রূপক বা উপমা অলঙ্কার-ঘটিত, তাহাকে রূপক বা উপমিত কর্ম্ম-ধারয় বলে। যথা—হৃদয়রূপ কপাট = হৃদয়কপাট, মৃগসদৃশ নয়ন = মৃগনয়ন, চন্দ্রতুল্য বদন = চন্দ্রবদন, ইত্যাদি।

৬৯৫। উপমিত কর্ম্ম ধারয় সমাসের কখন কখন উপমিত পদের পর নিপাত হয়। যথা—সিংহের-ন্যায় পুরুষ = পুরুষ সিংহ, ব্যাঘ্রের ন্যায় পুরুষ = পুরুষ ব্যাঘ্র, এই মত বীরকুঞ্জর ইত্যাদি।

৬৯৬। দুইটী সংখ্যা-বাচক শব্দে কর্ম্ম-ধারয় সমাস হইলে পূর্ব্ব-পদ অধিক শব্দ-যোগে বিশেষণ হইয়া সমাস হয়। যথা—দ্ব্যধিক-দশ = দ্বাদশ, পঞ্চাধিক-দশ = পঞ্চদশ, ষড়ধিক—বিংশতি = ষড়্‌বিংশতি ইত্যাদি। (অধিক যুক্ত-পদ বহুব্রীহি সমস্ত—যেমন পঞ্চ হইয়াছে অধিক যার = পঞ্চাধিক)

৬৯৭। দশ, বিংশতি ও ত্রিংশৎ শব্দ পরেতে দ্বি, ত্রি ও অষ্ট-শব্দ স্থানে দ্বা, ত্রয়ঃ ও অষ্টা আদেশ হয়। যথা—দ্বি-অধিক-দশ = দ্বাদশ, ত্র্যধিক দশ = ত্রয়োদশ, অষ্টাধিক-বিংশতি = অষ্টাবিংশতি, ত্র্যধিক ত্রিংশৎ = ত্রয়স্ত্রিংশৎ ইত্যাদি।

৬৯৮। চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি ও নবতি শব্দ পরেতে দ্বি, ত্রি ও অষ্ট শব্দ স্থানে দ্বা, ত্রয়ঃ ও অষ্টা-আদেশ হয় বিকল্পে। যথা—ত্র্যধিক চত্বারিংশৎ = ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ ও ত্রি-চত্বারিংশৎ, দ্ব্যধিক ষষ্টি = দ্বাষষ্টি ও দ্বিষষ্টি, অষ্টাধিক সপ্ততি = অষ্টাসপ্ততি ও অষ্টসপ্ততি ইত্যাদি।

৬৯৯। ধর্ম্ম-ধারয় সমাসে শত, সহস্র, অযুত, পরার্দ্ধ প্রভৃতি সংখ্যা বাচক শব্দ (১) পরেতে একাদশন্ হইতে নবতি শব্দ পর্য্যন্ত শব্দের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের স্থানে 'অ' হয় এবং বিংশতি শব্দের 'তি' র লোপ হয়। যথা—বিংশত্যধিক শত,

(১) সংখ্যা বাচক শব্দ-যথা—এক, দ্বি, ত্রি, চতুর্, পঞ্চন্, ষষ্, সপ্তন্ অষ্টন্, নবন্, দশন্, একাদশন্, দ্বাদশন্, পঞ্চদশন্, বিংশতি, ত্রিংশৎ, চত্বারিংশৎ পঞ্চাশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি, অশীতি, নবতি, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কো[illegible] অর্ব্বুদ, শংখ প্রভৃতি।

=বিংশশত, ( ১২০ ) একাদশধিক সহস্র একাদশসহস্র (১০১১) পঞ্চদশাধিক-অযুত=পঞ্চদশাযুত ( ১০০১৫ ) ইত্যাদি মধ্যপদ লোপী না হইলে বিংশতি শত (২০০০) একাদশ সহস্র (১১০০০) ত্রিংশৎ শত ( ৩০০০ ) ইত্যাদি হইবে।

৭০০। একাধিকদশ=একাদশ ও ষট অধিক দশ= ষোড়শ এই দুইটী শব্দ হইয়া থাকে।

৭০১। কর্ম্মধারয় ও তৎপুরুষসমাসের পরস্থিত সখি, রাজন্ ও অহন্ শব্দের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের স্থানে 'অ' হয়। কিন্তু সু ও অতি শব্দের পর রাজন্ শব্দের হইবে না। যথা ত্রিঅহন্=ত্র্যহ, দ্বি-অহন্=দ্ব্যহ, সপ্ত-অহন্=সপ্তাহ, মহান্-রাজা=মহারাজ, কৃষ্ণের সখা=কৃষ্ণসখ, প্রিয় যে সখা=প্রিয়-সখ ইত্যাদি। কিন্তু সুরাজা, অতিরাজা হইবে।

৭০২। কর্ম্মধারয় ও তৎপুরুষ সমাসে, সর্ব্ব শব্দ, অংশ ও সংখ্যা বাচক শব্দের পরস্থিত 'অহন্' শব্দের স্থানে 'অহ্ল' আদেশ হয়। যথা সর্ব্ব-অহন্=সর্ব্বাহ্ল, মধ্য-অহন্=মধ্যাহ্ন এই মত পূর্ব্বাহ্ল, প্রাহ্ল, সায়াহ্ন, দ্ব্যহ্ন ইত্যাদি।

একতার্থ হইলে 'অহ্ন' আদেশ হইবে না। যেমন দশ দিনের একতা দশাহ, সপ্তাহ ( সাতদিনের একতা ) ঐক্যার্থ না হইলে দশাহ্ন সপ্তাহ্ন প্রভৃতি হইবে।

৭০৩। ঐক্যার্থে কর্ম্ম-ধারয় সমাসের পরস্থিত অকারান্ত শব্দ ঈকারান্ত হয়। কিন্তু আধার বাচক অকারান্ত শব্দ ঈকা-রান্ত হইবে না এবং অন্ ভাগান্ত ও আকারান্ত শব্দ বিকল্পে ঈকারান্ত হইবে। যথা ত্রিলোকের একতা=ত্রিলোকী, ত্রি-পদের একতা=ত্রিপদী, পঞ্চনখের একতা-পঞ্চনখী, ইত্যাদি। আধারে—ত্রিভুবনের একতা ত্রিভুবন, চারি পথের একতা=

চতুষ্পথ, ত্রিপাত্র, ইত্যাদি ঈকারান্ত হইল না। এবং অন্ ও আকারান্ত—যথা—পঞ্চ-কর্ম্মের একতা পঞ্চকর্ম্মী, পঞ্চকর্ম্ম, ত্রি-খট্টার ঐক্য=ত্রিখট্টী,ত্রিখট্ট ইত্যাদি ঈকারান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

৭০৪। কর্ম্ম-ধারয়, তৎপুরুষ ও অব্যয়ীভাব সমাসে সর্ব্ব, পুণ্য, বর্ষা, ও দীর্ঘ শব্দ ও অংশ বাচক শব্দের পর রাত্রি শব্দ এবং সংখ্যা বাচক ও অব্যয় শব্দের পর রাত্রি ও অঙ্গুলি শব্দ অকারান্ত হয়। যথা সর্ব্বা রাত্রি=সর্ব্বরাত্র, দীর্ঘারাত্রি=দীর্ঘ রাত্র, রাত্রির-মধ্য=মধ্যরাত্র, অতিরাত্র, পঞ্চাঙ্গুল, অত্যঙ্গুল ত্রিরাত্র ইত্যাদি।

৭০৫। কর্ম্ম-ধারয় ও তৎপুরুষ সমাসের পরস্থিত গো-শব্দ স্থানে 'গব' আদেশ হয়। যথা পুমান্ গো=পুঙ্গব, রাজার-গো=রাজগব, ইত্যাদি।

৭০৬। কর্ম্মধারয় ও তৎপুরুষ সমাসের পুর্ব্ব পদ কথন কথন পরবর্ত্তী হয়। যথা—একজন=একজন, জনৈক, জনেক, এক-অর্দ্ধ=একার্দ্ধ বা অর্দ্ধেক, অর্দ্ধৈক, অহনের পূর্ব্ব=পূর্ব্বাহ্ন, ইত্যাদি।

৭০৭। কর্ম্মধারয় সমাসে পরবর্ত্তী 'অন্য' শব্দ স্থানে অন্তর আদেশ হয়। যথা অন্যদিন=দিনান্তর অন্য উপায়=উপায়ান্তর, এইরূপ গৃহান্তর স্থানান্তর ইত্যাদি।

## তৎপুরুষ।

৭০৮। যে সমাসে দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত কর্ম্মাদি কারক পুর্ব্বে থাকে এবং সমস্ত হইলে উক্ত বিভক্তির লোপ হয় তাহাকে তৎপুরুষ সমাস কহে।

তৎপুরুষ পাঁচ প্রকার, দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ, পঞ্চমীতৎপুরুষ, ষষ্ঠীতৎপুরুষ ও সপ্তমীতৎপুরুষ।

৭০৯। দ্বিতীয়া তৎপুরুষ—যে স্থলে দ্বিতীয়ান্ত কর্ম্মপদ বা ক্রিয়াবিশেষণ পূর্ব্বে থাকে তথায় দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা ধনকে প্রাপ্ত=ধনপ্রাপ্ত, ভয়কে প্রাপ্ত=ভয়-প্রাপ্ত, মৌনকে অবলম্বিত=মৌনাবলম্বিত, নিদ্রাকে গত=নিদ্রাগত (১) কর্ম্ম করে যে=কর্ম্মকর, এইমত প্রিয়ভাষী, হিতৈষী, রোগ নিবারক, (২) ঘনরূপে বিন্যস্ত=ঘনবিন্যস্ত, প্রায়ই মৃত=প্রায়মৃত বা মৃতপ্রায়, শীঘ্রগামী, অর্দ্ধোত্থিত (৩) ইত্যাদি।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাসের পরপদ ক্রিয়া ঘটিত বিশেষণ ও পূর্ব্ব পদ তাহার ক্রিয়া কালের কর্ম্ম বা বিশেষণ পদ হইবে। এরূপ অবস্থাপন্ন পদে দ্বিতীয়াতৎপুরুষ সমাস হইবে।

৭১০। সংস্কৃতানুসারে পতিত, শ্রিত, আশ্রিত, আপন্ন প্রাপ্ত, অতীত, অত্যস্ত, আরূঢ়, গত, প্রভৃতি কতকগুলি পদের যোগে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গ-ভাষায় তৎ সমুদায় স্থানে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সঙ্গত নহে। বঙ্গভাষায় ঐ সকল শব্দ বাক্যে ব্যস্ত ভাবে প্রযুক্ত হইলে উহাদের যোগে যে কারক হয়, তদনুসারে পূর্ব্ব-পদে যে বিভক্তি পায়, তাহার অনুসারে তৎপুরুষ নির্দ্ধারণ করাই কর্ত্তব্য। যথা—সংস্কৃত মতে—কূপপতিত, অশ্বারূঢ় দ্বিতীয়া তৎপুরুষ কিন্তু বঙ্গ-

(১) নিদ্রাগত=নিদ্রাকে গত-প্রাপ্ত, গমনার্থ প্রাপ্ত্যর্থে প্রযুক্ত হওয়াতে নিদ্রাগত, শয্যাগত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হইল। গ্রামগত সপ্তমীতৎ—

(২) কর্ম্মকর, হিতৈষী, আত্মম্ভরি প্রভৃতি সমস্ত পদের পূর্ব্বপদ পরবর্ত্তী পদে ক্রিয়া কালের দ্বিতীয়ান্ত কর্ম্ম থাকাতে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হইল।

(৩) ঘন, শীঘ্র, অর্দ্ধ প্রভৃতি পদের ক্রিয়া কালের বিশেষণ হওয়াতে [দ্বি]তীয়া তৎপুরুষ হইল।

ভাষায় ঐ পদদ্বয় সপ্তমী তৎপুরুষ, কারণ বঙ্গভাষায় বাক্যে ব্যস্তভাবে কূপে পতিত, অশ্বে আরূঢ় প্রয়োগ হয়। তাহাতে আরূঢ়, পতিত শব্দ যোগে পূর্ব্ব পদে অধিকরণ হইয়া সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে। আর শ্রিত, আপন্ন, অত্যন্ত যোগে-বাক্যে ব্যস্তভাগে দুঃখে শ্রিত, বিপদে আপন্ন, শোকে অত্যন্ত প্রয়োগ হওয়াতে দুঃখশ্রিত, বিপদাপন্ন, শোকাত্যন্ত তৃতীয়া তৎপুরুষ বিহিত, এবং অতীত যোগে-বচন হইতে অতীত, সাধ্য হইতে, অতীত প্রয়োগ হয়, তাহাতে বচনাতীত, সাধ্যাতীত ইত্যাদি অতীত যুক্ত পদ পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়। ঐ সকল শব্দের মধ্যে কেবল 'প্রাপ্ত' শব্দ ও নিদ্রা, শয্যা স্থলে গত শব্দ যুক্ত পদ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হয়। অতএব সংস্কৃত মতানুসারে উক্ত শব্দ-গুলির যোগে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হয়। বাঙ্গালাভাষায় ঐ গুলির যেটীর যোগে যে কারক হয়, বাঙ্গালায় সেটী সেই তৎপুরুষ হইয়া থাকে।

৭:১। কর্ম্ম-কারকে যে সকল পদ ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়ান্ত হইয়া কর্ম্মত্ব পায়, সে সকল পদ পূর্ব্বে থাকিলে দ্বিতীয়া তৎ-পুরুষ সমাস হয়। যথা—মুহূর্ত্তগত, মুহূর্ত্ত বর্ষণ ইত্যাদি।

৭:২। কর্ম্ম-কারকে যে সকল পদে কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়, সেই ষষ্ঠ্যন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিয়া ষষ্ঠী লোপে সমস্ত হইলে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হয়। যথা—ধনের রক্ষক ধন-রক্ষক, বিশ্বপালক, বিশ্বস্রষ্টা ইত্যাদি দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

৭১৩। তৃতীয়া তৎপুরুষ—যে সমাসে পূর্ব্ব-পদ পর-বর্ত্তী পদের করণকারক কিম্বা পরবর্ত্তী-কর্ম্মবাচ্য প্রত্যয়সিদ্ধ বিশেষণ পদের ক্রিয়া কালের কর্ত্তৃপদ হয়, তাহাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস কহে। যথা—যষ্টিদ্বারা প্রহার, যষ্টিপ্রহার,

লজ্জা-দ্বারা অবনত—লজ্জাবনত, তাহাকর্ত্তৃক—কৃত—তৎকৃত, এইরূপ দণ্ডপাতিত, মৎকৃত, ঈশ্বরদত্ত, পাপলিপ্ত, আশ্চর্য্যান্বিত, গুণযুক্ত, পক্ষবিশিষ্ট ইত্যাদি।

৭১৪। কলহার্থ, ঊনার্থ, সদৃশ ও সম শব্দের যোগে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা—বাক্কলহ, বাগ্বিতণ্ডা, বাগ্যুদ্ধ,অস্ত্র যুদ্ধ, দণ্ডপারুষ্য, একোন, গর্ব্বশূন্য, বিদ্যাহীন (১) ইত্যাদি।

৭১৫। কারকে যে যে স্থলে তৃতীয়া স্থানে ষষ্ঠী হয়, তত্তৎ স্থলে ষষ্ঠীর লোপ হইয়া সমস্ত হইলে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা—রাবণ রামের বধ্য রাবণ-রামবধ্য, আমার পূজ্য—মৎপূজ্য,এখানে রামবধ্য,মৎপূজ্য প্রভৃতি পদ তৃতীয়া তৎপুরুষ।

৭১৬। 'যান' বাচক শব্দের সহিত গমনার্থ শব্দের যোগে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা—অশ্বে গমন অশ্বগমন, নৌকাযাত্রা, রথযাত্রা ইত্যাদি।

৭১৭। পঞ্চমী তৎপুরুষ—যে সমাসের পূর্ব্ব পদ, পর পদের অপাদান ভূত পঞ্চম্যন্ত, তাহার বিভক্তির লোপ হইয়া সমস্ত হইলে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা—রাজচ্যুত, বৃক্ষপতিত, মুখনিঃসৃত, রোগমুক্ত, ভোগবিরত, মধূত্থ ইত্যাদি।

আর পরাৎপর, সারাৎসার প্রভৃতি অলুক্ পঞ্চমী তৎপুরুষ।

৭১৮। ষষ্ঠী তৎপুরুষ—যে স্থলে পূর্ব্ব পদ পরবর্ত্তী পদের সম্বন্ধ ও পরপদ তাহার সম্বন্ধ হয়, তথায় বিভক্তি লোপ হইয়া সমস্ত হইলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা—রাজার-পুত্র

---

(১) বিদ্যাহীন, বিদ্যাকৃত গর্ভশূন্য পদ তৃতীয়া তৎপুরুষ হয়। কিন্তু হীনবিদ্য, কৃতবিদ্য, শূন্যগর্ভ, পদ বহুব্রীহি সমস্ত—কেননা, হীনা—বিদ্যা যৎকর্ত্তৃক সে হীনবিদ্য, কৃতা—উপার্জ্জিতা বিদ্যা যৎকর্ত্তৃক কৃতবিদ্য শূন্য গর্ভ-যার সে শূন্য গর্ভ ইত্যাদি।

=রাজপুত্র, দেবের-রাজ=দেবরাজ, গোর-বৎস =গোবৎস, রাজার-দর্শন=রাজদর্শন, অন্নের-ভোজন=অন্নভোজন, রাজ্যের-অধিপতি=রাজ্যাধিপতি, এইরূপ, পাণ্ডুভূম, অন্নদান, অর্থ-নাশ, ইত্যাদি।

৭১৯। কারকে যে সকল পদে কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়, তন্মধ্যে যাজক, পূজক, পরিচারক, পরিবেশক, পরিসেবক, অধ্যাপক, হর্ত্তৃ ও ভর্ত্তৃ শব্দের সহিত তাহাদের ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হইবে। যথা—দেবের-পূজক=দেবপূজক, শূদ্রের—যাজক=শূদ্রযাজক, অন্নপরিবেশক, রাজপরিচারক, যজ্ঞহোতা, বেদাধ্যাপক ইত্যাদি।

৭২০। কর্ত্তৃবাচ্য অক ও তৃ প্রত্যয়ান্ত অন্য পদের সহিত ষষ্ঠী তৎপুরুষ হইবে না। যথা—অন্নদাতা, বিশ্বপালক, বিশ্ব-পাতা, মাংসভোক্তা, করগ্রাহক ইত্যাদিপদগুলি ষষ্ঠী তৎপুরুষ না হইয়া দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হইবে।

৭২১। যে সকল অক ও তৃ প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত পূর্ব্ব পদের কারক ব্যতীত স্ব স্বামী-ভাব সম্বন্ধ থাকিবে তথায় ষষ্ঠী তৎপুরুষ হইবে। যথা—বিশ্ব-বিধাতা, বিশ্ব-নিয়ন্তা, দল-কর্ত্তা ইত্যাদি। আর গোষ্পদ, ভ্রাতুষ্পুত্র, বাচস্পতি প্রভৃতি অলুক্ ষষ্ঠী তৎপুরুষ ইত্যাদি।

৭২২। ষষ্ঠী তৎপুরুষে 'দাস' শব্দ পরেতে ঈকারান্ত দেবী বাচক শব্দ হ্রস্ব হয়। যথা কালিদাস, ষষ্ঠিদাস, চণ্ডিদাস ইত্যাদি।

৭২৩। ডিম্ব, শাবক, দুগ্ধ প্রভৃতি শব্দ পরেতে পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিবাচক ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংভাব হয়। যথা—ছাগের বা ছাগীর দুগ্ধ=ছাগদুগ্ধ এইমতে হস্তিশাবক ইত্যাদি।

৭২৪। সপ্তমী তৎপুরুষ—যে সমাসের পূর্ব্ব পদ পর পদের অধিকরণ তাহাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস কহে।

ইহাতে পূর্ব্ব পদ কাল ও আধার অধিকরণ এবং পরপদ প্রায়ই বিশেষণ শব্দ হয়। যথা গঙ্গাবাসী, গ্রামস্থিত, শয্যাশায়ী, বর্ষা-জাত, কার্যদক্ষ, শিল্পনিপুণ, অশ্বারূঢ় জলচর ইত্যাদি।

৭২৫। সপ্তমী তৎপুরুষে কখন কখন অধিকরণ পদের পর নিপাত হয়। যথা—পূর্ব্বে-শ্রুত=শ্রুতপূর্ব্ব, পূর্ব্বে-অভূত=অভূত পূর্ব্ব, সমস্তে ব্যস্ত=ব্যস্ত সমস্ত ইত্যাদি।

৭২৬। অধিপরণের বিভক্তিজাত তদ্ধিতপ্রত্যয়সিদ্ধ পদের সহিত উৎপত্ত্যর্থ শব্দের সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা—সদ্যঃ-জাত=সদ্যোজাত অদ্যাসম্ভূত, অত্রভব ইত্যাদি। (এগুলি অলুক্ সপ্তমী তৎপুরুষ মধ্যে গণ্য)।

৭২৭। ইন্দ্র, ঈশ্বর, শ্রেষ্ঠ, উত্তম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠার্থ বাচক শব্দের (১) সহিত তাহার পূর্ব্ব পদের সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হয়। এবং পূর্ব্ব পদের অধিকরণত্ব বোধের জন্য সমাস কালে "মধ্যে" পদ প্রযোগ করিতে হয়। যথা নৃপের মধ্যে ইন্দ্র=নৃপেন্দ্র, পুরুষের মধ্যে উত্তম=পুরুষোত্তম, এইরূপ কবিশ্রেষ্ঠ নরশ্রেষ্ঠ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য ইত্যাদি।

আর খেচর, জলেশয়, কর্ণেজপ, সরসিজ, মনসিজ, নিশি-জাত প্রভৃতি পদ গুলি অলুক্ সপ্তমী তৎপুরুষ।

৭২৮। 'ন' শব্দের সহিত কোন বিশেষণ বা জাতি বাচক বিশেষ্য পদের সমাস হইলে এবং 'ন' শব্দের অভাব ভিন্ন (২)

---

(১) শ্রেষ্ঠার্থ শব্দ ভিন্ন, শৌণ্ড, ধূর্ত্ত, প্রবীণ, সংবীত, পটু পণ্ডিত সিদ্ধ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের যোগে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা—দানে শৌণ্ড=দানশৌণ্ড, দানবীর, আচারপণ্ডিত, বিচারপ্রবীণ, তপঃসিদ্ধ তপঃ—বিষয়ে সিদ্ধ, স্থলান্তরে তপঃদ্বারা সিদ্ধ অর্থও হয়।

(২) 'ন' শব্দের, অভাব, তুল্যতা, আতিশয্য, ভিন্নতা, ন্যূনতা, ও

অল্প অর্থ বুঝাইলে "নঙ" তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা ন—উচ্চ=অনুচ্চ, ন—ব্রাহ্মণ=অব্রাহ্মণ, ন-সুখী=অসুখী, ন—সম্পৃক্ত=অসম্পৃক্ত ইত্যাদি।

## অব্যয়ীভাব।

৭২৯। যে সমাসে কোন পদের পরবর্ত্তী অব্যয় শব্দটী বিশেষার্থের সম্পাদক হইয়া, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস কহে। আর পরবর্ত্তী অব্যয় পূর্ব্ববর্ত্তী না হইলে অর্থাৎ যেখানে অব্যয় শব্দটী সমাসের পূর্ব্ব হইতে সমাস করা পর্য্যন্ত পূর্ব্বেই থাকে, তথায় অব্যয়ীভাব হয় না। যথা দিনের প্রতি অর্থাৎ পৌনঃপুন্য=প্রতিদিন, আত্মাকে অধি অর্থাৎ অধিকার করিয়া=অধ্যাত্ম, এই দুই সমস্ত পদে প্রতি ও অধি অব্যয় শব্দ দুইটী দিন ও আত্মা এই দুই শব্দের পরে থাকিয়া বিশেষ বিশেষ অর্থের সম্পাদন করিয়া পুর্ব্ববর্ত্তী হওয়াতে প্রতিদিন ও অধ্যাত্ম অব্যয়ীভাব সমস্ত হইয়াছে।

আর ন অর্থাৎ নাই অন্ত যার সে অনন্ত, নির্ অর্থাৎ নাই লজ্জা যার সে নির্লজ্জ এই সমস্ত পদদ্বয়ে "ন' ওনির্' অব্যয় দুইটী সমাসের প্রথম হইতে পূর্ব্বে থাকিয়া সমাস সম্পন্ন করিল বলিয়া অব্যয়ীভাব হইল না। অব্যয়ীভাব সমস্ত পদ ক্লীবলিঙ্গহয়।

৭৩০। অব্যয়ীভাব সমাসে একএকটী অব্যয় শব্দ এক একটী অর্থের সম্পাদক; যেখানে যে অব্যয় যে অর্থের সাধক হয় তথায় তদর্থ অব্যয়ীভাব সমাস বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়।

অব্যয় শব্দ দ্বারা সমাসকরণীয় পদের কারক, বীপ্সা,

---

নিকর্ষ এই ছয় প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। যথা অভাবার্থ—অপাপ অধর্ম্ম, তুল্যার্থ—অসাগর, আতিশয্য,—অপর্য্যাপ্ত, ভিন্নার্থ—অসুর,ন্যূনতার্থ—অনুচ্চ, অগভীর, নিকর্ষার্থ—অব্রাহ্মণ, অসুখী ইত্যাদি।

সামীপ্য, সাদৃশ্য, সাকল্য, অনুক্রম, পর্য্যন্ত, পশ্চাৎ, অভাব, অনতিক্রম, প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।

৭৩১। কারকার্থ—যে অব্যয় শব্দ দ্বারা সমস্য পদের সকল প্রকার কারকত্ব প্রকাশ হইয়া সমস্ত হয়। যথা রাজাকে অতি—অতিক্রান্ত=অতিরাজ এখানে সমস্য পদের কর্ম্মত্ব প্রকাশ হইল, আত্মাকে—অধি—অধিকার করিয়া অধ্যাত্ম, এখানে সমস্য পদের কর্ম্মত্ব প্রকাশ হইল, নিদ্রা-হইতে-উৎ—উত্থিত উন্নিদ্র, এখানে সমস্ত পদের অপাদানত্ব প্রকাশ পাইয়াছে ইত্যাদি।

৭৩২। বীপ্সার্থ—ইহাতে অব্যয় দ্বারা সমস্য পদের পৌনঃপুন্য প্রকাশ হইয়া থাকে। যথা দিনের প্রতি অর্থাৎ পৌনঃপুন্য অর্থে প্রতিদিন, ক্ষণের অনু-পৌনঃপুন্য অনুক্ষণ এইরূপ প্রতিক্ষণ প্রত্যহ, প্রত্যেক প্রতি গৃহ ইত্যাদি।

৭৩৩। সামীপ্যার্থ—অব্যয়দ্বারা সমস্যপদের নৈকট্য প্রকাশ হয়। যথা কুলের উপ—সমীপে উপকূল, অন্তের প্রতি সমীপে প্রত্যন্ত, অক্ষির প্রতি-সমীপে প্রত্যক্ষ কুলের অনু—সমীপে-পক্ষে অনুকূল ইত্যাদি।

৭৩৪। সাদৃশ্যার্থ—অব্যয় দ্বারা সমস্ত পদের সাদৃশ্য বা স্বরূপত্ব প্রতীয়মান হয়। যথা—রূপের প্রতি সদৃশ=প্রতি-রূপ, এইমত অনুরূপ, উপবন ইত্যাদি।

৭৩৫। সাকল্যার্থ—অব্যয় দ্বারা সমস্য পদের নিঃশেষত্ব প্রকাশ হয়। যথা—তৃণের-সহ—অর্থাৎ তৃণসহিত সমস্ত =সতৃণ, বাল, বৃদ্ধ, বনিতার আ—অর্থাৎ সকল=আবাল বৃদ্ধ বনিতা, ইত্যাদি।

৭৩৬। অনুক্রমার্থ—অব্যয় দ্বারা, সমস্য পদের অনু-বৃত্তি অর্থাৎ তাহার ব্যবহার অনুকরণ করা প্রকাশ হয়। যথা—জ্যেষ্ঠের অনু—তদ্বৎ ব্যবহর অনুকরণ অর্থে=অনুজ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ যে পথে গিয়াছে যে পথানুসারী, এইরূপ অনুমাতৃক, ইত্যাদি।

৭৩৭।পর্য্যন্তার্থ—অব্যয়দ্বারা, সমস্যপদের সীমা বিশি-ষ্টতা বা সাহিত্য নির্দ্দেশ হয়। যথা—জানুর আ-সীমা= অথবা জানু-আ-পর্য্যন্ত=আজানু, কর্ণের-আ-পর্য্যন্ত=আকর্ণ, জীবনের যাবৎ—পরিমাণ পর্য্যন্ত যাবজ্জীবন ও আজীবন, ব্রহ্মার আ—সহিত স্তম্ব-পর্য্যন্ত=আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত ইত্যাদি।

৭৩৮। পশ্চাদর্থ—অব্যয় দ্বারা সমস্য পদের পাশ্চাত্য বা বৈপরীত্য প্রকাশ হয়। যথা—গঙ্গার অনু-পশ্চিম অনুগঙ্গ কূলের প্রতি-বিপরীত=প্রতিকূল, অক্ষির-পরা-পশ্চাতে= পরোক্ষ, সিন্ধুর-অনু-পশ্চিম=অনুসিন্ধু ইত্যাদি।

৭৫১। অভাবার্থ—অব্যয় দ্বারা সমস্য পদের নাস্তিত্ব বা অবিদ্যমানতা উপলব্ধি হয়। যথা—ধর্ম্মের ‘ন’—অভাব= অধর্ম্ম, পাপের ন—অভাব=অপাপ, ভিক্ষার দুর্—অভাব= দুর্ভিক্ষ, বিঘ্নর নির্=নির্ব্বিঘ্ন ইত্যাদি।

৭৫২। অনতিক্রমার্থ—অব্যয় দ্বারা সমস্য পদের সামর্থাতীত কার্য্য না করা প্রকাশ হয়। যথা—অর্থের যথা—অতিক্রম না করা=যথার্থ,সাধ্যের যথা উপযুক্ত কার্য্য-করা= যথাসাধ্য, শক্তির যথা—অতিক্রম না করা=যথাশক্তি, এইমত যথাযথ, যথাতথ ইত্যাদি।

৭৫৩। অব্যয়ীভাব সমাসে সম্, পরস্, প্রতি, অনু—শব্দের পর অক্ষি শব্দ আকারান্ত হয়। যথা—অক্ষির প্রতি—সমীপে

=প্রত্যক্ষ, অক্ষির পরা=পরোক্ষ, অক্ষির সমীপে=সমক্ষ ইত্যাদি।

৭৫৪। অব্যয়ীভাব সমাসে হসন্ত শব্দ এবং পৌর্ণমাসী ও গিরি শব্দ অকারান্ত হয় বিকল্পে। যথা—শরতের অনু—পশ্চাৎ= অনুশরদ, তড়িতের উপ—সদৃশ=উপতড়িত বা উপতড়িৎ, প্রতিপৌর্ণমাস বা প্রতিপৌর্ণমাসি, অনুগির বা অনুগিরি ইত্যাদি। চেতস্, মনস্, শরদ্, উপানহ্, চতুর্, যদ্, তদ্, প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ নিত্য অকারন্ত হয়।

## সমাসানুশীলন।

৭৫৫। প্র, পরা, অপ, সম্, নি, বি প্রভৃতি উপসর্গ বা ঔপপদিক অব্যয় শব্দ পূর্ব্বে রাখিয়া কার্দ্দন্তিক বা অন্য কোন বিশেষ্য বিশেষণ শব্দের মিলনকে নিত্য সমাস কহে। নিত্য সমাসের পৃথক্ ব্যাস নাই, তাহার অর্থই তাহার ব্যাস স্বরূপ। যথা আক্রমণ, সংশোধন, তিরোভাব, আতিক্ত ইত্যাদি। কিন্তু যখন ঐ অব্যয় সকল বিশেষ্য বা বিশেষণ রূপে অন্য শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া ব্যবহৃত হয়, তখন সে সকল পদের নিত্য সমাস না হইয়া অন্য সমাস হয়। যথা উপবন, এখানে উপ=সদৃশ-বন=উপবন অব্যয়ীভাব সমাস, দুর্—মন্দ ভাগ্য যার সে দুর্ভাগ্য বহুব্রীহি সমাস হইল ইত্যাদি।

## উপপদ সমাস।

৭৫৬। উপপদ পূর্ব্বে না থাকিলে ধাতুর উত্তর যে সকল প্রত্যয় হয় না, সে সকল কর্ত্তৃবাচ্য প্রত্যয় সিদ্ধ উপপদযুক্ত পদ সকলের সমাসকে উপপদ সমাস কহে। যথা—বারিদ, পঙ্কজ আত্মম্ভরি, মধূথ ইত্যাদিস্থলে বারি-দা + অ=বারিদ, পঙ্ক-

জন্ + অ = পঙ্কজ, মধু উৎ-স্থা + অ = মধূত্থ, আত্মন্-ভৃ + ই = আত্মম্ভরি, এখানে দা, জন্, ও স্থা ধাতুর উত্তর 'অ' প্রত্যয়, উপপদ পূর্ব্বে না থাকিলে হয় না, এবং ভৃ ধাতুরউত্তর 'ই' প্রত্যয়ও উপপদ পূর্ব্বে না থাকিলে হইত না। অতএব এই সকল পদে উপপদ সমাস হয়, আর যে সকল প্রত্যয়ান্ত পদ উপপদ পূর্ব্বে না থাকিলেও হয়, তাহাদের তৎপুরুষ সমাস হয়। কিন্তু ঐ সকল উপপদে কারক বশতঃ বিভক্তি হয় এবং সমাসান্তে তাহার লোপ হয় বলিয়া, বঙ্গভাষায় উহাকে সাধারণ ভাবে তৎপুরুষ সমাস মধ্যে ধৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ গ্রামস্থিত ও গ্রাম-স্থ, এই দুই পদেরই পূর্ব্বপদ অধিকরণে সপ্তম্যন্ত ছিল সমাসান্তে তাহার লোপ হইয়াছে। ছাত্রদিগের পক্ষে কোন্‌টী উপপদ ও কোন্‌টী সপ্তমী তৎপুরুষসমাস তাহা বাছিয়া লওয়া দুরূহ বোধে উভয়কে তৎপুরুষসমাস বলা সুবিধেয়। বঙ্গভাষায় আর পৃথক্ ভাবে উপপদ সমাস রাখা গেল না।

## দ্বিগু সমাস।

৭৫৭। দ্বিগু সমাসের পূর্ব্বপদ সংখ্যাবাচক শব্দ এবং পর পদ প্রায়ই বিশেষ্য। সংস্কৃত মতে দ্বিগুসমাস তিন প্রকার; তদ্ধিতার্থ দ্বিগু, সমাহার দ্বিগু, ও উত্তরপদপ্রধান বা বহুব্রীহ্যর্থ দ্বিগু।

বঙ্গভাষায় তদ্ধিতার্থ দ্বিগু সুবোধ্য নহে; তজ্জন্য তাহার বিষয় লিখিত হইল না।

৭৫৮। সমাহার দ্বিগু—যে সমাসে সংখ্যাবাচক পদ পূর্ব্বে থাকিয়া পর পদের একতা অর্থাৎ একত্র সমাবেশ প্রকাশ পায় তাহাকে সমাহারদ্বিগু সমাস কহে। যথা—ত্রি—তিন, লোকের একতা অর্থাৎ স্বর্গলোক, ভূলোক ও পাতাললোক এই তিন লোকের একত্র সমাবেশ = ত্রিলোকী, ইহাতে দেখা যাই-

তেছে যে, 'ত্রি' এই সংখ্যা বাচকশব্দটী লোক শব্দের পূর্ব্বে থাকিয়া বিশেষণের কার্য্য করিতেছে। অতএব এই সমাহার দ্বিগুকে পৃথক্‌ভাবে না লিখিয়া ঐক্যার্থে কর্ম্মধারয় সমাস মধ্যে ধরা গিয়াছে।

৭৫৯। উত্তরপদপ্রধান বা বহুব্রীহ্যর্থ দ্বিগু,—যে সমাসে পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত পরবর্ত্তী পদের সমাস হইয়া উত্তরপদের প্রাধান্য বা বহুব্রীহির অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে বহুব্রীহ্যর্থ দ্বিগুসমাস কহে। যথা—পঞ্চ গোদ্বারা ক্রীত যাহা তাহা পঞ্চগু, পঞ্চ অঙ্গুলি পরিমাণ যার তাহা পঞ্চাঙ্গুল, ছয় ফুট পরিমাণ যার তাহা ছয় ফুট দীর্ঘ ইত্যাদি। এখানে ক্রীত ও পরিমাণ যে উত্তর পদ, তাহারই প্রাধান্য থাকিয়া বহু-ব্রীহি সমাসের ন্যায় অর্থ প্রকাশ করিতেছে, বলিয়া পঞ্চাঙ্গুল, প্রভৃতি সমস্ত পদগুলি বহুব্রীহি সমাস মধ্যে ধৃত হইয়াছে। ফলতঃ এই উভয় প্রকার দ্বিগুরই কেবল সংখ্যা বাচকশব্দ পূর্ব্বে থাকাতে যাহা কিছু প্রভেদলক্ষিত হয়। এজন্য ঐ সমস্ত পদ-গুলিকে কর্ম্মধারয় ও বহুব্রীহি মধ্যে প্রবেশিত করা হইয়াছে।

কেবল ঐক্যার্থে কর্ম্মধারয় ও পরিমাণার্থ বহুব্রীহি সমস্ত পদের কোন কোন পদ সমাসান্তে ঈকারান্ত হইয়া স্ত্রীলিঙ্গ হয় মাত্র। ঐক্যার্থে—ত্রিলোকী, শতাব্দী, পঞ্চদশী, পঞ্চকর্ম্মী, ইত্যাদি। পরিমাণার্থে—দ্ব্যাঢ়কী, দ্বিদ্রোণী, ত্রিকাণ্ডী ইত্যাদি।

## বহুব্রীহি।

৭৬০। ইহার সমস্ত পদগুলি দুই ভাগে বিভক্ত; তদ্‌গুণ সম্বিজ্ঞান ও অতদ্‌গুণ সম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি।

যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্যপদ পদার্থ সমস্ত পদ পদার্থে সম্বন্ধ থাকে অর্থাৎ যে যে পদে সমাস হয় সেই সেই পদের

আশ্রয়ীভূত পদার্থ তাহাদের সমস্ত পদের পদার্থে বদ্ধ থাকিলে তদ্‌গুণ সম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি হয়। যথা "চতুরানন", চারিটী আনন যাহার সে "চতুরানন" এখানে সমস্য—"চতুর্ ও আনন" পদের পদার্থ, ইহাদের সমস্ত 'চতুরানন' পদের পদার্থ—ব্রহ্মাতে বিদ্যমান থাকায় "চতুরানন" পদে তদ্‌গুণ সম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি হইয়াছে। এই রূপ শস্ত্রপাণি ও ধৃত শংখ-চক্র পদেও তদ্‌গুণ সম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি হইয়াছে।

৭৬১। যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্যপদ পদার্থ, সমস্ত পদ—পদার্থে সম্বদ্ধ থাকে না, তাহাকে অতদ্‌গুণ সম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি কহে। যথা "মহাধন" মহা-ধন যাহার সে "মহাধন" ইহাতে সমস্য—মহৎ ও ধন পদের পদার্থ, ইহাদের সমস্ত মহাধন পদের পদার্থ-ধনীতে বদ্ধ নহে; কেননা "মহাধন আসিতেছে" বলিলে ব্যক্তি ভিন্ন ধনের আগমন সিদ্ধ হইতেছে না। এজন্য 'মহাধন' পদে অতদ্‌গুণ সম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি হইতেছে। এইমত পুষ্পধন্বা, পতিপ্রাণা প্রভৃতি পদেও অতদ্‌গুণ সম্বিজ্ঞানবহুব্রীহি।

৭৬২। আবার তদ্‌গুণসম্বিজ্ঞান ও অতদ্‌গুণসম্বিজ্ঞান উভয় প্রকার বহুব্রীহি, সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ ভেদে দুই প্রকার। যে স্থলে সমস্য পদদ্বয় একই ক্রিয়ারসহিত তুল্যরূপে অন্বিত হইয়া সমান অর্থাৎ এক বিভক্তি পায় তথায় সমানাধিকরণ হয় আর যেখানে সমস্য পদদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি দ্বারা বিভিন্নভাবে কোন ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয়, তথায় ব্যধিকরণ বহুব্রীহি হয়। যথা—

| | | | |
|---|---|---|---|
| তদগুণ সম্বিজ্ঞান | চতুরানন | সমানাধিকরণ | বহুব্রীহি |
| | শস্ত্রপাণি | ব্যধিকরণ | " " |

এখানে "চতুরানন" পদের সমস্য চতুর ও আনন এক

প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হইয়া "আছে" ক্রিয়ার অন্বিত; কেননা "চতুর আনন আছে যার" বাক্যের কর্ত্তা আনন পদে যে বিভক্তি ও তাহার বিশেষণ চতুর্ পদেও সে বিভক্তি পাইয়া থাকে, তাহাতে 'চতুরানন' পদে সমানাধিকরণ হইল। আর "শস্ত্রপাণি" পদের সমস্য শস্ত্র ও পাণি উভয়ে প্রথমা ও সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভাবে "আছে" ক্রিয়ার অন্বিত হওয়াতে ব্যধিকরণ হইল।

| | | | |
|---|---|---|---|
| অতদ্গুণ | মহাধন, | পুষ্পধন্বা | সমানাধিকরণ |
| সম্বিজ্ঞান | পতিপ্রাণা | | ব্যধিকরণ বহুব্রীহি |

এস্থলেও পূর্ব্ব মত বিবেচ্য ইত্যাদি।

## সমাস বোধ—

৭৬৩। কোন পদের সমাস অবধারণ করিতে হইলে অগ্রে সে পদটী কোন্ অর্থের প্রতিপাদক তাহা স্থির করিবে, পরে অর্থানুসারে সমাস নির্ণয় করিবে। যেমন 'উপবন' একটী সমস্ত পদ প্রথমে ইহার অর্থ কি? দেখা আবশ্যক—'উপবন' শব্দের অর্থ 'উদ্যান' উদ্যান—নানা প্রকার আরোপিত বৃক্ষাদি বিশিষ্ট স্থান, ইহাতে প্রতীতি হইতেছে উহা বন নহে, বনের সদৃশ, অতএব 'উপবন' সাদৃশ্যার্থ অব্যয়ীভাব সমস্ত। কিন্তু কেহ কেহ উপবন পদে সামীপ্যার্থ অব্যয়ীভাব সমাস বলিয়া থাকেন। যদি উপবন শব্দের অর্থ বনপ্রান্ত হয়, তবে সামীপ্যার্থ অব্যয়ীভাব সমাস হইতে পারে।

৭৬৪। পুত্র জন্য শোক—পুত্রশোক, শ্রবণ নিমিত্ত উৎসুক = শ্রবণোৎসুক ইত্যাদি স্থলে কেহ কেহ ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাস কহিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা বরং চতুর্থীতৎপুরুষ বলা হইতে পারে। কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণে চতুর্থী ব্যাপার

পরিত্যক্ত হইয়াছে, এজন্য ওরূপ স্থলে মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস করাই প্রশস্ত কারণ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাসের নিয়মে নিয়মিত।

অধি—সর্ব্বতোভাবে পতি=অধিপতি—নিত্যসমাস কিন্তু অধ্যক্ষ বহুব্রীহি; কেননা অধি—সর্ব্বতঃ অক্ষি—চক্ষুঃ যার সে অধ্যক্ষ, বিংশতিরঊন=ঊনবিংশতি—ষষ্ঠীতৎপুরুষ, কিন্তু বিংশত্যূন—তৃতীয়াতৎ পুরুষ। মানুষ দুইটী—মানুষের দুইটী=ষষ্ঠীতৎপুরুষ ইত্যাদি। এইরূপে সমস্ত শব্দের অর্থানুসারে সমাস নির্ণয় করিতে হইবে।

নিম্ন লিখিত সমস্ত পদগুলির সমাস ও ব্যাস নির্ণয় কর।

বিবেকধী, ধর্ম্মবুদ্ধি, বিংশসহস্র, অদ্যাবধি, অনুকূল, রামসদৃশ, মৃদুমধুরমোহন, পুত্রকন্যা, রাজনীতি, অধিরাজ, সুলোচনা, পাদস্পৃষ্ট, বচনাতীত, ভাবাপন্ন, অশ্বারূঢ়, প্রত্যক্ষ, পুষ্পধন্বা, পদ্মাক্ষ, আবালবৃদ্ধবনিতা, শিরোরুহ, দ্ব্যাঢ়কী, শতাব্দী, আব্রহ্ম, গুণিজন, ব্যস্তসমস্ত, ন্যূনাধিক, পরাৎপর, ভক্তবৎসল ইত্যাদি।

## তদ্ধিত।

৭৬৫। তৎ—শব্দের পক্ষে সুবিধা জনক-হিত, তদ্ধিত, যথা বিদ্যা আছে যার এই বাক্যে 'আছে যার' না লিখিয়া 'বৎ' এই প্রত্যয় দ্বারা ব্যক্ত করা অনেক সুবিধা হয়, বলিয়া উক্ত বিধ প্রত্যয়, শব্দের পক্ষে হিত অর্থাৎ সুবিধা জনক, এই নিমিত্ত উহার নাম "তদ্ধিত" হইয়াছে। অতএব শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থে যে সমস্ত বর্ণ বা বর্ণাবলী নিবেশিত করা যায় তাহাকে তদ্ধিত প্রত্যয় কহে।

৭৬৬। ই, ঈয়, ইক, ঈক, এয়, আয়ন, য, অ, ক, ঈন এ

দশ প্রত্যয় পরেতে শব্দের আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা—অসুর+ইক=আসুরিক, ঈশ্বর+য=ঐশ্বর্য্য, ভূত+ইক=ভৌতিক, ঋজু+অ=আর্জব, ঋষি+য=আর্ষ্য ইত্যাদি।

৭৬৭। উক্ত কয় প্রত্যয় পরেতে কোন কোন শব্দের আদ্য বর্ণস্থ 'য' ও 'ব' স্থানে 'ইয়' ও 'উব্' হয় এবং অহন্ স্থানে অহ্ন আদেশ হয়। যথা—ন্যায়=নিয়ায়, দ্বার=দুবার, ব্যাস=বিয়াস ইত্যাদি।

৭৬৮। সুভগা, দুর্ভগা, সুহৃদ্, অধিদেব, অধিভূত, সর্ব্বভূমি, পঞ্চভূত, পরলোক, সর্ব্বলোক, বিসদৃশ, সুসদৃশ, দ্বিবর্ষ, ত্রিবর্ষ, পঞ্চবর্ষ, প্রভৃতি কতকগুলি পদের দুই শব্দেরই আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি দ্বিশব্দান্বিত শব্দের একটী পদের বৃদ্ধি হয়। যথা—দ্বিবর্ষ=দ্বৈবার্ষ, পঞ্চভূত=পাঞ্চভৌত, সর্ব্বভূমি=সার্ব্ব-ভৌম, বিসদৃশ=বৈসাদৃশ ইত্যাদি।

৭৬৯। তদ্ধিতের স্বরবর্ণ ও 'যু' ভিন্ন 'য' পরেতে অবর্ণান্ত, ইবর্ণান্ত ও অন্ ভাগান্ত শব্দের এবং আরাৎ ও শশ্বৎ ভিন্ন সমস্ত অব্যয় শব্দের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয়। এবং শব্দের অন্ত্য উবর্ণের গুণ হয়।

৭৭০। তদ্ধিতের 'যু' ভিন্ন 'য' স্বরবর্ণ বৎ কার্য্য করে।

৭৭১। প্রথম নিয়মোক্ত প্রত্যয় পরেতে ব্যাস বৃদ্ধ, স্ব, পর, রাজন্ প্রভৃতি কয়েকটী শব্দের উত্তর 'ক' আগম হয়।

## তদ্ধিত প্রত্যয়।

৭৭২। অকারান্ত ও বাহু প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের উত্তর অপত্যার্থে 'ই' প্রত্যয় হয়। যথা—বাহু+ই=বাহবি, সবর্ণ+ই=সাবর্ণি, সূর্য্য+ই=সৌরি, দশরথ+ই=দাশরথি, সুমিত্রা+ই=সৌমিত্রি, ব্যাস+ই=বৈয়াসকি, ইত্যাদি।

৭৭৩। অত্রি প্রভৃতি কতকগুলি পুংলিঙ্গশব্দ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর অপত্যার্থে 'এয়' প্রত্যয় হয়। যথা অত্রি+এয়= আত্রেয়ী,বিমাতৃ+এয়=বৈমাত্রেয়, সুমিত্রা+এয়=সৌমিত্রেয়, কশ্যপ+এয় = কাশ্যপেয়, ভগিনী+এয়= ভাগিনেয়। এই মত গঙ্গা, কুন্তী, কৃত্তিকা প্রভৃতি হইতে গাঙ্গেয়, কৌন্তেয়, কার্ত্তিকেয় ইত্যাদি পদ হয়।

৭৭৪। গর্গ প্রভৃতির উত্তর অপত্যার্থ 'য' প্রত্যয় হয়। যথা গর্গ+য=গার্গ্য,প্রজাপতি+য=প্রাজাপত্য,বৃহস্পতি+য= বার্হস্পত্য, মনু+ষ=মনুষ্য ইত্যাদি।

৭৭৫। দক্ষ, কত্য প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের উত্তর অপত্যার্থে আয়ন প্রত্যয় হয় যথা কত্য+আয়ন=কাত্যায়ন ও কাত্যায়নী দাক্ষায়ণী ইত্যাদি।

৭৭৬। পিতৃষস্থ ও মাতৃষস্থ প্রভৃতির উত্তর অপত্যার্থে 'ঈয়' প্রত্যয় হয়। যথা পিতৃ স্বসার পুত্র পিতৃষস্থ+ঈয়=পৈতৃষস্ত্রীয়, কন্যা পৈতৃষস্ত্রীয়া ইত্যাদি।

৭৭৭। রেবতী প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর অপত্যার্থে 'ইক' প্রত্যয় হয়। যথা রেবতীর পুত্র রেবতী+ ইক=রৈবতিক, ইত্যাদি।

৭৭৮। দুহিতৃ শব্দ ও শিব, যদু, মনু, পুত্র প্রভৃতি শব্দের অপত্যার্থে 'অ' প্রত্যয় হয়। যথা দুহিতার পুত্র দুহিতৃ+ অ=দৌহিত্র শিব+অ=শৈব, যদু+অ=যাদব, মনু+অ= মানব, পুত্র+অ=পৌত্র ইত্যাদি।

অপত্যার্থে ই, এয়, য, আয়ন, ঈয়, ইক এবং অ, এই সাত প্রত্যয় নির্দ্দিষ্ট, এক সূত্রে নিবদ্ধ করিলে জটিল হইবে বোধে সাতবারে লিখিত হইল।

৭৭৯। কল্যাণী, কুলটা, সুভগা ও দুর্ভগা শব্দের উত্তর অপত্যার্থে 'ইনেয়' প্রত্যয় হয়, এবং পরস্ত্রী ও স্ত্রী শব্দের উত্তর এয় ও অ প্রত্যয় পরেতে 'ন' আগম হয়। যথা সুভগা + ইনেয় = সৌভাগিনেয়, পরস্ত্রী + এয় = পারস্ত্রৈণেয়, স্ত্রী + অ = স্ত্রৈণ ইত্যাদি।

৭৮০। পিতৃ ও মাতৃ শব্দের উত্তর ভ্রাতা অর্থে ব্য ও উল এবং পিতা অর্থে আমহ প্রত্যয় হয়। উল ও আমহ পরে ঋর লোপ হয়। যথা পিতার ভ্রাতা = পিতৃব্য, মাতারভ্রাতা = মাতুল, পিতা অর্থে-পিতামহ, মাতামহ।

৭৮১। কর্ত্তৃপদের উত্তর কর্ম্মবাচ্যে এবং অন্যান্য কারকপদের উত্তর কর্ত্তৃ ও কর্ম্মবাচ্যে পূর্ব্বোক্ত সাত প্রত্যয় এবং ক, ঈক ঈন, ইয় এই চারি প্রত্যয় হয়। ক, ইয় ও ঈন এই তিন প্রত্যয়ান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে আকারান্ত হইবে। যথা

| কারক, শব্দ | বাচ্য | প্রত্যয় | পদ | ব্যাস |
|---|---|---|---|---|
| কর্ত্তৃ-লোক | কর্ম্ম | ইক— | লৌকিক | লোক কৃত |
| কর্ম্ম—যজ্ঞ | কর্ত্তৃ | ,, | যাজ্ঞিক | যজ্ঞকর্ত্তা |
| কর্ম্ম—ব্রহ্মন্ | ,, | অ | ব্রাহ্মণ | ব্রহ্মোপাসক |
| কর্ত্তা—কবি | কর্ম্ম | য | কাব্য | কবিকৃত |
| অপাদান-বিদেশ | কর্ত্তৃ | ইক | বৈদেশিক | বিদেশাগত |
| করণ—যষ্টি | কর্ত্তৃ | ,, | যাষ্টিক | যষ্টিযোদ্ধা |
| কর্ম্ম = ন্যায় | কর্ত্তৃ | ইক | নৈয়ায়িক | ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ |
| অধিঃ বা কর্ম্ম — দ্বার | ,, | ইক | দৌবারিক | দ্বাররক্ষক বা দ্বাররক্ষী |
| করণ ধনুস্ | ,, | ক | ধানুষ্ক | ধনুর্যোদ্ধা |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অধিকঃ বসন্ত | কর্ত্তৃ | অ (স্ত্রী) | বাসন্তী | বসন্তজাত |
| কর্ম্ম ব্যাকরণ | ,, | ইক | বৈয়াকরণিক | ব্যাকরণজ্ঞ |
| অধিকঃ অভ্যন্তর | ,, | ঈন | অভ্যন্তরীণ | অন্তবর্ত্তী |

এইরূপে আত্মিক, শারীরিক, আধিভৌতিক পাঞ্চভৌতিক সর্ব্বাঙ্গীণ, পাথেয়, আতিথেয়, নস্য, প্রভৃতি পদ কর্ত্তৃ ও কর্ম্ম, বাচ্যে বিশেষ বিশেষ কারকপদে বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ।

৭৮২। নটী, দাসী ও ইক্ষ্বাকু শব্দে অপত্যার্থে প্রত্যয় করিয়া নাটের, দাসের, ও ঐক্ষ্বাক পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

৭৮৩। শব্দের উত্তর সমূহ, ভাব, সম্বন্ধ ও সমান অর্থে (১) পূর্ব্ব কথিত অ, য, ইক ঈন প্রভৃতি একাদশ প্রত্যয় হয়। যথা

(ক) তদ্ধিতের ভাবার্থ প্রত্যয়ান্ত পদ বিশেষ্যহয়।

(খ) সমূহ ও সমান অর্থ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পূর্ব্ববৎ গণ্য। এবং সমানার্থ 'ক' প্রত্যয়ান্ত পদ পূর্ব্ব লিঙ্গই হয়।

(গ) অন্য সমস্ত প্রত্যয়ান্ত পদ বিশেষণ হইয়া থাকে।

(ঘ) ভাবার্থ প্রত্যয়ান্ত পদের উত্তর পুনরায় ভাবার্থ প্রত্যয় হয় না।

(ঙ) বিশেষণ শব্দের উত্তর বিশেষণার্থক প্রত্যয় নিষিদ্ধ। কিন্তু আতিশয্যার্থক প্রত্যয় হইবে।

উদাহরণ যথা—

| শব্দ | অর্থ | প্রত্যয় | পদ | ব্যাস |
|---|---|---|---|---|
| বাত | সমূহ | 'য' | বাত্যা | বাতসমূহ—ঝড় |

---

(১) বিকৃত, হিত, সাধু, ভক্ত, ইদম্ প্রভৃতি অর্থের কার্য্য পূর্ব্ব সূত্র দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। এজন্য এসূত্রে অর্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। যথা বিষ্ণুকে উপাসনা করে যে সে বৈষ্ণব ভক্তার্থের প্রয়োজন হইতেছে না।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| বন | ,, | ,, | বন্যা | জল সমূহ প্লাবন |
| সুন্দর | ভাব | য | সৌন্দর্য্য | সুন্দরেরভাব-শোভা |
| বিসদৃশ | ,, | ,, | বৈসাদৃশ্য | বিসদৃশ ভাব |
| বৃদ্ধ | ,, | ,, | বার্দ্ধক্য | বৃদ্ধেরভাব |
| যুবন্ | ,, | অ | যৌবন | যুবারভাব |
| যুবরাজ | ,, | য | যৌবরাজ্য | যুবরাজেরভাব |
| রাজন্ | সম্বন্ধ | ঈয় | রাজকীয় | রাজ সম্বন্ধী |
| করুণা | সমান | ন | কারুণ্য | করুণা ইত্যাদি |

৭৮৪। 'ঈয়' প্রত্যয় পরেতে যুষ্মদ ও অস্মদ শব্দ স্থানে একবচনে ত্বৎ ও মদ্ আদেশ হয় এবং 'অ' ও 'ঈন' পরেতে একবচনে তাবক ও মামক আর বহু বচনে যৌষ্মাক ও আস্মাক আদেশ হয়। যথা তোমার সম্বন্ধীয় ত্বদীয় তোমাদের সম্বন্ধীয় যুষ্মদীয় এইরূপ তাবক ও তাবকীন, অস্মদ শব্দে মামকও মামকীন, বহু বচনে যুষ্মদ্ শব্দে যৌষ্মাক ও যৌষ্মাকীন, অস্মদ্ শব্দে আস্মাক ও আস্মাকীন পদ হয়।

৭৮৫। সমানার্থে বা স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় করিলে আকারান্ত ও ঈকারান্ত শব্দ হ্রস্ব হয়। যথা গোধা + ক = গোধকা = গোধিকা, বালা + ক = বালকা = বালিকা, যূথী + ক = যূথিকা কুমারী + ক = কুমারিকা, এইরূপ কণা, কণিকা, রাধা, রাধিকা ইত্যাদি। এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর 'ক' প্রত্যয় করিলে সে শব্দগুলিও স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তাহাতে 'ক' প্রত্যয়ান্ত অকারান্ত শব্দ স্ত্রীবিহিত প্রত্যয় দ্বারা আকারান্ত হয়।

৭৮৬। শব্দের উত্তর ধর্ম্ম বা ভাবার্থে ত্ব ও তা প্রত্যয় হয়। ত্ব প্রত্যয়ান্ত পদ ক্লীব ও তা প্রত্যয়ান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ। ত্ব ও তা পরেতে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংভাব হয় এবং ইন্ ও অন্

ভাগান্ত শব্দের অন্ত্য 'ন' য়ের লোপ হয় (১)। যথা মনুষ্যের ভাব বা ধর্ম্ম=মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যতা, জ্ঞানীর ভাব এই অর্থে জ্ঞানিন্+ত্ব ও তা=জ্ঞানিত্ব ও জ্ঞানিতা, রাজন্+ত্ব ও তা= রাজত্ব ও রাজতা, তদ্‌ভাব তদ+ত্ব=তত্ত্ব, সতের ভাব=সৎ+ত্ব ও তা=সত্ত্ব ও সত্তা, সাধ্বীর ভাব সাধুতা, বুদ্ধিমৎ+তা= বুদ্ধিমত্তা, গুণ বতীর ভাব গুণবতী+তা=গুণবত্তা (২) ইত্যাদি।

৭৮৭। সমূহার্থে বন্ধু ও জন শব্দের উত্তর তা ও গো শব্দের উত্তর ত্র প্রত্যয় হয়। যথা জন সমূহ জনতা, গো সমূহ গোত্র ইত্যাদি।

৭৮৮। বৎ প্রত্যয়—তুল্যার্থে শব্দের উত্তর 'চবৎ' প্রত্যয় হয়, ইহার 'বৎ' থাকে। যে প্রত্যয়ের 'চ' লোপ হয় তাহাকে 'চত্যাগী' প্রত্যয় কহে 'চত্যাগী' প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল অব্যয় হইয়া যায়। যথা—পিতার তুল্য পিতৃবৎ, অমৃত-তুল্য= অমৃতবৎ, ঐরূপ জলবৎ, মৃতবৎ, পুষ্পবৎ ইত্যাদি শব্দ অব্যয়।

৭৮৯। যে সকল শব্দের অন্তে কি উপান্তে, অ, আ কি ম, থাকে, তাহাদের উত্তর আছে অর্থে-'বৎ' প্রত্যয় হয়। (বৎ মৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দের রূপ অৎ ভাগান্ত শব্দের ন্যায়)। যথা—গুণ

---

(১) ভাবার্থে ত্ব, তা, অ, য, ইমন্ প্রত্যয়ের অর্থ স্বরূপে অপভ্রষ্ট হইয়া 'ই আই, নি প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাবার্থক প্রত্যয় হয়। আর পনা প্রভৃতি কতকগুলি যাবনিক ভাষার প্রত্যয়ও চলিতবাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত আছে। যথা ভদ্রভাই দুষ্টমি নষ্টামি, বাবুগিরি, গিন্নীপনা কর্ত্তাগিরি ইত্যাদি

(২) সতীশব্দের উত্তর ত্ব, তা প্রত্যয় করিলে পুংভাব হয় না। যথা সতীত্ব, সতীতা।

মৃৎ শব্দের ভাবার্থে 'তা, প্রত্যয়ে মৃত্তা শব্দ হয়, ইহাতে স্বার্থে 'ক' করিলে মৃত্তিকা পদ হয় আর মৃৎ+তিক প্রত্যয় করিয়াও মৃত্তিকা পদ হয়।

আছে যার সে গুণবৎ=গুণবান্ স্ত্রীলিঙ্গে গুণবতী এইরূপ বল+বৎ=বলবান্, বলবতী, তেজস্+বৎ=তেজস্বৎ=তেজস্বান্ তেজস্বতী, দয়া+বৎ=দয়াবান্, দয়াবতী, ভাস্+বৎ=ভাস্বান্ ভাস্বতী, লক্ষ্মী+বৎ=লক্ষ্মীবান্ ইত্যাদি।

৭৯০। যে সকল শব্দের অন্তে বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ থাকে, তাহাদের ও উত্তর 'বৎ' প্রত্যয় হয়। যথা—বিদ্যুৎ+বৎ=বিদ্যুত্বান্, স্রজ+বৎ=স্রগ্বান্ ইত্যাদি।

৭৯১। এতব্যতীত স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তর আছে অর্থে মৎ প্রত্যয় হয়। যথা—বুদ্ধি+মৎ=বুদ্ধিমান্, চক্ষুস্+মৎ=চক্ষুষ্মান্, আয়ুস্+মৎ=আয়ুষ্মান্ ইত্যাদি।

৭৯২। তিমি, ককুদ্, ভূমি, ঊর্ম্মি, রশ্মি ও দ্রাক্ষা শব্দের উত্তর আছে অর্থে 'মৎ' প্রত্যয় হয়। যথা—ঊর্ম্মিমান্, রশ্মিমান্, ককুদ্মান্ ইত্যাদি (ইহাদের উত্তর 'বৎ' প্রত্যয়ের সম্ভব সত্ত্বেও হইবে না)

৭৯৩। সংজ্ঞা বুঝাইলে আছে অর্থের প্রত্যয় পরেতে শব্দের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়। যথা—হনু+মৎ=হনূমান্, রস+ল=রসাল, ভানু+মৎ=ভানূমতী, চন্দ্র+বৎ=চন্দ্রাবতী, রত্ন+বৎ=রত্নাবতী ইত্যাদি।

৭৯৪। অস্ ভাগান্ত শব্দ, স্রজ্, মেধা ও মায়া শব্দের উত্তর আছে অর্থে 'বিন্' প্রত্যয়ও হয়। যথা—পয়স্+বিন=পয়স্বী তেজস্বী, স্রগ্বী, মেধাবী, ইত্যাদি।

৭৯৫। বহু মাত্র অবর্ণান্ত শব্দের উত্তর আছে অর্থে 'ইন্' প্রত্যয় হয় বিকল্পে। যথা—জ্ঞান+ইন্=জ্ঞানী, শাখা+ইন্=শাখী, শিখা+ইন্=শিখী, বিটপ+ইন্=বিটপী ইত্যাদি।

৭৯৬। আছে অর্থে গো, বাক্ ও স্ব শব্দের উত্তর 'মিন্',

মেধা, কাণ্ড, অণ্ড, ও রথ শব্দের 'ইর' দ্রু ও দ্যু শব্দের 'ম', বল ও বাত শব্দের উত্তর 'উল' এবং পর্ব্ব শব্দের উত্তর 'ত' প্রত্যয় হয়। যথা— বাক্+মিন্=বাগ্মী, স্ব+মিন=স্বামী, বাতুল, বলুল, দ্রুম, রথির, মেধীর পর্ব্বত ইত্যাদি।

৭৯৭। আছে অর্থে ফেন, পিচ্ছ, জটা ও পঙ্ক শব্দের উত্তর 'ইল' প্রত্যয় হয় এবং এক ভিন্ন সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বক মাতৃ শব্দের উত্তর 'উর' প্রত্যয় হয়। উর পরেতে সংখ্যাবাচক শব্দের আদি স্বরের বৃদ্ধি হয় ও মাতৃর ঋকারের লোপ হয়। যথা দ্বি মাতা আছে যার অর্থে দ্বিমাতৃ+উর=দ্বৈমাতুর, ষাণ্মাতুর, পঙ্ক+ইল=পঙ্কিল, ফেনিল, জটিল ইত্যাদি।

৭৯৮। আছে অর্থে রোম, কপি ও কর্ক শব্দের উত্তর 'শ' এবং কেশ, মান্ গাণ্ডী ও অর্ণস শব্দের 'ব' প্রত্যয় হয়। যথা রোমশ, লোমশ, কপিশ, কর্কশ, কেশব, মানব, অর্ণব ইত্যাদি!

৭৯৯। আছে অর্থে নিদ্রা, তন্দ্রা, কৃপা, দয়া, শ্রদ্ধা ও হৃদয় শব্দের আলু প্রত্যয় হয়। যথা নিদ্রালু, দয়ালু, হৃদয়ালু ইত্যাদি।

৮০০। আছে অর্থে রজস্, উর্জ্জস, শিখা, দন্ত, ও কৃষি শব্দের উত্তর 'বল' প্রত্যয় হয়। যথা রজস্বলা, উর্জ্জস্বল, শিখাবল, দন্তাবল, কৃষীবল ইত্যাদি।

৮০১। আছে অর্থে ফল, রথ, মল, বর্হ, ও শৃঙ্গ শব্দের উত্তর 'ইন' প্রত্যয় হয়। ফলিন, মলিন, বর্হিণ ইত্যাদি।

৮০২। আছে অর্থে মুখ, নখ, মধু, কুঞ্জ, পাণ্ডু, উষ, শুষি, বন্ধু, কেশ ও কর্ক শব্দের উত্তর 'র' প্রত্যয় হয়। যথা মুখর, নখর মধুর, বন্ধুর, কর্কর ইত্যাদি।

৮০৩। আছে অর্থে অহং, শুভং ও ঊর্ণা শব্দের উত্তর 'যু' প্রত্যয় হয়। যথা অহংযু, অশুভংযু, ঊর্ণাযু।

৮০৪। আছে অর্থে এক শব্দের উত্তর 'আ' ও আকিন্ প্রত্যয় হয়। যথা এক + আকিন্ ও আ = একাকী, ও একা (১)।

৮০৫। আছে অর্থে শ্রী, বৎস, চটু, রস, পিঙ্গ, অংশ, শ্যাম, মাংস, পৃথু, চূড়া, বহু, পুষ্ক, মূর্চ্ছা, মৃদু, পত্র, শীত, পেশ, পঙ্ক, পাংশু ও মঞ্জু শব্দের উত্তর 'ল' প্রত্যয় হয়। যথা শ্রীল, বহুল পিঙ্গল, চটুল, রসাল শ্যামল পাংশুল, মাংসল ইত্যাদি।

৮০৬। ইহা ভিন্ন আছে অর্থে শালিন্ প্রত্যয় হয়। যথা গুণশালী, ধনশালী, বুদ্ধিশালী, ইত্যাদি।

বাচাট, বাচাল এই পদ দুইটী, আছে অর্থে 'ল' প্রত্যয়ে নিপাতনে সিদ্ধ।

এই সকল প্রকার আছে অর্থের প্রত্যয় সম্ভবানুসারে সকল শব্দের উত্তরই হইতে পারে। যেমন মেধা + বৎ-ইন্-ঈর-বিন্ প্রত্যয় করিয়া মেধাবান্ মেধাবী মেধী, মেধীর।

শ্রদ্ধা + আলু,-বৎ-ইন্ = শ্রদ্ধালু শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্ধী,

উর্জ্জস্ + বল-বিন-বৎ = উর্জ্জস্বল, উর্জ্জস্বী, উর্জ্জস্বান্, ফল + বৎ-ইন-ইন্ = ফলবান্, ফলিন ও ফলী, জটা + ইল,-ইন বৎ = জটিল, জটী, জটাবান্ ইত্যাদি পদ হইতে পারে।

৮০৭। দশগুণিত অর্থে ত্রি, চতুর্, ও পঞ্চন্ শব্দের উত্তর 'অৎ' এবং দ্বি, ষষ্, সপ্তন্, অষ্টন্, ও নবন্ শব্দের উত্তর 'তি' প্রত্যয় হয়। অৎপরেতে ত্রি, চতুর, ও পঞ্চন শব্দ স্থানে ত্রিংশ চত্বারিংশ ও পঞ্চাশ আদেশ হয় আর 'তি' পরেতে দ্বি ও অষ্টন্ শব্দ স্থানে বিংশ ও অশী আদেশ হয় অন্যান্য শব্দের অন্ত্য 'ন' য়ের লোপ হয়। যথা দ্বি + তি = বিংশতি, ত্রি + অৎ = ত্রিংশৎ

---

(১) একা পদ বিরল, পদ্যে ও চলিত ভাষায় অধিক প্রচলিত। যথা মি একা আসিয়াছি, একা যাব বৰ্দ্ধমান, করিয়া যতন ইত্যাদি।

চতুর+অৎ=চত্বারিংশৎ, ষষ্‌+তি=ষষ্টি, পঞ্চন+অৎ=পঞ্চাশৎ, সপ্তন্‌+তি=সপ্ততি, অষ্টন্‌ তি=অশীতি ইত্যাদি।

৮০৮। সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর পুরণ অর্থে 'অ' প্রত্যয় হয়। 'অ' পরেতে বিংশতির 'তি' ও অন্যের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয়। যথা একাদশন+অ=একাদশ, বিংশতি+অ=বিংশ, ত্রিংশৎ+অ= ত্রিংশ, চত্বাবিংশৎ+অ = চত্বাবিংশ ইত্যাদি।

৮০৯। সংখ্যাবাচক পদ পূর্ব্বে না থাকে এমন নান্ত সংখ্যা বাচক শব্দের উত্তর পুরণার্থে 'ম' প্রত্যয় হয়। যথা পঞ্চন+ম =পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, ইত্যাদি।

৮১০। চতুর্‌ ও ষষ্‌ শব্দের উত্তর পুরণার্থে 'থ' প্রত্যয় হয়। যথা চতুর+থ=চতুর্থ, ষষ্‌+থ=ষষ্ঠ ইত্যাদি।

৮১১। বিংশতি, ত্রিংশৎ, চত্বারিংশৎ, ও পঞ্চাশৎ শব্দের উত্তর পুরণার্থে 'তম' প্রত্যয় হয় বিকল্পে। যথা বিংশতি+তম বিংশতিতম পক্ষে বিংশতি+অ=বিংশ, চত্বারিংশৎ+তম= চত্বারিংশত্তম, চত্বারিংশ এইরূপ চতুঃপঞ্চাশত্তম, চতুঃপঞ্চাশ, ত্রয়স্ত্রিংশত্তম, ত্রয়স্ত্রিংশ ইত্যাদি।

৮১২। ষষ্টি, হইতে শত সহস্র প্রভৃতি সমুদায় সংখ্যা-বাচক শব্দের উত্তর পুরণার্থে 'তম' প্রত্যয় হয়। দ্বিষষ্টিতম দ্বাষষ্টিতম, অশীতিতম, শততম অযুতম পরার্দ্ধতম ইত্যাদি।

৮১৩। পুরণার্থে দ্বি, ত্রি ও চতুর, শব্দের উত্তর 'ঈয়' প্রত্যয় হয়। যথা দ্বি+ঈয়=দ্বিতীয়, ত্রি+ঈয়=তৃতীয়, চতুর্‌+ঈয়= তুরীয় ও তুর্য্য পদ।

৮১৪। দ্বি, ত্রি, ও চতুর শব্দের উত্তর বার অর্থে 'চস্‌' প্রত্যয় হয়। ইহার স্‌ থাকে এবং চতুর শব্দের 'র' লোপ হয়। যথা দ্বিবার এই অর্থে দ্বিস,=দ্বিঃ, ত্রিবার=ত্রিঃ চারিবার চতুঃ।।

৮১৫। সংখ্যা বাচক শব্দের উত্তর অবয়ব অর্থে 'তয়' প্রত্যয় হয় (১)। যথা দুই অবয়ব=দ্বিতয়, ত্রি অবয়ব ত্রিতয়; চতুষ্টয়, (২) পঞ্চতয়, স্ত্রী=দ্বিতয়ী পঞ্চতয়ী ইত্যাদি।

৮১৬। দ্বিও ত্রি শব্দের উত্তর অবয়ব অর্থে 'অয়' প্রত্যয়ও হয়। যথা দ্বি অবয়ব দ্বিতয় বা দ্বয়, তিন অবয়ব ত্রিতয় ও ত্রয়।

৮১৭। সংখ্যা বাচক শব্দের উত্তর প্রকার অর্থে 'ধাচ্' প্রত্যয় হয়। ইহার 'ধা' থাকে। যথা—দ্বিপ্রকার দ্বিধা ত্রি প্রকার ত্রিধা এইমত পঞ্চধা ষড়্ধা, ইত্যাদি। দ্বি' ত্রি ও ষষ্ শব্দের উত্তর 'ধা' প্রত্যয় করিলে নিপাতনে দ্বৈধ, দ্বেধা, ত্রৈধ, ত্রেধা, ও ষোঢ়া পদ ও সিদ্ধ হয়।

৮১৮। শব্দের উত্তর দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'তর' এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'তম' প্রত্যয় হয়। যথা দুইয়ের মধ্যে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র—বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর তিনের মধ্যে বিদ্বান্, বিদ্বত্তম, ইত্যাদি।

৮১৯। তর, তম, রূপ ও কল্প প্রত্যয় পরেতে ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ শব্দের পুংভাব হয়। যথা সাধ্বী+তর সাধুতরা, গুর্ব্বী+তম=গুরুতমা ইত্যাদি।

৮২০। ঐ চারি প্রত্যয় পরেতে, ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের

(১) চলিত ভাষায় সর্ব্বনাম ও সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর অবয়ব অর্থে 'তয় প্রত্যয় স্থলে টী ও টা প্রত্যয় হয়। এবং পদার্থ বাচক বিশেষ্য শব্দের উত্তর এক সংখ্যা বুঝাইতেও টী ও টা প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা একটী একটা, দুইটী, দুইটা পাঁচটি, নয়টি, এগারটি, ইত্যাদি। পদার্থ পক্ষে ঘোড়াটী, লোকটী, দ্রব্যটী, দ্রব্যটা ইত্যাদি

(২) চতুর শব্দের উত্তর অগ্রে বার অর্থে চস্ প্রত্যয় করিয়া পরে তয় প্রত্যয় করিলে চতুষ্টয় হইবে নতুবা চতুর্ত্তয় হইয়া যায়।

হ্রস্ব হয় বিকল্পে। যথা নদী+তর=নদিতরা, নদীতরা, রমণী+তম=রমণিতমা' রমণীতমা ইত্যাদি।

৮২১। ঐ চারি প্রত্যয় পরেতে বস্ ও অৎ ভাগান্ত স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ শব্দের হ্রস্ব ও পুংভাব হয় বিকল্পে। যথা বিদুষী+তর=বিদুষিতরা, বিদ্বত্তরা বিদুষীতরা এই তিন পদের প্রথমে হ্রস্ব হইল, তৎপরে হ্রস্ব হইল না পুংভাব হইল, শেষে উভয়ের বিকল্পত্ব বশতঃ হ্রস্ব ও পুংভাব দুই ই না হইয়া যেমন শব্দ, তেমনি থাকিল, এইরূপ গুণবতী+তম=গুণবতিতমা, গুণবত্তমা গুণবতীতমা ইত্যাদি।

৮২২। সাধারণের মধ্যে একের আতিশয্যার্থে 'রূপ' প্রত্যয়হয়। যথা সাধারণের মধ্যে অতিশয় সাধু বা সাধ্বী এই অর্থে সাধুরূপ বা সাধুরূপা, সাধারণের মধ্যে অতিশয় বিদ্বান বিদ্বদ্রূপ, সাধারণের মধ্যে অতিশয় বিদুসী ইহাতে, বিদুষিরূপা,বিদ্বদ্রূপা বিদুষীরূপা এইমত গুণবতিরূপা, গুণবদ্রূপা গুণবতীরূপা ইত্যাদি।

৮২৩। কতকগুলি শব্দের উত্তর কেবল আতিশয্যার্থে 'তর' প্রত্যয় হয়। অতিশয় ঘোর, ঘোরতর, অতিশয় গাঢ়, গাঢ়তর, অতিশয় গুরু, গুরুতর ইত্যাদি।

৮২৪। পর শব্দের উত্তর আতিশয্যার্থে 'ম' প্রত্যয় হয়। যথা অতি-পর,=পরম।

৮২৫। বিশেষণ শব্দের উত্তর আতিশয্যার্থে ইষ্ঠ ও ঈয়স্ প্রত্যয় হয়। যথা অতিশয় অল্প, অল্পিষ্ঠ ও অল্পীয়ান্ ইত্যাদি।

৮২৬। ইষ্ঠ, ঈয়স ও ইমন্ প্রত্যয় পরেতে শব্দের অন্ত্যস্বরাদিবর্ণের এবং বৎ, মৎ, বিন ও কৃদন্তের তৃ প্রত্যয়ের লোপ হয়।

| শব্দ | ইষ্ঠ ও ঈয়স্ প্রত্যয় | | লোপ | পদ |
|---|---|---|---|---|
| লঘু | ,, | ,, | 'উ' | লঘিষ্ঠ ও লঘীয়ান্ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মহৎ | ” | ” | ‘অৎ’ | মহিষ্ঠ ও মহীয়ান্ |
| গুণবৎ | ” | ” | ‘বৎ’ | গুণিষ্ঠ, গুণীয়ান্ |
| বুদ্ধিমৎ | ” | ” | মৎ | বুদ্ধিষ্ঠ, বুদ্ধীয়ান্ |
| মেধাবী | ” | ” | বিন, | মেধিষ্ঠ, মেধীয়ান |
| জ্ঞানিন্ | ” | ” | ইন্ | জ্ঞনিষ্ঠ, জ্ঞানীয়ান্ |

ইত্যাদি।

৮২৭। বিশেষণ শব্দের উত্তর ভাবার্থে ‘ইমন্’ প্রত্যয় হয়। যথা লঘু+ইমন্=লঘিমন্, লঘিমা, গুরু+ইমন্=গরিমন্, গরিমা, মহৎ+ইমন্=মহিমন্ মহিমা, নীল+ইমন্=নীলি-মন, নীলিমা ইত্যাদি।

৮২৮। ইষ্ঠ, ঈয়স ও ইমন প্রত্যয় পরেতে প্রিয় ও প্রশস্ত শব্দস্থানে প্র ও শ্র এবং বৃদ্ধ শব্দ স্থানে বর্ষ ও জ্য আদেশ হয়। যথা অতিশয় প্রিয় এই অর্থে প্রিয়+ইষ্ঠ ও ঈয়স=প্রেষ্ঠ ও প্রেয়ান্, প্রিয়ের ভাব প্রিয়+ইমন=প্রেমন, প্রেম (১) প্রশস্ত+ইষ্ঠ ঈয়স ও ইমন=শ্রেষ্ঠ, শ্রেয়ান, শ্রেম, বৃদ্ধ +ইষ্ঠ=বর্ষিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, বৃদ্ধ+ঈয়স=বর্ষীযান ও জ্যায়ান্ জ্যয়ের পর ঈয়সের ‘ঈ’ স্থানে ‘অ’ হয়। ইত্যাদি।

৮২৯। ইষ্ঠাদি পরেতে আদিষ্ট শব্দের মধ্যে শ্র, প্র, জ্য ও স্থ শব্দের ‘অ’কারের লোপ হয় না। যথা—জ্য+ইষ্ঠ=জ্যেষ্ঠ শ্র+ঈয়স্=শ্রেয়ান্, প্র+ইমন=প্রেম ইত্যাদি।

৮৩০। ঐ তিন প্রত্যয় পরেতে যুবন্ ও অল্প শব্দ স্থানে

---

(১) ইমন প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অন্ত্য নয়ের লোপ হইয়া আকা-রান্ত হয়। যথা মহিমন্=মহিমা, প্রেমন্=প্রেম ইত্যাদি।

পরন্তু ইমন্ প্রত্যয় অপভ্রষ্ট হইয়া ‘মি বা আমি হইয়া চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যথা দুষ্টমি, নষ্টামি, ইত্যাদি।

কন আদেশ হয় বিকল্পে। এবং কখন যুব স্থানে যব ও আদেশ হয়। যথা যুবন্+ইষ্ঠ=কনিষ্ঠ, ও যবিষ্ঠ, অল্প+ঈয়স্=কনীয়ান্ ও অল্পীয়ান্ ইত্যাদি।

৮৩১। বহু শব্দের উত্তর ইষ্ঠ, ঈয়স্ ও ইমন্ প্রত্যয় করিলে প্রত্যয় সহিত বহু স্থানে ভূয়িষ্ঠ, ভূয়স্ ও ভূমন্ শব্দ হয়। বহু+ইষ্ঠ=ভূয়িষ্ঠ, ইত্যাদি।

৮৩২। ইষ্ঠ, ঈয়স্ ও ইমন্ প্রত্যয় পরেতে পৃথু, মৃদু, কৃষ ভৃশ দৃঢ় ও পরিবৃঢ় শব্দের 'ঋ' স্থানে 'র' হয়। যথা পৃথু+ইষ্ঠ=প্রথিষ্ঠ, দৃঢ়+ঈয়স=দ্রঢ়ীয়ান্ ইত্যাদি।

৮৩৩। ঐ তিন প্রত্যয় পরেতে বাঢ়, অন্তিক, স্থূল, দূর ক্ষিপ্র, ক্ষুদ্র, স্থির, উরু, গুরু, বহুল, দীর্ঘ, হ্রস্ব ও তৃপ্র শব্দ স্থানে যথা ক্রমে, সাধ, নেদ, স্থব, দর, ক্ষেপ' ক্ষোদ, স্থ, বর, গর, বংহ, দ্রাঘ, হ্রস ও ত্রপ আদেশ হয়। যথা দীর্ঘ+ইমন্= দ্রাঘিমা, উরু+ঈয়স্=বরীয়ান্ (উরু=মহৎ, সুতরাং মহীয়ান্ অর্থ) হ্রস্ব—হ্রসিষ্ঠ, ক্ষুদ্র+ইষ্ঠ=ক্ষোদিষ্ঠ ইত্যাদি।

৮৩৪। নিন্দিতার্থে শব্দের উত্তর 'পাশ' প্রত্যয় হয়। যথা মন্দ চিকিৎসক,চিকিৎসকপাশ,নিন্দিত পণ্ডিত পণ্ডিতপাশ,ইত্যাদি।

৮৩৫। শব্দের উত্তর ঈষদূন অর্থাৎ "প্রায়তুল্য" অর্থে কল্প, দেশ্য, ও দেশীয় প্রত্যয় হয়। যথা প্রায় মৃত মৃতকল্প,প্রায় তুল্য অধ্যাপক, অধ্যাপকদেশ্য, অধ্যাপককল্প, পণ্ডিততুল্য, পণ্ডিতদেশীয়, প্রায় বিদুষী বিদুষিকল্প, বিদ্বৎকল্প,বিদুষীকল্প ইত্যাদি।

৮৩৬। "পূর্ব্বে হইয়াছে" এই অর্থে শব্দের উত্তর "চর" প্রত্যয় হয়। যথা পূর্ব্বে বিদ্বান্ হইয়াছে বিদ্বচ্চর, পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে—দৃষ্টচর, অশ্রুতচর, জ্ঞাতচর, অজ্ঞাতচর ইত্যাদি।

৮৩৭। "পূর্ব্বে যাহার ছিল" এই অর্থে সেই শব্দের উত্তর

রূপ্য ও চর প্রত্যয় হয়। যথা ইহা পূর্ব্বে রামের ছিল এইঅর্থে রাম+রূপ্য ও চর=রামরূপ্য ও রামচর কৃষ্ণরূপ্যা গোইত্যাদি।

৮৩৮। সংখ্যা, শ্রেণী, ন্যূন বা আধিক্য বাচক শব্দের উত্তর চশস্ প্রত্যয় হয় পৌনঃ পুন্যার্থে। ইহার 'শস্' থাকে। যথা—এক এক—একশঃ, ভূরি ভূরি—ভূরিশঃ ক্রম ক্রম ক্রমশঃ অল্পঅল্প অল্পশঃ ইত্যাদি।

৮৩৯। "তদাত্মক" অর্থে অর্থাৎ তাহার কেবলত্ব বা নিরবচ্ছিন্নতা বুঝাইতে শব্দের উত্তর 'ময়' প্রত্যয় হয়। ময় পরে হিরণ্য শব্দের 'য য়ের লোপ হয়। যথা বাঙ্ময় (অন্য কিছু নাই কেবল ই বাক্) কেবলই পাপ, পাপময়, কেবল স্বর্ণ স্বর্ণময়, কেবলই জল জলময় এইরূপ, মৃণ্ময়, রৌপ্যময়, আনন্দময়, রামময় ইত্যাদি। কিন্তু গোর বিষ্ঠা, গোময়পদ হয়।

৮৪০। শব্দের উত্তর প্রকার অর্থে জাতীয় প্রত্যয় হয়। যথা একই প্রকার, এক জাতীয়, অন্য প্রকার—অন্যজাতীয় সমান প্রকার—সমান জাতীয়, বা সজাতীয় (১) ইত্যাদি।

---

(১) জাতীয়, স্থানীয়, শালিন, মাত্র প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয় না থাকিলে চলিতে পারে। কেননা ঐ সকল প্রত্যয়ান্ত পদ অন্য প্রকারে সিদ্ধ হইয়ত পারে। যেমন 'শল ধাতু ণিজন্ত করিলে 'শালি ধাতু হয়, তাহার অর্থ চালনা করা, ইহাতে কর্ত্তৃবাচ্য 'ইন প্রত্যয় করিলে 'শালিন্ শব্দ হয় ইহার অর্থ যে ধনকে চালনা করিতে ক্ষমতাবান্ সে ধনশালী)। আর 'জাতি ও 'স্থান শব্দে ঈয় প্রত্যয়ে জাতীয় ও স্থানীয় পদ হয় তাহাতে উক্ত প্রত্যয় দ্বয়ের কার্য্য হইল। আবার মাত্র প্রতয়ের সূত্রে মাত্রা শব্দ অন্যের সহিত বহুব্রীহি সমস্ত হইলে 'মাত্র' হয়। যেমন অল্প মাত্রা যার সে অল্প মাত্র, এইমত গমনমাত্র, শ্রবণ মাত্র, দেওয়া মাত্র, ইত্যাদি পদ সমস্ত হইতে পারে। কিন্তু মাত্র প্রত্যয়ান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে 'ঈ' কারান্ত হয়। মাত্রা শব্দে সমাস করিলে তাহা হয় না।

৮৪১। শব্দের উত্তর তুল্যার্থে স্থানীয়, ও পরিমাণার্থে মাত্র প্রত্যয় হয়, মাত্র প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে 'ঈ'কারান্ত হয়। যথা। যথা পিতৃস্থানীয়; গুরুস্থানীয়, পরিমাণার্থে অল্পমাত্র অধিকমাত্র; দেওয়ামাত্র, গমনমাত্র ইত্যাদি।

৮৪২। বিদ্যা ও বিদ্যা বাচক শব্দের উত্তর তৎকর্ত্তৃক বিখ্যাত অর্থে 'চুঞ্চু ও চণ' প্রত্যয় হয়। যথা বিদ্যাদ্বারা বিখ্যাত বিদ্যা চুঞ্চু, এই রূপ ন্যায়চুঞ্চু বেদান্তচণ ইত্যাদি।

৮৪৩। নিকৃষ্ট অর্থে 'কুটী' শব্দের উত্তর 'র' এবং উক্ষ,বৎস, অশ্ব প্রভৃতি কতকগুলি পশুবাচক শব্দের উত্তর 'তর' প্রত্যয় হয়। যথা নিকৃষ্টকুটী কুটীর, নিকৃষ্ট, অশ্ব—অশ্বতর এইরূপ বৎসতর উক্ষতর ইত্যাদি।

৮৪৪। পশুবাচক শব্দের উত্তর স্থানার্থে 'গোষ্ঠ,' দুইটী অর্থে 'গোযুগ' এবং ছয়টী অর্থে 'ষড়্গব' প্রত্যয় হয়। যথা মহিষের স্থান মহিষ গোষ্ঠ, মহিষদুইটী মহিষগোযুগ, মহিষ ছয়টী, মহিষ-ষড়্গব এই মত অশ্বগোষ্ঠ ইত্যাদি।

৮৪৫। উদ্ভিজ্জ বাচক শব্দের উত্তর ক্ষেত্র অর্থে শাকট ও শাকিন প্রত্যয় হয়। ইক্ষুরক্ষেত্র ইক্ষুশাকট, ইক্ষুশাকিন এইমত ধান্যশাকট, গোধূম শাকিন ইত্যাদি।

৮৪৬। সংখ্যা বাচক শব্দের উত্তর 'বার' অর্থে 'চকৃত্বস্' প্রত্যয় হয়। ইহার কৃত্বস্ থাকে। যথা পঞ্চবার পঞ্চকৃত্বঃ, বহুবার কৃত্বঃ অষ্টকৃত্বঃ ইত্যাদি।

৮৪৭। শস্যবাচক শব্দের উত্তর "স্নেহ" অর্থে "তৈল" প্রত্যয় হয় (১)। যথা সর্ষপ স্নেহ সর্ষপ তৈল, এরণ্ডতৈল, তিলতৈল, নারিকেলতৈল ইত্যাদি।

---

(১) 'স্নেহ' যাহা গাত্রে লেপন করিলে 'চাকচক্য' হয় এমত তরল

৮৪৮। "জন্মিয়াছে যাহার„ এই অর্থে জাত বস্তুবোধক শব্দের উত্তর "ইত" প্রত্যয় হয়। যথা ফল জন্মিয়াছে যাহার অর্থে ফল+ইত=ফলিত, এইরূপ দুঃখিত, সুখিত পুষ্পিত, পুলকিত, চমকিত, রোমাঞ্চিত ইত্যাদি।

৮৪৯। অভূত (যাহা হয় নাই) তদ্ভাব (তাহা হইয়াছে) সুতরাং যাহা পূর্ব্বে হয় নাই এক্ষণে হইয়াছে অর্থে 'ভূ' ও 'কৃ' ধাতু নিষ্পন্ন পদ পরেতে অকারান্তে শব্দ ঈকারান্ত হয়, এবং অন্য স্বরান্ত পদের দীর্ঘ হয়। কিন্তু অব্যয় শব্দের হয় না। যথা—করণ, কৃত, অঙ্গীকার, অঙ্গীকরণ, অঙ্গীকৃত—যাহা পূর্ব্বে অঙ্গে করা হয় নাই, এক্ষণ অঙ্গে করা হইয়াছে, এইরূপ, যাহা, পূর্ব্বে দূর হয় নাই এক্ষণে দূর হইয়াছে অর্থে দূরীভূত, দূরীভাব, স্থিরীকৃত, স্থিরীকরণ, মন্দীভূত, মন্দীভাব, লঘূকৃত লঘূকরণ, ইত্যাদি। অব্যয় পক্ষে অভিভূত, প্রভূত, পরাভূত ইত্যাদি স্থলে অকারের স্থানে ঈকার, ও অন্তস্বর দীর্ঘ হইল না।

৮৫০। অভূত তদ্ভাব অর্থে ভূ ও কৃ ধাতু নিষ্পন্ন পদ পরেতে 'ঋ'কারান্ত শব্দের 'ঋ' স্থানে 'রী' হয়। যথা কর্ত্তা+ভূত=কর্ত্রীভূত, পিতৃকরণ=পিত্রীকরণ ইত্যাদি।

৮৫১। অভূত তদ্ভাব অর্থ বিশিষ্ট, ভূ ও কৃ ধাতু নিষ্পন্ন

---

পদার্থ। যথা তৈল, ঘৃত, নবনীত ইত্যাদি। আর তৈল শব্দটী তিল শব্দে 'অ' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ অর্থ তিল হইতে যাহা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ তিল জাত স্নেহ। কিন্তু রূঢ্যর্থে (তৈল) শব্দ জাত স্নেহ মাত্রকে বুঝাইতেছে। তদনুসারে তৈলশব্দ যোগে সমস্ত পদ হইলে তৈল প্রত্যয়ের কার্য্য সিদ্ধ হয়। যেমন সর্ষপ জাত তৈল, =সর্ষপ তৈল এরণ্ডের তৈল=এরণ্ড তৈল ইত্যাদি [illegible] সর্ষপ হইতে জাত অর্থে সর্ষপ+অ=সার্ষপ, এরণ্ড+অ=ঐরণ্ড ইত্যাদি সার্ষপ অর্থ সর্ষপ তৈল, ঐরণ্ড অর্থ এরণ্ড তৈল ইত্যাদি।

পদ পরেতে মনস্, চেতস্ রহস, অরুস্, ও চক্ষুস্ শব্দের অন্ত্য বর্ণ 'স্' য়ের লোপ হয়। যথা মনীকরণ, চেতীভূত ইত্যাদি।

৮৫২। তদ্ভাবসম্পন্ন, তদায়ত্ত, ও তাহাকে দেয় এই কয় প্রকার অর্থে শব্দের উত্তর 'চসাৎ' প্রত্যয় হয়। যথা ধূলীভাব-সম্পন্ন ধূলীসাৎ, উদরে দেয় বা দত্ত=উদরসাৎ, আত্মায়ত্ত= আত্মসাৎ, জলসম্পন্ন জলসাৎ, ইত্যাদি।

৮৫৩। অন্ ও অৎ ভাগান্ত, সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর পরিমাণ অর্থে 'ইন্' প্রত্যয় হয়। ইন্ পরেতে অন্ ও অৎ ভাগের লোপ হয়। যথা; পঞ্চদশ পরিমাণ যাহার সে পঞ্চদশী, দ্বাত্রিংশৎ পরিমাণ যাহার সে দ্বাত্রিংশী, ইত্যাদি।

৮৫৪। প্রত্যয়ের ত, থ, ও দ পরেতে কিম্, যদ, তদ, ইদম এতদ ও অদস শব্দ স্থানে যথাক্রমে ক, য, ত, ই, এত ও অমু, আদেশ হয় এবং 'অৎ' পরেতে কিম্—কিয়,যদ--যৌ, তদ-তৌ এতদ-এতৌ আর ইদম্—ইয় আদেশ হয়।

৮৫৫। পরিমাণ অর্থে কিম্, যদ, তদ, ও ইদম্ শব্দের উত্তর 'তি' ও 'অৎ' প্রত্যয় হয়। আর এতদ শব্দের উত্তর কেবল 'অৎ' প্রত্যয় হয়। যথা কিম্+তি=কতি যদ+তি=যতি কিম্+অৎ=কিয়ৎ যদ+অৎ=যাবৎ এতদ+অৎ=এতাবৎ ইদম্+তি=ইতি (১) ইদম্+অৎ=ইয়ৎ ইত্যাদি।

৮৫৬। দুইয়ের মধ্যে একের, ও বহুর মধ্যে একের নির্দ্দেশ অর্থে কিম, যদ,তদ,এক ও অন্য শব্দের উত্তর তর ও তম প্রত্যয় হয়। যথা দুইয়ের মধ্যে কে এই অর্থে কতর বহুর মধ্যে কে এই অর্থে কতম দুইয়ের মধ্যে, যে, সে, এক বা অন্য অর্থে

---

(১) পরিমাণার্থে বাঙ্গালায় 'ত' প্রত্যয় হয়। 'ত' পদ যথা কিম্ =কত, যদ+ত=যত, ইদম+ত=অত, এতদ+ত=এত ইত্যাদি।

যতর, ততর, একতর অ বা অন্যতর ইত্যাদি আর বহুর মধ্যে যে, সে, বা অন্য অর্থে যতম, ততম, বা অন্যতম ইত্যাদি।

৮৫৭। শব্দের পর কারক বিভক্তির স্থানে 'তস' প্রত্যয় হয় এবং পঞ্চমীর তস্ পরেতে এতদ ও কিম্ শব্দ স্থানে 'অ' আর 'কু' আদেশ হয়। যথা এই হেতু এতদ্+তস=অতঃ, কাহা হইতে কিম+তস=কুতঃ, ইদম্+তস=ইতঃ, তদ+তস=ততঃ অদস + তস্=অমুতঃ, প্রথমে=প্রথমতঃ, বিশেষই বিশেষতঃ, সামান্য সামান্যতঃ ইত্যাদি।

৮৫৮। ভবৎ, যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ ভিন্ন সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর আধার অধিকরণ বিভক্তির স্থানে 'ত্র' প্রত্যয় হয়। ত্র পরেতে ইদম্ ও কিম্ শব্দ স্থানে 'অ' আর 'কু' আদেশ হয়। যথা কোন স্থানে কুত্র এই স্থানে এতদ+ত্র=এতত্র ইদম্+ত্র=অত্র, অদস্+=ত্র অমুত্র ইত্যাদি।

৮৫৯। সর্ব্ব, এক, কিম্, যদ্ ও তদ্ শব্দের উত্তর, কালাধিকরণের বিভক্তির স্থানে (১) দা হয় এবং কিম্ যদ তদ ও অন্য শব্দের উত্তর কথন কথন র্হি হয়। যথা সর্ব্ব কালে সর্ব্বদা তৎকালে তদা, তর্হি, যৎকালে যদা যর্হি ইত্যাদি।

৮৬০। পূর্ব্ব, অন্য, অন্যতর, উত্তর, উভয় ও অপর শব্দের উত্তর "দিনে" এই বিভক্ত্যন্ত কাল অধিকরণের পদ স্থানে "এদ্যুস্" আদেশ হয়। যথা পূর্ব্ব দিনে=পূর্ব্বেদ্যুঃ, অন্যদিনে=অন্যেদ্যুঃ, এই মত অপরেদ্যুঃ, উত্তরেদ্যুঃ ইত্যাদি।

৮৬১। ভবৎ, যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ ভিন্ন সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর প্রকার অর্থে সকল বিভক্তির স্থানে 'থাচ' প্রত্যয় হয়, ইহার

(১) দা পরেতে কথন কথন সর্ব্ব স্থানে 'স হয়। সর্ব্ব+দা=সর্ব্বদা সদা দুই পদ হয়।

'থা' থাকে। (১) যথা সর্ব্বথা, অন্যথা, তথা উভয়থা অমুথা ইত্যাদি।

কিম্ ও ইদম্ শব্দে 'থা' প্রত্যয় করিয়া কথং ও ইত্থং পদ হয়।

৮৬২। এতদ্ভিন্ন কোন কোন সর্ব্বনাম ও অন্য শব্দের আধার ও কাল অধিকরণীয় বিভক্তির সহিত কতকগুলি পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। তাহা নিম্নে লিখিত হইল। যথা—

| শব্দ | যে অধিকরণীয় বিভক্তির সহিত | যে পদ হয় | তাহার অর্থ |
|---|---|---|---|
| — | | | |
| কিম্ | আধার | ক্ব, কুহ, | কোন্ স্থানে |
| ইদম্ | কাল | ইহ, অধুনা | এক্ষণে |
| এতদ | | এতর্হি, ইদানীং | এক্ষণে |
| পূর্ব্ব | কাল | পুরা, | পূর্ব্বকালে |
| পর | দিনে | পারদ্যবি | পরদিনে |
| সমান | „ | সদ্যঃ | সমান দিনে ( তখনই ) |
| ইদম | বর্ষে | ঐষম, | এই বৎসরে |
| পূর্ব্ব | „ | পরুৎ | পূর্ব্ব „ |
| ইদম্ | দিনে | অদ্য | এই দিনে (আজিকে) |
| ঊর্দ্ধ | স্থানে | উপরি | ঊর্দ্ধ স্থানে |
| তৎ | কাল | তদানীং | তখন ইত্যাদি |

৮৬৩। 'দিনে' শব্দ অধিকরণ বিভক্তির সহিত আগামী অর্থে 'শ্বঃ' গত অর্থে 'হ্যঃ' হয়। যথা পরদিন=শ্বঃ ( কল্য )

---

(১) প্রকারার্থে 'থা' প্রত্যয়ের স্থানে বাঙ্গালা 'মন' প্রত্যয় হয়। যথা 'মন' প্রত্যয়ান্ত পদ—যথা—যদ+মন=যেমন, তদ+মন=তেমন, কিম্—কেমন, ইদম্—এমন অদম্—অমন, ইত্যাদি পদও অব্যয়, এবং সর্ব্বনাম শব্দে প্র[illegible] রার্থে ও বিভক্তির স্থানে জাত প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল অব্যয় স্বরূপ হইয়া থা[illegible]

শ্বঃ-পর=পরশ্বঃ (পশু´) তৎ-পরশ্বঃ (তশু´) গত দিনে=হ্যঃ (গত কল্য) ইত্যাদি।

৮৬৪। দিক্ শব্দ স্থানে সপ্তমী সহিত বিপরীত অর্থে পশ্চাৎ" আদেশ হয়। যথা বিপরীত দিকে=পশ্চাৎ।

৮৬৫। উৎপন্ন অর্থে "ত্র" প্রত্যয়ান্ত পদের উত্তর 'ত্য' প্রত্যয় হয়। যথা অত্র উৎপন্ন=অত্রত্য এইমত তত্রত্য, কুত্রত্য ইত্যাদি

৮৬৬। উৎপন্ন অর্থে অদ্য প্রভৃতি কালাধিকরণনিষ্পন্ন পদের উত্তর 'তন' প্রত্যয় হয়। তন পরেতে সদা স্থানে কথন কথন 'সনা' হয়। যথা অদ্যতন, পুরাতন, ইদানীন্তন, অধুনাতন হ্যস্তন, সদাতন, সনাতনী ইত্যাদি।

পুরা+তন=পুরাতন, পুবাণ, প্রত্ন, প্রত্ন পদ হয় চির+তন=চিরন্তন, চিরত্ন, পর+ত্ন=পরত্ন ইত্যাদি পদগুলি 'তন' প্রত্যয়ে সিদ্ধ।

৮৬৭। দক্ষিণ, পশ্চাৎ, পুরঃ প্রভৃতি কতকগুলি 'দিক্' বাচক শব্দের উত্তর উৎপন্ন অর্থে 'ত্য' (১) প্রত্যয় হয়। ত্য' পরেতে শব্দের আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা দক্ষিণ+ত্য=দাক্ষিণাত্য পশ্চাৎ+ত্য=পাশ্চাত্ত্য, পুরঃ+ত্য=পৌরস্ত্য ইত্যাদি।

৮৬৮। উৎপন্নার্থে আদি, মধ্য, অন্ত, অগ্র, পশ্চাৎ, প্রথ, চর প্রভৃতি কতক গুলি শব্দের উত্তর 'ম' প্রত্যয় হয়। 'ম' পরেতে অন্ত, অগ্র ও পশ্চাৎ শব্দের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের স্থানে

---

(১) উৎপন্নার্থে সর্ব্ব নাম সম্বলিত বাঙ্গালা কাল ও আধার বাচী শব্দের উত্তর বাঙ্গলা 'কার' প্রত্যয় হয়। যথা অত্র=এখানে, অত্রত্য=এখানকার, ইদানীং এক্ষণ, ইদানীন্তন=এক্ষণকান এই মত তত্রত্য=সেখানকার [illegible]থাকার, তখনকার ইত্যাদি। বর্ণের উত্তর আকৃতি অর্থে কার প্রত্যয় হয়। [illegible] ইকার, ককার, চকার ইত্যাদি।

'ই' হয়, এবং অধস্ শব্দের 'স' লোপ হয়। যথা আদিম, অন্তিম, অগ্রিম মধ্যম পশ্চিম, অধম ইত্যাদি

আর প্রথ+ম=প্রথম,—খ্যাত্যাপন্ন ( প্রথ=খ্যাতি )

৮৬৯। সংস্কৃত বিভক্ত্যন্ত কিম্ শব্দের উত্তর অনিশ্চয় অর্থে 'চিৎ' ও 'চন' (১) প্রত্যয় হয়। যথা কুত্রচিৎ, কচিৎ কিঞ্চিৎ, কিঞ্চন, কথঞ্চন, কদাচন, কদাচিৎ ইত্যাদি।

৮৭০। বিশেষ্য শব্দের উত্তর হইয়াছে যার বা বিশিষ্ট অর্থে 'এ'(২) প্রত্যয় হয়। 'এ' পরেতে শব্দের অন্ত্য 'অ'কারের লোপ হয়। যথা অধোমুখ+এ'=অধোমুখে, এইরূপ+এ=এইরূপে, এইপ্রকার+এ=এইপ্রকারে একাপড়+এ=এককাপুড়ে, পোড়াকপাল+এ=পোড়াকপালে, এইমত ধিক্জীবনে, আদুরে বা আদরে ইত্যাদি।

৮৭১। বাঙ্গালাতদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে অনেকগুলি 'মূল' প্রত্যয়ের অপভ্রংশ মাত্র, তাহা, মধ্যে মধ্যে টীপ্পনীতে প্রায়ই লিখিত হইয়াছে। তাহা ব্যতীত ওয়ালা,

---

(১) যেমন সংস্কৃত বিভক্ত্যন্ত কিম শব্দে 'চিৎ, ও চন, হয়' সেইরূপ বাঙ্গালা বিভক্ত্যন্ত কিম্ শব্দের উত্তর অনিশ্চয় অর্থে ও, প্রত্যয় হয়। যথা কদা,=কখন্, কদাচিৎ=কখনও, কুত্র=কোথা বা কোন্ স্থানে, কুত্রচিৎ=কোথাও, বা কোনও স্থানে, কথং=কোন্ প্রকার, কথঞ্চিৎ=কোনও প্রকার কাহার-কাহারও কোন্-কোনও ইত্যাদি। কোনও, কাহারও প্রভৃতি বাঙ্গালা পদের স্থলে 'ও, প্রত্যয় না করিয়াও তাহার কার্য্য হয়। উক্ত বিভক্ত্যন্ত পদ সকল প্রায়ই হসন্ত উচ্চারিত হয়। সে গুলিকে 'অ'কারান্ত করিলেই হয়। যথা কোন কাহার কখন ইত্যাদি রূপেও 'ও' র কার্য্য হয়।

(২) এই 'এ' প্রত্যয় স্থলে কখন কখন ইয়া প্রত্যয়ও হয়। যথা ধিক্জীবনিয়া, আদরিয়া এক কাপড়িয়া ইত্যাদি। কিন্তু ব্যক্তিগত বিশেষণ না বুঝাইলে ইয়া প্রত্যয় হইবে না।

ওয়ালানী প্রভৃতি অন্যান্য ভাষাগত প্রত্যয়ের বিষয় বিশেষরূপে লিখিবার তত প্রয়োজন নাই। কারণ যাঁহারা বাঙ্গালা মূল ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারের পক্ষে তৎপ্রত্যয়ান্ত পদের অর্থ এবং প্রকৃতি ও প্রত্যয় জ্ঞান অনায়াসলভ্য, এজন্যে সে সকল বৈদেশিক ভাষার প্রত্যয় লিখিত হইল না। তথাপি দুই একটী প্রত্যয়ের কথা লিখিত হইল।

৮৭২। সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর দিনের পুরণার্থে লা, রা, ঠা, ই প্রত্যয় হয়। যথা পহেলা, দোসরা চৌঠা পাঁচই ইত্যাদি।

৮৭৩। ফল ও মূল বাচক বাঃ শব্দের উত্তর আছে অর্থে (১) ওয়ালা প্রত্যয় হয়। যথা পটলওয়ালা, লেবুওয়ালা কচুওয়ালা ইত্যাদি।

আর খণ্ড, টুকরা, পাণ্ডিত্য ও সমূহার্থ শব্দ, সকলের অপভ্রংশে, খানা, খানি টুকী, টুকু টুক্, পনা, গুলি আদি প্রত্যয় হইয়াছে। ইহাদের সাধন জন্য গুণ পাণ্ডিত্য প্রকাশের প্রয়োজন করে না। যথা গুণপণ্ডিত্য=গুণপনা, বস্ত্র খণ্ড বস্ত্রখান, ভদ্রতা=ভদ্রতাই, টুকরা জমি=জমি টুকু ইত্যাদি।

## চিহ্ন প্রকরণ।

### (যতি ও যতি চিহ্ন।)

৮৭৪। কথিত, লিখিত বা পঠিত বাক্যের ভাব প্রকাশের সৌকর্য্যার্থে কথন, লিখন বা পঠন সময়ে মধ্যে মধ্যে যে বিরাম

---

(১) আছে অর্থ অর্থাৎ বিক্রেতা, রক্ষক, অধিকারী গ্রাহক প্রভৃতি—নিছুওয়ালা ভেড়ীওয়ালা কুঠীওয়ালা দেনেওয়ালা লেনেওয়ালা। ফলতঃ এই সকল প্রত্যয় ও প্রত্যয়ান্ত পদ সকল যথার্থ বাঙ্গালা ভাষার নহে, ওসকল হিন্দী পার্শী প্রভৃতি ভাষায় ব্যবহৃত; বাঙ্গালার কথিত ভাষায় ব্যবহার হইয়া গিয়াছে এ সকলের নিয়মাদিতে পুস্তক বাহুল্যের প্রয়োজন করে না।

দেওয়া যায়, তাহাকে 'যতি' কহে। বাক্যের কথন ও পঠনের বিলম্বিত সময়ই যতি পরিচারক।

৮৭৫। লিখন সময়ে সেই যতি পরিজ্ঞান জন্য যে কতকগুলি অঙ্ক বা চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তাহার নাম যতিচিহ্ন।

যতিচিহ্ন অনেকগুলি, তাহাদের নাম ও আকৃতি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

| চিহ্ন | বাঙ্গালা নাম | ইং নাম— | অর্থ— |
|---|---|---|---|
| । | পূর্ত্তি ( পূর্ণচ্ছেদ ) | 'পিরীয়ড্' | ইহাদ্বারা একটী বাক্য সম্পূর্ণ হয়। |
| ; | 'সীমিকা' | "সেমিকোলন্" | এক পূর্ণ চ্ছেদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের ভাব পুরণ প্রকাশ হয়। |
| , | 'আরতি' | "কমা" | অল্পমাত্র রতি অর্থাৎ বিরাম দেওয়ার জ্ঞান হয়।* |
| ! | স্মিতি | আড্মিরেশন | ইহাতে শোক, হর্ষ, আক্ষেপ বা বিস্ময়াদি বাক্যের পরিচয় হয়। |
| ? | 'জিজ্ঞাসা' | ইণ্টারোগেশন | ইহাতে প্রশ্নাত্মক বাক্যের পরিজ্ঞান হয়। |
| — | বিরতি | 'ড্যাস্' | ইহাতে ক্ষণকালেরজন্য বিবাম দেওয়ার জ্ঞান হয়। |
| - | বিভক্তি | "হিফন্" | ইহাদ্বারা ভাগ বা অংশ পরিচয় হয়। |
| " " | ধৃতি | "কোটেশন্" | ইহার দ্বারা অন্যের উক্তির পরিচয় হয়। |
| ∧ | উদ্ধৃতি | ক্যারেট | ইহাদ্বারা ভ্রম প্রমাদ শুদ্ধির পরিচয় হয়। |

, অপস্তৃতি "অ্যাপষ্ট্রফি" ইহাতে অবিস্তৃতি অর্থাৎ বর্ণ সঙ্কোচ জ্ঞান হয়।

„ দ্বিরুক্তি ডিটো ইহার দ্বারা একবার উক্ত বিষয়ের পুনরুক্তির পরিচয় হয়।

☞ ইঙ্গিতক 'ইণ্ডেক্‌স্' ইহা কোন টীপ্পনী বিশিষ্টরূপ হইলে দেখিবার ইঙ্গিত করে।

( ) [ ] { } ইহা দিগকে বন্ধনী বলে।

*, †; ‡, ||, ¶, § এই চিহ্ন গুলির দ্বারা টীকা বা ব্যাখ্যা দেখিবার ভাব প্রকাশ করে।

## পূর্ত্তি প্রয়োগ—।

৮৭৬। বক্তা কিম্বা লেখক আপনার, মন্তব্য বিষয় ব্যক্ত বা লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে সকল বাক্য রচনা করেন, সেই সমুদায় বাক্যের প্রত্যেকের পরিসমাপ্তি স্থানে পূর্ত্তি চিহ্ন প্রদত্ত হয়। কিন্তু যে বাক্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ দিতে হয়, সে বাক্যটী এমত হওয়া আবশ্যক, যে, তাহার তাৎপর্য্য অন্বয় প্রভৃতি তাবৎ বিষয় তাহারই অন্তর্গত থাকিবে অর্থাৎ তাহাদ্বারা একটী আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হইবে। যথা ক্রমে দিবাসান হইল। দিবাচর পশু, পক্ষীসকল স্ব স্ব নিলয়ে প্রবেশ করিল। ইত্যাদি। এই দুই বাক্য এরূপে সমাপ্ত হইয়াছে যে উহার সহিত কাহার কোন সংস্রব নাই। সংস্রুত বাক্য—যথা "যে অন্যায় কার্য্যকরে, সে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়" এই সাপেক্ষ বাক্যদ্বয়ের প্রথম বাক্যে যদি কেবল "অন্যায় কার্য্য করে" লিখিত হইত, তাহা হইলে কাহার অপেক্ষা না থাকিয়া বাক্য পূর্ণ হইত, কিন্তু তাহা না হইয়া 'যে' এই সাপেক্ষ সর্ব্বনাম শব্দ সঙ্গে থাকায়, পরবাক্য 'সে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়' ইহার উল্লেখ না করিলে একটী

ভাব সম্পূর্ণ হয় না’ ইহাতে পূর্ব্ববাক্যসহ পরবাক্যের ভাব সংস্রব রহিয়াছে, বলিয়া প্রথম বাক্যে পূর্ত্তি চিহ্ন দেওয়া হয় নাই। এবং শেষে ভাব পূর্ণ হইলে পূর্ত্তি চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। ফলতঃ যে কোন রকমে বাক্যটী সম্পূর্ণরূপে শেষ হইলে অর্থাৎ সে বাক্যের আর কোন আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে পূর্ত্তি বা পূর্ণ-চ্ছেদ দিতে হইবে।

## সীমিকা ব্যবহার ;

৮৭৭। যে স্থলে বাক্যটী এমত হয়, যে, তদ্দ্বারা একটী সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ হয় অর্থাৎ যে বাক্যে একটী আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয়, অথচ সে মত বাক্য একটী হইলে তথায় ‘পূর্ত্তি’ চিহ্ন পড়িতে পারে, এরূপ একাধিক বাক্য এক পূর্ণচ্ছেদের মধ্যে থাকিলে তাহার প্রত্যেকের সীমাতে সীমিকা (সেমিকোলন—;) চিহ্ন দিতে হয় এবং সর্ব্ব শেষস্থ বাক্যের শেষে পূর্ত্তি চিহ্ন দিবে। যথা “আমি প্রজারঞ্জনানুরোধে প্রাণত্যাগে পরাঙ্মুখ নহি; তোমরা আমার প্রাণাধিক, যদি তদনুরোধে তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও কাতর নহি; সে বিবেচনায় সীতা পরিত্যাগ তাদৃশ দুরূহ নহে।” সী, ব, এই উদাহরণে তিনটী বাক্য আছে তাহাদের একের সহিত অপরের কোন সংস্রব নাই বলিয়া, প্রথম দুইটার শেষে সীমিকা (;) দিয়া শেষে পূর্ত্তি চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে।

৮৭৮। যদি কতক গুলি ক্ষুদ্র বিষয় এরূপ হয় যে, তাহা-দের একের সহিত অপরের কোন রূপ সংস্রব নাই, সেইরূপ অনেকগুলি বিষয় উপর্য্যুপরি লিখিত হইলে তাহাদের প্রত্যেকের পরে সীমিকা (;) চিহ্ন দিতে হয়। যথা মনুষ্যের মনোবৃত্তি সকল তিন শ্রেণীভুক্ত ;—

কাম, ক্রোধাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি গুলি প্রথম শ্রেণীভুক্ত; ভক্তি স্নায়-পরতাদি উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত; এবং উপমিতি অনুমিতি প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তিগুলি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। ইত্যাদি

৮৭৯। কেননা, বরং, প্রত্যুত প্রভৃতি ভিন্নার্থ অব্যয় শব্দের ও কখন কখন "এবং" শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ণবাক্যের শেষেও সীমিকা প্রদত্ত হয়। যথা তৎকালে তাহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ; কেননা সে অবস্থায় জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অন্যান্য দ্রব্যাদি সমস্ত রাখিয়া গিয়াছেন ইত্যাদি।

## আরতি—'প্রয়োগ।

৮৮০। যে স্থলে সমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই, পরবাক্যের আশা আছে, সেই সমাপিকা ক্রিয়ার পরে 'আরতি' , কমা দিতে হয়। যথা তিনি এমনি দয়ালু ছিলেন, যে, কখন কাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করেন নাই। এখানে 'ছিলেন' ক্রিয়ার পরে কমা পড়িয়াছে। কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া বিশিষ্ট বাক্যের কোন পদের সহিত যোজক অব্যয় দ্বারা পর বাক্যের অন্বয় থাকিলে পূর্ব্ব বাক্যস্থ সমাপিকা ক্রিয়ার পরে , কমা পড়িবে না। যথা লক্ষ্মণ সদা সন্নিহিত থাকিতেন এবং সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেন। এখানে পূর্ব্ববাক্যের "লক্ষ্মণ ও সদা" পদের সহিত পরবাক্যের অন্বয় থাকাতে " থাকিতেন " সমাপিকা ক্রিয়ার পরে কমা পড়িল না।

৮৮১। যে স্থলে অসমাপিকা ক্রিয়ান্বিত পূর্ব্বাংশ, পর অংশের হেতু বা কর্ত্তৃ স্বরূপ হয়, সেই বাক্যের পূর্ব্বস্থ অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে কমা পড়িবে। যথা মুনি কন্যাদিগের সান্ত্বনাবাদ শ্রবণ করিয়া, সীতার শোকানল প্রবল হইয়া উঠিল। এখানে 'শ্রবণ

"করিয়া' অসমাপিকা ক্রিয়ান্বিত অংশ, পর অংশের হেতু স্বরূপ হওয়াতে উহার পরে কমা পড়িয়াছে।

কিম্বা কোন বাক্য স্বরূপ পদ সমূহ পর অংশের হেতু হয় সে স্থলে উক্ত পদ সমূহের পরে কমা পড়িবে।

৮৮২। যেখানে কর্ত্তৃপদ ও তাহার ক্রিয়ার মধ্যে বহুপদ ব্যবধান থাকে, তথায় সে কর্ত্তৃপদের পরে কমা পড়িবে। যথা "লক্ষ্মণ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, আহারোপযোগী ফলমূলাদি আহরণ করিতেন।" এখানে "লক্ষ্মণ" এইকর্ত্তৃপদের পরে আরতি চিহ্ন পড়িয়াছে।

৮৮৩। দুইটী বিষয় উল্লেখ করিবার সময় তাহার মধ্যে 'ও' 'এবং' প্রভৃতি যোজক অব্যয় না থাকিলে, প্রথমটীর পরে আরতি চিহ্ন দিতে হয়, যোজক থাকিলে হয় না। যথা "এই পঞ্চবটী ও এই সেই শূর্পনখা।" কিন্তু সমার্থ যোজক ভিন্ন অন্য যোজক অব্যয় থাকিলে কমা পড়িবে। যথা তিনি সত্যবাদী, কিন্তু বড় রাগী।

৮৮৪। যেখানে কোন বিষয়কে সবিশেষ নির্দ্দেশ করিতে হয় তাহার পর কমা দিতে হয়। যথা এ চিত্রপট, বাস্তবিক পঞ্চবটী বা পাপীয়সী শূর্পনখা নহে। এখানে বিশেষরূপ নির্দ্দেশ করাতে চিত্রপটের পরে কমা পড়িয়াছে।

৮৮৫। একাধিক বিশেষ্য শব্দ নাম ভাবে উক্তহইলে বা উক্ত হইয়া সর্ব্বনাম দ্বারা ক্রিয়ান্বিত হইলে তাহাদের প্রত্যেকের পরে আরতি চিহ্ন দিতে হইবে। আর যদি তাহাদের প্রত্যেকেরই বিশেষ প্রাধান্য থাকে তবে যোজক অব্যয় থাকিলেও কমা দিবে। যথা মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গদিগকে জন্তু কহে।

ক—গো, মেষ, মহিষ, সিংহ প্রভৃতিকে পশু কহে।

খ—কি বালক, কি যুবা, ও কি বৃদ্ধ, সকলেরই বিদ্যা শিক্ষা কর্ত্তব্য।

গ—জগতের নিয়ম প্রণালী তিন প্রকার; ভৌতিক, শারীরিক, ও মানসিক। এখানে প্রত্যেকেরই বিশেষ প্রাধান্য থাকাতে 'ও' যোজক শব্দ পরে থাকিলেও "শারীরিক" পদে কমা পড়িয়াছে।

৮৮৬। এক ক্রিয়ান্বিত অনেক গুলি পদের প্রত্যেকের পরে কমা পড়িবে। যোজক শব্দের উভয় পার্শ্বের দুই পদে পড়িবে না। যথা রাম, শ্যাম, হরি ও মধু একসঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করে।

বিদ্যা শিক্ষা না করিলে মনুষ্যের জ্ঞান, সদাচার, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা জন্মে না।

৮৮৭। যদি দুই দুইটী পদ 'ও এবং' যোজক দ্বারা যুক্ত হইয়া একএকটী পদস্বরূপ হয়, তবে সেই প্রত্যেক পদ যুগ্মের পরে কমা দিবার নিয়ম পূর্ব্ববৎ। যথা মানুষ্যের আচার ও ব্যবহার, রীতি ও নীতি, বিনয় ও নম্রতা, এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোচনা করিলে............ইত্যাদি।

৮৮৮। পূর্ত্তি চিহ্নের পরে কিন্তু, বরং, প্রত্যুত, অতএব, কেননা, যে হেতু, বিশেষতঃ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অর্থের অব্যয় শব্দ বাক্যের প্রথমে নির্দ্দিষ্ট ভাবে প্রযুক্ত হইলে তাহার পরেই কমা পড়িবে। কিন্তু উক্তভাবে অব্যয় প্রয়োগের সম্পূর্ণ সার্থকতা না থাকিলে পড়িবে না। যথা "লক্ষ্মণ, সদা সন্নিহিত থাকিতেন এবং সান্ত্বনা করিবার জন্য অশেষ বিধ প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু লক্ষ্মণের প্রবোধবাক্যে তাঁহার শোকানল প্রবল

বেগে জ্বলিয়া উঠিত। ফলতঃ, তিনি হাহাকার, বাষ্পমোচন, আত্মভৎসন করিয়া বিশ্রাম কাল অতিবাহিত করিতেন।" এই উদ্ধৃত অংশের প্রথম পূর্ত্তি চিহ্নের পরে "কিন্তু"শব্দ নির্দ্দিষ্টভাবে প্রযুক্ত না হওয়াতে উহার পরে কমা পড়ে নাই; আর দ্বিতীয় পূর্ত্তি চিহ্নের পরে "ফলতঃ" শব্দ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে তাহার পরে কমা পড়িয়াছে।

৮৮৯। বাক্যের প্রথমে প্রযুক্ত অনুমত ক্রিয়ার পরে কমা দিতে হয়। যথা দেখ, দেখ দেখ, দেখুন দেখুন, চল, বল, ইত্যাদি। এরূপ ক্রিয়ার পরে তাহার ব্যাপারাশ্রিত বাক্য থাকা চাই।

৮৯০। উদ্দেশ্য ও বিধেয় বাক্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বাক্যে কমা পড়িবে। যথা বিদ্যা শিক্ষা করা, সকলের উচিত। একান্ত চেষ্টাই, কার্য্য সিদ্ধির উপায়।

৮৯১। কোন কারক পদ সর্ব্বনাম দ্বারা বিখ্যাত হইলে তাহার পরে আরতি চিহ্ন দিবে। যথা "রাম, যিনি রাবণ বধ করিয়াছেন।" গোপাল, ইনি বড় পণ্ডিত। সেই হরি, যাহাকে মাষ্টার দাঁড় করাইয়া দিতেন ইত্যাদি।

৮৯২। যদি, তবে, যখন, তখন, যেরূপ, সেরূপ, যেমন, তেমন প্রভৃতি—যাহাদের একটী কোন বাক্যে প্রয়োগ করিলে অন্যটী তাহার পরবাক্যে প্রয়োগ করিতেই হয়, এমত সাপেক্ষ শব্দ বিশিষ্ট প্রথম বাক্যের পরে আরতি দিতে হয়। যথা যদি এ বৎসর বৃষ্টি না হয়, তবে নিশ্চিত অন্নকষ্ট হইবে। যখন তিনি তাহাদের মুখ চুম্বন করিতেন, তখন তিনি সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইতেন। ইত্যাদি।

কিন্তু, যদি ঐরূপ, কোন সাপেক্ষ শব্দ বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন উদ্দী

পক বাক্য অনেকগুলি উপর্য্যুপরি প্রযুক্ত হইয়া পরে সাপেক্ষের অন্যতর শব্দবিশিষ্ট পরবাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে যে বাক্যের পরে অন্যতর সাপেক্ষ শব্দ বিশিষ্ট বাক্যটীর প্রয়োগ হয়, কেবল তাহাতে কমা পড়িবে। আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্যগুলির প্রত্যেকের পরে সীমিকা চিহ্ন দিতে হইবে। "যখন তাহারা তাঁহাকে আধ আধ কথায় মা মা বলিয়া ডাকিত; যখন তিনি তাহাদের মুক্তা কলাপ সদৃশ দন্তপংক্তি অবলোকন করিতেন; যখন তাহাদের অর্দ্ধোচ্চারিত বচন পরম্পরা তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিত; যখন তিনি তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহভরে মুখচুম্বন করিতেন, তখন তিনি সকল শোক বিস্মৃত হইতেন।" ইত্যাদি

## বিরতি বা ড্যাস '——'

৮৯৩। যে স্থলে, অর্থাৎ, ফলতঃ, যেমন প্রভৃতি যে সকল শব্দ বিবরণ বাক্যের পূর্ব্বে বসিয়া থাকে, সেই সকল শব্দ তথায় প্রযুক্ত না হইলে তৎ পরিবর্ত্তে 'বিরতি' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা

... ... মৃদুস্বরে কহিলা জানকী
সরমারে—হিতৈষিণী সিতার পরমা
তুমি সখি। ... ...ইত্যাদি।
... ... ... রাঘবেন্দ্র বলী--
দয়ার সাগর নাথ বিদিত ভুবনে ইত্যাদি।

৮৯৪। আর রচনা মধ্যে এক প্রসঙ্গ ছাড়িয়া অপর প্রসঙ্গ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ড্যাস ব্যবহৃত হয়। এবং কখন কখন প্রস্তাব আরম্ভের পূর্ব্বেও ড্যাস্ দেওয়া গিয়া থাকে। যথা

... ... ... কহিলা মৈথিলী—
বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি বিধুমুখী ইত্যাদি।

৮৯৫। নাটকাদিতে যে স্থলে পদ বা বাক্য বিলম্ব করিয়া

বলিতে হয়,সেই বিলম্বিত পদ বা বাক্যের মধ্যে মধ্যে——ড্যাস্‌ দিতে হয়। যথা—আমি—সে—খানে—যাব—না—ইত্যাদি।

৮৯৬। বাক্য বা প্রস্তাবের মধ্যে কোন অংশ অশ্লীলতা বা অনাবশ্যকতা নিবন্ধন পরিত্যক্ত হয়, তৎ স্থলে ড্যাস —— দেওয়া গিয়া থাকে। এবং তথায় কখন কখন (* *) ... ... ) এইরূপ পুষ্প বা বিন্দু শ্রেণীও দেওয়া গিয়া থাকে।

## বিভক্তি বা হিফন্ (---)

৮৯৭। ছত্রের অর্থাৎ পদ শ্রেণীর শেষভাগে কোন পদের কতক অংশ লিখিয়া পর শ্রেণীর প্রথমে অপরাংশ লিখিতে হইলে ছত্রের শেষস্থ শব্দের প্রথম অংশের পরে বিভক্তি (---) চিহ্ন দিতে হয় অথবা বাক্যস্থ সন্ধি বা সমাস যুক্ত পদের পদ-বিভাগ প্রকাশ করিতে হইলে সেই সকল পদ-মধ্যে বিভক্তি চিহ্ন দিতে হয়। যথা "জিগীষা-হত-বুদ্ধি-বৃত্তি" "কিম্-বক্তব্য-বিমূঢ়" ইত্যাদি। এখানে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ছত্র শেষে পদবিভাগ-সন্ধি, সমাস বা পদের মাত্রা বিভাগ অনুসারে করা উচিত। যথা "গলদশ্রু" পদ যদি ছত্রশেষে পড়ে আর তাহার কতক অংশ তথায় অপর অংশ পর পংক্তির প্রথমে লিখিতে হয় তবে "গলৎ-অশ্রু" এই ভাবে লিখিবে বা, গল—দশ্রু" ভাবে লিখা উচিত; কিন্তু 'গ'—'লদশ্রু' এমত ভাবে লিখন অকর্ত্তব্য।

## স্মিতিচিহ্ন ! ! !

৮৯৮। বিস্ময়, হর্ষ, শোকে, সম্বোধন, ক্রোধ, বিষাদ, আক্ষেপ প্রভৃতি বিশিষ্ট বাক্যের শেষে স্মিতি চিহ্ন '!' ব্যবহার করিতে হয়। যথা কি আশ্চর্য্য! কি আক্ষেপের বিষয়! হে শিশুগণ! অয়ি মাতঃ! হায় কি হইল! ইত্যাদি।

আর ঐ প্রকার বাক্যে যদি আক্ষেপাদির আধিক্য প্রকাশ হয়, তবে কখন কখন স্মিতি চিহ্ন দুই বা তিনবার দিতে হয়। যথা ইহা বড়ই কৌতূহলজনক ব্যাপার!!! ইত্যাদি।

## জিজ্ঞাসা চিহ্ন।

৮৯৯। প্রশ্নার্থক বাক্যের শেষে জিজ্ঞাসা চিহ্ন ? ব্যবহার করিতে হয় কিম্বা কেন, কি প্রভৃতি জিজ্ঞাসার্থ অব্যয় শব্দান্বিত বাক্যেও ঐ চিহ্ন দিতে হয়। যথা তোমার নাম কি ? কোথায় যাইবে ? কিজন্য এমন কার্য্য করিয়াছেন ? ইত্যাদি।

## ধৃতি চিহ্ন "—"

৯০০। বক্তার বাক্য মধ্যে অন্য উক্তি থাকিলেও তাহা প্রকাশ করিতে হইলে পরোক্ত পদ বা বাক্যকে ধৃতি চিহ্নের অন্তর্গত করিয়া লিখিতে হয়। যথা রাজকুমার কহিলেম "হাঁ আমি অভিলাষের নূতন সামগ্রী পাইলাম" ইত্যাদি।

অথবা কোন পদ বা বাক্যকে বিশেষরূপ নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে সেপদ বা বাক্যকেও ঐ চিহ্নের অন্তর্গত করিতে হয়। যথা উহাকে "সার সংগ্রহ" না বলিয়া কেবল মাত্র "সংগ্রহ" বলিব। তিনি যখন আমাকে "তুমি বড় পণ্ডিত" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, ইত্যাদি স্থলে "সার সংগ্রহ" "সংগ্রহ" ও "তুমি বড় পণ্ডিত" প্রভৃতি পদ বা বাক্য নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে ঐ চিহ্নের অন্তর্গত হইয়াছে।

## উদ্ধৃতি চিহ্ন ∧

৯০১। বাক্যের মধ্যে কোন পদ বা কোন অংশ ভ্রান্তি বশতঃ পতিত হইলে অর্থাৎ লিখিতে ভুলিয়া যাইলে তাহা লিয়া দিবারজন্যে পতন স্থানে উদ্ধৃতি চিহ্ন (∧) দিয়া

তাহার ঊর্দ্ধে ভ্রান্ত পদ বা অংশ লিখিয়া দিতে হয়। যথা
আমি তোমার ^পুস্তক লই নাই ইত্যাদি।

## বন্ধনী চিহ্ন।

(—) [—] {—} ইত্যাদি।

৯০২। প্রস্তাবের মধ্যে যে কোন বিষয়ের বিবৃত বাক্য বা ব্যাখ্যাত বিষয় বন্ধনীর অন্তর্গত করিয়া লিখিতে হয়। যথা পরশুরাম (যিনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন) দাশরথির ধনুর্ভঙ্গের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়াছেন। এখানে "পরশুরাম" এই পদের ব্যাখ্যা বন্ধনীর অন্তর্গত হইয়াছে। পরন্তু বন্ধনীর মধ্যস্থ বিষয় পাঠ না করিলেও চলে।

গণিতে বন্ধনীর ব্যবহার অধিক, কিন্তু তথায় বন্ধনী ব্যবহারের তাৎপর্য্য এইরূপ নহে। তথায় বন্ধনীর কার্য্য বিশিষ্ট।

## অপস্তৃতি বা অ্যাপষ্ট্রফি '—

৯০৩। পদের সংকোচ করিবার জন্য যদি কোন বর্ণ পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে পরিত্যক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের ঊর্দ্ধে ' এই অপস্তৃতি চিহ্ন দিতে হয়। যথা "গিরির উপরে" ইহার স্থানে "গিরি' পরে" এই লিখিত হয়। আর "হইয়া" ইহার স্থানে "হ'য়ে" করিয়া ইহার স্থানে "ক'রে" হইলে— "হ'লে" ইত্যাদি রূপ লিখিতে হয়। ক্রিয়ার স্থানে ঐ চিহ্ন যুক্ত অকারান্তবর্ণ ওকারান্ত উচ্চারণ করিতে হয়। তাহা না করিলে ক্রিয়ার অন্য ভাব বুঝায়। এইরূপ সংকোচ প্রায় পদ্যে ও নাটকাদিতে ব্যবহৃত হয়।

## দ্বিরুক্তি চিহ্ন " ডিটো।

৯০৪। উপরে যে যে বিষয় বা কথা লিখিত হইয়াছে

তাহার নীচে নীচে সেই সকল কথা পুনঃ পুনঃ লিখিতে হইলে তাহা না লিখিয়া উপরোক্ত কথার বা বিষয়ের নীচে নীচে দ্বিরুক্তি চিহ্ন ',,' দিলে চলিতে পারে। ইহার স্থানে অনেক সময়ে 'ঐ' এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা

শ্রীযুক্ত বাবু হরিহর শান্যাল।
,, ,, কেদারনাথ দেব।
,, ,, শশীভূষণ বন্দ্যো—

এখানে "শ্রীযুক্ত বাবু" ইহা নীচে নীচে পুনঃ পুনঃ না লিখিয়া ',,' দ্বিরুক্তি চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে।

ভূ ধাতু 'ত' প্রত্যয় করিয়া ভূত
মন্ ,, ,, ,, ,, মত
চল্ ,, ,, ,, ,, চলিত ইত্যাদি।

আবার এস্থলে ডিটো না দিয়া "ঐ ঐ" দিলেও হয়—

ভূ ধাতু 'ত' প্রত্যয় করিয়া ভূত
মন্ ঐ ঐ ঐ ঐ মত
চল্ ঐ ঐ ঐ ঐ চলিত ইত্যাদি।

## সাঙ্কেতিক—চিহ্ন ঃ, ং, :, ˙,

৯০৫। কোন পদ বা শব্দ সঙ্কেতে প্রকাশ করিতে হইলে তাহার আদি ভাগের এক বা দুই বর্ণের পরে ঐ চিহ্ন গুলির যে কোনটীর ব্যবহার করিতে হয়। যথা—রাম=রাঃ চন্দ্র=চঃ, সম্বৎ=সম্বঃ, বঙ্গ-বাসী সম্পাদক=বং বাং সং, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার =কৃ: চ: মজুমদার, নম্বর=নং মবলোক=মং নিবেদন=নিং, নিবাস=নিঃ ইত্যাদি।

* পুষ্প, † ত্রিশূল, ‡ দ্বিবজ্র, ¶ পতাকা, ‖ সমান্তর, ও § চিক এই নামধেয় চিহ্ন গুলি, যদি কোন বিষয়ের টীপ্পনী

বা ব্যাখ্যা স্থলান্তরে প্রদর্শন করিতে হয় তাহা হইলে বিষয়ের নিকটে, উহাদের একটী চিহ্ন দিয়া, স্থলান্তরে সেই চিহ্নটী লিখিয়া তথায় উক্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা লিখিতে হয়।

আর যদি এক পত্রে অনেকগুলি টীপ্পনীর প্রয়োজন হয় তবে পুষ্প চিহ্ন হইতে একটী একটী করিয়া চিহ্ন দ্বারা প্রদর্শন করিতে হয়। কখন কখন (১) (২) (৩) (৪) ইত্যাদি বন্ধনীবদ্ধ অঙ্ক দ্বারাও ঐ চিহ্ন সমস্তের কার্য্য হইয়াথাকে।

ইঙ্গিতক বা ইণ্ডেক্স্—☞

৯০৬। এই তর্জ্জনী নির্দ্দেশক করাঙ্ক চিহ্নকে ইঙ্গিতক কহে। কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনআকর্ষণ করাইতে হইলে এই ইঙ্গিতক চিহ্ন দ্বারা কোন স্থলে তাহা প্রদর্শন করিতে হয়।

৯০৭। সংক্ষেত—কোন শব্দ দুই কি তিন বার লিখিবার আবশ্যক হইলে, দুই তিন বার নালিখিয়া সেই শব্দের পরে তৎসংখ্যক অঙ্ক দিলে চলিতে পারে। যথা—ভিন্ন ভিন্ন= ভিন্ন২, কখন কখন=কখন২ ইতাদি।

৯০৮। সন্ধি যোগ্য পদদ্বয়ের ও প্রকৃতি প্রত্যয়ের মধ্যে + এই যুক্ত চিহ্নটী ব্যবহৃত হয়। এবং সন্ধিযোগ্য পদদ্বয় ও সন্ধীকৃত পদের আর প্রকৃতি প্রত্যয় ও প্রকৃতিপ্রত্যয়োৎপন্ন পদের মধ্যে '=' এই সমচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা বাক্+নিষ্ঠা= বাঙ্নিষ্ঠা, ভূ+অন=ভবন, ইত্যাদি। এই সকল চিহ্ন ব্যতীত আরো অনেক চিহ্ন গণিতে ব্যবহৃত হয়। এখানে সে সকলের আলোচনা অনাবশ্যক।

## রচনা প্রকরণ।

৯০৯। ক্রিয়ার যোগ সম্বন্ধানুসারে পদ স্থাপন পূর্ব্বক বাক্য বিন্যাস করাকে রচনা বা বাক্য রচনা কহে।

৯১০। যে কতক গুলি মিলিত পদে একটী মাত্র মনোগত ভাব প্রকাশিত হয় তাহার নাম বাক্য। যথা রাম যাইতেছে, হরি রামকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, ইংলণ্ড হইতে এখানে এক জন শিল্পকর আসিয়াছে ইত্যাদি।

এইমত বাক্য রচনা করিতে অন্ততঃ একের অধিক পদ থাকা আবশ্যক। একটী পদে কোন রূপ মনের ভাব প্রকাশ করাযায়না। বাক্য রচনার মূলীভূত পদ ক্রিয়া, ক্রিয়া ব্যতীত কোন বাক্য সম্পূর্ণ হয় না, তবে যে, কখন কখন একটী পদে বাক্যার্থ জ্ঞান হয়, তাহার কারণ এই যে, যে পদদ্বারা বাক্যার্থ প্রতীতি হয়, সে পদ প্রয়োগের পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য পদ, হয় কথিত হইয়াছে, না হয় অনুক্ত আছে। এ রূপ ঘটনা প্রশ্ন ও প্রশ্নের উত্তরস্থলেই অধিক হয়। যেমন "করিয়াছি" একটী পদ, ইহাতে পূর্ব্বে এমন জিজ্ঞাসা হইয়াছে যে, "তুমি ইহা করিয়াছ" তাহার উত্তর স্থলে শুদ্ধ "করিয়াছি" পদ দ্বারা তাহার ভাব (আমি তাহা করিয়াছি) প্রকাশ পায় এবং প্রশ্ন হইল—"ইহা কে করিল," উত্তর "আমি" বা "হরি" ইহার সহযোগী পদ সকল অনুক্ত। এমত স্থলে বাক্যের প্রধান পদ-ক্রিয়া অপ্রকাশিত থাকিয়াও বাক্যার্থ জ্ঞান হয়।

৯১১। ইহাব্যতীত উদ্দেশ্য বিধেয়ঘটিত বাক্য কিম্বা যদ্ তদ্ এতদাদি সর্ব্বনাম দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বাক্য স্থলে ক্রিয়া পদ প্রায়ই অনুক্ত থাকে। যথা জ্ঞানই মনুষ্যের চক্ষু, কি আক্ষেপের বিষয়! যাহার ধন তাহার মান, যে নির্ধন তাহার মরণ শ্রেয়ঃ, ইহারা প্রাণী; যথা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি। ইত্যাদি বাক্য সকলে ক্রিয়াপদ অপ্রকাশিত থাকিয়াও বাক্যার্থ প্রতীতি হইতেছে।

অতএব অন্যান্য পদের অনুক্তিতে প্রশ্নাদির স্থলে একটী ক্রিয়া বা একটী কারক পদদ্বারা বাক্যার্থে জ্ঞান এবং স্থলে স্থলে ক্রিয়ার অভাবেও বাক্যের ভাবানুভব হইয়া থাকে। কারণ কারক ও ক্রিয়াপদসমন্বিত বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহে তিনটী শক্তি বা গুণ আছে। সেই শক্তিত্রয়ের সামঞ্জস্যেই ঐরূপ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, আর অসামঞ্জস্য ঘটিলে অমুদৃশ অর্থানুভবের সম্ভাবনা থাকে না। সেই শক্তিত্রয় এই—যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি।

৯১২। শব্দের প্রতিপাদ্যতাদ্বারা ক্রিয়ার, যে যোগসম্বন্ধানুসারে বাক্য রচিত হয়, সেই যোগ সম্বন্ধেরই অভ্যন্তরীণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবের নাম যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি।

## যোগ্যতা।

৯১৩। বাক্যের অন্তর্গত পদপদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বিকাশ করিয়া ক্রিয়ার সহিত অন্বিত থাকার নাম যোগ্যতা। স্বাভাবিক ধর্ম্মের অর্থাৎ যে পদার্থের যে শক্তি বা ক্ষমতা আছে তাহার বিকাশ করিয়া ক্রিয়ার সহিত যথাযথ অন্বিত থাকাকে অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রকৃতি অনুসারে পদ সকলের কারক বিভক্তি ও রচনাদির প্রকৃত বিন্যাসকে যোগ্যতা কহে। ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ত্ব অর্থাৎ চক্ষুর দর্শন শক্তি, কর্ণের শ্রবণ শক্তি, জিহ্বার রসনশক্তি নাসিকার ঘ্রাণশক্তি, ও ত্বকের স্পর্শশক্তি, এবং জলের শৈত্য ও তারল্য, লৌহের কাঠিন্যাদি, ইত্যাদি শক্তি বা গুণ গুলি ইহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মানুসারে পদ সকলের ক্রিয়াম্বয়ই যোগ্যতা। যথা অগ্নিদ্বারা গৃহ দগ্ধ হইয়াছে, জলে মৃত্তিকা আর্দ্র হইয়াছে, রৌদ্রে জল শুষ্ক হইতেছে, বায়ুতে ধূলা উড়ি-

তেছে ইত্যাদি বাক্য গুলিকে যোগ্য বাক্য বলা যায়। কেন-না ঐ বাক্যগুলির অন্তর্গত পদ পদার্থের যোগ্যতা রক্ষা হইয়াছে অর্থাৎ পদপদার্থসকল স্ব স্ব ধর্ম্ম বিকাশ করিয়া ক্রিয়ার সহিত যথাযথ অন্বিত হইয়াছে। ঐ বাক্যগুলির অন্তর্গত পদ অগ্নি ও গৃহে, জল ও মৃত্তিকা, রৌদ্র ও জল এবং বায়ু ও ধূলা, ইহাদের কার্য্য—দহন, আর্দ্র করণ. শুষ্কতা ও উড্ডয়ন। ইহাতে পদার্থ সকলের স্ব স্ব ধর্ম্ম বিকাশ হইয়াছে এবং ক্রিয়ার অনুসারে যে পদে যে কারক বিভক্ত্যাদি হওয়া উচিত, তাহা স্বরূপ (ঠিক) হইয়াছে। অতএব ঐ বাক্যগুলি সর্ব্বতোভাবে যোগ্যতান্বিত বাক্য।

৯১৪। যদি কোন পদে স্বাভাবিক ধর্ম্মের অন্যথা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে যোগ্যতার ব্যাঘাত হয়। যথা পদ দ্বারা দর্শন করিতেছে, কর্ণে কথা কহিতেছে, এইবাক্যদুইটী অযোগ্য হইয়াছে। কারণ ইহাদের অন্তর্গত পদ পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম্মের বিকাশ হয় নাই, কিন্তু ক্রিয়ার সহিত অন্বয় ঠিকই আছে; পদে কখন দেখাযায়না ও কর্ণে কখন কথা কহা যায় না; সুতরাং ঐ বাক্যে অন্বয় যথাযথ থাকিলেও তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্মের অন্যথাহওয়াতে বাক্য দুইটী অযোগ্য হইল।

৯১৫। আর যদি অন্বয়ের ব্যতিক্রম হয় ও পদ সকলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বিকাশ ঠিক থাকে, তাহাহইলেও যোগ্যতার ব্যাঘাত হয়। যথা 'হরি যষ্টি দ্বারা রামকে প্রহারকরিতেছে এই বাক্যস্থলে 'হরি যষ্টিকে রাম দিয়া প্রহারকরিতেছে' বলি-লেও বাক্যটী অযোগ্য হয়; কেননা যষ্টির আঘাত করণ শক্তি সত্বেও 'প্রহার করিতেছে' ক্রিয়ার করণত্ব উপলব্ধি না হওয়াতে যোগ্যতার হানি হইয়াছে; সুতরাং উহা বাক্যই নহে।

৯১৬। কিন্তু পরিহাস ও শ্লেষাদি স্থলে পদ পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম্মের অন্যথা হইলেও যোগ্যতার বিরোধ হয় না, কেননা তথায় ভাবব্যক্তির ব্যাঘাত হয় না। যেমন—'কোন ব্যক্তি একাগ্র চিত্ত কোন পদার্থ দর্শনকরিতেছে' তাহা দেখিয়া অন্য ব্যক্তি তাহাকে কহিল, 'খাও উদর পূর্ণ করিয়া খাও' এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, 'দেখ মানস পূর্ণ করিয়া দেখ' এখানে 'খাও' ক্রিয়ার অন্যথা দর্শন জ্ঞান হইল; এইরূপ জ্ঞানের কারণ পরিহাস; পরিহাস দ্বারা 'খাও উদর পূর্ণ করিয়া খাও' বাক্যের অন্তর্গত পদ সকলের স্বাভাবিক ধর্ম্মের অন্যথা হইয়াও বাক্যটী অযোগ্য হইল না।

৯১৭। আবার কোন বিশেষ বিশেষ স্থলে পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম্মের অন্যথাদ্বারা তাহার বিকাশ হইলেও বাক্যে যোগ্যতার বিরোধ হয় না। যথা—বলাগিয়াথাকে—'রাজারা কর্ণে দেখিয়া থাকেন' কর্ণের দর্শন শক্তি নাই, এখানে দর্শন শক্তি থাকার কার্য্য হইতেছে বলিয়া, ওরূপ বাক্য হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, রাজারা সর্ব্বত্র গতাগতি করিয়া দেখিতে পারেন না; আপ্ত দর্শকের মুখে শুনিয়া অবগত হয়েন, সেই অবগতি নিবন্ধন 'কর্ণে দেখিয়া থাকেন' ইহা সার্থক হইতেছে অর্থাৎ স্বাভাবিক ধর্ম্মের অন্যথাদ্বারা তাহার বিকাশ হইল; সুতরাং ইহা অযোগ্য বাক্য হইল না। ফলতঃ যে কোন রূপে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বিকাশ সহিত বাক্যার্থ প্রতীতি শক্তির নামই যোগ্যতা।

## আকাঙ্ক্ষা শক্তি।

৯১৮। যাহাদ্বারা বক্তার কথিত বাক্যে শ্রোতার শুশ্রূষা নিবৃত্তি হয়, বাক্যের সেই শক্তির নাম আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ

ক্যের পদ ত্রুটি নাথাকাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। সমাপিকা ক্রিয়ার অভাবে, অসমাপিকাক্রিয়াপ্রয়োগে কিম্বা ক্রিয়ার বিশেষ কোন কারকপদের অভাবে বাক্য সমাপ্ত করিলে, শুশ্রূষা নিবৃত্তি হয় না। কেননা তাহাতে পদ ত্রুটি থাকে। এইরূপ পদ ত্রুটি থাকিলেই বাক্যটি আকাঙ্ক্ষান্বিত হইল না। আর পদের ত্রুটি বা অভাব না থাকিলেই বাক্য আকাঙ্ক্ষান্বিত হইল। আকাঙ্ক্ষান্বিত বাক্যের নাম পূর্ণ বাক্য; এবং যে বাক্যে পদের ত্রুটি থাকে, তাহাকে অনাকাঙ্ক্ষিত বা অসম্পূর্ণ বাক্য বলে। সুতরাং যে পদের ত্রুটিতে বাক্যটী পূর্ণ হয় না, তাহাকে সাকাঙ্ক্ষ বা আকাঙ্ক্ষ্য পদ বলে। যথা 'হরি ভাত খাইতেছে' ইহা আকাঙ্ক্ষান্বিত বাক্য; ইহাতে একটী পদেরও অভাব বা ত্রুটি নাই। সব কয়টী আকাঙ্ক্ষ্য পদেরই সমাবেশ হইয়াছে; ইহারি একটীর ত্রুটিতে বাক্য পূর্ণ হইবে না। যদি 'হরি ভাত' বল তাহা হইলে 'হরি ও ভাত' এই দুই পদার্থের প্রতি কোন কার্য্যের আকাঙ্ক্ষা, শ্রোতার থাকিয়া যাইতেছে, অর্থাৎ শ্রোতার শুনিবার ইচ্ছা থাকিতেছে। 'হরি খাইতেছে, বল, যাহা খাইতেছে, তাহার আকাঙ্ক্ষা শ্রোতাতে থাকিয়া যাইতেছে। আর 'ভাত খাইতেছে' বল, যে খাইতেছে, তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যাইতেছে, কোন রূপেই বাক্যটী পূর্ণ হইলনা; এমতস্থলে 'হরি ভাত খাইতেছে' বলিলে শ্রোতার কোন পদেরই আকাঙ্ক্ষা না থাকিয়া বাক্যের পূর্ণতা করিল; সুতরাং হরি ভাত খাইতেছে' বাক্যটী আকাঙ্ক্ষাময় বা আকাঙ্ক্ষান্বিত হইল। ফলতঃ শ্রোতার আকাঙ্ক্ষিত পদ দ্বারা বাক্য পূর্ণ হইলে বাক্যটী আকাঙ্ক্ষাময় বা আকাঙ্ক্ষান্বিত হয়।

বাক্যের অন্তর্গত সমস্ত পদই আকাঙ্ক্ষ্য সত্য; কিন্তু ক্রিয়া পদ যেমন আকাঙ্ক্ষ্য এমন আর কোন পদই নহে; কেননা কোন কোন সময়ে কোন কোন কারক পদের অভাব থাকিলেও বাক্যটী আকাঙ্ক্ষামন্ন হয়। যেমন জিজ্ঞাসিত হইল 'তিনি কি করিতেছেন' উত্তর 'তিনি আহারকরিতেছেন' এখানে 'কি' আহার করিতেছেন; তাহার প্রকাশ না থাকিয়াও বাক্যটী অনাকাঙ্ক্ষ বা অসম্পূর্ণ হইল না। "আহার করিতেছেন" বলাতে তাঁহার নিত্য খাদ্য "অন্নের" ভোজন প্রতীতি হইতেছে।

৯১৯। আসত্তি—আসন্নতা বা নিকটবর্ত্তিত্ব। বাক্য কথন বা লিখন সময়ে ক্রিয়ার যোগসম্বন্ধানুসারে পদ স্থাপনের পৌর্ব্বাপর্য্যকে আসত্তি কহে অর্থাৎ ক্রিয়ার অন্বয়ানুসারে যেপদকে যেপদের পরে বা পূর্ব্বে স্থাপনকরা কর্ত্তব্য, তাহার সেই রূপে স্থাপন করাকেই আসত্তি কহে। কোনরূপে পদ স্থাপনের পৌর্ব্বাপর্য্যের ব্যতিক্রম হইলে বাক্যের অনাসন্নতা বা অনাসত্তি দোষ হয়। যথা—সম্বন্ধকারকেরসহিত সম্বন্ধ পদের নৈকট্য থাকা চাই, যেমন "রামের পুস্তক" এবং "প্রহার করিতেছে" ক্রিয়ার সহ উহার করণ বা কর্ম্মপদের নৈকট্য—যেমন—হরি যষ্টিদ্বারা রামকে বা হরি রামকে যষ্টিদ্বারা প্রহারকরিতেছে" এইবাক্য দুইটী "আসত্তিময়" বাক্য। কিন্তু "রামের পুস্তক" স্থলে 'পুস্তক' শব্দের পূর্ব্বে বা 'রাম' পদের পরে অন্য কোন ক্রিয়ান্বিত পদের স্থাপন করিলে "রামের" পদের সহিত 'পুস্তক' পদের অনাসত্তি হয়। এবং দ্বিতীয় উদাহরণে যদি "প্রহারকরিতেছে রামকে হরি যষ্টিদ্বারা" এরূপবাক্য হয়, তাহাতেও আসত্তির অন্যথা হইয়া থাকে; সুতরাং এবম্বিধ বাক্য বাক্যই নহে।

আর—কোন ক্রিয়া ও তাহার অন্বিত পদ সকলের মধ্যে অন্য ক্রিয়ার অন্বিত পদ বিন্যাস করিলেও আসত্তির ব্যতিক্রম হয়। যথা—'হরি ভাত খাইতেছে' একটী বাক্য ইহাতে যদি "নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছে" এই বাক্যের কোন পদ নিবেশিত করাযায়, তাহা হইলেও অনাসন্নতা দোষ হয়। ফলতঃ যে কোনরূপে পদ স্থাপনের পারম্পর্য্যের ব্যতিক্রম হইলেই অনাসত্তি দোষ হয়। এক্ষণে অবধারিত হইল যে, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি এই তিন শক্তি বা গুণ সম্পন্ন পদ সমষ্টির নামই বাক্য। কোনরূপে এই তিন শক্তি বা গুণের একতমের অন্যথা হইলেই বাক্য দুষ্ট হয়।

এই যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিই পদ বিন্যাসের মূলীভূত সূত্র। এক্ষণে কিরূপে পদ বিন্যাস করিলে এই সূত্রের সমর্থনা থাকে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক, যে, পদ্যে অর্থাৎ কবিতায় গদ্যময় বাক্যের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তির ব্যতিক্রম হইলেও বাক্য দুষ্ট হয় না। কারণ কবিতা-ছন্দঃ বন্ধে কয়েকটী পরিমিত পদ বা বর্ণমালা দ্বারা রচিত হয়, সুতরাং মিত্রতা মাত্রা লঘুত্ব, গুরুত্ব প্রভৃতির অনুরোধে পদ বিন্যাস করিতে আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তির ব্যতিক্রম হইয়া পড়ে; সুতরাং কবিতাকে অন্বয় অর্থাৎ ক্রিয়া যোগ সম্বন্ধানুসারে পদ বিন্যাস পূর্ব্বক গদ্যাকার করিয়া অর্থগ্রহ করিতে হয়।

অপিচ যেমন বাক্য রচনা করিতে যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষাদি অবলম্বন করিয়া পদ বিন্যাস করিতে হয়; সেইরূপ মহা বাক্য রচনাকরিতে হইলে তাহাদের মধ্যেও যোগ্যতাদির অনুসারে বাক্য স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

আবার কোন প্রবন্ধ রচনা করিতে হইলে প্রবন্ধের অন্তর্গত আংশিক বিষয় গুলিরও ঐমত যোগ্যতা আসত্ত্যানুসারে পারম্পর্য্য ভাবে বিন্যাস করিতে হয়।

## বাক্য পদ বিন্যাস।

৯২০। ক্রিয়াই বাক্য রচনার মূল—ক্রিয়াদ্বারা বাক্যের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয়, ক্রিয়ারঅন্বিতপদসকলে বাক্যের আসত্তির পরিচয় পাওয়াযায়। ফলতঃ ক্রিয়া নাথাকিলে বাক্যই রচিত হয় না।

## ক্রিয়ার অনুসারে পদ স্থাপনা

৯২১। বাক্য রচনা কালে সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তৃপদ ও সর্ব্ব শেষে ক্রিয়া পদ বিন্যস্ত হইয়া বাক্য পূর্ণ হয়। যথা রাম লক্ষ্মণকে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে কহিলেন, এখানে আমার পুস্তক ছিল, রাম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিলেন ইত্যাদি।

৯২২। ক্রিয়া সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ভেদে দুই প্রকার, যে কোন ক্রিয়া কেন হউক না, তাহার উল্লেখ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার কয়েকটী পদের সহিত অন্বয় থাকে, সেই অন্বিত পদই কারক।

ক্রিয়ার সহিত কোন পদের আশ্রয় ভাবে, কোন পদের আশ্রিত ভাবে, কোন পদের সাধনভাবে, কোন পদের অপাদান ভাবে ও কোন পদের আধার ভাবে অন্বয় থাকে। এই অন্বয় অনুযায়ী পদ বিন্যসনী শক্তিই আসত্তি। অতএব বাক্য রচনা সম্বন্ধে ক্রিয়ার অন্বয় অনুসারে পদ স্থাপনের কয়েকটী নিয়ম লিখিত হইতেছে।

৯২৩। বাক্যের প্রথমে কর্ত্তৃপদ ও সর্ব্ব শেষে ক্রিয়া

বিন্যাস করিতে হয় ও অন্যান্য কারকপদসকল ঐ উভয় পদের মধ্যে স্ব স্ব বিশেষণ আদি সহ নিবিষ্ট হয়।

৯২৪। কর্ত্তা ব্যতীত অন্যান্য কারক পদের মধ্যে যে যে পদ বাক্যস্থ ক্রিয়ার সহিত বিশেষরূপে অন্বিত, সেই সেই পদ অপেক্ষাকৃত ক্রিয়ার সন্নিহিত হয়। অন্বয়ের এইরূপ সামান্যতা ও বৈশেষ্য দ্বারা ক্রিয়ার সহিত পদ সকলের নৈকট্য ও দূরত্ব অবধারিত হইয়া থাকে। যথা "দান করিতেছেন" একটী ক্রিয়া, ইহা দ্বিকর্ম্মক, দুইটী কর্ম্মের সহিতই ইহার অন্বয় আছে, বিশেষান্বয় বশতঃ মুখ্যকর্ম্মটী ক্রিয়ার সন্নিহিত ও অন্বয়ের সামান্যতা প্রযুক্ত গৌণ কর্ম্মটী দূরবর্ত্তী হইয়া বিন্যস্ত হইবে। যেমন "দয়ালু দুঃখীদিগকে ধন দানকরিতেছেন" এবাক্যে মুখ্যতাবশতঃ 'ধন' পদ সন্নিহিত ও গৌণত্বহেতু, "দুঃখী দিগকে" পদ দূরবর্ত্তী হইয়াছে। এখানে যদি "দয়ালু ধন দুঃখীদিগকে দানকরিতেছেন" বলাহয়, তাহাহইলে 'ধন পদের সহিত "দান করিতেছেন" ক্রিয়ার আসত্তির ব্যতিক্রম বশতঃ বাক্যটী দুষ্ট ও দুঃশ্রব হইয়া উঠে। কেননা দান করিতেছেন" ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক; সুতরাং মুখ্য কর্ম্ম 'ধন' পদের সহিত উহার আসত্তি থাকাতে নিকটবর্ত্তী ও গৌণকর্ম্ম "দুঃখীদিগকে পদের আসত্তি তদপেক্ষা অল্প হওয়াতে দূরবর্ত্তী হইবে, তাহা না ঘটায় বাক্যটী দুষ্ট ও দুঃশ্রব হইয়াছে।

৯২৫। আবার ঐবাক্যে যদি সম্ভবতঃ করণপদ ব্যবস্থাপনের আবশ্যক হয়, তবে কর্ম্মদ্বয়অপেক্ষা করণপদ ক্রিয়াহইতে দূরে বসিবে। কেননা কর্ম্ম পদ অপেক্ষা করণের আসত্তি অল্প। (এখানে কর্ম্ম – মুখ্য কর্ম্ম)। যথা—"দয়ালু দুঃখীদিগকে হস্তে ধন দানকরিতেছেন" বা দয়ালু স্বহস্তে দুঃখীদিগকে

"ধন দান করিতেছেন" উভয় বাক্যে মুখ্যকর্ম্মঅপেক্ষা করণপদ দূরে বসিয়াছে,আর করণ ও গৌণ কর্ম্ম পদের সামান্যান্বয় বশতঃ বিন্যাসের পৌর্ব্বপর্য্য হইয়াছে।

আবার যদি ঐ বাক্যে অপাদান পদ বিন্যাস করিতে হয়, তবে ঐ সকল কারকাপেক্ষা অপাদান ক্রিয়ার দূরে বসিবে। যথা—"দয়ালু বাক্স হইতে স্বহস্তে দুঃখীদিগকে ধন দান করিতেছেন" এ বাক্যে "বাক্স হইতে" অপাদানপদের, কর্ম্ম ও করণপদাপেক্ষা ক্রিয়ার সহিত অন্বয় অতি সামান্য হওয়াতে ঐ কারক গুলি হইতে ক্রিয়ার দূরে বসিবাছে।

আবার ঐ বাক্যে যদি অধিকরণ পদ বিন্যাস করিতে হয় তবে অধিকরণ ঐ সমস্ত কারকাপেক্ষা ক্রিয়ার দূরে বসিবে। যথা—"দয়ালু দেবালয়ে বাক্স হইতে স্বহস্তে ইত্যাদি। অধিকরণের দূরে বিন্যাসের কারণ এই যে," অধিকরণ পদের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় ঐ সকল কারকাপেক্ষা আরো সামান্য।

## করণপদ বিন্যাস।

৯২৬। ছেদন,শাসন,দান, আঘাত, সংকেত ও ক্রীড়া প্রভৃতি কতক গুলি অর্থের ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত করণসাধিত, অর্থাৎ এই সকল অর্থের ক্রিয়ার সহিত করণ কারকের বিশেষান্বয় আছে।

৯২৭। যদি কোন সকর্ম্মক ক্রিয়া করণ সাধিত হয় তাহা হইলে কর্ম্ম ও করণ, উভয় কারকই পৌর্ব্বাপর্য্য ভাবে অর্থাৎ কখন কর্ম্ম কখন করণ ক্রিয়ার নিকটবর্ত্তী হইবে। আর দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া করণ সাধিত হইলে করণ ও মুখ্য কর্ম্মে পৌর্ব্বাপর্য্য থাকিবে। যথা—করণসাধিত সকর্ম্মকক্রিয়া "প্রহার করিলেন" বাক্য—"হরি যষ্টিদ্বারা রামকে প্রহার করিলেন" বা হরি রামকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিলেন" দ্বিবিধই হইতে পারে.

৯২৮। আর অকর্ম্মক ক্রিয়া করণ সাধিত হইলে করণ পদ অন্যান্য কারক পদ অপেক্ষা ক্রিয়ার নিকটে বসিবে। কারণ করণের সহিত ক্রিয়ার আসক্তি অধিক। যথা—রাম এখান হইতে অশ্বে গমন করিয়াছেন ইত্যাদি।

কিন্তু সাধনীয় কারক, করণাপেক্ষা ক্রিয়ার নিকটে বসিবে। যেমন বাতাসে ফল পড়িতেছে, বাত্যায় বৃক্ষ উপাড়িয়াগিয়াছে, ইত্যাদি। ফলতঃ এই দুই বাক্যের করণের সহিত ক্রিয়ার বিশেষান্বয় নাই।

## অপাদান পদ বিন্যাস।

৯২৯। ভয়, উৎপত্তি, গ্রহণ, রক্ষা, চলন প্রভৃতি কতকগুলি ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অপাদানসাধক অর্থাৎ ঐসকল অর্থের ক্রিয়ার সহিত অপাদান কারকের বিশেষ অন্বয় আছে।

৯৩০। অপাদান সাধক ক্রিয়া যদি সকর্ম্মক হয়, তবে অপাদান ও কর্ম্মকারকেরমধ্যে যে কোনটী ক্রিয়ার সন্নিহিত হইবে। যথা—ক্ষত্রিয় রাজারা অসুর হইতে ঋষিগণকে রক্ষা করিতেন বা ক্ষত্রিয় রাজারা ঋষিগণকে অসুর হইতে রক্ষা করিতেন" দুই প্রকারই হইতে পারে। কিন্তু অপাদান সাধক ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক হইলে মুখ্যকর্ম্ম ক্রিয়ার সন্নিহিত, অপাদান তদপেক্ষা দূরে ও গৌণ কর্ম্ম ঐ দুই কারক অপেক্ষা দূরে বসিবে। পরন্তু অপাদান সাধক ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক নাই। অপাদান সাধক সকর্ম্মক ক্রিয়াকে ণিজন্ত করিলে হইতে পারে। যথা "পিতা পুত্রকে শিক্ষকহইতে উপদেশ গ্রহণকরাইতেছেন" এখানে মুখ্যকর্ম্ম "উপদেশ" নিকটে, "শিক্ষক হইতে" অপাদান তদপেক্ষা দূরে আর পুত্রকে গৌণ কর্ম্ম উভয়াপেক্ষা দূরে বসিয়াছে।

৯৩১। সকর্ম্মক বা দ্বিকর্ম্মক যে কোন অপাদান সাধক ক্রিয়া কেন হউক না, অপাদায়ক পদ সর্ব্বত্রই অপাদান অপেক্ষা ক্রিয়ার সন্নিহিত হইবে। যথা "ছাত্র শিক্ষক হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেছে" এবাক্যে উপদেশ কর্ম্মকারক অপাদায়ক হওয়াতে,অপাদান অপেক্ষা ক্রিয়ার নিকটে বসিয়াছে।

৯৩২। আর অপাদান সাধক ক্রিয়া অকর্ম্মক হইলে অপাদান কারক ক্রিয়ার সন্নিহিত হইবে। কিন্তু অপাদায়ক পদাপেক্ষা ক্রিয়ার দূরে বসিবে। যথা রাম খেলা হইতে ক্ষান্ত হইয়াছে, পাপে বিরত হইয়াছে ইত্যাদি। আর "দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হয়, বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতেছে," ইত্যাদি স্থলে "ঘৃত ও ফল" অপাদায়ক কর্ত্তা অপাদান সাধক "হয় ও পড়িতেছে" ক্রিয়ার অপাদান অপেক্ষা নিকটে বসিয়াছে।

৯৩৩। আর যে কোন অপাদানসাধক ক্রিয়ার বাক্যে করণ বা অধিকরণাদি অন্যান্য কারক পদ বিন্যাস করিতে হইলে মুখ্যকর্ম্ম বা কর্ম্ম ও অপাদান বা অপাদায়কপদ, এই দুই কারকপদঅপেক্ষা ক্রিয়াহইতে দূরে বসিবে। এবং অধিকরণপদ অন্যান্য সকল কারক অপেক্ষা দূরে বসিবে। যথা "মালী উদ্যানে বৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়নকরিতেছে" আর মালী উদ্যানে আকর্ষণী দ্বারা বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িতেছে" এখানে প্রথম বাক্যে অপাদান সাধক "চয়ন করিতেছে" ক্রিয়ার অপাদান পদ, অপাদায়ক পদ—"পুষ্প" অপেক্ষা ক্রিয়ার দূরবর্ত্তী হইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যে "পাড়িতেছে" ক্রিয়া অপাদান সাধক ও করণ সাধিত এবং অপাদায়ক পদ "ফল" এজন্য অপাদায়ক পদ ক্রিয়ার সন্নিহিত, এবং অপাদান ও করণ" এউভয়ের যে কোনটী অগ্র পশ্চাৎ বসিবে। তাহাতে "উদ্যানে বৃক্ষ হ

আকর্ষণী দ্বারা ফল পাড়িতেছে” ইহাও হইতে পারে। আর অধিকরণ পদ “উদ্যানে” দুই বাক্যেই ক্রিয়া হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে বসিয়াছে।

## অধিকরণ পদ বিন্যাস।

৯৩৪। সকল ক্রিয়ারই অধিকরণ পদ থাকিতে পারে; সকর্ম্মক, দ্বিকর্ম্মক, করণসাধিত, অপাদানসাধক, প্রভৃতি ক্রিয়া ঘটিত বাক্যে অধিকরণ কারক, অন্যান্য সকল কারকঅপেক্ষা ক্রিয়া হইতে দূরে বসিবে। যথা উদ্যানে বৃক্ষহইতে পুষ্পচয়ন করিতেছে, জলে মৎস্য ধরিতেছে, বিপণীতে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, ইত্যাদি বাক্যে অধিকরণ কারক অন্যান্য কারক অপেক্ষা ক্রিয়ার দূরে বসিয়াছে।

৯৩৫। কিন্তু থাকা, উৎপত্তি, শয়ন, উপবেশন, গমন, বাস, আরোহণ প্রভৃতি কতকগুলি অর্থের ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অধিকরণ সাধক অর্থাৎ অধিকরণপদের ঐ সকল অর্থের ক্রিয়ার সহিত বিশেষান্বয় আছে। সুতরাং ঐ সকল অর্থের ক্রিয়ার বাক্যে অধিকরণ কারক অপেক্ষাকৃত ক্রিয়ার সন্নিহিত হইয়া থাকে। যথা হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষীরা জলে সন্তরণ করিতেছে, মৎস্য জলে থাকে, মনুষ্যেরা গ্রামে ও নগরে বাস করে, শিশুরা জননীর নিকটে থাকিতে ভাল বাসে, পুষ্করিণীতে স্নান করে, জলে নামিতেছে, শয্যায় শয়ন করে, অশ্বে আরোহণ করিল, রাম রাজাসনে উপবেশন করিয়া...... ইত্যাদি। এই সকল বাক্যের অধিকরণকারক গুলি অপেক্ষাকৃত ক্রিয়ার নিকটে বসিয়াছে। অর্থাৎ অন্যান্য অর্থের ক্রিয়ার অধিকরণ পদ যত দূরে বসে তদপেক্ষা নিকটে বসিয়াছে।

৯৩৬। কিন্তু বিশুদ্ধ আধেয় পদ সর্ব্বত্রই অধিকরণাপেক্ষা

ক্রিয়ার ( অপেক্ষাকৃত অধিকরণসাধকক্রিয়ার ) নিকটে বসিবে। যেমন—জলে মৎস্য থাকে, সর্পে বিষ আছে, তিলে তৈল থাকে, ডাবে জল আছে, ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে "মৎস্য, বিষ, তৈল ও জল" প্রকৃত আধেয় পদ হওয়াতে ক্রিয়ার সন্নিহিত হইয়াছে।

৯৩৭। আর কালাধিকরণ; ক্রিয়াহইতে অনেকদূরে বসিবে। অর্থাৎ কাল অধিকরণপদ যেক্রিয়ার বাক্যের অন্তর্গত, সেই ক্রিয়ার ব্যাপারাশ্রিত পদসকলেরঅপেক্ষা অধিক দূরে বসিবে। যথা রাত্রিতে আকাশে চন্দ্রের উদয় হয়, প্রদোষে পশু পক্ষীগণ স্ব স্ব নিলয়ে বিলীন হয়, প্রাতঃকালে মনুষ্যগণ শয্যাহইতে গাত্রোত্থানকরিয়া স্ব স্ব কার্য্যে মনো-নিবেশ করে, বর্ষায় বৃষ্টি হয়, ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে কালাধিকরণ কারক সর্ব্বাপেক্ষা ক্রিয়ার দূরে বসিয়াছে।

## সম্বন্ধ পদ বিন্যাস।

৯৩৮। আপন আপন স্বামিত্ব বা স্বত্বাস্পদ পদের পূর্ব্বে সম্বন্ধ পদ নিবেশিত হইবে। যথা রামের রাজ্য, বালকের পুস্তক, যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা, পুত্রের পিতা, পিতার আলয়, আম্রের বৃক্ষ, ধনের অধিকারী, রাজ্যের প্রতিভূ ইত্যাদি। সম্বন্ধ পদের পরে তাহার সম্বন্ধ পদ বিন্যস্ত হইয়া থাকে,এই সাধারণ নিয়মের সময়ে সময়ে অন্যথা হয়। যেখানে সম্বন্ধ পদটী কোন প্রবল বিশেষণ বা কোন সর্ব্বনাম দ্বারা বিশেষরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়, তথায় কথন কথন সম্বন্ধের পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা ব্যাঘ্রেরন্যায় হিংস্র স্বভাব অন্য কোন জন্তুর দৃষ্টি করাযায়না, বুদ্ধি বৃত্তি যাহা কেবল মনুষ্যের আছে, ইত্যাদি। এখানে হিংস্র স্বভাব ও বুদ্ধিবৃত্তি স্ব স্ব সম্বন্ধ কারক "জন্তুর" ও "মনুষ্যের" পদের পূর্ব্বে

খসিয়াছে। তাহার কারণ “ ব্যাঘ্রেরন্যায় ” এই বিশেষণ ও যাহা এই সর্ব্বনাম দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

৯৩৯। কর্ত্তৃপদ, বাক্যের প্রথমেই নিবেশিত হয় একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; কিন্তু বিশেষ অন্বয় বশতঃ অনেক সময়ে বাক্যের মধ্যবর্ত্তীও হয়। অর্থাৎ অপাদানের অপাদায়ক করণের করণীয় বা অধিকরণের আধেয় পদ কর্ত্তৃকারক হইলে ক্রিয়ার সন্নিধান বশতঃ বাক্যের মধ্যবর্ত্তী হয়। যথা বাতাসে ফল পড়িতেছে, বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতেছে, দুগ্ধ হইতে ঘৃত হয়, ইক্ষুতে রস আছে ইত্যাদি বাক্যের কর্ত্তৃপদ গুলি করণীয়, অপাদেয় ও আধেয় হওয়াতে বাক্যের প্রথমে না বসিয়া ক্রিয়ার সন্নিধানে অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে।

৯৪০। প্রাগুক্ত প্রকার কারক পদ বিন্যাসের যে সমস্ত নিয়ম প্রণালী প্রদর্শিত হইল, তাহা প্রায় সর্ব্ব স্থলেই প্রযুক্ত ও অনুসৃত হইবে, এই সকল নিয়মের ব্যভিচার কদাপি লক্ষিত হইবে না। যদিও সহসা দুই এক স্থলে পদ বিশেষের অন্যথা বিন্যাস দেখা যায়, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই কোন বিশেষা-ন্বয় বশতঃ ঘটিয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে। ফলতঃ ক্রিয়ার যে বিশেষ অন্বয়ের কথা লিখিত হইয়াছে তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া বাক্যে পদ স্থাপন করিবে; কেননা ক্রিয়ার বিশেষা-ন্বিত পদ অযথা দূরে বসাইলে আসত্তির ব্যতিক্রম হইয়া বাক্যটী দুঃশ্রব হইবেই হইবে। যথা—“উদ্যানে বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিতেছে” এস্থলে “পুষ্প বৃক্ষ হইতে উদ্যানে চয়ন করি-তেছে” বলিলে বাক্যটী দারুণ দুঃশ্রব হয়। এই শেষোক্ত প্রকারে বাক্যে পদ বিন্যাস হইতে পারে না, তাহার কারণ পরে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

## কারক ও ক্রিয়া পদ বিন্যাসের মৌলিক তত্ত্ব।

৯৪১। বঙ্গ ভাষার বাক্যে কর্ত্তৃপদ অগ্রে ও ক্রিয়া পদ সর্ব্বশেষে বিন্যাস করিয়া, এই উভয় পদের মধ্যে অন্যান্য কারক পদাদির বিন্যাস করা রীতি। একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই ক্ষণে ঐরূপ বিন্যাসের মূল কি? তাহার তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

৯৪২। কর্ত্তৃপদের প্রথমে ও ক্রিয়াপদের সর্ব্বশেষে বিন্যাস করণের কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে অগ্রে ইহা দেখা আবশ্যক যে, ভাষা কি? ভাষা=মনুষ্যের কার্য্য ব্যবহার প্রণালীর পরিচায়ক অর্থাৎ মনুষ্য যখন যেখানে যে দ্রব্য লইয়া যেরূপে কার্য্য করিয়াথাকে ভাষায় তাহারই পরিচয় দিয়া থাকে। অতএব কার্য্য ব্যবহার প্রণালী যেরূপে পরিচালিত হয়, তৎপরিচায়ক বাক্যও, সেইরূপে পরিব্যক্ত বা পরিভাষিত হইয়া থাকে। যেমন "বাজারে যাইয়া বস্ত্র খরিদ করিল" এই ভাষিত বাক্য দ্বারা অগ্রে "বাজারে যাওয়া" ও তৎপরে "বস্ত্র ক্রয়করা" কার্য্যের পরিচয় পাওয়াযাইতেছে; এ স্থলে "বস্ত্র ক্রয় করিয়া বাজারে যাইল" বলিলে কার্য্য ব্যবহারের যথাযথ পরিচয় দেওয়া হইল না। কারণ অগ্রে বাজারে গমন বিনা বস্ত্র খরিদ হয় না, তাহাতে অগ্রে বাজারে গমন কার্য্যের পরিচায়ক বাক্য কথিত হইবে, পরে, বস্ত্র খরিদ কার্য্যের পরিচায়ক বাক্য ভাষিত হইবে, তাহা হইল না। এইরূপ, "বাটী হইতে কলিকাতা গমন করিয়াছে" এই কথিতবাক্যেরস্থলে যদি "কলিকাতা গমন করিয়াছে বাটী হইতে" বলাযায় তাহা-হইলে বাক্যটী বিশৃঙ্খল, ও দূষিত হয়, তাহার কারণ, "বাটী থেকে যাওয়া" ঘটনা অগ্রে, ও পরে কলিকাতা যাওয়া,

সুতরাং বাটী পদার্থের সঞ্চার অগ্রে না হইলে কলিকাতার সঞ্চার অসম্ভব। কেননা বাটী হইতে বাহির হইলে পরে তবে যেখানে যাইবে সে পদার্থের আবশ্যক। এই জন্যই আমাদের বাক্য কথনের প্রণালী এইরূপ হইয়াছে। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা কথিত বাক্যে অগ্রে কর্ত্তৃপদ ও শেষে ক্রিয়াপদ বিন্যাস করিয়াথাকি। যেমন "মালী উদ্যানে বৃক্ষহইতে ফল পাড়িতেছে" এই বাক্যের অন্তর্গত কর্ত্তৃপদ "মালী" অগ্রে বিন্যস্ত হইয়াছে, কারণ "উদ্যানে বৃক্ষ হইতে ফল পড়া" কার্য্যের সাধক না হইলে উক্ত কার্য্য কে সম্পন্ন করিবে। কাজেই সাধক অর্থাৎ কর্ত্তা বস্তুর সঞ্চার অগ্রে, তৎপরে যে স্থানে, যাহা হইতে যাহার পাড়া কার্য্য ঘটিবে, ক্রমশঃ সেই সেই, দ্রব্যের সঞ্চার পরিচায়ক পদের উল্লেখ হইলে, তৎপরে তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যের পরিচায়ক পদের উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ উল্লিখিত দ্রব্য গুলি না থাকিলে কি লইয়া "পাড়া কার্য্য" সম্পন্ন হইবে, সুতরাং অগ্রে দ্রব্যের সঞ্চার, পরে তবে কার্য্য ঘটনা। এই জন্যে কার্য্য পরিচায়ক ক্রিয়াপদ সর্ব্বশেষে কথিত হয়। অতএব বাঙ্গালা ভাষায় বাক্যে পদ বিন্যাস, এইরূপ কার্য্যানুযায়ী পরম্পরিত বলিয়া, ক্রিয়াপদ সর্ব্বশেষে বিন্যস্ত হয় এবং তদন্বিত পদচয়ও পরম্পরিত ভাবে বিন্যস্ত হইয়াথাকে, অর্থাৎ কার্য্যে যখন যে বস্তুর প্রয়োজন, তখন সে বস্তু লইতেহয়, কাজেই তত্তৎ পদ উক্ত হইলেই পরম্পরিত বিন্যাস হইয়া পড়ে, তাহাতেই কর্ত্তৃকর্ম্মাদি কারক পদসকল উক্ত প্রণালীমতে বিন্যস্ত হইয়া ক্রিয়াপদ শেষে আসিয়া উপস্থিত হয়; কুত্রাপি এই পরম্পরিত ভাবের অন্যথায় ক্রিয়া বা কারক পদাদির বিন্যাস লক্ষিত হয় না।

৯৪৩। পদ বিন্যাস ঘটিত যে সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে তৎ সমস্তই এই পরম্পরিতভাবমূলক এবং এই পরম্পরিত ভাবই পদ বিন্যাস রীতির মৌলিক হেতু। ক্রমশঃ কারকাদি পদ সমস্তের এই ভাবানুযায়ী বিন্যাসের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

কারক পদ সকলেরমধ্যে কোন কোন পদ যে ক্রিয়া হইতে দুরবর্ত্তী ও কোন কোন পদ ক্রিয়ার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহার মৌলিক হেতু অন্বেষণ করিলে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, করণ,অপাদান ও অধিকরণ, ক্রিয়া হইতে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী হয়। প্রথমতঃ "করণ কারক" ইহা বাক্যের কোন স্থানে বসিবে? ইহার উত্তর এই যে, করণপদ যে প্রকারই কেন হউক না, তাহার সাধ্য অর্থাৎ করণীয় বিষয় ঘটিত পদচয়ের পূর্ব্বে বসিবে, যেমন 'দাত্র দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিতেছে' এখানে 'দাত্র' এই করণের করণীয় বিষয় "বস্তু ছেদন করা" সুতরাং তদ্ঘটিত "বৃক্ষ ও ছেদন করিতেছে" পদদ্বয়ের পূর্ব্বে বসিয়াছে। সাধন বস্তুর সঞ্চার না হইলে করণীয়ের সঞ্চার অগ্রে হইতে পারে না অর্থাৎ যে বস্তুর দ্বারা ছেদন হইবে সে বস্তু আগে চাই, তাহার পর যাহা কাটিবে সে বস্তু; এই দুই বস্তুর সঞ্চার হইলে তবে ছেদন কার্য্য হইবে। তাহাতে কার্য্য পরিচায়ক ক্রিয়া পদ সর্ব্বশেষে পড়ে আবার সাধকের অর্থাৎ যে ছেদন কার্য্য করিবে, সে বস্তুর সঞ্চার না হইলে করণ ও করণীয় বস্তুর সঞ্চার হইতে পারে না, কেননা করণ দ্বারা করণীয়ের সম্পাদন কে করিবে; সুতরাং সাধকের অর্থাৎ কর্ত্তার উল্লেখ অগ্রে হইবে। যেমন রাম দাত্রদ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিতেছে" এই জন্যেই কর্ত্তা, সকল কারক অপেক্ষা ক্রিয়া হইতে দূরে অর্থাৎ বাক্যের প্রথমেই নিবেশিত হইবে।

করিতেছে” এই জন্যেই কর্ত্তা, সকলকারকঅপেক্ষা ক্রিয়াহইতে দূরে অর্থাৎ বাক্যের প্রথমেই নিবেশিত হইবে।

৯৪৪। দ্বিতীয়তঃ, অপাদান কারক বাক্যের কোথায় বিন্যস্ত হইবে? উঃ—ইহার অপাদেয় বিষয় ঘটিত পদচয়ের পূর্ব্বে বসিবে; সুতরাং অপাদায়ক বস্তু ও ক্রিয়া ঘটিত পদ তাহার পরবর্ত্তী হইবে। যেমন “ বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতেছে ” এখানে “ বৃক্ষ হইতে” অপাদান পদ অপাদেয় বিষয় ফল পড়া ঘটিত “ ফল ও পড়িতেছে ” পদের পূর্ব্বে বসিয়াছে। কারণ অপাদান বস্তুর সঞ্চার অগ্রে না হইলে অপাদায়কের অপায় কোথা হইতে হইবে।

৯৪৫। অনন্তর অধিকরণপদ। আধার নাথাকিলে আধেয় সংস্থিতি হয়না। সুতরাং আধারবস্তুঘটিতপদ অধিকরণেরপরে আধেয় বিষয়ঘটিত পদচয়ের স্থাপনকরিতে হইবে। যেমন “ উদ্যানে বৃক্ষহইতে আকর্ষণীদ্বারা ফল পাড়িতেছে, এখানে বৃক্ষ হইতে আকর্ষণীদ্বারা ফল পাড়িতেছে এই বাক্যটীই আধেরস্বরূপ হইয়াছে। কেননা এই বাক্য বিষয়ক ব্যাপার “উদ্যানে” ঘটিতেছে, অর্থাৎ বৃক্ষাদির অবস্থানের স্থান অগ্রে আবশ্যক সুতরাং আধার বস্তুর সঞ্চার অগ্রে হওয়াতে ‘উদ্যানে’ অধিকরণ পদ অগ্রে অর্থাৎ ক্রিয়াহইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে বিন্যস্ত হইয়াছে। আবার “উদ্যানে” এই সকল ব্যাপার সাধনের কর্ত্তা কেহ না থাকিলে ঘটনা সম্পন্ন হয় না; এজন্য কর্তৃপদ ঐসকল বিষয় ঘটিত পদ সকলের অগ্রে বিন্যস্ত হইবে। যেমন “রাম উদ্যানে বৃক্ষ হইতে ইত্যাদি। অতএব অবধারিত হইল করণ, অপাদান, অধিকরণ ও কর্তৃপদ প্রাগুক্ত মৌলিক হেতু পরম্পরিত ভাবের

আবৃত্তি অনুসারে ক্রিয়া হইতে ক্রমশঃ দূরে দূরে অর্থাৎ বাক্যের প্রথম হইতে ক্রমশঃ পরে পরে বিন্যাসিত হইয়া থাকে।

৯৪৬। তদনন্তর যে সমস্ত কারকপদ ক্রিয়ার নিকটবর্ত্তী হয়, বলা যাইতেছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে—ক্রিয়ার সহ যাহার বিশেষান্বয় আছে, সেই কারক ক্রিয়ার নিকটবর্ত্তী হয়।

৯৪৭। যে ক্রিয়ার যে কারকের সহিত বিশেষ অন্বয় আছে তাহাকে তন্নিষ্ঠ ক্রিয়া কহে। ক্রিয়া প্রধানতঃ দুই প্রকার; সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক। সকর্ম্মক ক্রিয়াটী কর্ম্মনিষ্ঠক্রিয়া; ইহাও এক কর্ম্মক ও দ্বিকর্ম্মক ভেদে দ্বিবিধ। এককর্ম্মকের কর্ম্ম ও দ্বির্ম্ম-কের মুখ্যকর্ম্মই ক্রিয়ার আশ্রিত; আশ্রিতকর্ম্মক্রিয়ার নিকট-বর্ত্তী আর গৌণকর্ম্ম দূরবর্ত্তী হয়। ইহাও প্রগুক্ত পরস্পরিত ভাব মূলক রীত্যনুযায়ী। কেননা যে বস্তু লইয়া ক্রিয়ার কার্য্য ঘটনা হয়, তদ্‌ঘটিত পদের পরে তাহার ক্রিয়া ঘটিত পদ বিন্যাস করা বিধেয়। যেমন দুঃখীদিগকে ধন দিতেছে" এখানে ক্রিয়ার নিকটে 'ধন' তাহার পূর্ব্বে "দুঃখীদিগকে" পদ বসিয়াছে। কারণ যাহাকে দেওয়া যাইবে অগ্রে তাহার প্রয়োজন, তাহার পর দাতব্য বস্তু, তাহার পরে দান কার্য্য ঘটনা; এবাক্যে অগ্রে দানীয় বস্তু ঘটিত "দুঃখি দিগকে" পদ, তাহার পর দাতব্য বস্তু ঘটিত পদ "ধন" ও সর্ব্ব শেষে দান কার্য্য পরিচায়ক "দিতেছে" পদ বিন্যস্ত হইয়াছে।

৯৪৮। আবার সকর্ম্মক ক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলি করণ নিষ্ঠ ও কতকগুলি অপাদাননিষ্ঠ ক্রিয়া আছে। কর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়া যখন যন্নিষ্ঠ হইবে, তখন আশ্রিত কর্ম্মে ও সেই কারকে পৌর্ব্বাপর্য্যভাবে ক্রিয়ার নৈকট্য সম্বন্ধ থাকিবে। যথা— করণ নিষ্ঠ সকর্ম্মক ক্রিয়ার স্থলে—যষ্টিদ্বারা রামকে অথবা রা

কে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিতেছে, ২— অপাদান নিষ্ঠ সকর্ম্মক ক্রিয়ার স্থলে—ক্ষত্রিয় রাজারা অসুর হইতে ঋষিগণকে অথবা ঋষিগণকে অসুর হইতে রক্ষা করিতেন, এইদুইপ্রকার বাক্যের স্থলেই পরম্পরিত ভাব বিদ্যমান আছে; কেননা প্রথম প্রকার উদাহরণে "প্রহার করিতেছে" ক্রিয়ার কার্য্যস্থানে "যষ্টি ও রাম" অর্থাৎ কর্ম্ম ও করণ এই দুই বস্তু বিশেষ প্রয়োজনীয় অর্থাৎ এই দুই বস্তু লইয়া তাহার কার্য্য ঘটনা হয়। তাহাতে কর্য্যকালে উহাদের যেটী হউক অগ্রে সঞ্চারিত হইয়া কার্য্য হইতে পারে। এজন্য উভয়েরই ক্রিয়ায় নৈকট্য সম্বন্ধের পৌর্ব্বপর্য্য হইয়াছে। আর দ্বিতীয় উদাহরণে—"রক্ষাকরিবেন" ক্রিয়ার কার্য্য স্থানে "অসুর ও ঋষি" অর্থাৎ কর্ম্ম ও অপাদান দুই বস্তর পক্ষেও পূর্ব্ব মত সঞ্চার ঘটনা।

৯৪৯। আর কর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়া মাত্রেরই অধিকরণ পদ থাকিতে পারে। কিন্তু বিশেষ নিষ্ঠতা না থাকায়, কর্ম্মাদি অন্যান্য কারক অপেক্ষা অধিকরণ পদে ক্রিয়ার নৈকট্য সম্বন্ধ নাই। অর্থাৎ সকর্ম্মক ক্রিয়ার বিশেষ অধিকরণনিষ্ঠতা নাথাকায় এবং পদ সকলের পরম্পরিত ভাবে বিন্যাস শীলতা বশতঃ অধিকরণপদ সকর্ম্মক ক্রিয়াহইতে অন্যান্য কারক অপেক্ষা দূরে নিবেশিত হয়। কারণ কার্য্য ঘটনা জন্য আধার বস্তু অগ্রে তবে তাহাতে কার্য্য ঘটনা। যেমন পথে তাহাকে যষ্টিদিয়া মারিয়াছে, এবাক্যে "মারা" ক্রিয়ার অধিকরণশীলতা না থাকায় এবং করণ ও কর্ম্ম নিষ্ঠতা বশতঃ করণ ও কর্ম্ম ক্রিয়ার নিকটে, অধিকরণ তদপেক্ষা দূরে বিন্যস্ত হইয়াছে।

৯৫০। অনন্তর অকর্ম্মক ক্রিয়ার মধ্যে যেগুলি করণ বা [অপ]াদান নিষ্ঠ হয়, করণ বা অপাদান পদ তাহার নিকটে বসে;

কেননা কার্য্যটীই তাহার করণীয় বা অপাদেয় বিষয় হয়। যথা নৌকায় আসিয়াছে, সর্প হইতে ভয়করিতেছে ইত্যাদি স্থলে আসা ও ভয় পাওয়া কার্য্য করণীয় ও অপাদেয় হওয়াতে করণ ও অপাদান পদ ক্রিয়ার নিজ পূর্ব্বে বসিয়াছে।

৯৫১। আর কর্ত্তৃনিষ্ঠ ক্রিয়ার মধ্যে যেক্রিয়া বিশেষ অধিকরণনিষ্ঠ অধিকরণ ও কর্ত্তা পৌর্ব্বাপর্য্যভাবে তাহার সন্নিহিত হইবে। কারণ, তাহার কার্য্য ঘটনাস্থলে আধার বস্তর প্রয়োজন। যথা—মনুষ্যেরা গ্রামে ও নগরে বাস করে। এখানে বাস করে ক্রিয়ার কার্য্য স্থানে আধরের প্রয়োজন বশতঃ গ্রাম ও নগর নিকটে বসিয়াছে। ফলতঃ কর্ত্তৃনিষ্ঠ ক্রিয়ার বাক্যে কর্ত্তৃপদ সাধক হইলে বাক্যের প্রথমে বসিবে, আর করণ, অপাদান, বা অধিকরণ পদ ক্রিয়ার সন্নিহিত হইবে; এবং কর্ত্তৃপদ করণীয়, অপাদেয় বা আধেয় হইলে উক্ত কারকগুলি ক্রিয়াহইতে দূরবর্ত্তী ও কর্ত্তৃপদ নিকটবর্ত্তী হইবে। যথা—১—তিনি অশ্বে গমন করিয়াছেন" ও বৃষ্টিতে কাদা হইয়াছে; ২—রাম বাটীহইতে প্রস্থান করিয়াছে ও দুগ্ধ হইতে ঘৃত হয়; ৩—মনুষ্যেরা গ্রামে ও নগরে বাসকরে, ও ইক্ষুতে রস আছে' ইত্যাদি। এই সমস্ত বাক্যেও পদবিন্যাসের যে মৌলিক হেতু নিরূপিত হইয়াছে, তাহার অন্যথা হয় নাই। কেননা এইতিনটী উদাহরণের প্রত্যেকেরই প্রথম বাক্যস্থ কর্ত্তৃপদ সাধক হওয়াতে ক্রিয়াহইতে দূরে ও অন্যান্য কারক ক্রিয়ার সন্নিহিত হইয়াছে, কারণ ঐ সকল ক্রিয়ার কার্য্য স্থানে সেই সেই বস্তর প্রয়োজন। আর দ্বিতীয় বাক্যের কর্ত্তৃপদ ক্রমশঃ করণীয়, অপাদেয় ও আধেয় হওয়াতে ক্রিয়ার নিকট; ও অন্যান্য কারক গুলি দূরবর্ত্তী হইয়াছে।

৯৫২। এই স্থলে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক; প্রথমতঃ কর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়ান্বিত বাক্যে কর্ত্তৃপদ কখনই করণ, অপাদান, কি অধিকরণের, করণীয় কি অপাদেয় কি আধেয় হয়না। এজন্য উক্ত ক্রিয়া ঘটিত সকলবাক্যে কর্ত্তৃপদ প্রথমে বিন্যস্ত হইবে। কেননা সর্ব্ব স্থলে উহা কার্য্যের সাধক আর কর্ত্তৃনিষ্ঠ ক্রিয়ার বাক্যে কর্ত্তৃপদের সাধকত্ব করণীয়ত্ব, অপাদেয়ত্ব, ও আধেয়ত্ব থাকায় কর্ত্তৃপদ কখন বাক্যের প্রথমে বিন্যস্ত, কখন ক্রিয়ার নিকটস্থ হয়। তাহার কারণ অন্য কিছুই নহে; কেবল বস্তু সঞ্চারণের পরম্পরিত ভাব। অর্থাৎ প্রয়োজন মত যখন যে বস্তুর সঞ্চার হয়, তখনই তৎপরিচায়ক পদ বিন্যাসিত হইয়া, বাক্য কথিত হয়।

৯৫৩। দ্বিতীয়তঃ; ক্রিয়ামাত্রেই কারক মাত্র নিষ্ঠ; তন্মধ্যে ক্রিয়াটী সকর্ম্মক হইলে কর্ত্তৃভিন্ন বিশেষ দ্বিকারকনিষ্ঠ, অকর্ম্মক হইলে কর্ত্তৃ ভিন্ন বিশেষ এককারকনিষ্ঠ হয়। যে কারকের সহিত বিশেষনিষ্ঠতা থাকে, তাহাকে মুখ্যকারক, আর যে কারক সহ সামান্যনিষ্ঠতা থাকে তাহাকে গৌণকারক কহে। সকর্ম্মক ক্রিয়ার যে কোন ক্রিয়া কেন হউক না কর্ত্তৃ ভিন্ন তাহার সহিত দুইটী কারকের মুখ্যনিষ্ঠতা আর অন্যান্য কারকের গৌণ-নিষ্ঠতা থাকিবে; অর্থাৎ উক্ত ক্রিয়ার কার্য্যঘটনার স্থলে যে যে বস্তুর সঞ্চার হয়, তাহাদের মধ্যে মুখ্যকারক বস্তু দুইটী বিশেষ কার্য্য সাধনোপযোগী, অন্য গুলি সামান্য উপকরণ মাত্রহয়। সুতরাং কার্য্য কালে সামান্য অর্থাৎ গৌণকারকাশ্রিত বস্তু সকল অগ্রে সঞ্চরিত হইয়া থাকে। কারণ মুখ্যকারক বস্তু দুইটী কার্য্যের প্রধান অবলম্ব্য অর্থাৎ কাজ করিতে হইলে সেই দুই বস্তু লইয়াই কাজ করিতে হয়, তাহার যেটীর ইচ্ছা সেটীকে অগ্রে লইয়া কাজ

করিতে পারা যায়। কার্য্যে যে কারক বস্তুর যেমন সঞ্চার হইবে বাক্যে সে কারক পদ তেমনি কথিত হইবে—যেমন "প্রহার করিতেছে" একটী করণনিষ্ঠ সকর্ম্মক ক্রিয়া, কর্ম্ম ও করণ ইহার মুখ্যকারক আর অন্যগুলি গৌণকারক এবং ইহার কার্য্য "প্রহার করা" প্রহার কার্য্য করিবার জন্য, কার্য্যস্থলে প্রথমে একটী সাধক বস্তু চাই—সাধক—হরি, কাজের স্থান যাই, স্থান—পথ, তাহার পর যাহা দিয়া কাজ করিবে তাহা-যষ্টি, অনন্তর যাহাকে প্রহার করিবে, তাহা-রাম, এই চারিদ্রব্যের সঞ্চার হইলে তৎপরে প্রহার কার্য্য ঘটিবে, কিন্তু এই চারি দ্রব্যের মধ্যে কাজের সময় "যষ্টি ও রাম" এই দুইটী বস্তু প্রধান প্রয়োজনীয়। এজন্য ঐ দুই কারকের ক্রিয়ার নৈকট্যে পৌর্ব্বাপর্য্য আছে। এই কার্য্য ঘটনারপরিচয় দিতে হইলে—" হরি পথে যষ্টি দিয়া রামকে বা রামকে যষ্টি দিয়া প্রহার করিতেছে" এই মত বাক্য হয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, যে যষ্টি ও রাম" কার্য্য ঘটনার প্রধান বস্তু হওয়াতে এই দুই বস্তু ঘটিত পদ "প্রহার করিতেছে" কার্য্য পরিচায়ক ক্রিয়ার মুখ্যকারক এবং অন্য বস্তু ঘটিত পদ "হরি ওপথ গৌণ কারক হইল কি না? সুতরাং গৌণ কারক ক্রিয়ার দূরে ও মুখ্য কারক নিকটে বিন্যস্ত হইয়া থাকে। মুখ্য কারকই ক্রিয়ার বিশেষান্বিত।

এইরূপ অকর্ম্মক ক্রিয়ার কার্য্য ও তৎপরিচায়ক বাক্য এই রূপেই ঘটিবে অর্থাৎ কর্ত্তা ও আর একটী কারকের সহিত ক্রিয়ার মুখ্যনিষ্ঠতা ও অন্যগুলির সহিত গৌণ নিষ্ঠতা থাকিবে; তাহাতে কার্য্য স্থানে যেমন পরম্পরিত ভাবে বস্তু সঞ্চরণ হইবে, কার্য্যপরিচায়ক ক্রিয়ার বাক্যে তেমনি কারক পদের বিন্যাস হইবে। কোন মতে ইহার অন্যথা ঘটিবে না।

৯৫৪। অতএব বস্তু সঞ্চরণের পরম্পপরিত ভাবই যে, বাক্য পদ বিন্যসনীর মৌলিকহেতু, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নতুবা পদ্যময় বাক্যের অর্থাৎ কবিতার অর্থ সংগতি করিবার নিমিত্ত অন্বয় (গদ্যানুসৃত পদ স্থাপনা) করাহইতনা। অবশ্যই কবিতা বা পদ্যময় বাক্যের অর্থ গ্রহ জন্য অন্বয়ে পদস্থাপন প্রণালীর প্রকারান্তরতা থাকিত। যখন তাহার প্রকারান্তরতা নাই, [illegible] নির্দ্দিষ্ট রীতি অনুসারে পদ সন্নিবেশ করিয়া অর্থ গ্রহ করি[illegible]; তখন প্রস্তাবিত হেতু যে যুক্তি সংগত তাহাতে আর দ্বৈধ নাই।

কিন্তু কথন কখন যে নিরূপিত রীতির অন্যথা অর্থাৎ কর্ত্তৃ-কর্ম্ম ক্রিয়া পদাদির বিভিন্নরূপে বিন্যাস করিয়া বাক্য কথিত হয়, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই যে, গুরুতর কি প্রিয় ব্যক্তি, অথবা কোন সাশ্চর্য্য কি প্রিয় পদার্থের, কিম্বা যে কোন বিশেষ বিষয়ের দর্শন, অদর্শন, শ্রবণ, উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ, মর্য্যাদা কুৎসা, আদেশ, উপদেশ, প্রশ্ন, উত্তর অথবা সংশয় প্রভৃতি বিষয় ঘটিত বাক্যের কথোপকথন হয়, তথায় বক্তার হর্ষ, শোক, বিস্ময়, বিষাদ, ঔৎসুক্য, ক্রোধ, বা ব্যাকুলতাদি দ্বারা মনের চাঞ্চল্য বা আগ্রহাতিশয় বশতঃ বাক্য কথনে বিভিন্ন বিন্যাস ঘটিয়া থাকে। যথা দিয়াছে কে তোমাকে? আছে কি? হইয়াছে কি তোমাদের? দেখ, কি করিয়াছে তোমার পুত্র? আসুন মহাশয়? আসুন আসুন, দেখ, দেখ, দেখ গিয়া, দেখুন আসিয়া, কর কি, করেকে? কেন মারিয়াছে তাকে, কি হবে তোমার, করেছে কি? প্রভৃতি বাক্যের পদ বিন্যাস বিভিন্ন ভাবে হইয়াছে; ইহাতে কোন দোষ হয় নাই। ফলতঃ বাক্য রচনায় পদ বিন্যাস করিবার যে সমস্ত নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, অন্যথায় পদ বিন্যাস করিয়া যে যে স্থলে বাক্য কথিত হয়,

তথায় তত্তৎপদাশ্রিত বস্তু সঞ্চার আবশ্যক মতেই হইয়া থাকে এবং তদনুসারে তত্তৎপরিচায়ক পদও বিন্যস্ত হয় অর্থাৎ যে কোন ক্রিয়া কেন হউক না, তাহার কার্য্যস্থানে যে সময়ে যে বস্তুর সঞ্চার হইয়া কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহার পরিচায়ক বাক্যের সেইস্থানে সেইবস্তু পরিচায়ক পদ বিন্যস্ত হইয়া বাক্য হইবেই হইবে। ইহাই পদ বিন্যাসের মৌলিক তত্ত্ব।

বাক্যে কারক পদ বিন্যাসের সহিত বিশেষণাদি অন্যান্য পদ বিন্যাসের নিয়ম কথিত হইতেছে।

## বিশেষণ পদ বিন্যাস।

বাক্যের অন্তর্গত কারক পদের বিশেষণ তৎসঙ্গে থাকিয়া প্রযুক্ত হয়, একথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে; এক্ষণে তাহার প্রয়োগ রীতি নির্দ্দেশ করা যাইতেছে—

৯৫৫। বিশেষণীয় প্রস্তাবে কারক পদের যে কয় প্রকার বিশেষণ লিখিত হইয়াছে; তৎসমুদায় বিশেষণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; সাধারণ বিশেষণ, ও ঔপাধিক বিশেষণ।

৯৫৬। যে সকল বিশেষণ গুণ, সংখ্যা, ও অবস্থাদি প্রকাশ করিয়া কারক পদের পূর্ব্বে নিবেশিত হয়, সে গুলিকে সাধারণ বিশেষণ বলে। যথা ধার্ম্মিক সত্যবাদী যুধিষ্ঠির কখন মিথ্যা কথা কহেন না, পরম দয়ালু কর্ণ দয়ার অনুরোধে পুত্র পর্য্যন্ত বলিদান করিয়াছেন, এই দুই বাক্যের ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, ও দয়ালু পদ বিশেষণ।

৯৫৭। ক—যদি দুইটী বিশেষণ এরূপ হয় যে, তাহার একটী না হইলে অন্যটী হইতে পারে না, তবে যেটী না হইলে অন্যটী হয় না, সে বিশেষণটী অন্যের পূর্ব্বে বসিবে। যেমন নিযুক্ত

পদচ্যুত, মূর্চ্ছিত ও পতিত, সুপ্ত ও উত্থিত ইত্যাদি, এই তিন বিশেষণ যুগ্মের প্রথমটী স্ব স্ব পরিবর্ত্তী বিশেষণের পূর্ব্বে বসিবে, পরে বসিবে না। কেননা নিযুক্ত, মূর্চ্ছিত ও সুপ্ত না হইলে পদচ্যুত, পতিত ও উত্থিত হইতে পারে না।

৯৫৮। পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত দুই বিশেষণ এক স্থানে প্রযুক্ত হইবে না। যথা ধীর ও চঞ্চল, শান্ত ও ধৃষ্ট, পণ্ডিত ও মূর্খ ইত্যাদি। বিপরীত বিশেষণ একস্থানে প্রযুক্ত হইলে যোগ্যতার বিরোধ হয়।

৯৫৯। যদি কতকগুলি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া, সে গুলির ব্যাখ্যা স্বরূপ কোন বাক্যাদি লিখিতে হয়, তাহা হইলে বিশেষণ গুলি যে পর্য্যায়ে লিখিত, তাহার ব্যাখ্যা বাক্যগুলিও সেই পর্য্যায়ে বিন্যাসিত হইবে। যথা সীতার মৃদু মধুর মোহন বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার বচন শ্রবণ করিলে শরীর শীতল হয়, কর্ণকুহর অমৃত রসে অভিষিক্ত হয়, ইন্দ্রিয় সকল বিমোহিত হয়, অন্তঃ করণের সজীবতা সম্পাদিত হয়। এ বাক্যের প্রথমে যেমন মৃদু, মধুর, মোহন বিশেষণ তিনটী প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই মত তাহার ব্যাখ্যা বাক্য গুলিও তদনুসারে লিখিত হইয়াছে ইত্যাদি। এরূপ না হইলে আসক্তির ব্যাঘাত হয়।

৯৬০। ঔপাধিক বিশেষণ—যে বিশেষণ পদদ্বারা বস্তু বা ব্যক্তি উপাহিত অর্থাৎ খ্যাত্যাপন্ন হয়, তাহাকে ঔপাধিক বা উপাধায়ক বিশেষণ কহে। ইহা বিশেষ্য পদের পরে ও ক্রিয়ার পূর্ব্বে বিন্যস্ত হয় এবং কর্ত্তা ও কর্ম্মেরই বিশেষণ হয়, অন্যান্য কারকের হয় না। ইহা তিন প্রকার; বিধেয়, বিধেয়ভাবাপন্ন ও বিকৃত।

৯৬১। বিধেয়—যথা জ্ঞানই মনুষ্যের চক্ষুঃ, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বার, বিদ্যা অমূল্যধন ইত্যাদি।
এই বাক্যত্রয়ের জ্ঞান, ইন্দ্রিয় ও বিদ্যা উদ্দেশ্য কর্ত্তৃপদ আর চক্ষুঃ, দ্বার ও ধন বিধেয় পদ। অর্থাৎ বিধেয় বিশেষণ পদ।

বিধেয় পদের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্বন্ধ পদ যদি তথায় না বসিয়া, উদ্দেশ্যের পূর্ব্বে বসে, তবে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদে মিলিত হইয়া রূপক কর্ম্ম ধারয়ে একপদ হইয়াযায়। যথা "জ্ঞান মনুষ্যের চক্ষুঃ" এইরূপ না হইয়া মনুষ্যের জ্ঞান চক্ষু এমত হয়।

৯৬২। বিধেয় পদ, বিশেষ্য না হইয়া বিশেষণ পদ হইলে তাহাকে বিধেয় ভাবাপন্ন বিশেষণ কহে। যথা রাম বড় ধার্ম্মিক, তিনি অতি দয়াবান্, মনুষ্য পরিশ্রমী না হইলে. আজীবন ক্লেশ পায়,ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা ও পাতা ইত্যাদি বাক্যে ধার্ম্মিক দয়াবান্,পরিশ্রমী,স্রষ্টা ও পাতা পদগুলি বিধেয় ভাবাপন্ন বিশেষণ।

৯৬৩। আর, পদার্থের স্বাভাবিক আকার বা অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া, ভিন্নাকার হইলে তাহাকে বিকৃত কহে। যথা কাষ্ঠ নৌকা হইতেছে, স্বর্ণ বলয় হইতেছে, লৌহকে অস্ত্র করিতেছে ইত্যাদি। এই বাক্যত্রয়ের কাষ্ঠ, স্বর্ণ ও লৌহের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া নৌকা বলয় ও অস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে নৌকা বলয় ও অস্ত্র বিকৃত পদ। বিকৃত পদ স্ব স্ব পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকৃতি পদের বিধেয় ভাবে প্রযুক্ত হওয়াতে বিকৃত বিশেষণ হইল।

৯৬৪। একাধিক সাধারণ বিশেষণ একস্থলে প্রযুক্ত হইলে তাহাদের মধ্যে যোজক অব্যয় প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। যথা সীতার মৃদু মধুর মোহন বাক্য শ্রবণ করিয়া........ইত্যাদি। কিন্তু একাধিক ঔপাধিক বিশেষণ এক একটী বিশেষ ব্যাপা-

রের পরিচায়ক হওয়াতে, তাহাদের মধ্যে যোজক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা তিনি মূর্চ্ছিত ও পতিত হইলেন, ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা ও পাতা ইত্যাদি। এই দুই বাক্যস্থ মূর্চ্ছিত ও পতিত, এবং স্রষ্টা ও পাতা বিশেষণ স্থলে 'ও' এই যোজক ব্যবহৃত হইয়াছে।

৯৬৫। ঔপাধিক বিশেষণ ব্যতীতও কোন কোন প্রকার বিশেষণ কারক পদের পরবর্ত্তী হইয়া প্রযুক্ত হয়।

সহ ও সহিত শব্দ যুক্ত বহুব্রীহি সমস্ত বিশেষণ কারকের পরবর্ত্তী হয়। যথা—লক্ষ্মণ সসৈন্য নৈমিষারণ্যে প্রস্থান করিলেন, গোপাল পুত্রসহ বা পুত্রের সহিত এখানে আসিয়াছেন, ইত্যাদি। এই বাক্য দুইটীতে সসৈন্য ও পুত্রসহ পদ লক্ষণ ও গোপাল এই কর্ত্তৃপদের বিশেষণ হইয়া পরে বসিয়াছে।

৯৬৬। তদ্ধিতের বিশিষ্টার্থে 'এ' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদও কর্ত্তৃপদের পরে, ও উক্ত বিশেষণ যে বিষয়ের নিমিত্ত প্রযুক্ত হয়, সেই বিষয় ঘটিত পদ চয়ের পূর্ব্বে বিন্যস্ত হয়। যথা "তিনি একচিত্তে গান শুনিতেছেন" এখানে "এক চিত্তে" "তিনি" এই কর্ত্তৃপদের বিশেষণ, গান শুনিবার নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়া কর্ত্তৃপদের পরে বসিয়াছে। উক্তরূপ বিশেষণের পরে "হইয়া" এই অসমাপিকা ক্রিয়া প্রায়ই উহ্য থাকে—এক চিত্ত হইয়া গান শুনিতেছেন। অনেকের মতে ঐ "একচিত্তে পদ শুনিতেছেন ক্রিয়ার বিশেষণ; কিন্তু তাহা অসম্ভব এইরূপ "রাম অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদ বচনে কহিতে লাগিলেন" এবাক্যে "অশ্রুপূর্ণ লোচনে" কর্ত্তার বিশেষণ আর "গদ্গদ বচনে" তৃতীয়ান্ত করণ পদ। এস্থলেও ঐ দুইটী পদকেও "কহিতে লাগিলেন" ক্রিয়ার বিশেষণ বলেন কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। ফলতঃ ঐরূপ 'এ' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদ-

গুলি কখন কারক ও কখন ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়া থাকে। তাহার অর্থানুসারে যে পদের বিশেষণ হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহারই বিশেষণ হয়। যেমন "রাম অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন" ক্রিয়া বিশেষণ বাদীদিগের মতে "অশ্রুপূর্ণলোচন" বহুব্রীহি সমস্ত পদে ক্রিয়ার বিশেষণ হওয়াতে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, "অশ্রুপূর্ণ হইয়াছে লোচন যার" সেই অশ্রুপূর্ণলোচন ক্রিয়াটীর কখন "অশ্রপূর্ণ লোচন" হওয়া সম্ভব নহে, বিশেষতঃ বিশেষণপদে কখন বিভক্তিযোগ হয় না। তাহাতে উক্ত পদে কোন মতে বিভক্তি যোগ হইতে পারে না, অপিচ বহুব্রীহি সমস্ত ক্রিয়ার বিশেষণ আরও অনেক আছে, কৈ তাহাতে ত উক্তরূপ একার যোগ হয় না। তাহার কারণ কি? কিছুই নহে। "অনন্তর রাম দীর্ঘ নির্শ্বাস সহকারে হায়! কি হইল বলিয়া, কৌশল্যা প্রভৃতিকে উদ্দেশে সম্ভাষণ করিয়া কাতর বাক্যে কহিতে লাগিলেন" এখানে "দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে" সম্ভাষণ করিয়া" ও কহিতে লাগিলেন" ক্রিয়ার বিশেষণ। অর্থ—নিশ্বাস সহকৃত-সম্ভাষণ ও কহা। "এই বলিয়া, রামচন্দ্র অবনত বদনে অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিলেন" এখানে "অবনত বদনে" পদ "রামচন্দ্র" কর্ত্তৃপদের বিশেষণ হইয়া পরে বসিয়াছে।

## ক্রিয়া বিশেষণ পদ বিন্যাস।

৯৬৭। ক্রিয়া বিশেষণ দুইপ্রকার; বিশুদ্ধ ও যৌগিক।

একটী মাত্র শব্দক্রিয়া বিশেষণ রূপে বিন্যস্ত হইলে, তাহাকে বিশুদ্ধ ক্রিয়া বিশেষণ কহে। যথা অল্প, অধিক, অতিশয়, সুখে, উচ্চ, বিকট, ইত্যাদি। বিশুদ্ধক্রিয়া বিশেষণ প্রায়ই ক্রিয়ার সন্নিহিত থাকে। যথা বিকট হাস্য করিতেছে, সুখে যাইতেছে

হরি রামকে যষ্টি দ্বারা অত্যন্ত প্রহার করিয়াছে, ইত্যাদি। এই শেষোক্ত বাক্যের "প্রহার করিতেছে" ক্রিয়া করণ সাধক; ইহার করণে যদি বিভক্তি না থাকে, তবে বিশুদ্ধ ক্রিয়া বিশেষণটী করণাপেক্ষা ক্রিয়ার দূরে বসিবে। যথা হরি রামকে অত্যন্ত যষ্টিপ্রহার করিয়াছে "অতিরিক্ত কশাঘাত করিতেছে" ইত্যাদি। এইরূপ কোন কারকসাধক ক্রিয়ার,তৎকারকে বিভক্তি না থাকিলে বিশুদ্ধ ক্রিয়া বিশেষণ তৎকারকের পূর্ব্বে বসিবে। যথা সচ্ছন্দে বাটী গিয়াছে, সুখে ভাত খাইতেছে ইত্যাদি।

৯৬৮। আর বিশুদ্ধ ক্রিয়া বিশেষণটী দ্বিরুক্ত ভাবে, বা করিয়া, এই পদ সহ প্রযুক্ত হইলে,কখন কখন ক্রিয়ার অপেক্ষাকৃত দূরে বসে। যথা বালকগণকে অল্পঅল্প বা অল্পকরিয়াব্যাকরণ শিক্ষা দিতেহয়, চীৎকার করিয়া কথা কহিতেছে ইত্যাদি।

৯৬৯। যোগিক, ক্রিয়া বিশেষণ—একাধিক শব্দ সমাসে একপদ হইয়া ক্রিয়া বিশেষণ হইলে তাহাকে সমস্ত বা যৌগিক ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যথা বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিল সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক আহ্বান করিতেছে ইত্যাদি

৯৭০। যৌগিক ক্রিয়াবিশেষণ অবস্থানুসারে কখন ক্রিয়ার সন্নিহিত ও কখন দূরনিহিত হয়। যেথানে উহাদ্বারা কেবল ক্রিয়ার গুণ প্রকাশ হয়, তথায় সন্নিহিত হয়। যথা সত্বর প্রস্থান করিলেন ইত্যাদি

এই প্রকার ক্রিয়ার বিশেষণ কখন কখন সেই ক্রিয়ার বিশেষান্বিত পদাপেক্ষা দূরে বসে। যথা রাম স্নেহ ভরে সীতার মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিয়া······ইত্যাদি, এখানে "স্নেহভাবে" নিরীক্ষণকরিয়া ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়া উহার বিশেষান্বিত পদসকলের পূর্ব্বে বসিয়াছে।

৯৭১। আর কোন কোন যৌগিক বিশেষণ কারক সহ ক্রিয়াকে বিশেষ করে, সেই সকল ক্রিয়াবিশেষণ ঐ কারকের পূর্ব্বে বসে। যথা সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন এখানে "সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক" পদ 'আসন' এই কর্ম্ম কারক সহ "প্রদান করিলেন" ক্রিয়ার বিশেষণ হইতেছে।

৯৭২। পূর্ব্বক ও পুরঃসর শব্দ অন্তে রাখিয়া যে যে শব্দ বহুব্রীহি সমস্ত বিশেষণ হয়, সে পদগুলি যে কেবল ক্রিয়ার বিশেষণ হয় এমত নহে কারক পদেরও বিশেষণ হয়। যথা "এইরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তি চরিতার্থ হয়," এখানে "প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক" পদ "কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা" এই করণ কারকের বিশেষণ হইতেছে।

৯৭৩। এক শব্দান্ত দুইটী যৌগিক ক্রিয়াবিশেষণ একস্থলে উপর্য্যুপরি প্রযুক্ত হইলে তাহার প্রথম বিশেষণের শেষস্থ শব্দটী পরিত্যাগ করিয়া তথায় "ও" এই যোজক শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন "বিলাপ পূর্ব্বক, পরিতাপ পূর্ব্বক" এ স্থলে "বিলাপ ও পরিতাপ পূর্ব্বক" এমত হইবে।

৯৭৪। আর জন্য, ন্যায়, মত প্রভৃতি শব্দ যুক্ত বিশেষণ পদ সকল যখন পদ বিশেষের না হইয়া কোন বাক্য বা বাক্যাংশের বিশেষণস্বরূপ হয়, তখন প্রায়ই সেই বাক্যের প্রথমে বসে। আর যখন পদবিশেষর হয়, তখন সেই পদের পূর্ব্বে বসে। যথা "বান প্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রাম সুখসেবায় সময় অতিবাহিত করিতেছেন" এবাক্যে "বান প্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক" "সময় অতিবাহিত করিতেছেন" এই বাক্যাংশের বিশেষণ স্বরূপ হই

সমস্ত বাক্যের পূর্ব্বে বসিয়াছে। বাক্যাংশ বিশেষণকে ক্রিয়া-বিশেষণ কহা যায়। "ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র স্বভাব প্রায় অন্য কোন জন্তুর দৃষ্টি করা যায় না।" এখানে "ব্যাঘ্রের ন্যায়" পদ "হিংস্র স্বভাব" এই পদের বিশেষণ হইল।

কুমারেরা শুক্ল পক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জননীর নয়নের ও মনের আনন্দ......ইত্যাদি। এখানে "ন্যায়" যুক্ত পদ "দিন দিন বৃদ্ধি" কর্ম্মপদের বিশেষণ হইয়া পূর্ব্বে বসিয়াছে। তাঁহার সর্ব্বশরীর অমৃতাভিষিক্তের ন্যায় শীতল হইত। এখানে 'ন্যায়' যুক্তপদটী "শীতল"পদের বিশেষণ হওয়াতে কর্ত্তার বিশেষণীয় বিশেষণ হইল।

কেহ কখন আমার ন্যায় উভয় সংকটে পড়ে না, এখানে "আমার ন্যায়" "পড়েনা" ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়া তাহার বিশেষান্বিত "উভয় সংকটে" পদের পূর্ব্বে বসিয়াছে। ইত্যাদি

## সর্ব্বনাম পদ বিন্যাস।

৯৭৫। শব্দ তত্ত্ব প্রকরণে কোথায় কোন সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হয় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে বাক্যে তাহা কিরূপ স্থলে প্রযুক্ত হয়, তদ্বিষয় বিবৃত হইতেছে।

৯৭৬। যদ্ শব্দ—বাক্যের যে স্থানে যদ্ শব্দ বা যদ্ শব্দ-যুক্ত বিশেষ্য শব্দ যে ভাবে প্রযুক্ত হয়, তৎপর বাক্যের সেস্থানে তদ্‌শব্দ বা তদ্‌শব্দ যুক্ত বিশেষ্য শব্দ প্রায় সেই ভাবেই প্রযুক্ত হইবে। যেমন যিনি সম্মুখে দোষ কীর্ত্তন করেন, তিনি প্রকৃতি বন্ধু বা তাহার সমবন্ধু নাই, যখন ইংরাজেরা এ দেশ অধিকার করেন, তখন এ দেশে অরাজকতা হইয়াছিল ইত্যাদি।

৯৭৭। কোন দৃষ্ট পূর্ব্ব পদার্থকে চাক্ষুষ অবস্থায় তদ্ শব্দ দ্বারা উল্লেখ করিতে হইলে, অগ্রে তাহাকে যদ্ শব্দ দ্বারা

নির্দ্দিষ্ট করিয়া, পরে এতদ্, বা ইদম শব্দ যোগে তদ্শব্দ দ্বারা উল্লেখ করিবে। যথা "আমরা দণ্ডকারণ্যে যে তপোবনে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, এই সেই তপোবন অঙ্কিত রহিয়াছে" মহর্ষি ভরদ্বাজ যে বট বৃক্ষের কথা কহিয়াছিলেন এই সেই কালিন্দী তটবর্ত্তী বট বৃক্ষ ইত্যাদি।

৯৭৮। বাক্যে আমি আমরা পদের স্থলে অস্মদ্ শব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহার ক্রিয়ায় তৃতীয়পুরুষের বিভক্তি হয়। অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বা আমি পদ যখন আত্মকৃত ভাবে তৃতীয় পুরুষ রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তখন প্রথম পুরুষের না হইয়া তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা কেহ জিজ্ঞাসা করিল—একার্য্য কে করিয়াছে বা কে করিবে? এখানে আমি করিয়াছি আদি না বলিয়া, আপন দেহে আত্মকৃত নির্দ্দেশে (অর্থাৎ বক্ষাদি অঙ্গে হস্ত দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া) যখন বলাযায়, অস্মদ্ অধম, শর্ম্মা কিম্বা অধীন করিয়াছে বা করিবে ইত্যাদি, তখন উহা (অস্মদ শব্দ) তৃতীয় পুরুষ হইল। কিন্তু 'অস্মদ' শব্দ কর্ত্তা হইলে প্রথম পুরুষীয় ক্রিয়াব্যবহারকরাই কর্ত্তব্য; আর অন্য শব্দ তৃতীয় পুরুষ আছেই—যথা অস্মদ্ করিয়াছি, অধীন করে, শর্ম্মা করিয়াছে, অধম করে ইত্যাদি।

৯৭৯। যদি পূর্ব্ব বাক্যে এতদ্ বা অদস যোগে যদ্ শব্দ দ্বারা কোন পদার্থের নির্দ্দেশ করাযায়, তাহা হইলে পর বাক্যে কেবল অদস শব্দে বা অদস্ শব্দ যোগে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। যথা ঐ যে পর্ব্বতে মদমত্ত ময়ূর ময়ূরী নৃত্যকরিতেছে উহার নাম মাল্যবান; ঐ যে লোকটী দেখিতেছ উনি এখান-কার ডাক্তার ইত্যাদি।

৯৮০। কোন কারক পদ সর্ব্বনাম দ্বারা বিহিত হইলে

কিম্বা কোন সর্ব্বনামকারকপদ বিশেষ্যদ্বারা বিহিত হইলে, কর্ত্তৃকারক স্থলে উদ্দেশ্য কর্ত্তার প্রথমা ও বিধেয় কর্ত্তায় সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা প্রজারা সকলে আসিয়াছে, তাহারা দুই সহোদারে ভাত খাইতেছে, এই বাক্যদ্বয়ে উদ্দেশ্য কর্ত্তা "প্রজারা" ও তাহারা" প্রথমান্ত আর বিধেয় কর্ত্তা 'সকলে' ও 'দুই সহোদরে' সপ্তম্যন্ত হইয়াছে।

৯৮১। আর ঐরূপ কর্ম্ম কারক স্থলে উদ্দেশ্য পদে ষষ্ঠী ও বিধেয়পদ দ্বিতীয়া, কিম্বা উদ্দেশ্যপদে দ্বিতীয়া ও বিধেয় পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা প্রতিবাসীগণের যাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, ও উহাদের দুই জনকে বলিয়াছ অথবা প্রতিবাসীদিগকে যাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছ ইত্যাদি।

৯৮২। আর ঐরূপ সম্বন্ধ কারক স্থলে উভয় পদই ষষ্ঠী হয়। যথা ভারতবাসীদিগের সকলেরই অস্ত্র শাস্ত্র নাই, তাহাদের চারি জনেরই বিদ্যা আছে ইত্যাদি।

৯৮৩। এইরূপ সর্ব্ব কারক স্থলেই উদ্দেশ্য ও বিধেয় তুল্য বচনান্ত হইবে। কিন্তু 'কিম্' এই সর্ব্বনাম শব্দ বিধেয় হইলে বিধেয় পদ সর্ব্ব স্থলেই এক বচনান্ত হইবে। যথা কর্ত্তৃকারকস্থলে —জর্ম্মাণেরা কেহ মূর্খ নহে, কর্ম্মস্থলে আমাদের কাহাকে বলে নাই, সম্বন্ধস্থলে—ভারতবাসীদিগের কাহার গৃহে অস্ত্র বা বন্দুক নাই, ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়, এই উভয় পদের যে তুল্য কারকত্ব বিধান আছে, তাহার স্থল এই; নতুবা তাঁহাকে পণ্ডিত বলে, বিদ্যা অমূল্যধন, সে অতি মূর্খ ছিল, ইন্দ্রিয় আরোগ্য দ্বার, গুরুজনদি-গকে দেবতা জ্ঞান করিবে, ইত্যাদি স্থলে পণ্ডিত, ধন, মূর্খ, দ্বার, ও দেবতা প্রভৃতি পদগুলি ঔপাধিক অর্থাৎ বিধেয় বা

বিধেয় ভাবাপন্ন বিশেষণ, ইহাদের তুল্য কারকত্ব নাই। বঙ্গ ভাষায় উদ্দেশ্য আর বিধেয় পদের তুল্য কারকত্ব প্রাপ্তির প্রকৃত স্থল পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ সমস্ত।

৯৮৪। অগ্রে ইদম্, এতদ্, অদস্ বা তদ্ শব্দ পূর্ব্বে রাখিয়া কোন বিষয় উদ্দিষ্ট হইলে,পরে কখন কখন যদ শব্দ দ্বারা তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে হয়। যথা ইহা অবশ্য ব্যক্তব্য যে, যাহা সমাজ বিরুদ্ধ তাহা দূষিত, তাহা স্বীকার করা যায় যাহা যুক্তি সংগত ইত্যাদি।

সর্ব্বনাম শব্দ কখন কখন কোন কোন বাক্যের বা কোন একটী ভাবের পরিবর্ত্তে বসে। যথা ১—এসময়ে যদি কেহ আমার সাহায্য করেন, তাহা হইলে... ... ইত্যাদি, ২—দরিদ্র দিগকে অর্থ দান করিলেই যে, দয়া প্রকাশ হয়; এমত নহে, ৩—বিদ্যালয়ে গমন করিলেই যে বিদ্যা হবে, তাহা নহে ইত্যাদি। এখানে ১ বাক্যে "তাহা" পদ যদি কেহ সাহায্য করেন বাক্যের; ২ বাক্যে 'এমত' পদ দরিদ্র দিগকে অর্থদান করিলেই যে দয়া প্রকাশ হয় এই বাক্যের; আর ৩ বাক্যে 'তাহা' পদ বিদ্যালয়ে গমন করিলেই যে বিদ্যা হয়, বাক্যের পরিবর্ত্তে বিন্যস্ত হইয়াছে ইত্যাদি।

## অব্যয় পদ বিন্যাস।

৯৮৫। অব্যয় শব্দ নানা প্রকার; তন্মধ্যে এস্থলে কেবল সংযোজক অব্যয় শব্দের প্রয়োগ ব্যবস্থিত হইবে। যে সকল অব্যয় বাক্যাদির যোজনা করে,তৎ সমুদায় অব্যয়কে সংযোজক অব্যয় বলে। যোজক অব্যয় বহুবিধ; তন্মধ্যে অব্যয় প্রস্তাবে যে কয় প্রকার যোজক শব্দের কথা লিখিত হইয়াছে, এখানে সেই গুলিরই প্রয়োগ নির্দ্দেশ প্রদর্শিত হইতেছে।

৯৮৬। প্রথমতঃ সমার্থ যোজক শব্দ,যথা ও, এবং আর অপি, ইত্যাদি। এই অব্যয়গুলি কেবল তুল্য পদার্থের যোগসাধন করে। যথা হরি ও রামের পুস্তক নাই, এবাক্যে পূর্ব্ববর্ত্তী হরি পদের পরের, দূরস্থ 'পুস্তক পদের সহিত যোগ করিতেছে নতুবা হরির পুস্তক নাই রামের পুস্তক নাই, লিখিত হইত; 'ও' এই অব্যয় শব্দ প্রয়োগদ্বারা পূর্ব্ব বাক্যের ষষ্ঠী বিভক্তি সহ পুস্তক নাই অংশ পরিত্যক্ত হইয়া এক· বাক্যতা করা হইল। হরি, রাম ও যদুকে বস্ত্র দেও, এবাক্যে 'ও' শব্দ দ্বারা পূর্ব্বের প্রত্যেক পদে 'কে' বিভক্তি সহ "বস্ত্র দেও" অংশ যুক্ত হইল। এবিদ্যালয়ে হিন্দু ও মুসলমান বালকেরা বিদ্যা শিক্ষা করে, এবাক্যে 'ও' শব্দ দ্বারা 'বিদ্যালয়ে' পদের সহ "মুসলমান বালকেরা বিদ্যা শিক্ষা করে" অংশ এবং হিন্দু পদের সহ "বালকেরা বিদ্যা শিক্ষা করে" অংশ যোগ করিতেছে। যোজক শব্দদ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী পদ বাক্যাদির যোগ সাধন করিয়া থাকে।

৯৮৭। এই সমার্থ যোজক শব্দ যেবাক্যে অধিক ব্যবহার সম্ভব হয়, তথায় প্রত্যেক পদ বা অংশের পরে ব্যবহার না করিয়া, প্রত্যেকের পরে "আরতি," চিহ্ন দিয়া একটী থাকিতে একটী অব্যয় ব্যবহার করিতে হয়। যেমন; কৃষ্ণ, হরি ও মধুকে আসিতে লিখ, প্রত্যেকের পরে 'ও' ব্যবহার করিলে শ্রুতি কটু, হয়। পরন্তু এ উদাহরণে পদের বিষয় বলা হইয়াছে, পদ, কি বাক্য কি বাক্যাংশ, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম মত 'ও' আদি ব্যবহৃত হইবে।

৯৮৮। আর "ও" এই অব্যয়টী কখন কখন কোন পদ বা বাক্য প্রযুক্ত হওয়ার পরে তদর্থে অন্য পদ বা বাক্য প্রযুক্ত

হইলে, শেষের পদ বা বাক্যের নিজ পরেই ব্যবহৃত হয়। যথা তুমি যাইবে, আমিও যাইব, করিলে হয়, না করিলেও হয় “বিদ্যা-শিক্ষায় সুখও বিস্তর ইত্যাদি।

৯৮৯। ভিন্নার্থ যোজক শব্দ—কিন্তু, পরন্তু, নচেৎ, বরং, বরঞ্চ প্রত্যুত, বিশেষতঃ ইতাদি। প্রয়োগ যথা হরিকে লেখা, পড়া শিখাইতেছ, কিন্তু কিছু হইবে না ইতাদি।

যেখানে প্রথম বাক্যে কোন বিষয়ের নিষেধ বা বিধি প্রস্তাবিত হয় ও পর বাক্যে তাহার, ভিন্ন কি, বিরুদ্ধ বিষয় প্রকটিত হয়, এবম্বিধ বাক্যদ্বয়ের মধ্যে বরং, বরঞ্চ, প্রত্যুত, অপিচ, বা আরো শব্দ প্রযুক্ত হয়। যথা—এসংসারে সুখের লেশ নাই, প্রত্যুত পদে পদে দুঃখ ঘটিয়া থাকে, ২—কুলোকের সহবাসে থাকা উচিত নহে; বরং একাকী থাকা ভাল ৩—দেশে এত থানা পুলিশ আছে, তথাপি চুরি ডাকাতি নিয়ত ঘটিতেছে, ৪—বৃথা সময় নষ্টকরিওনা; নচেৎ কষ্ট পাইবে, ৫—যুধিষ্ঠিরের দয়া, দাক্ষিণ্য, সারল্যাদি অনেক সদ্‌গুণ ছিল, বিশেষতঃ তাহার মত সত্যবাদিতা কাহার ছিলনা ইত্যাদি!

৯৯০। বিয়োজক অব্যয় যথা—বা, অথবা, কিম্বা, কি, না, ইত্যাদি। প্রয়োগ—রাম কিম্বা শ্যাম যাইবে, এখানে এক ব্যক্তির যাওয়া স্থির।

৯৯১। যেখানে অথবাদিশব্দ প্রকাশিত না থাকে, তথায় প্রথম পদ বা বাক্যের পূর্ব্বে ‘হয়’ ও দ্বিতীয় বাক্যের পূর্ব্বে ‘না হয়’ পদ ব্যবহৃত হয়। যথা হয় রাম; নাহয় শ্যাম যাইবে, ইত্যাদি।

৯৯২। যোগ ও বিয়োগার্থ অব্যয় দ্বারা বহু দূরবর্ত্তী সহযোগী পদের সহিত তাহার সহযোগী ক্রিয়ার যোগ সাধন হয়।

যথা—রাম উত্তম উত্তম পুস্তক পাঠ ও ধর্ম্মানুশীলন বা সমাজের হিত চিন্তা করিয়া সময়াতিপাত করেন। এবাক্যে 'ও' আর 'বা' এই দুই অব্যয় দ্বারা "পাঠ, ধর্ম্মানুশীলন" এই দুই সহযোগী বিশেষ্য পদের সহিত "করিয়া" এই ক্রিয়ার যোগ সাধন করিল।

৯৯৩। আর যেথানে অথবাদি শব্দের প্রকাশ না থাকে ও অনেক গুলি বিষয় ব্যক্ত করিতে হয়, তথায় অগ্রে 'কি' এই শব্দ, পরে একটী বিষয়, এইরূপে সমস্ত গুলি লিখিয়া শেষে "সকল" শব্দদ্বারা বাক্য সমাপ্ত করিতে হয়। যথা—কি-বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেরই বিদ্যানুশীলন করা কর্ত্তব্য।*

আবর কখন কখন 'কি' না লিখিয়া তৎপরে "হউক" এই অনুমত ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা—বালক হউক, যুবা হউক বৃদ্ধ হউক সকলেরই বিদ্যানুশীলন কর্ত্তব্য ইত্যাদি।

৯৯৪। 'ই' এই অব্যয় দ্বারা নিরবচ্ছিন্নতা ও নিশ্চয়ার্থ বা অসন্দিগ্ধ বল প্রকাশ করিয়া থাকে। যথা—তিনিই আমার শিক্ষক, সকলেই গিয়াছে, আমিই যাইব, ধনই নাই ইত্যাদি।

৯৯৫। হেত্বর্থ যোজক শব্দ যথা—অতএব কেননা, অগত্যা কারণ, সুতরাং ইত্যাদি প্রেয়োগ—আমরা পরাধীন, সুতরাং রাজ নীতির বিষয়ে আমাদের কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। ভারতবর্ষীয় আর্য্য দিগের ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম; কেননা তাহাতে মনুষ্য মনুষ্যত্ব লাভ করে, ইত্যাদি।

আর জন্য ও বিধায়, এই দুইটী শব্দ, হেত্বর্থ অব্যয় শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—নদী আছে বিধায় বা জন্য বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে।

এই "জন্য" শব্দ স্থানে 'বলিয়া' পদও অব্যয় রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা দেশে নদী, খাল প্রভৃতি কোন জলাশয় নাই বলিয়া,

লোকের বড় জল কষ্ট হইয়াছে। ইত্যাদি স্থলে 'বিধায় ও বলিয়া' হেত্বর্থ যোজক শব্দ স্বরূপ হয়।

৯৯৬। কখন কখন 'বলিয়া' পদটী 'বিধায়ক' বা 'বোধক' এই শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পদ সহ পরবর্ত্তী কারক বা ক্রিয়া পদের বিশেষণ স্বরূপ হয়। এবং 'বলিয়া' যুক্ত পদ যে কারক বা ক্রিয়া পদের বিশেষণ হইবে, তাহার অনুসারে যে পদ অন্যকোনরূপে 'বলিয়া' যুক্ত হয়, তাহার অন্বয় থাকিবে। যথা সকলে, ইহাদিগকে রামের তনয় বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক। এবাক্যে 'রামের তনয় বলিয়া' পদ 'বুঝিতে পারিবেক' ক্রিয়ার বিশেষণ এবং ইহাদিগকে উক্ত ক্রিয়ার কর্ম্ম হইল।

৯৯৭। তাৎ পর্য্যার্থ অব্যয়—যথা ফলতঃ অর্থাৎ, বাস্তবিকতঃ বস্তুতস্ত ইত্যাদি। প্রয়োগ যথা "রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য শাসন ও অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসন গুণে স্বল্প দিনে সমস্ত কোশল রাজ্য সর্ব্বত্র সর্ব্ব প্রকার সুখ ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠি ।। ফলতঃ তদীয় অধিকার কালে প্রজা লোকের যাদৃশ সৌভাগ্য সঞ্চার হইয়াছিল,ভুমণ্ডলে কোনকালে কোন রাজার শাসনসময়ে সেরূপ লক্ষিত হয় নাই। সীঃ বঃ

৯৯৮। "যে" এই সার্ব্বনামিক অব্যয় শব্দ দ্বারা পদ বা বাক্যের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। ইহা নির্দ্দেশার্থ অব্যয় যথা তিনি কহিলেন যে,...ইত্যাদি। তৎপর্য্য এই যে, ইত্যাদি।

৯৯৯। আশংসার্থ অব্যয়—আশংসার্থ অব্যয়ে পরস্পর সাপেক্ষ দুইটী করিয়া শব্দ থাকে; সম্পূর্ণ বাক্যের পূর্ব্বাংশে তাহার একটী, ও পরাংশে তাহার অপরটী প্রযুক্ত হয়। পূর্ব্ব

অংশে যদি, যদ্যপি, যদিস্যাৎ প্রভৃতি শব্দ থাকিয়া তাহার অর্থের অনির্দ্দিষ্ট ভাব প্রকাশ করে, আর অপরাংশে তবে, তবু, তথাপি, তথাচ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়া সংশয়ের ছেদ করে। যথা যদি কেহ একর্ম্ম করে, তবে আমার উপকার হয়, যদ্যপি অনশনে প্রাণ যায় তথাপি অন্যায় করিব না, যদিস্যাৎ রাম ডাকিতে আইসে তবুও আমি যাইব না ইত্যাদি।

বস্তুতঃ যদি, তবে, প্রভৃতি শব্দ যুক্ত বাক্যই প্রকৃত আশংসিত বাক্য অন্য সাপেক্ষ শব্দ যুক্ত বাক্য আশংসিত নহে।

১০০০। আক্ষেপার্থাদি অব্যয় আঃ উঃ ইঃ ইস্, হায়, হায় হায়, আহা, কি, ছি প্রভৃতি। আক্ষেপার্থ শব্দান্বিত বাক্যের ক্রিয়ার কথন প্রকাশ, কথন বা অপ্রকাশ থাকে এবং বাক্যের শেষে প্রায়ই বিধেয় পদ থাকে। আক্ষেপার্থ শব্দ বাক্যের প্রথমে প্রযুক্ত হয়। যথা হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! উঃ কি ক্লেশ! হায় কি হইল! হা ধর্ম্ম তোমার মর্ম্ম বুঝাভার!!! দেশাচার! তুমি কি আধিপত্যই বিস্তার করিয়াছ!!! ইত্যাদি।

১০০১। "আর" এই সমার্থ যোজক শব্দ "পুনঃ" শব্দের ন্যায় ক্রিয়ার বিশেষণরূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যথা 'তুমি আর সে জন্য কাতর হইও না," আর থাকিবে, আর যাইও না ইত্যাদি।

১০০২। উক্তরূপ বিশেষার্থ ব্যঞ্জক অব্যয় ব্যতীতও কতক গুলি অব্যয় শব্দ আছে, যে তদ্দ্বারা বাক্যের বা ক্রিয়ার বিশেষ-ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। যথা "না" একটী অব্যয়, ইহাদ্বারা ক্রিয়ার সার্থকতা নষ্ট হয় এবং উহা ক্রিয়ার পরে ব্যবহৃত হয়। যথা করিবে না, করেনা, করিওনা, ইত্যাদি। অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয়। যথা না দেখিয়া, না যাইয়া, না করিলে, না যাইতে ইত্যাদি।

১০০৩। আর ঐ অর্থে পূর্ব্বতন,হ্যস্তন ও অসম্পন্ন অতীতের ক্রিয়ার পর 'না' শব্দ প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু ঐ তিন কালের ক্রিয়ায় অগ্রাহ্যতা বা তাচ্ছিল্যার্থে কখন তাহার পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়, ও "নার" সহিত ক্রিয়াটীর দ্বিত্ব হইয়া শেষের 'না'তে 'ই' যুক্ত হয়। যথা নাকরিয়াছে নাইকরিয়াছে, না বলিয়াছিল নাই বলিয়াছিল, ইত্যাদি। কিন্তু ঐ তিন কালের শেষে না প্রযুক্ত হইলে, জিজ্ঞাসার্থ হইয়া যায়। যথা তুমি কহিতে ছিলে না ? ইত্যাদি।

১০০৪। নিষেধার্থ 'না' বা 'ন' শব্দ বাক্যের কোন ব্যাপার সাধনে কোনরূপে দুইটীই প্রযুক্ত হইলে, বা কোনরূপে দুইবার প্রযুক্ত হইলে, কিম্বা একটীর সহিত কোন নিসিদ্ধার্থ ক্রিয়াদি ব্যবহৃত হইলে সিদ্ধতা প্রকাশ করে। যথা ইহা অসম্ভব নহে, তুমি না করিলে হইবে না, অনাহার না করিলে মরিবে না, দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই ইত্যাদি।

১০০৫। 'তখন' শব্দান্বিত অসম্পন্ন অতীতের ক্রিয়ার শেষে 'না' ব্যবহৃত হয়। যথা তখন যাইতে ছিলাম না ইত্যাদি।

১০০৬। আর যদি পূর্ব্বতনাদি তিন কালের ক্রিয়ার নিষেধার্থ প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে, সেই ধাতুর বিধি বর্ত্তমানের ক্রিয়ার শেষে 'নাই' এই সার্ব্বপুরুষেয় আব্যয়িক ক্রিয়ার যোগ দিতে হয়। যথা আমি করি নাই, তুমি যাও নাই তিনি বলেন নাই ইত্যাদি 'নাই' যুক্ত ক্রিয়া পূর্ব্বতনাদি অতীত জ্ঞাপক। আর আমি নাই, তুমি নাই, সেই নাই, তিন পুরুষেতেই 'নাই' ব্যবহৃত হয়।

১০০৭। 'না' শব্দ দুই পদ বা বাক্যের মধ্যে থাকিলে একটীর অন্যথা ও অন্যটীর সাফল্য প্রকাশ দ্বারা অনিশ্চয় অর্থ করে।

যথা উহা জল না স্থল, আহার করিবে না শয়ন করিবে, নদী না হ্রদ ইত্যাদি।

১০০৮। আর 'না' পূর্ব্বক 'হ' ধাতুর স্থানে 'ন' বা 'নহ' আদেশ হয়। যথা না—হয় নয় বা নহে না—হও = নও বা নহ না—হই = নই বা নহি ইত্যাদি।

১০০৯। না শব্দটী অনুমতি বা প্রশ্নার্থক বাক্যের পরেই স্বীকৃত অর্থে উত্তর বাক্যের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয়। যথা "তাঁহারা আমাদিগকে স্মরণ করেন? না একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন, কর না করি, দিয়াছ? না দিয়াছি ইত্যাদি। প্রশ্ন কর্ত্তাই যদি উত্তর স্বরূপ কোন বাক্য বলেন তবে, নতুবা নহে।

১০১০। না শব্দটী 'আর' এই অব্যয় শব্দের পরে প্রযুক্ত হইলে ক্রিয়ার অপ্রকাশেও তাহার নিষেধ অর্থ ব্যক্ত করে (প্রশ্নের উত্তর স্থলে)। যথা যাইবে? আর না, খাইবে? আর না, দিব? আর না ইত্যাদি

১০১১। কি এই সার্ব্বনামিক অব্যয় দ্বারা সকলকালের ও সকল অর্থের ক্রিয়াই জিজ্ঞাসা অর্থের হইয়া যায়। অতএব ইহা প্রশ্নার্থ অব্যয় শব্দ। যথা কি দেখিতেছ? কি খাইয়াছ? কি বলিলে? কি শুনিয়াছ? ইত্যাদি।

কখন কখন কি দ্বারা আতিশয্যার্থ প্রকাশ করে। যথা কি দুঃখের বিষয়? অর্থাৎ অতিশয় দুঃখের বিষয় ইত্যাদি।

১০১২। আর কাকু পরিহাসাদির স্থলে বিপরীতার্থ হয়। যথা তুমি কি করিয়াছ! অর্থাৎ তুমি কিছুই কর নাই ইত্যাদি।

১০১৩। অথবা শব্দ স্থানে কি ব্যবহৃত হয়। যথা তুমি কি আমি যাই ইত্যাদি।

১০১৪। "আর" এই শব্দের পর 'কি' ব্যবহৃত হইলে

"নিঃশেষার্থ প্রশ্ন" অর্থ করে। যথা কার্য্য হইয়াছে আর কি? দেওয়া গিয়াছে আর কি ইত্যাদি স্থলে "আর কি" পদের দ্বারা আর কিছু বাকী না থাকার জিজ্ঞাসা হইল।

১০১৫। অব্যয় শব্দ "কেন" ইহা সংস্কৃত ভাষায় কিম্‌' শব্দের হেতু করণ কারকের তৃতীয়ান্ত পদ, বঙ্গভাষায় "কি জন্য" অর্থের অব্যয় শব্দ হইয়া গিয়াছে। ইহাদ্বারা হেতুজিজ্ঞাসা অর্থ করে। যথা কেন যাইবে? অর্থাৎ কি নিমিত্ত যাইবে। অতএব 'কেন' পদকে, হয় হেতুপদ না হয়, হেতু জিজ্ঞাসার্থ অব্যয় ক্রিয়াবিশেষণপদ বলাযাইতেপারে। 'কেন' শব্দ ক্রিয়া বা বাক্যের পূর্ব্বে বসিলে কিছু গৌরব ও পরে বসিলে কিছু লাঘব অর্থ করে। যথা কেন খাইয়াছে? আর খাইয়াছ কেন? আর বিশেষ গৌরব জন্য উহাতে "ই" কিম্বা 'ইবা' যোগ করিতে হয়। যথা কেনই গিয়াছে? বা কেনই বা গিয়াছে? ইত্যাদি।

১০১৬। "কেননা" এই অব্যয় দ্বারা হেতুজিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর যুগপৎ দুই অর্থ প্রকাশ করে। এজন্য ইহা প্রশ্ন বাক্যের পরে, উত্তর বাক্যের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়। যথা—সে ইহা করিবে কেন? না ইহাতে তাহার স্বার্থ আছে অর্থাৎ সে ইহা করিবে; কেননা ইহাতে তাহার স্বার্থ আছে। 'ইহা' হেতু জিজ্ঞাসোত্তর অব্যয়; কিন্তু বাঙ্গালায় সামান্যতঃ হেত্বর্থ যোজক বলিয়া ব্যবহৃত।

১০১৭। অব্যয় শব্দ "যেন" ইহাও সংস্কৃত যদ্‌ শব্দের হেতু পদ। বঙ্গভাষায় ক্রিয়া বিশেষণীয় অব্যয় রূপে ব্যবহৃত। ইহা ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে ও ক্রিয়ার শেষে 'না' যুক্ত হয়। যথা নাকি তেছ যেন পড়িওনা, সে যেন আসে না। এখানে প্র

বাঁকো পড়িবার হেতু আছে তাহা না হয়। শেষে না আসার যে হেতু আছে ইত্যাদি।

১০১৮। আর 'যেন' শব্দ প্রার্থনা, নিশ্চয় ও তুল্যপ্রতীতি অর্থেও ক্রিয়ার পূর্ব্বে বা পরে ব্যবহৃত হয়, ইহাতে ক্রিয়ার পরে 'না' যুক্ত হয় না। যথা প্রার্থনা—আমি যেন দেখিতেপাই, ইহা যেন করিতে পারি ইত্যাদি। নিশ্চয়—সে যেন করে, যেন, মনে থাকে ইত্যাদি। তুল্য প্রতীতি—সে যেন গোরু, ছেলেটী যেন জড় ইত্যাদি। কিন্তু যেন শব্দের প্রকৃতার্থ সর্ব্বত্রই মূলীভূত আছে।

১০১৯। অব্যয় শব্দ 'ত' ইহা জিজ্ঞাসা, সংশয়, ও নিশ্চয় অর্থে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যথা করিয়াছ ত, দেখিলেত, তাহা ত নহে, তুমিত করিয়াছ ইত্যাদি। এবং কখন কখন আশংসার্থ অব্যয়ের কার্য্য করে; যথা সে দেয়, ত লইব, দিলে, ত পাইব ইত্যাদি।

১০২০। অব্যয় শব্দ "নাকি" সংশয়াত্মক জিজ্ঞাসা অর্থে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যথা—তুমি করিয়াছ নাকি, তুমি নাকি যাইবে, সে নাকি পারিবে না, সে নাকি বলিয়াছে,—অমুক চুরি করিয়াছে ইত্যাদি।

আর—"নাকি" শব্দ নিশ্চয় অর্থে বাক্যে প্রযুক্ত হইলে তাহার পর বাক্যে তদ্ বা ইদম্ শব্দের হেতু করণের একটী পদ থাকে। যথা—সে নাকি যাইবে না, তাই ইতস্ততঃ করিতেছে ইত্যাদি।

১০২১। "আর কি" ইহা অবিলম্বে, নিশ্চয় ও নিষেধ অর্থেও ক্রিয়ার পরে ব্যবহৃত হয়। যথা—দেয় আর কি, চল আর কি, যাবে আর কি, অর্থাৎ যাইবে না, ইত্যাদি।

১০২২। উল্লিখিত অব্যয় শব্দ ব্যতীত কতকগুলি 'বর্ণ' বা 'বর্ণ মালা' শব্দের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে নিবেশিত হইয়া বাক্য মধ্যে ব্যবহৃত হয়। যথা—সম্পূর্ণ-অর্থে—হাঁড়িকে হাঁড়ি পাঁর করিয়াছে, শতকে শত, গ্রামকে গ্রাম, বাটীকে বাটী ইত্যাদি।

এস্থলে শব্দের উত্তর সম্পূর্ণ অর্থে 'কে' এই বর্ণ দ্বয় যুক্ত হইল। তাহাতে যাহার উত্তর প্রযুক্ত হইল, তৎশব্দ সহ প্রত্যয় টীর অর্থ "সম্পূর্ণ" হইল। যথা—হাঁড়িকে হাঁড়ি অর্থাৎ সম্পূর্ণ হাঁড়ি, গ্রামকে গ্রাম=সম্পূর্ণ বা সমস্ত গ্রাম, ইত্যাদি। আর শতকে বা শতকরা দুইটী এখানে 'কে' ও 'করা' বীপ্সা অর্থে প্রযুক্ত হইল অর্থাৎ প্রতিশতে দুইটী ইত্যাদি।

এইরূপ আরও অনেক "বর্ণমালা" আছে যাহা ভাষায় বিভক্তি বা অব্যয় বা প্রত্যয় রূপে প্রযুক্ত হয়, তৎসমস্তের জন্য নিয়ম ব্যাখ্যার তত প্রয়োজন দেখা যায় না। কেননা তৎ-সমুদয় সমন্বিত পদাবলী কেবল চলিত বাক্যকথনে ব্যবহৃত হয়, লিখিত বা গ্রন্থের বাক্য মধ্যে প্রায় ব্যবহৃত হয় না। বিশেষতঃ বাঙ্গালয়ীয় (১) ভাষা আমাদিগের জাতিভাষা সকলেরই বোধ্য। ঐ সমস্তের অর্থাদি বিবৃত করিলে পুস্তক বাহুল্য হয়, বলিয়া পরিহৃত হইল।

ক্রিয়ানুসারে কারক পদের বিন্যাস ও অব্যয়ানুসারে সেই সকল বিন্যস্ত পদের সংযোগ দ্বারা যে প্রকারে বাক্য রচনা করা হয়, তাহাকে পদ স্থাপনার রীতি কহে।

---

(১) বাঙ্গালীয় শব্দের অপভ্রংশ বাঙ্গালী ও বাঙ্গালয় শব্দের অপভ্র শব্দ বাঙ্গালা। কেন না চন্দ্র বংশীয় বঙ্গ নামক রাজার বাস স্থান—আ বাঙ্গালয়—বাঙ্গালা, তদ্দেশ জাত এই অর্থে বাঙ্গালয়ীয়—বাঙ্গালী শব্দ হই য়াছে। (ঐতিহাসিক অনুমান)

এই রীতির অনুসারে বাক্য কথিত হয়। সেই কথিত বাক্যা-বলীর নাম ভাষা। ভাষায় যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে, তৎসমস্ত, যে, একরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়, এমত নহে। প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য অনুসারে ঐ সকল শব্দের ভিন্ন প্রকার অর্থোৎপত্তি হয়; তাহার কারণ এই যে, যেমন বাক্যের যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি শক্তি আছে, সেইরূপ শব্দ সকলেরও অর্থের অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা নামক তিনটী শক্তি আছে। সেইশক্তিত্রয় দ্বারা শব্দ সকলের তিন প্রকার অর্থ হইয়া থাকে। অভিধা শক্তি দ্বারা অভিধেয় অর্থের, লক্ষণা শক্তিদ্বারা লক্ষ্যা-র্থের, ও ব্যঞ্জনাদ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থের অবরোধ হয়।

১০২৩। অভিধাশক্তি ও অভিধেয় অর্থ—পদার্থ তিন প্রকার; দ্রব্যপদার্থ, গুণপদার্থ ও ক্রিয়াপদার্থ।

পূর্ব্বতন আর্য্য বুধগণ যে পদার্থের যে নামকরণ করিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তদনুসারে শব্দের যে অর্থ হইয়াছে অর্থাৎ প্রাচীন সংকেতানুসারে যে শব্দের যে অর্থ হয়, তাহাই অভিধেয় অর্থ ও যাহাতে সেই অভিধেয় অর্থের জ্ঞান হয়, তাহারনাম অভিধা শক্তি। যেমন গো, দুগ্ধ, অশ্ব, লোহিত, শুভ্র, নীল, বাঁধ পান কর, আন ইত্যাদি পদগুলির অভিধেয় অর্থ দ্বারা লোহিত গোরুটী বাঁধ, শুভ্র দুগ্ধ পান কর, নীল অশ্বটী আন ইত্যাদি বাক্যের অর্থ জ্ঞান হয়। কেননা প্রাচীন কালে ঐ ঐ পদার্থ ঐ ঐ শব্দ দ্বারা সঙ্কেতিত বা অভিহিত হইয়াছে। এই অভিধেয় অর্থই শব্দের মুখ্যার্থ। ইহা হইতেই লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

১০২৪। লক্ষ্যার্থ ও লক্ষণাশক্তি—শব্দের মুখ্য বা অভিধেয় অর্থ দ্বারা তাৎপর্য্য গ্রহের ব্যাঘাত হইলে, যে

অন্য প্রকার অর্থ করিতে হয় অর্থাৎ অভিধেয় অর্থ অন্তর্ভূত থাকিয়া, যে অন্য কোন উদ্দিষ্ট বা প্রয়োজনীয় অর্থ উৎপন্ন করে, তাহাকে লক্ষ্যার্থ কহে, যে শক্তিদ্বারা ঐ রূপ অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে লক্ষণা শক্তি কহে। যেমন ইংলণ্ড রূষের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। এখানে ইংলণ্ড ও রূষ শব্দের মুখ্য অর্থ—দেশ বিশেষ, তাহাতে উহাদের পরস্পর প্রস্তাব করা ও শুনা অসম্ভব হওয়াতে দেশ না বুঝাইয়া উদ্দেশ্য, দেশের রাজাকে বুঝাইল, আর হরি শান্তিপুরে থাকে এখানে "শান্তিপুরে" বলিতে সমস্ত শান্তিপুর অর্থ না হইয়া প্রয়োজনীয় শান্তিপুরের একাংশ স্থান বুঝাইতেছে। এই দুই অর্থ না হইলে তাৎপর্য্যগ্রহ হয় না। এজন্য ইহাকে লক্ষ্য অর্থ কহে।

১০২৫। ব্যাঙ্গার্থ ও ব্যঞ্জনাশক্তি—যেখানে শব্দ সকল মুখ্যার্থে বা লক্ষার্থে প্রযুক্ত হইয়া ভিন্ন অর্থে গৃহীত হয়, তথায় সেই ভিন্নার্থকে ব্যঙ্গ্যার্থ কহে অর্থাৎ শ্রোতা বক্তার প্রযুক্ত অর্থ গ্রহণ না করিয়া যে অন্য অর্থ গ্রহণ করেন, তাহাই ব্যঙ্গ্যার্থ ও যাহাতে তাহার বোধ হয়, তাহার নাম ব্যঞ্জনাশক্তি। যেমন তুমি ত সবই করিয়াছ? এখানে "তুমি কিছুই কর নাই" অর্থ হইলে ব্যঙ্গ্যার্থ হইল। কাকু বাক্য এবং শ্লিষ্ট শব্দ ও বাক্য, ব্যঙ্গ্যার্থের আধার।

এইরূপে শব্দের অভিধেয়, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্যার্থ অবলম্বন করিয়া ক্রিয়ানুসারে কারক ও ক্রিয়া পদাদি বিন্যাসদ্বারা বাক্য রচিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন বাক্য সকল অব্যয় শব্দ দ্বারা মিলিত হইয়া এক একটী বৃহৎ বা মহা বাক্য হয়। এইরূপে যে কোন বিষয়ের অনেক গুলি বাক্য ভাবপর্য্যায়ে একত্র সন্নিবদ্ধ করাকে 'প্রবন্ধ রচনা' কহে। কোন বিষয়ের প্রবন্ধ রচনা করিতে হইলে

নিম্ন লিখিত ভাব পর্য্যায়ে, রচনা করিতে হইবে, তাহা হইলে শিক্ষার্থীগণের রচনা শক্তির স্ফুরণ হইবার অনেকটা সম্ভাবনা। এজন্য এস্থলে একটী বিষয়ের রচনার ক্রম ও আদর্শ প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রবন্ধ রচনা—( বস্তু বিষয়ক )

১০২৬। বস্তু বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিতেহইলে, প্রথমতঃ রচনীয় পদার্থের জাতি অর্থাৎ তাহা কৃত্রিম কি স্বভাবজাত তাহা, ও তৎ সম্বন্ধে যে যে কথার উল্লেখ করিতে হয়, লিখিবে, দ্বিতীয়তঃ তাহার গুণবিষয়ক বিশেষণ ও তাহার উৎপত্তির বিষয় অর্থাৎ কোথায় জন্মে বা পাওয়া যায় এবং কি রূপে প্রস্তুত করিতে হয় ইত্যাদি উৎপত্তি ঘটিত তাবৎ বিষয় লিখিবে। চতুর্থতঃ তাহার উপযোগিতা অর্থাৎ তাহাতে কি কি প্রস্তুত হয় ও সে সমস্ত আমাদের কি কি কার্য্যে লাগে, ইত্যাদি অংশ গুলি বিস্তারতঃ বা সংক্ষেপতঃ পর্য্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ করিলেই বস্তু ঘটিত প্রবন্ধ রচনা হয়। শিক্ষার্থে একটী আদর্শ দেওয়া গেল।

## কাচ।

১০২৭। কাচ—কৃত্রিম, কঠিন, ভঙ্গপ্রবণ, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, অপরিচালক, বর্ণহীন, সুলভ ইত্যাদি।

কাচ একপ্রকার কৃত্রিমপদার্থ, স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতু পদার্থের ন্যায় স্বভাবজাত নহে; উহা মনুষ্যে প্রস্তুতকরিয়া লয়। উহা কঠিন অর্থাৎ জলাদি তরলপদার্থের ন্যায় নহে; উহার এক দিক্ ধরিয়া উত্তোলনকরিলে সমস্ত অংশ উঠিতে পারে; এবং হীরক ব্যতীত অন্য সকলদ্রব্য উহা অপেক্ষা কোমল। লৌহ ইস্পাত যে এত কঠিন; তাহা দ্বারাও কাচের উপর দাগ দিতে

পারা যায় না; বরং উহাদ্বারা লৌহাদিতে রেখা কর্ষিত হয়। কিন্তু অতি অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়।

কাচ অতিস্বচ্ছ পদার্থ; উহার ভিতর দিয়া আলোক সঞ্চালিত হয়, তাহাতেই চক্ষুর উপর ধরিলে তাহার অপর দিকের সমস্তপদার্থ অবলোকনকরিতে পারাযায় এবং লণ্ঠনের ভিতরে বাতি জ্বালিয়া দিলে বাহিরে আলো আইসে। কিন্তু মৃণ্ময় হাঁড়ির ভিতর দীপ রাখিলে বাহিরে আলো আইসে না। কারণ মৃত্তিকা অস্বচ্ছ। কাচের এই স্বচ্ছতা গুণ 'থাকাতে লোকে উহাতে জানালার শার্শী করিয়া থাকে। কাচের একপৃষ্ঠে কোন অস্বচ্ছ পদার্থের প্রলেপ দিলে, উহাতে প্রতিবিম্ব পতিত হয়,—রাংও পারা লাগাইলে যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে এমন আর কিছুতেই নহে।

কাচের উপর রৌদ্রাদি আলোক পতিত হইলে, চাকচিক্যশালী হইয়া উঠে। লৌহাদি ধাতু দ্রব্যের একদিকে উত্তাপ লাগাইলে যেমন, সমুদায় অংশ উত্তপ্ত হইয়াউঠে, কাচের সেরূপ হয়না। এই অপরিচালকতা গুণথাকাতে কাচ অনেক কার্য্যে লাগে। কাচের কোন বর্ণ নাই, তথাপি নীল পীতাদি নানা বর্ণের কাচ দেখিতেপাওয়াযায়; তাহা কৃত্রিম বর্ণ। লোকে কাচ প্রস্তুত কালে ইচ্ছামত বর্ণদ্বারা রঞ্জিত করিয়া লয়।

কাচ প্রস্তুত করিতে হইলে, এক প্রকার ক্ষার ও বালু একত্র জ্বাল দিলে কাচ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যখন কাচ প্রস্তুত হয়, তখন তাহাতে কোন বর্ণই থাকে না; পরে গলাইয়া কোন রং মিশ্রিত করিলে সবর্ণ কাচ প্রস্তুত হয়।

কাচ এদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। খৃঃ জন্মের চতুর্দ্দশ শত বর্ষ পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় কাচনি-

র্ম্মিত পদার্থের পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ কেহ কহেন "ফিনি-শীয়া দেশীয় সাংযাত্রিকদিগেরদ্বারা কাচের প্রথম আবিষ্কার হয়"একথা কতদূর সত্য, তাহা বলাযায় না। যাহাহউক কাচ নির্ম্মিত দ্রব্য দেখিতে অতিস্সুন্দর। বেলোরের পান পাত্র ও ভোজন পাত্র অতি পরিপাটী ও পরিষ্কৃত। পিতল কাঁসার বাসনের ন্যায় কাচেরবাসন কখন কলঙ্কিয়া যায় না।

আমাদের দেশে ধাতু-পাত্র যেমন শুচি, কাচ পাত্র সে মত শুদ্ধ নহে; মৃৎ-পাত্রের ন্যায় কোনরূপে একবার অশুচি হইলে তাহা আর ব্যবহার লাগে না। তাহা না হইলে এদেশে কাচের বাসন ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এক্ষণে সামাজিক ধর্ম্ম-বন্ধনের শৈথিল্য বশতঃ অনেকে কাচ-পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কাচে নানাবিধ দ্রব্য নির্ম্মিত হয়। রেকাব, থালা, বাটী, গেলাস, ডিস্, ঝাড়, লণ্ঠন, ফানুস্, ঘড়ির ডায়ল, প্রভৃতি ব্যব-হার্য্য দ্রব্য ও নানা প্রকার খেলনা, প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাচের খাটও দেখাগিয়াছে। বিশেষতঃ কাচ নির্ম্মিত "প্রতি-নেত্র" (চশমা) অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, উহাদ্বারা যে, কত উপকার হইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। লোকে বয়-সাধিক্য প্রযুক্ত যখন সুন্দর দেখিতে পায়না, তখন উহার সাহায্য না লইলে লিখন পঠন প্রভৃতি সূক্ষ্ম দর্শন কার্য্য সুচারু সম্পন্ন হয় না। অতএব চশমা যেরূপ প্রয়োজনীয়, কাচ নির্ম্মিত দ্রব্য মধ্যে কোন পদার্থই তাদৃশ প্রয়োজনীয় নহে।

(যেরূপে কাচের বিষয় রচিত হইল, এইরূপে কাগজ, বস্ত্র, পুস্তক, স্বর্ণ, তাম্র, ধাতু, প্রস্তর, মোহর, টাকা, পয়সা, ময়দা, হাড়ি, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি নানা প্রকার স্বাভাবিক ও কৃত্রিম পদার্থের রচনা করিবে)

## উদ্ভিজ্জবিষয়ক রচনা পদ্ধতী।

১০২৮। উদ্ভিদ্ বিষয়ক রচনা করিতেহইলে, প্রথমতঃ বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম মধ্যে তাহা কোন্ জাতীয় ও তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি অবয়ব ঘটিত বিষয়ের রচনা। দ্বিতীয়তঃ পত্র পুষ্প, ফলের বিষয়; তৃতীয়তঃ তাহার উৎপত্তি অর্থাৎ কোথায় ও কিরূপে জন্মে, চতুর্থতঃ তাহার উপযোগীতা অর্থাৎ তজ্জাত কাষ্ঠ দ্রব্য ও তাহাতে আমাদের কি কি উপকার হয় ইত্যাদি বিষয় রচনা করিবে।

## জন্তু বিষয়িণী রচনা পদ্ধতী।

১০২৯। জন্তুর বিষয় রচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ বন্য কি গ্রাম্য কোন্ জাতীয় তাহার উল্লেখ ও তাহার প্রকৃতিগত বিশেষণ গুলির উল্লেখ; দ্বিতীয়তঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও আকারপ্রকারাদি বিষয়; তৃতীয়তঃ স্বভাব ও আহারের বিষয়; চতুর্থতঃ তাহাদ্বারা আমাদের উপকারিতার বিষয়, পঞ্চমতঃ তাহার উৎপত্তির অর্থাৎ কোন্ দেশে হয় বা পাওয়া যায়, কত দিন গর্ভধারণ ও একেবারে কয়টী শাবক প্রসবকরে এবং জীবনকালকত ইত্যাদি বিষয় রচনা করিতে হয়।

১০৩০। ডাক্তর, বৈদ্য প্রভৃতি চিকিৎসক, গুরু, পুরোহিতাদি যাজক, রাজা, রাজপুরুষ প্রভৃতি বিচারক, রাখাল, পাচক, দ্বারবান্ প্রভৃতি ভৃত্যবর্গ, এবং কৃষক, শিল্পী, বণিক প্রভৃতি নানাবিধ ব্যবসায়ীদিগের সম্বন্ধে রচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ ইহাদের সহিত সমাজের কিরূপ সম্বন্ধ ও কীদৃশস্বভাবসম্পন্ন হইলে তাহার উপযুক্ত কার্য্যক্ষম হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ তাহার কার্য্যের বিষয়অর্থাৎ সে কার্য্যে তিনি কেমন

শিক্ষিত ও তাঁহার ব্যবসায় উপযোগী দ্রব্যাদির বিষয়; তৃতীয়তঃ তাঁহার প্রতি সমাজের কর্ত্তব্যতার বিষয়। এই তিনটী ভাগ অবলম্বন করিয়া, সংক্ষেপে বা বিস্তার করিয়া রচনা করিবে।

জীবনী।

১০৩১। যাহার বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিতেহইবে প্রথমতঃ তাহার পরিচয় অর্থাৎ তিনিকে? কোন বংশ জাত, ও তাহার জন্ম ও জন্ম স্থান ঘটিত বিবরণ, দ্বিতীয়তঃ তিনি কি প্রকার লোক, কি কি কার্য্য করিয়াছেন, বা তাহার উপর কি কি ঘটনা হইয়াছে এবং কোন কার্য্যে তাহার অনুরাগ ছিল বা আছে ও তদ্দ্বারা সমাজ উপকৃত কি অপকৃত, তৃতীয়তঃ তাহার আত্মীয় ও অপর সাধারণ তাহার প্রতি কীদৃশ ব্যবহার করিয়াছে ও তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট কি বিরক্ত; ইত্যাদি বিষয় পর্য্যায় ক্রমে রচনীয়।

১০৩২। অনন্তর কৃষি কার্য্য, শিল্প কার্য্য, এবং ব্যবসায় বা বাণিজ্য কার্য্য বিষয়ক রচনা করিতেহইলে তাহার উপকরণাদি, কার্য্য করণের ক্রম, ও কি প্রকারে কাজ করিলে লাভবান্ হওয়াযায়, ক্রেতৃগণের সহ কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় এবং তদবলম্বী অন্যান্য জনের সহিতইবা কি প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, অবলম্বন করিয়া রচনা করিবে।

১০৩৩। মনুষ্যের বাল্য, যৌবন, ও বার্দ্ধক্য, বিষয়ক রচনা করিতে হইতেহইলে তত্তৎকালে শরীরের ও মনের অবস্থা কার্য্য ও কার্য্য সকলের অবলম্ব্য কি? ও কি কিরূপ কার্য্য করিলে ভাবি জীবনে সুখী বা অসুখী হওয়া যায় ইত্যাদি বিবরণ লেখ্য।

১০৩৪। ইন্দ্রিয় ও দয়া, ভক্তি, ন্যায়পরতা, বুদ্ধি, কাম,

ক্রোধ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ইত্যাদি বৃত্তি বিষয়ের রচনা করিতে হইলে, তাহার লক্ষণ, কার্য্য, কার্য্যের পরিমিতি, ও তদ্বারা নিজের ও সাধারণের কিরূপ উপকার বা অপকার হয় ইত্যাদি বিষয় রচনীয়। শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা, বসন্ত, দিন, রাত্রি, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সায়ং, প্রভৃতি, কাল বিষয়ক রচনা করিতে হইলে তৎকালে পৃথিবী ও আকাশের ভাব, প্রাণীগণের ও জল বায়ুর অবস্থা? কোন্ কোন্ উদ্ভিদের ফল, পুষ্পের উৎপত্তি, ও কোন্ শস্যাদির উৎপত্তি হয় এবং এই সকল বিষয়ের দর্শন, শ্রবণ, ও উপভোগ জন্য ভগবানের প্রতি প্রীতি ও ভক্তির উদয় প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া রচনা কবিতে হইবে। এই শেষোক্ত কয় শ্রেণীর বাহুল্য ভয়ে আর আদর্শ রচনা দেওয়া গেল না।

---

# পদ্য প্রকরণ—

## ১ম পরিচ্ছেদ—

১০৩৫। ছন্দোবন্ধে অর্থাৎ মিত্র, যতি, ও পরিমিত মাত্রা বা বর্ণে নিবদ্ধ বাক্যকে কবিতা বা পদ্যময় বাক্য বলে। কবিতা দুই প্রকার, মিত্রাক্ষর, ও অমিত্রাক্ষর।

মিত্রাক্ষরে কবিতা—গঙ্গারে বন্দিয়ে বালা সহ সমাদরে
মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে করিল উত্তর
শি নিশ্চয় সিদ্ধান্ত মাতা জানিলাম মনে
চিরস্থায়ী নহে কিছু নশ্বর ভুবনে॥ সুরধুনী

অমিত্রাক্ষরে কবিতা—বসন্তের প্রিয় পাখী ভাল বাসী আমি
শুনিতে সুরব তব শ্রবণ রঞ্জন
মুকুলিত সহকার শাখে যবে শীত
অন্তে, শোভে, বনস্থলী নব পরিচ্ছেদ
শ্যামল··· ... ··· ইত্যাদি পঃ পাঃ

## পদ্য ঘটিত কথা অন্বয়।

১০৩৬। পদ্যানুরোধে পদ সকল বিক্ষিপ্তভাবে নিবেশিত অর্থাৎ ক্রিয়া যোগ সম্বন্ধানুসারে যথাস্থানে বিন্যস্ত নাহইয়া শ্রেণী ভঙ্গ ভাবে বিন্যাসিত থাকে। এমন কি, এককবিতায় বিন্যস্ত পদ অন্য কবিতার পদেরসহিত অন্বিতহয়। এজন্যক্রিয়ার অন্বয় অনুসারে পদ স্থাপন পূর্ব্বক তাহার অর্থ সংগতি করিয়া লইতে হয়।

যে রূপে পদ স্থাপন করিলে অর্থগ্রহ হয়, সেইরূপে যথা-যথ পদ স্থাপনাকে "অন্বয়" করা কহে। অন্বয় করিবার সময়ে মধ্যে মধ্যে দুই একটী অতিরিক্ত সর্ব্বনাম, অব্যয় কিম্বা ক্রিয়াপদ আকর্ষণ করিয়া লইতে হয়। তাহা না করিলে অন্বয়ী-কৃত বাক্য কখন কখন মূঢ় ও বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। যথা—

বৃন্দারক বৃন্দমাঝে দেবেন্দ্র বাসব
বামেশচী তনুরুচি মাধুরী সম্ভার
বৈজয়ন্ত ধামে শোভা সমবৃদ্ধি যে সব
বিশদ নয়নে আহা বিভাসাত তার! যঃ গোঃ চ

অন্বয়—বৃন্দারক বৃন্দ মাঝে দেবেন্দ্র বাসব ও তাঁহার বামে তনুরুচিমাধুরীসম্ভারা শচী প্রভৃতি বৈজয়ন্ত ধামে যে সব শোভা ও সমৃদ্ধি আছে, আহা! তাহার নয়নে বিষদ বিভা-

সিত। এই অন্বয়ে—ও, তাঁহার, প্রভৃতি, আছে, এই পদ চতুষ্টয়কে আকর্ষণ করিয়া লইতে হুইয়াছে।

## ছন্দঃ

১০৩৭। যাহাদ্বারা কবিতাসকল মিল, মাত্রা ও যতি বিশিষ্ট হইয়া সুপাঠ্য ও শ্রুতিমধুর হয়, তাহার নাম ছন্দঃ। ছন্দঃ দুই প্রকার; পদ্য বা মিত্রাক্ষরছন্দঃ ও গদ্য বা অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

মিত্রাক্ষর বা পদ্যচ্ছন্দের প্রত্যেক চরণে অন্ত্য বর্ণে পরস্পর মিল, এবং মাত্রা ও যতি নির্দ্দিষ্ট থাকে; আর গদ্যচ্ছন্দে চরণান্তে মিল থাকেনা, যতিও নির্দ্দিষ্ট থাকে না। কিন্তু মাত্রা স্থিরথাকে।

পদ্যচ্ছন্দঃ—দন্তবলী শিশু অলি কুন্দ কলি মাঝে।
ভুরু অনু কামধনু হেমতনু সাজে॥

গদ্যচ্ছন্দঃ—মণি মুক্তা রতন কি আছে লো জগতে
যাহেনাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে। মেঃ নাঃ বঃ

১০৩৮। যতি—পদ্য পাঠের সৌকর্য্য ও শ্রুতিমাধুর্য্য জন্য মধ্যে মধ্যে যে বিরাম দেওয়া যায়, তাহার নাম যতি। অতএব ছন্দোমাত্রেরই যতি আছে; যতি না থাকিলে পঠন সময়ে পাঠকর ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা। যতি—দুইটী: অন্তিম ও মধ্যম;

সম্পূর্ণ পাঠান্তে যে বিরাম, তাহার নাম অন্তিম যতি। আর কবিতার মধ্যে যে বিরাম, দেওয়া যায়, তাহাকে মধ্যযতি কহে। এই মধ্যযতিই কবিতা পাঠে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

১০৩৯। যতি নির্দ্দেশ—কবিতার প্রত্যেক চরণেই একএকটী করিয়া যতি স্থান থাকিবেই থাকিবে। সে যতি চরণের কোন্ স্থানে বা কোন বর্ণে দেওয়া বা থাকা উচিত? তাহার, মীমাংসা এই যে, যখন বিরামকে অর্থ শ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক পঠনের শ্রান্তি লাভকরাকে যতি কহে

উপন যাহাতে পাঠের সৌকর্য্য সাধন ও সুশ্রাব্যতা রক্ষা হয়, এমন স্থানে বা বর্ণে যতি স্থাপন করা অবশ্য বিধেয়। তাহাতে কবিতার যে চরণ পঠিত হইবে, তাহার মধ্যে এমত অংশে যতি প্রদত্ত হইবে, যে যতির পরে সে চরণের অবশিষ্ট অংশ পাঠে আর শ্বাস ক্লেশ না হয়। তাহা হইলে কবিতা সুপাঠ্য ও শ্রুতি মধুর হইবে। নতুবা কবিতা সুশ্রুত হইবে না। চরণের যতীকৃত ভাগের বর্ণ সংখ্যা অপেক্ষা অবশিষ্টাংশের বর্ণ সংখ্যা ন্যূন না হইলে সেরূপ হওয়া অসম্ভব; সুতরাং যতির পূর্ব্ব ভাগের মাত্রা বা বর্ণ সংখ্যা; সমস্ত চরণের মাত্রা বা বর্ণ সংখ্যার অর্দ্ধেকের অধিক এবং অবশিষ্টাংশের মাত্রা বা বর্ণ সংখ্যা অর্দ্ধাপেক্ষা ন্যূন হইবে। এই নিমিত্ত, প্রাচীন কবিরা পয়ারচ্ছন্দে অষ্টমবর্ণে যতি দিবার নিয়ম করিয়া যান। তদনুসারে নবম, দশম, বর্ণেও যতি প্রদত্ত হইতে পারে; কদাপি সপ্তম, বা ষষ্ঠ প্রভৃতি অর্দ্ধাপেক্ষা অল্পিষ্ট বর্ণে হইতে পারে না। বস্তুতঃ অষ্টমবর্ণে যতি থাকিলে পয়ার যেমন সুপঠিত ও সুশ্রুত হয়, এমন আর কোন বর্ণে যতি দিলে হয় না।

এতদনুসারে ত্রিপদী, চৌপদী, লালিত, একাবলী প্রভৃতি ছন্দে ঐরূপ নিয়ম অর্থাৎ চরণের মাত্রা সংখ্যার অর্দ্ধেক বর্ণের অধিক বর্ণ পরে যতি দিয়া পাঠ হইয়া থাকে। ত্রিপদীর প্রত্যেক চরণে তিনটী করিয়া পদ অর্থাৎ অংশ থাকে, তাহার দুইটী পদ পঠনান্তে শ্বাসপাত অর্থাৎ বিরাম দিয়া তৃতীয় পদ পঠিত হয়। তাহাতে প্রথম দুই পদের মাত্রা অপেক্ষা তৃতীয় অংশের মাত্রা ন্যূন থাকে। আর চৌপদী ও ললিত ছন্দে চারিটী করিয়াপদ থাকে, তাহারও প্রথম দুইপদ পাঠান্তে তৃতীয় ও চতুর্থপদ একত্র পঠিত হয়। তাহাতেও প্রথম দুই পদ অপেক্ষা তৃতীয়

চতুর্থ পদের মাত্রা অল্প থাকে। এইরূপ বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় সকল ছন্দঃ পাঠেরই এই নিয়ম অর্থাৎ চরণের অর্দ্ধেক অপেক্ষা বেশীবর্ণের পরে যতি দিয়া পাঠ হয়। তাহাতে ইহা অবধারিত হইল যে, প্রত্যেক চরণের যতীকৃত ভাগাপেক্ষা অবশিষ্ট ভাগের মাত্রা সংখ্যা অল্প থাকা চাই। ইহা যতিদানের রীতি।

১০৪০। মাত্রা—এক একটী স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণকে পদ্যের মাত্রা কহে। সংযুক্তাক্ষরে হলাধিক্য জন্য মাত্রাধিক্য হয় না এবং হসন্ত বর্ণও মাত্রা বলিয়া ধৃত হয় না। হসন্ত বর্ণকে মাত্রা ধরিলে তাহাকে অকারান্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়।

যথা—জগত ভরিল ধাতা আপন ইচ্ছাতে ১

বর্ণ ভাতি নহে মাত্র সম্পত্তিএদের ২

১—জগৎ শব্দ, জগত-অকারান্ত উচ্চারিত হওয়াতে মাত্রা মধ্যে গণ্য হইল। ২—র্ণ, ত্র, ম্প, ত্তি, এই চারিবর্ণে যুক্তাক্ষরতা হেতু মাত্রাধিক্য হইল না, আর পদ্যে যে সব অকারান্ত বর্ণ, হসন্ত উচ্চারিত তাহাতে মাত্রার ব্যত্যয় হয় না।

## ছন্দোনুরোধ।

১০৪১। ছন্দের অনুরোধে, গদ্যে যে প্রকার আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তির অনুসারে পদ স্থাপন পূর্ব্বক বাক্য রচনা হইয়া থাকে পদ্যে সেরূপ হয় না।

বিশেষতঃ আসত্তির সম্পূর্ণ বিপর্য্য ঘটিয়া থাকে ও আকাঙ্ক্ষারও কিয়ৎ পরিমাণে অন্যথা হইয়া থাকে।

১০৪২। গদ্যে যৌগিক ক্রিয়ার সহযোগী পদ সহযো[illegible] ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে না থাকিলে দোষ হয়, পদ্যে তাহা[illegible] দোষ হয় না। পদ্যে সহযোগী পদ ক্রিয়া হইতে কখন অ[illegible]

দূরে থাকে, কখন বা সহযোগী ক্রিয়ার পরে সহযোগী পদথাকে।
যথা—করেন কৌশল্যাদেবী দেবতা পূজন।
পুত্রের মঙ্গল হেতু অতিহৃষ্ট মন॥ রামায়ণ
এখানে 'পূজন' পদ ক্রিয়ার পরে।

২০৪৩। পদ্যে যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট শব্দের কথন যুক্তাক্ষরের বর্ণ বিশ্লেষ করিয়া ব্যবহার হয়। যেমন কর্ম্ম, মর্ম্ম, যুক্তি, ভ্রম, প্রীতি ইত্যাদি স্থলে করম, মরম, যুকতি, ভরম, ইত্যাদিরূপ বিশিষ্ট হয়।

যথা—যথা দুঃখী দেখি দ্রবিণ প্রবিণ চিত হয়।
যথা হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয়॥
এখানে 'হর্ষিত' স্থানে 'হরষিত' হইয়াছে

১০৪৪। পদ্যানুরোধে যুক্তাক্ষরের যেমন বর্ণ বিশ্লেষণ হয়, তেমনি আবার কখন কখন কোন পদের আদি, মধ্য, বা অন্ত্য বর্ণের বিয়োজন বা সংক্ষেপ করিয়া ব্যবহার করে এবং কখন কখন কোন কোন পদ অপভ্রষ্ট হইয়া ব্যবহৃত হয়। যথা দৃষ্টি= দিঠি, করিতেছে=করিছে, সম=হেন, নিরীক্ষিলাম=নিরখিলাম, নিরখিনু, নিহারনু, হইল=ভেল, তুমি=তুই, তুহি, কহিলাম=কৈনু, কহিল—কৈল গেলাম=গেনু, পাইলাম,= পাইনু পেনু ইত্যাদি প্রকারের সঙ্কোচন, পরিবর্ত্তন বা অপভ্রংশ যথেষ্ট লক্ষিত হয়।

১০৪৫। পদ্যের অনুরোধে—সাধু সমস্ত পদের স্থলে বাঙ্গালা সমস্ত পদ ব্যবহৃত হয়, তাহাতে লুক্ ও অলুক্ উভয় প্রকার সমাসই থাকে। যথা ছিন্নমূল—মূলছেড়া, হৃষ্টান্তর—হরবঅন্তর, তোমা সবার, তোমাধন, তাসবার ইত্যাদি।

ভীমতম শূলহস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণ... ... ..

এখানে "ভীমক্রম শূলহস্তে" অলুক বহুব্রীহি সমস্তপদ;

১০৪৬। পদ্যে কখন কখন ব্যাকরণ নিয়মের বিরুদ্ধ পদ সকলও ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ ভাববাচ্য সিদ্ধ পদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় ও নিয়ম বিরুদ্ধ স্ত্রীলিঙ্গ পদ সকল ব্যহৃত হয়। যথা অনাথা=অনাথিনী, মলিনা—মলিনী, চাতকী=চাতকিনী, সুকেশী সুকেশীনী ইত্যাদি।

ক্রমে ক্রমে হইল পতন॥

"উদয় উদয়পুরে প্রফুল্ল অন্তরে।" এখানে পতন ও উদয় পদ বিশেষণ ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে—

১০৪৭। পদ্যে ক্রিয়ার ইতেছ' বিভক্তি স্থলে ইছ, ইয়াছে স্থানে এছ' হয় এবং কখন কখন প্রচলিত কথা বার্ত্তার ন্যায় ধাতুতে বিভক্তির শেষাক্ষর যুক্ত হইয়া ক্রিয়া হয়। যথা— করিতেছে=করিছে, কর্‌ছে, করিয়াছে=করেছে ইত্যাদি।

১০৪৮। আর বিধ বর্ত্তমানের বিভক্তি ই, অ, এ, ইহাদের স্থানে অয়ি, অও, অয়—অয়ে, হয় এবং অ' স্থানে 'অহ' ও হয়। যথা করি—করয়ি, কর—করহ, করে—করয়ে, ইত্যাদি

১০৪৯। যে দুই প্রকার ছন্দঃ প্রচলিত আছে। তাহাও প্রাচীন ও আধুনিক ভেদে দুই প্রকার। প্রাচীন ছন্দঃ যতগুলি চলিত আছে, তদ্রচিত কবিতা বা শ্লোক দুই চরণে সম্পূর্ণ হয় আর অধুনাতন যে সকল ছন্দঃ চলিত হইয়াছে বা হইতেছে তদ্রচিত কবিতা, কোনটী তিন চরণ, কোনটী পাঁচচরণ, বা ছয় চরণে পূর্ণ হয়। অধুনাতন ছন্দঃগুলি, প্রাচীন ছন্দঃ পয়ার ত্রিপদীর সংযোগে রচিত হইয়া থাকে, সে জন্য এ গুলিকে মিশ্রচ্ছন্দঃও বলা যায়।

১০৫০। প্রাচীন ছন্দঃ (মিত্রাক্ষর)—মিত্রাক্ষর ছন্দের উভয় চরণের শেষস্থ পদের অন্ত্য এক বা দুই কি তিন বর্ণে মিত্রতা (মিল) থাকে। মিত্রাক্ষর ছন্দঃ অনেক, তন্মধ্যে সচরাচর যে গুলি দেখিতে পাওয়া যায় তৎসমস্তই উল্লেখ্য।

সেই সকল ছন্দের প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিতে গেলে বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এজন্য তাহা না করিয়া প্রত্যেক ছন্দের চরণ ও বর্ণমাত্রার নির্দ্দেশ করিয়া এক একটী উদাহরণ দেওয়া গেল।

১০৫১। পদ্য—পয়ার—ইহার দুইটী চরণ ও প্রতি চরণে ১৪টী বর্ণ। যথা—পূর্ব্ব দিক নানারঙ্গে করিয়া রঞ্জিত
উজ্জ্বল প্রভায় রবি হয়েছে উদিত। পঃ পাঠ

১০৫২। পর্য্যায় সম পয়ার—ইহাতে চারিটী করিয়া চরণ ও প্রতি চরণে ১৪টী বর্ণ থাকে এবং প্রথম ও তৃতীয়ে, দ্বিতীয় ও চতুর্থে মিল থাকে। যথা

ডালে ডালে দেখ কত কুসুম বিকাশ
বর্ণ ভাতি নহে মাত্র সম্পত্তি এদের
নাসিকার তৃপ্তিকর বিতরিছে বাস
মধুদানে হরিতেছে ক্ষুধা ভ্রমরের। পঃ পাঃ

১০৫৩। পর্য্যায় বিষম পয়ার—ইহাতে পূর্ব্ব নিয়মের সমস্ত, কেবল মিল,—প্রথম ও চতুর্থে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ে থাকে। যথা

পর্ব্বত দুহিতা নদ নদি! দয়াবতী তুমি
জন্ম তব অধীনের উপকার তরে
সুমিষ্ট সলিল তব তৃষ্ণা দূর করে
তব জলে উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয় ভূমি। পঃ পাঃ

১০৫৪। পর্য্যায় শেষ সম—ইহাতে ছয়টী চরণ ও প্রতি চরণে [illegible] বর্ণ। যথা—লোচন আনন্দ কর সুন্দর আনন।

অধর প্রবাল দন্ত মুকুতা সজ্জিত
নিন্দি ইন্দীবর নীল উজ্জল নয়ন
অর্দ্ধস্ফুট কথা গুলি অমিয় জড়িত
নবোদিত শশিকলা একিরে অন্যায়
অকালে করাল রাহু গ্রাসিস তাহায়॥ পঃ পাঃ

১০৫৫। মালতী ছন্দঃ—ইহার দুইটী চরণ ও প্রতি চরণে১৫টী বর্ণ থাকে,যথা—স্বজনী প্রণয় যেন কারু নাহি হয় লো।
যদি তাই ঘটে যেন নাহি হয় ক্ষয় লো।
যদি ও কপাল ক্রমে হয় ভঙ্গ ভয় লো।
তবে যেন পরমায়ু বশীভূত রয় লো॥ কাঃ নিঃ

১০৫৬। মাল ঝাঁপ—ইহার দুই চরণ, প্রতি চরণে ১৪ বা ১৫ টী বর্ণ থাকে। চতুর্থ,অষ্টম দ্বাদশ বর্ণে মিল থাকা চাই। যথা
নাসা তুল, তিল ফুল, চিন্তাকুল, ইথ।
চৌদ্দাক্ষর বাক্যস্থষ্টি, সুরুবৃষ্টি, লোল দৃষ্টি বিয়॥
হেন পাশ, প্রেমফাঁস, যারে আঁস লাগে হে।
যায় জান, কুল মান, ধন প্রাণ ভাগে হে॥ ১৫ বর্ণ

১০৫৭। ভঙ্গ পয়ার। ইহার প্রথম চরণে ৮ টী বর্ণ থাকে ও তাহা দ্বিরাবৃত্ত হয় আর দ্বিতীয় চরণ চতুর্দ্দশ বর্ণে গ্রথিত। যথা—দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ
যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ॥

১০৫৮। কুসুম মালিকা ছন্দঃ।—ইহার দুই চরণ, প্রতি চরণে ১৬ টী বর্ণ থাকে। যথা
যথা দুঃখী দেখি দ্রবিণ প্রবীণ চিত হয়,
যথা হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয়। বাঃ দঃ
১৮ বা ২০ অক্ষরে গ্রথিত দীর্ঘ পয়ার দেখিতে পাওয়া যায়,

১০৫৯। ত্রিপদী—লঘু,দীর্ঘ,ভঙ্গ ভেদে চারি প্রকার। লঘু ত্রিপদী।—ইহাতে দুইটী চরণ, প্রতি চরণে তিনটী করিয়া পদ (অংশ) ও বিংশতিটী করিয়া বর্ণ থাকে। যথা

দুই নর বর, উঠি বাজি পর স্মরে যোগ মায়া পায় )
মহা হৃষ্ট মতি বায়ু বেগে তথি অতি দ্রুত গতি ধায় ॥—

১০৬০। ভঙ্গ লঘু ত্রিপদী। ইহার প্রথম চরণ কেবল ৮অক্ষরে নিবদ্ধ দুইটী পদবিশিষ্ট, দ্বিতীয় চরণ ২০ অক্ষর বিশিষ্ট। যথা

ওরে বাছা ধূমকেতু মা বাপের পুণ্য হেতু
কেটে ফেল চোরে ছেড়ে দেহ মোরে
ধর্ম্মের বান্ধহ সেতু—

১০৬১। দীর্ঘ ত্রিপদী।—ইহাতে দুইটী চরণ, প্রতি চরণে ২৬ টী অক্ষর, তিনটী করিয়া পদ, যথা—

যত নরপতি গণ সবে আনন্দিত মন
প্রবেশিল কুসুম নগরে।
সবে সুসজ্জিত ময়, হেরি পুরি সমুদয়,
ভূপতি সাধুবাদ করে ॥ বাঃ দঃ

১০৬২। ভঙ্গ দীর্ঘ ত্রিপদী। ইহার প্রথম চরণে দুইটী করিয়া পদ থাকে, দ্বিতীয় চরণ পূর্ব্বের মত। যথা

জননী ডাকিনী হৈল মোর, মোর প্রাণনাথে বলে চোর
বাপ অর্থের হেতু ধূমকেতু ধূমকেতু
বিধাতার হৃদয় কঠোর ॥ কাঃ নিঃ

১০৬৩। এতদ্ব্যতীত ললিত,তরল প্রভৃতি দুই তিন প্রকারে ত্রিপদী আছে, সে গুলির একএকটী উদাহরণ দেওয়া গেল।

ললিত ত্রিপদী—শুনহে প্রাণ বঁধু, সে সব মধু মধু
হাসিয়া মৃদু জানালে।

ভাল উপদেশ আমারে সবিশেষ
করিয়া অবশেষ শুনালে ॥

তরল ত্রিপদী—দেখিলে চটক অঘট ঘটক
দোঁহার যোটক ধায়রে
নাহিক বিরাম ধায় অবিরাম
কুমারের কামনায়রে ॥

হীন পদা ত্রিপদী—উরলক্ষ্মী কর দয়া
ব্রহ্মার জননী বিষ্ণুর ঘরণী কমলা কমলালয়া ॥—

১০৬৪। চতুষ্পদী—ইহাতে দুইটীচরণ প্রতি চরণে চারিটী করিয়া পদ ও চরণদ্বয়ের শেষ অক্ষরে মিল থাকে।

লঘু চৌপদী। ইহার দুইচরণে কবিতা পূর্ণ হয়, প্রতিচরণে চারিটী করিয়া পদ, একুশ হইতে তেইশ পর্য্যন্ত অক্ষর থাকে প্রথম দ্বিতীয় ওতৃতীয় পদে মিল থাকে। যথা

যত রামা গণ সে রূপ মোহন
হেরি অচেতন, হইল রে
করিতে গমন নাচলে চরণ
হেরি সে বরণ, মোহিল রে॥ ইত্যাদি

১০৬৫। দীর্ঘ চৌপদী। ইহার প্রতি চরণে চারি পদ ও উন-ত্রিশ হইতে একত্রিশ বর্ণ থাকে। যথা

তুমি বাড়াইলা প্রীতি, মোর দেখে নাহি ভীতি
রহে যেন রীতি নীতি, নাহিক বড় দায়
চুপে চুপে এসো যেয়ো, অন্যদিকে নাহি চেয়ো
সদাএকভাবে চেয়ো তোমার রাধিকায় ॥

ইহা অপেক্ষা অধিক অক্ষরের চৌপদী ছন্দঃ আছে। তাহাতে প্রতি চরণে ৪২টী করিয়া পর্য্যন্ত অক্ষরে থাকে।

## ললিত ছন্দঃ।

* ১০৬৬। ললিত ছন্দঃ চৌপদীর মত কেবল তৃতীয় পদে মিল না থাকিবার কথা।

লঘু ললিত—হেন নয় মতি, সুধাকর ভাতি
বুঝি এ যুবতী, চুরি করিল
কিম্বা সুবদনী, কনক বরণী
নলিনীর শোভা, হেলে হরিণ॥

দীর্ঘ ললিত—বিধুত কলঙ্কীবলে, কলঙ্ক ধরেছ গলে
আরি মোলে তারে আর, কে আর পুষিবে
ভুজঙ্গের সঙ্গেথাকা অঙ্গে তার বিষ মাখা
সে চন্দনে দহিলে দেহ, কেবা আর রুষিবে॥

১০৬৭। একাবলী—একবলী ছন্দে দুই চরণে কবিতা পূর্ণ হয়, প্রতি চরণে ১১টী অক্ষর ও পরস্পর মিল থাকে। যথা

কামিনীরে দেখি উঠিয়া ভাট
রাজ গুণরূপ করিছে পাঠ॥

১০৬৮। পর্য্যায় সম একাবলী। চারি চরণে কবিতা পূর্ণ হয়। আর আর সব পয়ারের মত। যথা

পর্য্যায় সম একাঃ—অঞ্জনে রঞ্জন করিয়া আঁখি
গৃধিনী গঞ্জিত শ্রবণ মূলে
যেন নাচে দুটী খঞ্জন পাখি
কুণ্ডল যুগলে পরিল তুলে॥

পর্য্যয় বিষম একাবলী। যথা
বিনাইয়া বেণী বাঁধিল ভালা
একেত চিকণ চিকুর জাল

তাহাতে গাঁথিল মুকুতা মালা
বেড়িয়া বিলসে বকুল মালা ॥

শেষ সম একাবলী—বসন্ত অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব বসনা শাখা কদলে
নীরবে নিবিড় নিড়েসে যায়
বাশী ধ্বনি আজ নিকুঞ্জ বনে
হায় ও কি আর গীত গাইছে
নাহেরি শ্যামে ও বাশী কাদিছে ॥

## তূণক।

১০৬৯। তূণক—ইহাতে দুই চরণে কবিতা পূর্ণ হয়, প্রতি চরণে ১৫টী করিয়া মাত্রা ও চারিটী করিয়া পদ থাকে। শেষস্থ দুই তিন বর্ণের সর্ব্বতোভাবে মিল থাকা চাই। যথা

রাজ্য খণ্ড, লণ্ড ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে
থুল থুল, কুল কুল, ব্রহ্মাডিম্ব টুটিছে ॥
নৈল দক্ষ ভূতযক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে
ভারতের তূণকের ছন্দোবন্ধ বাড়িছে ॥ অ, ম,

১০৭০। তোটক—দুই চরণে কবিতা পূর্ণহয়, প্রতিচরণে ১২টী করিয়া বর্ণ থাকে, তাহার তৃতীয়, ষষ্ঠ, ও নবম ও দ্বাদশ বর্ণ গুরুস্বর বিশিষ্ট হইবে। এবং দুই চরণে শেষ পর বর্ণে মিল থাকিবে। যথা

রণপণ্ডিত খণ্ডিত বৈরী শিরে
পরিলা, যতনে গলহার কার ॥

১০৭১। ইহাব্যতীত দ্রুতগতি, পঞ্জগতি, পঝাটিকা প্রভৃতি অনেক প্রাচীন ছন্দঃ আছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকলের বিবরণ

করাগেল না; কেবল ঐ তিনটী ছন্দের একএকটী উদাহরণ দেওয়াগেল। যথা—দ্রুতগতি—হৃদি বিলসে পটু বসনা

কুচ কলসে কৃত কসনা
স্বর অলসে মৃদু হসনা
তনু উলসে মুদ নয়না ॥ বাঃদঃ

গজগতি— বরিবনা ইহ বরে
কহি নাহি ধ্বনিকরে ॥বাঃ দঃ

পজ্ঝটিকা—পীতাম্বর ধর সুরধুনী মস্তে
স্থাণু ত্রিনয়ন দেব নমস্তে
শঙ্কর মুরহর কুরু ভব পারং
হে হরি হর হর দুষ্কৃত ভারং ॥ বাঃ দঃ

১০৭২। আধুনিক বা নব্য ছন্দঃ—আধুনিক ছন্দঃ সকলের নিয়মাদি লিখিত হইল না। কেবল একএকটী উদাহরণ দেওয়াগেল এবং তাহাতে কয়টী চরণে কবিতা পূর্ণ হয় তাই বলা গেল।

১০৭৩। অমিত্রাক্ষরে পয়ার—ইহার পাঠ করণের কিঞ্চিৎ বিবেচনা আছে। যতি অনুসারে পাঠ করিতে হয় অর্থাৎ যেখানে ভাব শেষ, তথায় বিরাম দিতে হয়, কিন্তু চতুর্দ্দশ বর্ণে নিবদ্ধ কবিতা, তাহাতে চরণের শেষেও বিরাম দেওয়া আবশ্যক; নতুবা পদ্যানুভব হইবে না। এজন্য ইহা পাঠ করা কিছু কঠিন; ইহার ভাব অনুসারে বিরাম ও চরণান্তে বিরাম, এই উভয় বিরাম রক্ষা করিয়া পাঠ করিতে হইবে।—যথা—

উত্তরিলা; প্রিয়ম্বদা—(কাদম্বা যেমতি
মধুস্বরা) এঅভাগী হায় লো সুভাগে!
যদি না কাঁদিবে, তবে, কে আর কাঁদিবে
এ জগতে? কহি শুন পূর্ব্বের কাহিনী ॥

১০৭৪। আধুনিক মিত্রাক্ষর ছন্দঃ মিশ্রিত অর্থাৎ পয়ার এক চরণ অপর চরণ ত্রিপদী, চৌপদি, ললিতাদির মিশ্রণে গ্রথিত হইয়া থাকে।

দ্বিচরণ কবিতা—বীরের সন্তান তোরা বীর অবতার—(পয়ার)

স্বকুলে দিলিরে ঢালি

এখন কলঙ্ক কালি

শৃগালের কাজ, হয়ে, সিংহের কুমার॥—(ললিত)

ত্রিচরণ কবিতা—রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণ লতিকারে—(পয়ার)

শুন মোর কথা ধনি! নিন্দ বিধাতারে—(পয়ার)

নিদারুণ তিনি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি

তেঁই ক্ষুদ্র কায়া অতি, করিলা তোমারে॥ (চৌপদী)

পঞ্চ চরণ কবিতা—যূথ সহ ছিলে তুমি স্বাধীন যখন—১

যথা ইচ্ছা সেই স্থানে করিতেঁ চরণ—২

নামিয়া হ্রদের জলে, পদ্ম বনে পদে দলে;—৩

কোমল মৃণাল ছিঁড়ে করিতে ভক্ষণ—৪

সে সুখ তোমার করি গিয়াছে এখন—৫

ষট্ চরণ কবিতা—এস এস সহচরিগণ এস সহচরীগণ

হুতাশন গ্রাসে করি জীবন অর্পণ—২

ধর সবে মনোহর বেশ, বাঁধ বিনাইয়া কেশ—৩

চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ,—৫

ওরে সখি আজরে সুদিন, ঘটিয়াছে ভাগ্যধীন

শুধিব জীবন দানে পতি প্রেম ঋণ॥ পঃপাঃউঃ

ইহার তিন চরণ পয়ারের, অন্য তিন চরণ অন্য প্রকার; কবি, এইরূপে ছয় চরণে নিবদ্ধ পদ্যকে একটী কবিতায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখাতে, ইহাকে ছয় চরণ কবিতা বলা

নতুবা ইহার মিত্রাক্ষর বদ্ধ প্রতি দুই চরণই এক একটী কবিতা স্বরূপ। এবং চতুশ্চরণ, পঞ্চচরণ ও ষট চরণ ইত্যাদি প্রকারের অন্যরূপ কবিতাও আছে।

---

## ২ য় পরিচ্ছেদ।

### অলঙ্কার।

১০৭৫। যেমন মানব দেহের সৌন্দর্য্য সাধক মকর কুণ্ডলাদিকে অলঙ্কার বলে, সেইরূপ ভাষার শোভা সম্পাদক ধর্ম্মকে ভাষার অলঙ্কার কহে। অলঙ্কারদ্বারা ভাষার অঙ্গ—শব্দ ও অর্থের পারিপাট্য সাধন করিয়াথাকে, সুতরাং অলঙ্কার দ্বিবিধ: শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।

১০৭৬। যে স্থলে শব্দ দ্বারা ভাষার শোভা সম্পাদন করা হয়, তথায় শব্দালঙ্কার হয়; শব্দালঙ্কার প্রায়ই শ্রুতি মধুরতাজনক। আর যেখানে অর্থ দ্বারা ভাষার শোভা সম্পাদন করাহয়, তথায় অর্থালঙ্কার হয়; অর্থালঙ্কার ভাবের পরিপাট্য প্রদর্শন করিয়া অন্তঃকরণের প্রফুল্লতা জনক হয়।

১০৭৭। শব্দালঙ্কার অনেক গুলি, তন্মধ্যে অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ এই তিন প্রকার প্রধান।

১০৭৮। অনুপ্রাস—বাক্যের অন্তর্গত শব্দ পরম্পরায় এক জাতীয় স্বর ও হল বর্ণ উপর্য্যুপরিবিন্যস্ত হইলে, অনুপ্রাস হয় তাহাতে উচ্চারণ পার্থক্য থাকিলেও অনুপ্রাসের ব্যাঘাত হয়, না। যথা—"শুভ সমাচার শ্রবণ করিয়া সকলে সন্তোষ সলিলে অভিষিক্ত হইলেন।" ইত্যাদি।

পদ্যে—যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে,
যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী হিমাংশু মিলনে,

এই দুই চরণে ক, ম, ত, দ, ন, ই, ঈ, পুনঃ পুনঃ বিন্যাসে অনুপ্রাস হইয়াছে।

১০৭৯। যমক—কোন একটী শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হইলে যমক হয়। যথা।—

আদ্য যমক "শয়নে শয়নে হ'ল বিষম সঙ্কট"

" " "সুবর্ণের সুবর্ণের নাহিক তুলনা"

মধ্যযমক—"বনেতে দেখিয়া হরি হরি হরি স্মরি" এই অর্দ্ধ কবিতায় "হরি" পদের যমক হইয়াছে—

অন্ত্যযমক—সে সব দুঃখের কথা বলিব বা কায়

ভাবিয়া ভাবিয়া দেহ হৈল নীলকায়—

ভিন্নার্থ—শয়ন=শোওয়া ও শয্যা, সুবর্ণ=স্বর্ণ ও উত্তম বর্ণ,

হরি=সিংহ ও ভগবান্, কায়=কাহাকে ও দেহ।

১০৮০। শ্লেষ—বাক্যের অন্তর্গত শব্দ সকল দুই বা তিন অর্থ বহন করিলে শ্লেষ হয়। যথা—

শরীর লোহিতবর্ণ স্খলিত গমন

বসুহীন হ'লো রবি করি বিতরণ

অম্বর তেজিয়া পড়ে জলধির জলে

কেবল বারুণী বহু সেবনের ফলে।

এস্থলে বসু, রবি, অম্বর, বারুণী ও সেবন, শব্দ গুলি শ্লিষ্ট অর্থাৎ দ্বি-অর্থ বিশিষ্ট।

এতদ্ব্যতীত বক্রোক্তি, কাকুবক্রোক্তি প্রভৃতি আরও শব্দালঙ্কার আছে।

## অর্থালঙ্কার।

১০৮১। বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত অপর বিষয়ের সমাবেশ দ্বারা বর্ণ্যমান প্রস্তাবের নানারূপে সৌন্দর্য্য বা ঔজ্জ্বল্য সাধ

করিয়া অর্থালঙ্কার সম্পাদিত হয়; সুতরাং তাহাও বহুবিধ; তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়টী লিখিত হইল।

## উপমা।

উপমা=সাদৃশ্য, যাহাকে তুলনা করাযায়, তাহাকে উপমেয় আর, যাহার সহিত তুলনা করাযায়, তাহাকে উপমান কহে এবং জাতি, গুণ ও ক্রিয়া জনিত ভাবকে ধর্ম্মবলে।

১০৮২। যেস্থলে সমান ধর্ম্মাক্রান্ত অপর পদার্থের সহিত বর্ণনীয় বিষয়ের সাদৃশ্য প্রদর্শন করাহয়, তথায় উপমা অলঙ্কার হয়। উপমা অলঙ্কারে বর্ণণীয় বিষয় উপমেয়, অপর পদার্থ উপমান ও পরস্পর ভিন্নজাতীয় হইয়া থাকে। উপমা বোধেরজন্য সম, ন্যায়,সদৃশ, প্রায়,যথা,তথা,সেইরূপ, যেমন প্রভৃতি সাদৃশ্য বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—

"কহ কহ কৃষ্ণকথা অমৃত সমান"—১

অরুণ উদয়ে তারাগণ একেং অদৃশ্য যেমন
সেইরূপ প্রাণ পণে যুদ্ধকরি ক্ষত্রগণে
ক্রমে ক্রমে হইল পতন"—২

কি কব লজ্জার কথা লতা লজ্জাবতী যথা
মৃতপ্রায় পরপরশনে ॥—৩

১।—এখানে কৃষ্ণ কথা ও অমৃত, উভয়ে অমরত্ব শক্তিগুণে এক ধর্ম্ম বিশিষ্ট, ও ভিন্ন জাতীয়, হওয়াতে পবিত্রতাদি সাদৃশ্য প্রদশন।

২।—নক্ষত্র ও ক্ষত্রগণ সংখ্যাগুণে একধর্ম্ম বিশিষ্ট ও ভিন্ন জাতীয় বিধায় ক্রিয়া জনিত অদৃশ্য ভাবরূপ সাদৃশ্য প্রদর্শন।

৩।—কামিনী ও লতা, এক ধর্ম্ম লজ্জা, ক্রিয়া জন্য মৃত্যুভাবরূপ সাদৃশ্য প্রদর্শন হইয়াছে।

ফলতঃ সমধর্ম্মাক্রান্ত ভিন্ন জাতীয় উপমেয়ের সমীপে যে কোন রূপ সাদৃশ্য প্রদর্শন জন্য যথাদি শব্দদ্বারা উপমান বিন্যস্ত হইলেই উপমা হয়।

একটী উপমেয়ের অনেক উপমানে মালোপমা হয়। যথা নলের সুমতি, ইন্দ্রের বৃহস্পতি, দশরথের বশিষ্ট, সেইরূপ শুক নাসও রাজার হিতকারী ছিল। ইত্যাদি।

## দৃষ্টান্ত।

১০৮৩। সমান ধর্ম্মাক্রান্ত ভিন্ন জাতীয় উপমেয় উপমানের বিভিন্ন ক্রিয়াজনিত সাদৃশ্য প্রদর্শন হইলে ও যথাদি উপমা-বাচক শব্দের প্রয়োগ না থাকিলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার

এখানে সুন্দর ও চন্দ্র, কোটাল রাহু শ্রেষ্ঠত্ব নীচত্ব গুণে এক ধর্ম্মী, প্রহার আহার ভিন্ন ক্রিয়া জনিত সাদৃশ্য ( নির্দ্দয়তা রূপ ) প্রদর্শন দ্বারা দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে।

যোগ্যপাত্রে মিলে যোগ্য সুধা সুরগণ ভোগ্য
অসুরের পরিশ্রম সার
বিকসিত তাম রসে অলি আসি উড়ে বসে
ভেকভাগ্যে কেবল চীৎকার

এখানেও পরিশ্রম ও চীৎকাররূপ বিভিন্নপ্রকারকার্য্যে সাদৃশ্য প্রদর্শনে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে। ফলকথা এই যে, যথাদি শব্দের অপ্রয়োগে ভিন্নক্রিয়াদ্বারা সাদৃশ্য প্রদর্শন জন্য উপমেয় সমীপে উপমান উপস্থাপিত হইলে দৃষ্টান্ত হয়।

১০৮৪। প্রতিবস্তূপমা।—যে স্থলে উপমেয় উপমানের ভিন্ন ভিন্ন রূপে উল্লিখিত একরূপ কার্য্যদ্বারা সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হয়

ও যথাদি শব্দদ্বারা তাহার প্রতীতি করিয়া লইতে হয়, তথায় প্রতি বস্তূপমা অলঙ্কার হয়। যথা

———কার সাধ্য রোধে তোমায়
নরেন্দ্র তুমি! কে পারে ফিরাতে প্রবাহে?
বিতংশে কেবা বাঁধে কেশরীরে ... ...

এখানে উপমেয় নরেন্দ্র, উপমান প্রবাহ ও কেশরী রোধ, ফিরান, ও বাধা, তিন প্রকারে কথিত এক রোধ কার্য্য দ্বারা সাদৃশ্য প্রদর্শন হওয়াতে প্রতি বস্তূপমা হইয়াছে।

১০৮৫। ব্যতিরেক।—যেথানে সাদৃশ্য দ্বারা উপমেয় অপেক্ষা উপমানের ন্যূনতা বা আধিক্য প্রকাশ পায়, তথায় ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়। যথা

কেবলে শরদ শশী সে মুখের তুলা
পদ নখে পড়ে তার আছে কত গুলা—১
চন্দ্র সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি হয়
কৃষ্ণ চন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়—২
নীল পদ্ম সম বটে নয়ন যুগল
...মকরন্দ ক্ষরে তাতে ইহাতে গরল———৩

১০৮৬। প্রতীপ।—প্রসিদ্ধ উপমেয় উপমান স্থলে যদি উপমেয়কে উপমান করিয়া বর্ণনা করাহয় কিম্বা উপমেয় সমীপে ঐ প্রসিদ্ধ উপমানের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে প্রতীপালঙ্কার হয়। যেমন "বদন চন্দ্রসম সুন্দর" বলিলে উপমা হয় আর বদনসম সুন্দর চন্দ্র "বলিলে বদন" উপমেয়ে উপমান- [illegible]রোপে "চন্দ্রকে" উপমেয় হওয়াতে প্রতীপালঙ্কার হয়। যথা

[illegible]াহরণ—তোমার নয়ন সম ছিল ইন্দীবর
সলিলে নিমগ্ন হলো আমার গোচর—১
তবমুখ তুল্য শশী জগতে বিদিত

কাল পেয়ে কাল মেঘে হলো আবরিত—২
গমন অনুকারী গতি রাজ হংস বরে
গিয়াছে প্রিয়া তারা মানস সরোবরে—৩
বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়—৪

১০৮৭। রূপক—সাদৃশ্য থাকিলে বর্ণনীয় বিষয়ে (উপমেয়ে) সদৃশ বস্তুর (উপমানের) আরোপ (অভিন্ন রূপে নির্দ্দেশ) করাকে রূপকালঙ্কার বলে। রূপ, স্বরূপ, সদৃশ প্রভৃতি অভেদ বোধক শব্দদ্বারা আরোপসিদ্ধিহয়। যথা "যখনই প্রিয়ার বদন রূপ সুধাংশু সন্দর্শন করি, তখনই আমার চিত্তরূপ চকোর চরিতার্থ হয়।" কোন কোন স্থলে আরোপ নির্দ্দেশক রূপাদি শব্দ লুপ্ত থাকে। কোথাও বা 'এর' বা 'র' প্রত্যয় দ্বারা তাহার কার্য্য সিদ্ধি হয়। যথা

বিলাসের সরোবরে চিত্তপদ্ম বিকশিতহইলে শীঘ্রমুদিত হয়না।

রূপক অনেক প্রকার, যথা পরম্পরিত—যখন হৃদয়াকাশ বিষম বিপত্তিরূপ মেঘ দ্বারা ঘোরতর আচ্ছন্ন হয়, তখন কেবল আশা বায়ু প্রবাহিত হইয়া, তাহাকে পরিষ্কৃত করে।' বাঃ বঃ

নিরঙ্গ—'সূর্য্যরূপ সিংহ অস্তাচলের গুহাশায়ী হইলে, ধ্বান্ত রূপ দন্তিযূথ নির্ভয়ে জগত আক্রমণ করিল"

সাঙ্গ—শোকের ঝড় বহিল সভায়, সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে বামাকুল; মুক্তকেশ, মেঘমালা; ঘন নিশ্বাস প্রলয় বায়ু অশ্রুবারি ধারা আসার; জিমূতমন্দ্র হাহাকার রব। মেঃ বঃ

অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য—"এই মুখ সাক্ষাৎ কলঙ্ক রহিত শশ[illegible] এই অধর সুধাপূর্ণ পরিপক্ক বিম্বফল, নেত্রদ্বয় অহোরাত্র বি[illegible] জিত কুবলয় ইত্যাদি।

১০৮৮। উৎপ্রেক্ষা—সাদৃশ্যহেতু উপমেয়, উপমানরূপেসম্পূর্ণ কল্পিত হইলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। উপমানের সম্পূর্ণ কল্পনা সিদ্ধির জন্য যেন বুঝি প্রভৃতি অভেদ জ্ঞাপকপদপ্রয়োগ করিতে হয়। এই যেন, বুঝি প্রকাশ থাকিলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও না থাকিলে প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা হয়। যথা—

বাচ্যা রথ চূড়া পরে শোভিল দেব পতাকা
যেন অচঞ্চল বিদ্যুতের রেখা ... ... ...

প্রতীয়মানা কজ্জল কিরণে শোভা করিছে নয়ন
মেঘের আবলী মাঝে শোভে তারাগণ

১০৮৯। ভ্রান্তিমান—যে স্থলে সাদৃশ্যবশতঃ প্রকৃত বিষয় বা ঘটনাকে কবি কল্পনা দ্বারা তৎসদৃশ বিষয় বা ঘটনা বলিয়া ভ্রম প্রদর্শন করা হয়, তথায় ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হয়। প্রকৃত ভ্রান্তি স্থলে অলঙ্কার হয় না।

... ... রথচূড়া পরে
শোভিল দেব পতাকা যেন অচঞ্চল
বিদ্যুতের রেখা। চারিদিকে মেঘকুল
হেরি সে কেতুর কান্তি ভ্রান্তি মদে মাতি,
ভাবিতারে অচলা চপলা দ্রুতগামী
গর্জ্জিয়া আইল সবে লভিবার আশে
সে সুর সুন্দরী ... ... ...—১
উজ্জল চন্দ্রমালোকে ভাবি দিনমান,
জাগ্রত কোকিল বধূ করিতেছে গান—২

১।২ স্থলে বায়ুবেগে পাতাকা সহ মেঘের এক দিকে গমন জ্যোৎস্নাময় নিশায় কোকিল ধ্বনি, কবিকল্পনায় ভ্রম প্রদর্শন [illegible]তে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হইয়াছে।

১০৯০। নিদর্শনা—সাদৃশ্য বশতঃ কোন বিষয়ের উপর কোন অসম্ভব কার্য্যের আরোপ হইলে নিদর্শনা হয়। যথা—

তেজস্বী পরের তেজে হইলে তাপিত
নিজ তেজ প্রকাশিতে না হয় কুণ্ঠিত
এই জানাইয়া রবি-কর অভিঘাতে
সূর্য্য-কান্ত মণিগণ জ্বলে যে সভাতে—১ নিঃ বঃ
অনুপম শ্যামতনু নীলোৎপল আভা
মুখরুচি কতশুচি করিয়াছে শোভা—২ সঃ ভাঃ
নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত? অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর; যে ধনুর্দ্ধরে ভিখারী রাঘব
বধিল সম্মুখ রণে। ফুল দল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে—৩

১—তেজস্বীতে সূর্য্যকান্ত মণির আরোপ ২—শ্যাম তনুতে নীল পদ্মের আভার আরোপ। ৩—বিধাতায় ফুল দল দিয়া গাছ কাটার আরোপ হওয়াতে নিদর্শনা অলঙ্কার হইয়াছে।

১০৯১। সমাসোক্তি—সমানবিশেষণ, সমানকার্য্য ও সমান লিঙ্গ দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ে অপ্রস্তুত পদার্থের ব্যবহার আরোপিত হইলে সমাসোক্তি হয়। যথা—সমান কার্য্যে—

দিবস হইল শেষ শশধরে কমলেশ
আপনার রাজ্যভার দিয়া।
সন্ধ্যা করিবার তরে অন্দরে প্রবেশ করে
স্বীয় জায়া ছায়ারে লইয়া॥
বসিয়া সচিবাসনে জগতের প্রজাগণে
দ্বিপ্রহর করিয়া শাসন।

যামিনীর প্রাণপতি কাতর হইয়া অতি
চলিলেন করিতে শয়ন ॥ কাঃ নিঃ উঃ

• এখানে সূর্য্য ও চন্দ্রে অপ্রস্তুত রাজা ও অমাত্যের ব্যবহার আরোপ হইয়াছে।

১০৯২। অতিশয়োক্তি—সম্পূর্ণ সাদৃশ্য হেতু উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া তাহার উপমানকে উপমেয় ভাবে নির্দ্দেশ করিলে অতিশয়োক্তি হয়। যথা—

কোন স্থলে মৃদুস্বর করি নিরন্তর
উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা নিকর।

১০৯৩। দীপক। যে স্থলে বর্ণনীয় বিষয় ও অপর বিষয় এক ক্রিয়া সহ অন্বিত হয় অথবা এক কারকের অনেক ক্রিয়ার সহ অন্বয় থাকে, তথায় দীপক অলঙ্কার হয়। যথা—

এতবড় বিভব সম্পদ হেন স্ফীত—
তবু ইহা দেখিএবে দুঃখী মোর চিত
পদ্মে শোভে সরোবর গৃহ পরিবারে
উৎসবে সম্পদ শোভে কাব্য অলঙ্কারে।

১০৯৪। অর্থান্তরন্যাস—যে স্থলে সামান্য বিষয়ের দ্বারা বিশেষ ও বিশেষ বিষয় দ্বারা সামান্য বিষয়ের দৃঢ়তা সমর্থিত হয়, তথায় অর্থান্তর ন্যাস অলঙ্কার হয়। এই উভয় প্রকার আবার সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য ভেদে দ্বিবিধ।

যথা—অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা অতিশয় প্রীত হইয়া কহিল সখি? তুমি অনুরূপ পাত্রেই অনুরাগিনী হইয়াছ, অথবা মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া আর অন্য জলাশয়ে কি প্রবেশ করিবেক?

২।" গভীর জলধি কখনও অল্প কারণে আকুলিত হয় না, [illegible]ন্য বায়ুবেগ প্রভাবে হিমাচল কদাচ বিচলিত হয় না।

অতএব কি কারণে আপনি এরূপ কাতর ভাবাপন্ন- হইয়াছেন, তাহার সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া, আমাদের প্রাণ রক্ষা করুন।”

এখানে জলধির আকুলিত না হওয়া ও হিমাচলের বিচলিত না হওয়া সামান্য দ্বারা, রামের কাতরভাবাপন্ন হওয়া বিশেষ বিষয়ের বিপরীতভাবে সমর্থন হইতেছে।

১০৯৫। স্বভাবোক্তি—প্রকৃত রূপ গুণাদির বর্ণনকে স্বভাবোক্তি বলে। যথা—

পাখী সব করে রব রাত্রি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
শিশুগণ দেয়মন নিজ নিজ পাঠে।
ইত্যাদি তৃঃ ভাঃ শিঃ শিঃ দেখ

১০৯৬। উল্লেখ—এক বস্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপে কথিত হইলে উল্লেখ অলঙ্কার হয়। যথা—

বিদ্যানামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে গুণে লক্ষ্মী স্বরস্বরী।—

১০৯৭। অপহ্নুতি—উপমেয়কে গোপন বা অন্যথা করিয়া উপমান রূপে বিধান করিলে অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়। ইহা বোধের জন্য ছল, বেশ, ব্যাজ প্রভৃতি অপহ্নব সূচক শব্দ প্রযুক্ত হয়।

শিশির বিন্দু পাত ছলে তরুগণ অশ্রুপাত করিতেছে। ১

গগণ সাগর মাঝে হেরিছ যে দ্বিজ রাজে
দ্বিজ রাজ নহে উহা বিশদ উৎপল
আর যে কলঙ্ক দাগ ব্যাপিয়াছে মধ্য ভাগ
কলঙ্ক নহেক উহা ভ্রমরের দল—২ ইত্যাদি।

১০৯৮। ব্যাজস্তুতি।—যে স্থলে নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা এবং প্রশংসাচ্ছলে নিন্দা করা হয়, তথায় ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়। ইহা শ্লিষ্ট শব্দ বা বাক্যদ্বারা সম্পাদিত হয়। যথা—

রামচন্দ্র সীতার পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহে আসিলে বয়স্য বালকেরা প্রশংসা চ্ছলে নিন্দা করে।

শুনহে কুমার তোমারি আজ!
কুলের উচিত হইল কাজ
তব্‌হে জনম্ অতি বিপুলে
ভুবন বিদিত অজের কুলে
জনক দুহিতা বিবাহ করি
তাহাতে ভাসালে যশের তরি

এখানে আজ, অজ, জনক দুহিতা, ভাসালে পদ শ্লিষ্ট।

নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা—অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুণ
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ

এখানে কুলীন ব্রাহ্মণপতি পক্ষে নিন্দা আর অন্নদার শিব-স্বামী পক্ষে প্রশংসা হইয়াছে।

১০৯৯। বিভানা—যেস্থলে কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তথায় বিভাবনা অলঙ্কার হয়। ইহাতে কারণ কথননির্দ্দিষ্ট ও কখন অনির্দ্দিষ্ট থাকে।

যথা ১—আয়াস নাহিক কিছু, তবু কটিতনু
ভূষণ নাহিক কিছু, তবু শোভে তনু
ভয় নাই, তবু আঁখি সতত চঞ্চল
সকলি কেবল নব যৌবনের ফল। ক. নি।

২—অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি
করবিনা বিশ্বগড়ি মুখ বিনা বেদপড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি।

১—কারণ নির্দ্দিষ্ট, ২—কারণ অনির্দ্দিষ্ট,

১১০০। বিশেষোক্তি—যেস্থলে কারণ সত্ত্বেও কার্য্য হয় না, তথায় বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়; যথা—

পৃথিবী সহিতে নারে যাহাদের ভার
সেই দৈত্যগণ করে তথায় বিহার
গৌরবের সীমানাই তবু পুরবর
অধস্তে পতিত নহে ব্যোমে স্থিরতর

এথানে 'পুর' এত গুরুত্ব সম্পন্ন হইয়াও শূন্য হইতে পড়েনা।

একাই ভুবন জয়ী স্মর অতি খল
তনুহীন কৈল তারে না কমিল বল

এথানে শরীরাভাবে বলের স্থায়িত্ব।

১১০১। অনন্বয়োপমা—যেথানে এক পদার্থের উপমেয়েত্ব উপমানত্ব দুই বর্ণিত হয়, তথায় অনন্বয়োপমা হয়। যথা

অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা আপনি আপন সমা
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি,

এথানে আপনি আপন সম হওয়াতে অনন্বয়োপমা হইল।

১১০২। সন্দেহ—কবি কল্পনা দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ে অপর বিষয়ের সংশয় উপস্থিত হইলে, সন্দেহালঙ্কার হয়। প্রকৃত সংশয়ে অল[illegible]না। ইহা বোধের জন্য বা, অথবা, বা, কি, কিম্[illegible] [illegible]ব্যবহৃত হয়। যথা—

শ্যামাঙ্গিনী রজনীর কবরী ভূষণ
কলঙ্কের ফুল রাশি তাই কি তোমরা,
অথবা দীপের মালা, সুরবালাগণ
জ্বালিয়াছে আলোকিতে উল্লাস অন্তরা

## পরিশিষ্ট।

### স্ত্রীত্ব পরিশিষ্ট।

ব্যক্তি গত সর্ব্বনামের মধ্যে কেবলভবৎ শব্দ পুং ও স্ত্রীলিঙ্গে ভবান্,ভবতী হয়। আর সমস্ত বিশেষণীয় সর্ব্বনাম শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত হয়। যথা—ইতর- ইতরা, উভয়—উভয়া, সর্ব্ব—সর্ব্বা, অন্য—অন্যা, পূর্ব্ব—পূর্ব্বা, অপর—অপরা, উত্তর—উত্তরা, দক্ষিণ—দক্ষিণা ইত্যাদি।

বিশেষ্য শব্দের মধ্যে জাতিবাচক অকারান্ত শব্দ, অন্ ভাগান্ত শব্দের পুংলিঙ্গ হইতে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্ত্তন হয়। তদ্ভিন্ন যে সে বিশেষ্য শব্দের লিঙ্গ পরিবর্ত্তন নাই।

আর বিশেষণ শব্দ মাত্রের লিঙ্গ পরিবর্ত্তন আছে।

| পুংলিঙ্গ | স্ত্রীলিঙ্গ | পুংলিঙ্গ— | স্ত্রীলিঙ্গ— |
|---|---|---|---|
| রাজা | রাজ্ঞী | পতিত | পতিতা |
| শ্বা | শুনী | ত্রিলোচন | ত্রিলোচনা (১) |
| শিব | শিবানী | বিভূতি ভূষণ | বিভূতি ভূষণা (১) |
| রুদ্র | রুদ্রাণী | পাষাণ | পাষাণী |
| হংস | হংসী | নিষ্ঠুর | নিষ্ঠুরা |
| মণ্ডল | মণ্ডলী | নৃশংস | নৃশংসা |
| জ্ঞানী | জ্ঞানিনী | কোপন | কোপনা |
| গুণবান্ | গুণবতী | গুর্ব্বী | গুরু |
| গরীয়ান্ | গরীয়সী | ... | ... ইত্যাদি |

আবার যখন স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে পুংলিঙ্গে পরিবর্ত্তন করিবে তখন সে সকল শব্দের পুংলিঙ্গ পদ লিখিতে হইবে। যথা

| স্ত্রীলিঙ্গ | পুংলিঙ্গ | স্ত্রীলিঙ্গ | পুংলিঙ্গ |
|---|---|---|---|
| স্রোতস্বিনী | স্রোতস্বী | ক্ষত্রিয়া বা | ক্ষত্রিয় |
| স্রোতস্বতী | স্রোতস্বান্ | ক্ষত্রিয়ানী | |
| উপযোগিনী | উপযোগী | সাধ্বী | সাধু |
| পাপীয়সী | পাপীয়ান্ | প্রবলা | প্রবল |
| বিদুষী | বিদ্বান্ | ব্রহ্মাণী | ব্রহ্মা |
| বিদ্যাবতী | বিদ্যাবান্ | আয়ুষ্মতী | আয়ুষ্মান্ |
| শ্রীমতী | শ্রীমান | ... | ... ইত্যাদি |

এখানে পুংলিঙ্গ স্থলে স্রোতস্বিন স্রোতস্বৎ শ্রীমৎ প্রভৃতি মূল শব্দ লিখিত হইবে না।

এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, কোন কোন বৈয়াকরণেরা বর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বধূ বা কন্যা, পিতা শব্দের মাতা ভ্রাতা শব্দের ভগিনী, তরু শব্দের লতা, পুত্র শব্দের দুহিতা ইত্যাদি রূপে পুংলিঙ্গের স্ত্রীলিঙ্গ পরিবর্ত্তন সাধন করেন। কিন্তু ইহা বড় কৌতুক জনক. কেননা বর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বরা, পুত্র শব্দের পুত্রী, ইত্যাদিরূপপরিবর্ত্তন আর তরুশব্দের স্ত্রীলিঙ্গ নাই, কন্যা শব্দের পুংলিঙ্গ নাই, কোন কোন পুংলিঙ্গশব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের পুংলিঙ্গ শব্দ নাই ও হইতেও পারে না; ইহা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজী মতে সার্—ম্যাডাম্, সন্—ডটার প্রভৃতির অনুকরণ করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিতে যাইয়া হানি করিতেছেন।

## তদ্ধিত পরিশিষ্ট।

তদ্ধিত দ্বারা শব্দ সকল নানা অর্থে পরিবর্ত্তিত হয়, তদ্ধিত

প্রত্যয় দ্বারা কতকগুলি বিশেষ্য শব্দ অপত্য, ভ্রাতা ও পিত বোধক অর্থে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা দশরথের পুত্র = দাশরথি পিতার ভ্রাতা = পিতৃব্য, মাতার ভ্রাতা = মাতুল, পিতার পিত = পিতামহ, মাতার পিতা = মাতামহ ইত্যাদি।

বিশেষ্য শব্দভাবার্থ প্রত্যয় ভিন্ন অন্য প্রত্যয় দ্বারা বিশেষ্যে পরিবর্ত্তিত হয় যথা—

| বিশেষ্য | বিশেষণ | বিশেষ্য | বিশেষণ |
|---|---|---|---|
| শরীর | শারীরিক, শরীরী | পাষাণ | পাষাণময়, |
| কায়া | কায়িক | মেধা | মেধাবী, মেধী |
| দেহ | দৈহিক দেহী | স্বর্ণ | সৌবর্ণিক, |
| মনস্ | মানসিক, মনস্বী, | তর্ক | তার্কিক, |
| বিষ্ণু | বৈষ্ণব, | শাস্ত্র | শাস্ত্রীয়, শাস্ত্রিক |
| সূর্য্য | সৌর | কল্পনা | কাল্পনিক, |
| লোক | লৌকিক | নিদ্রা | নিদ্রালু |
| ধর্ম্ম | ধার্ম্মিক, ধর্ম্মবান্ | তেজস্ | তেজস্বী, তেজস্বা |
| বচন | বাচনিক, | ফল | ফলী, ফলিন, ফলিত |
| মুখ | মুখর, | জাতি | জাতীয়, ইত্যাদি। |

সংখ্যাবাচক শব্দের পূরণার্থে বিশেষণ—

| সংখ্যা | পূরণ | সংখ্যা | পূরণ |
|---|---|---|---|
| অষ্ট | অষ্টম | বিংশতি | বিংশতিতম, বিংশ |
| শত | শততম | অযুত | অযুততম |
| পঞ্চ | পঞ্চম | ষট্ | ষষ্ঠ ইত্যাদি |

কাল, আধার ও দিক্ বাচক শব্দের কর্ত্তৃবাচ্যের ও উৎপ… অর্থের প্রত্যয়দ্বারা বিশেষণ হয়। যথা—

| বিশেষ্য | বিশেষণ | বিশেষ্য | বিশেষণ |
|---|---|---|---|
| দিন | দৈনিক, | প্রত্যহ | প্রাত্যহিক |
| বর্ষ | বার্ষিক | স্বর্গ | স্বর্গীয়, |
| কাল | কালীন, কালিক, | অধুনা | অধুনাতন, |
| পূর্ব্ব | পূর্ব্বতন, পৌর্ব্বীয়, | দক্ষিণ | দাক্ষিণাত্য |
| পশ্চাৎ | পশ্চিম, পাশ্চাত্ত্য, | দেশ | দেশীয় |
| মধ্য | মধ্যম, | আদি | আদিম, আদ্য |
| বিদেশ | বৈদেশিক | পথিন্ | পাথেয়, পথিক |
| পন্থা | পান্থ, | | ইত্যাদি। |

সর্ব্ব নামশব্দের প্রায়, সম্বন্ধার্থ প্রত্যয়দ্বারা বিশেষণ হয়। যথা—

| | | | |
|---|---|---|---|
| তদ | তদীয় | যুস্মদ | যুস্মদীয় |
| মদ্ | মদীয় | অস্মদ্ | অস্মদীয় |
| ত্বৎ | তাবক | মৎ | মামক |
| ভবৎ | ভবদীয়, | অন্য | অন্যদীয় |
| | | এতদ্ | এতদীয়, ইত্যাদি। |

এইরূপ অব্যয় শব্দ হইতেও বিশেষণ হয়—

| অব্যয় | বিশেষণ | অব্যয় | বিশেষণ |
|---|---|---|---|
| অকস্মাৎ | আকস্মিক | সমন্তাৎ | সামন্ত |
| সহসা | সাহসী | শশ্বৎ | শাশ্বতিক |
| পুনঃ পুনঃ | পৌনঃ পুন্য | আরাৎ | আরাতিক ইত্যাদি। |

বিশেষণ হইতে ও আধিক্যার্থে বিশেষণ হয়—

| | | |
|---|---|---|
| সম | মধ্যম | উত্তম |
| গুরু | গুরুতর | গুরুতম |
| নিপুণ | নিপুণতর | নিপুণতম |
| সাধু | সাধিষ্ঠ | সাধীয়ান্ |

| | | |
|---|---|---|
| গুরু | গরিষ্ঠ | গরীয়ান্ |
| দীর্ঘ | দ্রাঘিষ্ঠ | দ্রাঘীয়ান্ |
| মেধাবী | মেধিষ্ঠ | মেধীয়ান্ ইত্যাদি। |

এইরূপে বিশেষ্য এবং বিশেষ্যধর্ম্মী সর্ব্বনাম ও অব্যয়-হইতে বিশেষণে পরিবর্ত্তিত হয়, আর বিশেষণ শব্দেরও শ্রেণী বিভাগ হয়।

এই সমস্ত প্রকার বিশেষণশব্দে ও কোন কোন বিশেষ্য শব্দে ভাবার্থক প্রত্যয় দ্বারা বিশেষ্যে পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু বিশেষ্য শব্দের উত্তর ত্ব ও তা ভিন্ন অন্য ভাবার্থ প্রত্যয় হয় না। যথা—

| বিশেষণ | বিশেষ্য | বিশেষণ | বিশেষ্য |
|---|---|---|---|
| গৃহস্থ | গার্হস্থ্য, গৃহস্থতা | চতুর্ | চাতুর্য্য, চাতুরী |
| গুণবান্ | গুণবত্তা, গুণবত্ত্ব | গুরু | গৌরব, গরিমা |
| সৎ | সত্তা, সত্ত্ব | সুসদৃশ | সৌসাদৃশ্য |
| নিপুণ | নিপুণতা, নৈপুণ্য | বিলক্ষণ | বৈলক্ষণ্য |
| সুহৃৎ | সৌহৃদ্য, সৌহার্দ্দ | বিপরীত | বৈপরীত্য |
| বিষম | বিষমত্ব, বৈষম্য | পরায়ণ | পরায়ণতা |
| সুভগ | সৌভাগ্য | গরীয়সী | গরিমা |
| চঞ্চল | চঞ্চলতা, চাঞ্চল্য | সাধ্বী | সাধুতা |
| পতিব্রতা | পাতিব্রত্য | গরীয়ান্ | গরীয়স্ত্ব |
| সুজন | সৌজন্য, সুজনতা | দীর্ঘ | দৈর্ঘ্য, দ্রাঘিমা |
| কঠিন | কাঠিন্য, কঠিনতা | নীল | নীলত্ব, নীলিমা |
| মলিন | মালিন্য মালিনতা | কাল | কালিমা, কালতা |
| বক্তা | বক্তৃতা | ... | ... |
| স্বামী | স্বামিত্ব | মধুর | মাধুর্য্য, মধুরিমা |
| পতিত | পাতিত্য | স্বস্থ | স্বাস্থ্য ইত্যাদি। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ললিত | লালিত্য | পাতা | পাতৃত্ব |
| উপযোগী | উপযোগিতা | উপযোগিনী, | উপযোগিতা |
| বাগ্মী | বাগ্মিতা | পাচিকা | পাচকত্ব |
| সন্দিগ্ধ | সন্দিগ্ধতা, | বিদ্যাবতী | বিদ্যাবত্তা |
| বনপ্রস্থ | বানপ্রস্থ | সতী— | সতীত্ব ইত্যাদি। |
| বিশেষ্য | বিশেষ্য | বিশেষ্য | বিশেষ্য |
| মনুষ্য | মনুষ্যত্ব | জাতি | জাতিত্ব |
| পশু | পশুত্ব | জ্ঞাতি | জ্ঞাতিত্ব |
| গো | গোত্ব | ইত্যাদি। | |

(ধাতু) কৃদন্ত পরিশিষ্ট।

বাঙ্গালা ধাতু হইতে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ—

| ধাতু | হইতে বিশেষ্য | বিশেষণ— |
|---|---|---|
| দেখ্ | দেখা | দেখিয়ে— |
| বল | বলা | বলিয়ে |

প্রবর্ত্তন ধাতু—

| | | |
|---|---|---|
| দেখা | দেখান | দেখাইয়ে, |
| শোওয়া | শোওয়ান | শোওয়াইয়ে ইত্যাদি। |

মূল ধাতু হইতে কর্ত্তৃবাচ্য ও কর্ম্মবাচ্য দুই প্রকার বিশেষণ রচিত হয় এবং ভাববাচ্যে বিশেষ্য রচিত হয়। যথা—

| ধাতু হইতে | কর্ত্তৃবাচ্য | কর্ম্মবাচ্য | ভাববাচ্য |
|---|---|---|---|
| দৃশ্ | দর্শিক, দ্রষ্টা | দৃষ্ট, দ্রষ্টব্য, | দর্শন, দৃষ্টি |
| মুচ্ | মোচক, মুক্ত | | মোচন, মুক্তি |
| ভুজ্ | ভোজী, ভোক্তা | ভুক্ত, ভোজ্য | ভোজন, ভোগ্য |
| শী | শয়িত, শায়ী | | শয়ন, শয্যা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ভজ | ভাগী, ভাজক, | ভক্ত, ভাজ্য | ভাগ, ভক্তি |

অকর্ম্মক ধাতুর কর্ম্মবাচ্য বিশেষণ হয় না।

## প্রবর্ত্তন ধাতু।

| ধাতু | কর্ত্তৃবাচ্য | কর্ম্মবাচ্য | ভাববাচ্য |
|---|---|---|---|
| পাতি. | পাতক, | পাতিত, | পাতন |
| স্থাপি, | স্থাপক, স্থাপয়িতা, | স্থাপিত, | স্থাপনা, |
| মোচি | মোচয়িতা, | মোচিত, মোচয়িতব্য | মোচনা |
| রচি, | রচক, রচয়িতা | রচিত, রচয়িতব্য | রচনা |
| জ্ঞাপি, | জ্ঞাপক, জ্ঞাপয়িতা, | জ্ঞাপিত, জ্ঞাপয়িতব্য, | জ্ঞাপন |

ইত্যাদি।

এই নিয়মে প্রবর্ত্তন ধাতুর বিশেষণ ও বিশেষ্য প্রস্তুত হইবে।

## সনন্ত ধাতুর।

| | | | |
|---|---|---|---|
| জিগীষ | জীগীষু | জিগিষিত | জিগীষা |
| মুমূর্ষ্ | মুমূর্ষু, | | মুমূর্ষা |
| চিকীর্ষ্ | চিকীর্ষু, চিকীর্ষক, | চিকীর্ষিত | চিকীর্ষা |
| পিপাস্ | পিপাসু, | পিপাসিত | পিপাসা |
| জিহীর্ষ | জিহীর্ষু | জিহীর্ষিত | জিহীর্ষা |

ইত্যাদি। সনন্ত ধাতু হইতে এইরূপে বিশেষ্য ও বিশেষণ হয়।

## যঙন্ত ধাতু।

যঙন্ত ধাতুর এক 'মান' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদ আছে অন্য-প্রত্যয়ান্ত করিলে যঙ্ লুগন্ত বিশেষ্য বিশেষণ হয়—

| ধাতু | বিশেষণ |
|---|---|
| জাজ্বল্য, | জাজ্বল্যমান |
| দেদীপ্য | দেদীপ্যমান ইত্যাদি যঙন্ত বিশেষণ— |

## যঙ লবুন্ত।

| | | | |
|---|---|---|---|
| লালস্য | লালসী | লালসিত | লালসা |
| সরীসৃপ্য | সরীসৃপ | * | * ইত্যাদি। |

কয়েকটী যঙ্‌ লুগন্তধাতুর বিশেষ্য বিশেষণপদ প্রচলিত আছে।

## নাম ধাতুর।

| | | | |
|---|---|---|---|
| তরঙ্গায় | তরঙ্গায়মাণ, | তরঙ্গায়িত | তরঙ্গায়ণ |
| ফেনায় | ফেনায়মান, | ফেনায়িত | ফেনায়ন |
| বাষ্পায় | বাষ্পায়মাণ | বাষ্পায়িত | বাষ্পায়ণ ইত্যাদি |

নামধাতুর কর্ম্মবাচ্য বিশেষণ নাই এবং ভাব বাচ্য বিশেষ্য পদ ও প্রচলিত নাই, হইতে পারে।

ভাব বাচ্য কৃদন্ত বিশেষ্যের কর্তৃ ও কর্ম্ম বাচ্য প্রত্যয়ে দ্বারা বিশেষণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। যথা—

| বিশেষ্য হইতে | বিশেষণ | বিশেষ্য | বিশেষণ |
|---|---|---|---|
| উদয় | উদিত | সঙ্গ | সক্ত |
| বিদার | বিদীর্ণ | ভাগ | ভাজক, ভাজ্য, |
| দর্শন | দ্রষ্টা বা দৃষ্ট | অনুরক্তি | অনুরক্ত, অনুরাগী |
| পতন | পতিত, পাতী, | লোভ | লুব্ধ, লোভী |
| মোচন | মুক্ত | পান | পীত |
| বৃদ্ধি | বৃদ্ধ | স্ফীতি, | স্ফীত |
| ক্রোধ | ক্রোধী | অবস্থিতি | অবস্থিত |
| রাগ | রাগী, রক্ত, | স্থান | স্থায়ী |
| লিপ্সা | লিপ্সু, লিপ্সিত | উপচিকীর্ষা | উপচিকী° |

| বিশেষ্য হইতে | বিশেষণ | বিশেষ্য | বিশেষণ |
|---|---|---|---|
| অনুমান | অনুমিত | রোগ | রুগ্ন |
| সম্মান | সম্মত | বিষাদ | বিষণ্ণ |
| উপমা | উপমেয় | প্রসাদ | প্রসন্ন |
| আধান | আধেয় | স্ফূর্ত্তি | স্ফুরিত |
| পূরণ | পূর্ণ পূরিত | বিকিরণ | বিকীর্ণ |
| জরা | জীর্ণ | জ্বর | জ্বরিত |
| মরণ | মৃত বা ম্রিয়মাণ | অবলোকন | অবলোকিত |

ইত্যাদি রূপে বিশেষ্যাদি হইতে বিশেষণ পরিবর্ত্ত করিতে হইবে। এখানে বলা আবশ্যক যে, বিশেষ্যের যে উপপদ থাকিবে বিশেষণেরও সেই উপপদ রাখিতে হইবে। যথা—

| বিশেষণ | বিশেষ্য | বিশেষণ | বিশেষ্য |
|---|---|---|---|
| অভিলষিত | অভিলাষ | অভিষিক্ত | অভিষেক |
| প্রসূত | প্রসব প্রসূতি | নিষ্ঠ্যূত | নিষ্ঠীবন |
| পতিত | পতন | প্রীত | প্রীতি |
| তৃপ্ত | তৃপ্তি | সংকীর্ণ | সংকিরণ |
| সমবেত | সমবায় | অপকৃষ্ট | অপকর্ষ |
| ব্যঞ্জক | ব্যঞ্জন | ব্যক্ত | ব্যক্তি |
| অনুধ্যায়ী | অনুধ্যান | সন্নিহিত | সন্নিধান |
| পরিহিত | পরিধান | লজ্জিত | লজ্জা |
| মগ্ন | মজ্জন (ডোবা) | নিমজ্জিত | নিমজ্জন |
| জিজ্ঞাস্য | জিজ্ঞাসা | অপহৃত | অপহরণ |
| উন্নত | উন্নতি | অভ্যর্থিত | অভ্যর্থনা |
| প্রার্থয়িতব্য | প্রার্থনা | উদ্যুক্ত | উদ্যোগ |
| প্রদর্শিত | প্রদর্শন | ফেনায়িত | ফেনায়ন |

ইত্যাদি রূপে বিশেষ্য হইতে বিশেষণ ও বিশেষণ হইতে বিশেষ্যে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পরিবর্ত্তন করিবার সময় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বিশেষ্য কি বিশেষণ পদ; মূল কি প্রবর্ত্তন, কি সনন্ত, কি যঙন্ত অথবা নাম ধাতু নিষ্পন্ন হয়, তবে পরিবর্ত্তিত বিশেষণ কি বিশেষ্য পদ যেন সেই ধাতুর হয়।

শব্দ সকলের এই কয় প্রকার পরিবর্ত্তন ব্যতীত আরও এক প্রকার পরিবর্ত্তন আছে; তাহা এই—বিপরীত ও অন্যথা ভাবে পরিবর্ত্তিত পদ। যথা—

| শব্দ | বিপরীত শব্দ | শব্দ | বিপরীত শব্দ |
|---|---|---|---|
| বিস্তৃতি | সংকোচ | উন্নতি | অবনতি |
| ঊর্দ্ধ | অধঃ | উত্তম | অধম |
| পণ্ডিত | মূর্খ | ধর্ম্ম | পাপ |
| ধার্ম্মিক | পাপী | গমন | আগমন |
| পূর্ব্ব | পশ্চিম | উত্তর | দক্ষিণ |
| জ্যেষ্ঠ | কনিষ্ঠ | প্রতিগমন | প্রত্যাগমন |
| পতিত | উত্থিত | উত্থান | পতন |
| অনুগমন | অভিগমন | বক্ষঃ | পৃষ্ঠ |
| সম্মুখ | বিমুখ | উৎপত্তি | বিলয় |
| আবির্ভাব | তিরোভাব | উচ্চ | গভীর, নীচ |

ইত্যাদি ভাবে সম্বদ্ধ শব্দ দ্বয় পরস্পর বিপরীত।

আর অন্যথা ভাব পরিবর্ত্তন যথা

| শব্দ | অন্যথা ভাব | শব্দ | অন্যথা |
|---|---|---|---|
| অবস্থান | প্রস্থান | সদ্ভাব | অভাব |
| সুখ | দুঃখ | আলোক | অন্ধকার |
| বর্ণ | বিবর্ণ | সরল | বক্র |

| আধিক্য | ন্যূনতা | অধিক | অল্প |
|---|---|---|---|
| মৃদু | কঠিন | কঠিন | তরল |
| ঘাতসহ | ভঙ্গপ্রবণ | স্থির | চঞ্চল |
| দুষ্ট | শিষ্ট | রাগ | সন্তোষ |
| লঘু | গুরু | তান্তব | ছেদপ্রবণ |

ইত্যাদি ভাবে সম্বন্ধ শব্দদ্বয় পরস্পর অন্যথাভূত।

হরিদাসনামক এক ব্রাহ্মণ সাতফুটযষ্টিদ্বারা চারিফুট একটী ভুজঙ্গকে প্রহার করিয়াছে, তজ্জন্য বা তাহার জন্য লগুড় বিষাক্ত হইয়াছিল। পদান্বয় কর। যথা—

হরিদাস নামক—কর্তৃপদের বিশেষণ

এক— „ সংখ্যা বাচক বিশেষণ

ব্রাহ্মণ—বিঃ কর্ত্তৃঃ কাঃ, এক বঃ তৃঃ পুঃ, পুংলিঙ্গ

সাতফুট—করণ কারকের বিশেষণ

যষ্টিদ্বারা—বিঃ, করণ-কাঃ, এক-বঃ, তৃঃ-পুঃ, স্ত্রীলিঙ্গ।

চারিফুট<br>পরিমিত } কর্ম্মপদের বিশেষণ। চারিফট—করণ ইত্যাদি

একটী—কর্ম্মপদের অবয়ব বিশেষণ।

ভুজঙ্গকে— বিঃ কর্ম্ম-কাঃ, এক-বঃ, তৃঃ-পুঃ,—পুংলিঙ্গ

প্রহারকরিয়াছে—মূল যৌগিক-সমা-ক্রিয়া—পূর্ব্বতনাতীত, সকর্ম্মঃ-তৃঃযের, কর্ত্তৃবাচ্য।

তজ্জন্য—কর্তৃপদের বিশেঃ বিশেষণ—( বিষাক্ত পদের বিশেষণ )

বা—বিয়োজক অব্যয়।

তাহার—কাদন্তিক কর্তৃপদ-তৃতীয়ারস্থানেষষ্ঠী হইয়াছে।

জন্য—হেত্বর্থ যোজক শব্দ (লগুড় বিষাক্ত হইয়াছিল, এই কার্য্য বাক্য যোগ করিতেছে)

লগুড়—বিঃ, কর্ত্তৃ-কাঃ এক-বঃ, তৃঃপুঃ নপুং

বিযুক্ত—কর্ত্তৃপদের বিধেয় ভাবাপন্ন বিশেষণ

হইয়াছিল—মূল প্রঃ সমাঃক্রিয়া, হস্তনাতীত, অকঃ তৃঃপুঃ কর্ত্তৃবাচ্য।

সম্পূর্ণ।

---